

कविवर राजकृष्ण राय ।

ঐশ্বাবলী

~~ষষ্ঠ ভাগ~~

চমৎকার, অদ্ভুত ঘটনামূলক নাটক—চন্দ্রাবলী, কোঁড়ুকনাট্য-
গীতি—জ্যোতির্শ্রী, প্রকৃত ঘটনামূলক সামাজিক নাটক
—মীরাবাই, ধর্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক—ডাক্তার.
বাবু, প্রহসন—জগা পাগলা, প্রাহসনিক নাট্য-
রঙ্গ—টাটকা টোটকা, প্রহসন—
কলির প্রহ্লাদ, ব্যঙ্গনাটক ।

৩রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা,

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,—বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

৩

৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,—“সিদ্ধেশ্বর বন্দে”
শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত ।

সূচীপত্র ।

—

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
চমৎকার ...	১
চন্দ্রাবলী ...	৪৬
জ্যোতির্ময়ী ...	৭৪
শ্রীরাবাই ...	১৩৬
ডাক্তার বাবু ...	১৬৮
জুগা পাগলা ...	১৭৫
টাট্কা টোট্কা ...	১৮৮
কলির প্রহলাদ ...	১৯৬

চমৎকার

[অদ্ভুত ঘটনামূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

ধনেশ্বর সিংহ রায়—সামুটি গ্রামের জমীদার ।

ভীমভাম—ডাকাতের প্রধান সর্দার ।

স্বরূপচাঁদ—ডাকাতের দ্বিতীয় সর্দার ।

পাঁচু—ডাকাতের তৃতীয় সর্দার ।

যাদবেন্দ্র রায়—ধনেশ্বর সিংহ রায়ের জনৈক কর্মচারী ।

অচ্যুতানন্দ—সন্ন্যাসী ।

বংশিধর রায়—মাধবনগরের জমীদার ।

নীলকান্ত রায়—বংশিধর রায়ের মধ্যম পুত্র ।

জনার্দন মদক—মধুসূদন-পুরের জনৈক দোকানদার ।

ফোটকে—জনার্দনের বালক-ভৃত্য ।

শিকারিগণ, প্রজাগণ, ডাকাতগণ, দ্বার-বান্গণ, মুটেগণ, রাখাল-বালকগণ, বরযাত্রগণ, বাদ্যকারগণ, নাএব, আমলা, চৌকিদার ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

ভামিনী—ধনেশ্বরের পত্নী ।

দ্রবময়ী—ভীমভামের পত্নী ।

মহামায়া—যাদবেন্দ্রের মাতা ।

সরলা—ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা

তরলা—ধনেশ্বরের কনিষ্ঠা কন্যা

রাখালী—দাসী ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

গোড়ের জঙ্গল—জঙ্গলমধ্যে

দীঘির পাড় ।

শিকারিগণের প্রবেশ ।

১ম শিকারী । (সতর্ক) খুব হুঁসিয়ার ভাই সকল, খুব হুঁসিয়ার । (নেপথ্যের দিকে দেখাইয়া) ঐ দিক্টে থেকে বড় বোট্কা গন্ধ আসচে ।

২য় শি । (নাক সিট্কাইয়া) হুঁ, তাইতো, ভারি বোট্কা গন্ধ । বন্দুক ঠিক কোরে ধর ।

১ম শি । এস সকলে, এই দীঘির পাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকি । এখনি বাঘ বেরুবে । (সকলের তজ্রপ করণ) সন্ধ্যোও উৎরেচে ।

(নেপথ্যে ব্যাঘ্রগর্জন)

২য় শি । (শুনিয়া) ঐ হে, ডাক শুনেচ ?

১ম শি । ডাকের সঙ্গে বাঘও দেখেচ ?

২য় শি । ওটা বাঘ লয়, বাঘিনী ।

১ম শি । এই যে গন্ধ পেয়ে আমাদের দিকেই আসচে । আর দেরি করবো না ! মাছী ঠিক ভেগে গুলিভরা বন্দুক দাগি । (তজ্রপ করণ)

(নেপথ্যে ব্যাঙ্গীর অভিনাদ)

২য় শি। প'ড়েচে—প'ড়েচে—চল চল—
শড়্‌কী মেবে, মেবে ফেলি।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে “মার্ মার্—দে পেট ফুড়ে—

ম'রেচে—ম'রেচে—বস্” ইত্যাদি শব্দ)।

শিকারিগণের পুনঃপ্রবেশ।

১ম শি। মস্ত বাঘিনী রে! এই শিকার
দেখিয়ে বাবুদের কাছে কাল সকলে খুব বক্-
সিস্ পাব। চল বাঘিনীটেকে বাঁশে ঝুলিয়ে
নিয়ে গাঁয়ে যাই।

(পাড়ের গর্তে সহসা শিশুর রোদনশব্দ)

২য় শি। (শুনিয়া সবিস্ময়ে) এ কি
আশ্চর্য্য! মানুষের কচি ছেলে কাঁদচে না?

১ম শি। (সবিস্ময়ে) তেন্নি গলা তো
শুনচি। এই দীঘির পাড়ের গন্তটার ভেতোর
থেকে, কান্নার আওয়াজ আস্‌চে। একবার
দুকে গিয়ে দেখলে হয় না?

২য় শি। যদি বাঘ থাকে, তবে—

১ম শি। (বাধা দিয়া) দাঁড়াও, গন্তর
মুখে গোটা দুই ফাঁকা আওয়াজ করি। বাঘ
থাকে তো বেরুবে। যেমন বেরুবে, অস্ত্র
শুলি করবো।

২য় শি। যদি বন্দুকের আওয়াজ শুনেও
বাঘ না বেরোয়, তা হ'লে দেখুচি মাটির
গন্তে ঢুকে, শেষে বাঘের পেটের গন্তে ঢুকতে
হবে।

(নেপথ্যে শিশুর অধিকতর রোদন-শব্দ-বৃদ্ধি)

১ম শি। (শুনিয়া) বড্ড কাঁদচে। যা
থাক্‌ কপালে, চল গুলিভরা বন্দুক আর
অস্ত্র অস্ত্র হাতিয়ার ঠিক কোরে গন্তর
ভেতোর সৈঁধিয়ে পড়ি। আলো জ্বালো।
(আলো জ্বালিয়া সকলের গর্ত মধ্যে প্রবেশ)

গর্তের ভিতরে ১ম শি। (স্তম্ভে আহা

আহা, একটি কচি মেয়ে রে! বাঘিনী বেটীই
কাদের কোল আঁধার কোরে ধোরে এনেচে।
ভাগ্যি ভাগ্যি মেয়ে ফেলেনি। আর দেরি
কোরে কাজনি, ভাই! চল, এই কচি মেয়ে-
টিকে নিয়ে যমের অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে
যাই। (একটি শিশু বালিকাকে বস্ত্রাচ্ছাদন
পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া শিকারিগণের বহির্ভাগে
আগমন)

২য় শি। আহা, দিব্য মেয়ে।

১ম শি। না জানি, এর বাপ মা শোকে
কতই কাঁদচে। সন্ধান পাবার যো নেই
যে তাদের কাছে দিয়ে আসি। চল এখন
বাড়ী নিয়ে যাই।

২য় শি। তাই চল, ভাই, আমার
কোলেই থাক।

১ম শি। চল, আমরা বাঘিনীটেকে
বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সাম্‌টী গ্রাম—ধনেশ্বর সিংহ রায়ের বহির্ব্বাটী।

ধনেশ্বর সিংহ রায়, নাএব ও স্ত্রীপুরুষ

প্রজাগণের প্রবেশ।

ধনেশ্বর। (নাএবের প্রতি) বন্দাবন!
আমি এদের কোন কথাই শুনতে চাইনে।
তুমি এখনি দরওয়ানদের সঙ্গে কোরে সব
ব্যাটা বেটীর গরু, বাছুর, তৈজসপত্র কেড়ে
নিয়ে এসে কাছারী বাড়ীর গুদোমে মজুৎ
কর।

স্ত্রীপুরুষ প্রজাগণ। (সকাতরে) দোহাই
গরীবের মা বাপু।

ধনেশ্বর! চোপু রাও। (নাএবের প্রতি) বৃন্দাবন! কেলেকে তামাক দিয়ে যেতে বল। একথানা কেদারাও আন্তে বোলে দাও।

নাএব। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে কেলেকে! কর্তা বাবুকে শীগগির তামাক দিয়ে যা। আগে একথানা কেদারা এনে দে।

নেপথ্যে কেলেকে। এজ্ঞে যাই।

কেদারা ও হুঁকা লইয়া কেলের প্রবেশ।

কেলে। (শশব্যস্তে) নাএব বাবু! নাএব বাবু! পড়লো—পড়লো। কেদারা খানা ধরুন।

নাএব। তুই একবারে ছুটো কাজ সারতে গেলি কেন? দে কেদারা খানা দে। (কেদারা লইয়া যথাস্থানে বসাইয়া ধনেশ্বরের প্রতি) বোসতে আজ্ঞে হয়।

ধনেশ্বর। (কেদারায় উপবেশন করিয়া) দে রে কেলেকে হুঁকো দে। (হুঁকা লইয়া ধূমপান করিতে করিতে) যা তুই স্নান করার গরম জল তোয়ের কর।

[কেলের প্রস্থান।]

১ম পুরুষ প্রজা। দোহাই ধর্ম অবতার! এবার মাপ করুন। এ বছর বড় অজম্মা, কিছুই ফসল হয় নি। খাজনা দেবার উপায় নেই।

ধনেশ্বর। কোন কথা শুনতে চাইনি।

১ম পুরুষ প্রজা। ছেলে পিলে না খেতে পেলে ম'রে যাবে, বাবু মশয়।

ধনেশ্বর। মরে মরুক, আমার কি? পুরো খাজনা চাই।

১ম পুরুষ প্রজা। আপুনি জমীদার, এই গরীবদের মা বাপ। আপনি দয়া কোরে

মাপ না কোলে গরীব রেয়েংরা উচ্ছন্ন যাবে।

নাএব। উচ্ছন্ন কেন যাবি রে বাপু? মহাজনের কাছে চোটা হুঁদে টাকা ধার করগে না? জমীদারের খাজনা কি অনাদায় থাকিতে পারে?

১ম পুরুষ প্রজা। ধারে ধারে মাথা বিকিয়ে গেচে। আর যে কেউ ধার দেয় না।

ধনেশ্বর। কেন বৃন্দাবন, ওদের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় কোচো? খাজনা না দেয়, বেটা বেটীদের পিঠমোড়া কোরে বেঁধে অন্ধকার ঘরে পূরে রাখতে বল। দরওয়ানদের এখনি পাঠাও; সমস্ত জিনিষ পত্র তুলে আনুক। যার ঘরে জিনিষ পত্র নেই, তার ঘর দরজা ভেঙে আনুক। যাও, দরওয়ানদের জিম্মায় ব্যাটা বেটীদের রেখে এস।

প্রজাগণ। (সরোদনে) দয়া কর, ধর্ম-অবতার! দোহাই—দোহাই।

১ম পুরুষ প্রজা। আসছে ব্রহ্ম পুরো ফসল হলে তিন গুণ খাজনা দেবো।

ধনেশ্বর। কেন, বৃন্দাবন, বিলম্ব কোচো?

নাএব। চল চল, গোলমাল কোরো না।

১ম পুরুষ প্রজা। দোহাই ধর্ম-অবতার! আপনকার পায়ে পড়ি।

ধনেশ্বর। বৃন্দাবন! চাবুক আন।

নাএব। (প্রজাগণের প্রতি) কেন চাবুক খাবি? চল।

১ম পুরুষ প্রজা। (স্বগত) হা জগ-দীশ্বর! এমন যম জমীদারেরও জমীতে বসে

কোরেচি ! একটু দয়া মায়া নেই। বুকের
রক্ত পধ্যস্ত শুষে নিলে। ভগবান ! তুমি
এর বিচের কোরো ।

নাএব । আর দেরি কেন ? চল ।

[প্রজাগণকে লইয়া নাএবের প্রস্থান ।

ধনেশ্বর । (স্বগত) শীতল চাটুষ্যে
আর যত্ন দত্তর ভিটেয় ঘুঘু চরাতে হবে ।
অনেকেরই জমী জরাৎ জাল কোরে, জোর
কোরে কেড়ে নিয়েচি ; এইবার এই দু
ব্যাটার পালা । আমি হেন ধনেশ্বর সিংহ-
রায় আমার ক্ষমতা ও চতুরতার কাছে
কোন ব্যাটা, কোন বেটী তিষ্ঠুতে পারে ?

নাএবের পুনঃপ্রবেশ ।

জিন্মেয় রেখে এলে ?

নাএব । আজ্ঞে হাঁ হজুর ।

ধনেশ্বর । ব্যাটা বেটীরে কোচ্ছে কি ?

নাএব । বড় কাঁদছে ।

ধনেশ্বর । কাঁদুক । চোখে জল না
বেরুলে টাকা বেরোয় না ।

নাএব । ধর্ম-অবতার ! এবার কিন্তু
বাস্তবিক প্রজাদের নিতান্ত দুর্বস্থা । আদৌ
ফসল হয় নি ; তা তো আপনি জানেন ।

ধনেশ্বর । জানলে কি হবে ? কড়ায়
গণ্ডায় খাজনা চাই । প্রজা মরুক—থেতে
না পাক, আমার কি ? আমার টাকা চাই ।
এখন এক কাজ কর ।

নাএব । আজ্ঞে করুন ।

ধনেশ্বর । শীতল চাটুষ্যের আর যত্ন
দত্তর জমীদারী আমার জমীদারীভুক্ত কোত্তে
হবে । তুমি আমার পরামর্শ মত দলীল
দস্তাবেজ জাল কোরবে চল ।

নাএব । চলুন, কিন্তু—

ধনেশ্বর । কিন্তু কি ? ধনেশ্বরের কাছে
শীতল চাটুষ্যে লাগে, না যত্ন দত্ত লাগে ?

শিকারিগণের প্রবেশ ।

শিকারিগণ । দণ্ডবৎ করি, বাবু মশাই !

ধনেশ্বর । এখানে কেন ?

১ম শি । বাবু মশাই ! কাল সাঁজের
পর গোড়ের জঙ্গলে একটা মস্ত মাদী বাঘ
শিকের করেচি । ও পাড়ার শীতল চাটুষ্যে
মশাই দশ টাকা আর যত্ন দত্ত মশাই সাত
টাকা আট আনা বক্সিস্ দিয়েচেন । এখন
আপনকার কাছে বক্সিস্ চাই । যেমন
ভেমন বক্সিস্ লয়, এক এক জনে এক এক
টাকা নোবো । আমরা ছাড়া দেউড়ীতে
ষোল জন শিকেরী মাদী বাঘটাকে নিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে । আপনি মস্ত জমীদার, বাবু
মশাই ।

ধনেশ্বর । যাদের বেশী বাঘের ভয়,
তরাই বক্সিস্ দেয় । আমার কাছে কেন
রে ব্যাটার ?

১ম শিকারী । (স্বগত) তা ঠিক !
তুমিই তাদের বাঘ । চার পেয়ে বাঘে
যা না কোত্তে পারে, তুমি হেন দু পেয়ে
বাঘে কত নোকের যে কত সর্বনাশ
কোরেচো—কোচ্চো, তা অবিলেও শরীল
শিউরে ওঠে । (প্রকাশে) কত্তা বাবু !
বড় আশা কোরে এসেচি, আপনকার যা
খুসি, তাই দিন ।

ধনেশ্বর । আমি কি বাঘ মাস্তে হুকুম
দিয়েছিলেম ? মারা বাঘ বেচে টাকা
রোজগার কোরগে যা । তো ব্যাটার কি
জানিস্নি, জ্যাস্ত রাখলে কিছু লাভ হয় না,
মেরে ফেল্লই লাভ ? বাঘ মেরেচিস্, লাভ

করেচিস্ । হাতে গিয়ে ওটার চামড়া, দাঁত,
নখ বেচে টাকা তুল্গে ।

১ম শি । (স্বগত) তা সত্যি । তোমার
মত মানুষ বাঘটাকে মাংসে পাল্লে অনেক
গরীব গুৰ্বে নোকে নাত আছে । তোমার
হাড় গুঁড়ুলে অনেকের হাড় জুড়ায় ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ধনেশ্বর । দেউড়ীতে কিসের গোল রে ?

১ম শি । সত্যি মিথ্যে দেখুন না, মশাই ।

ধনেশ্বর । সত্যি মিথ্যে কি ?

১ম শি । আপুনি ভেবেচো, হয় তো
মামরা বাঘ মারিনি ; মিছিমিছি ফাঁকি দিয়ে
কিসিস্ চাচ্চি ; তা লয়, বাবু মশাই, তা
দয় ; ঐ দেখ, কত বড় মাদী বাঘ ! লাজ
তা লয়, যেন বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো
হাত বিচি ।

ধনেশ্বর । দূর হ ব্যাটারা, দূর হ ।
ও তো, বৃন্দাবন, গোল খামিয়ে সব
টাটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এস ।

অনেক দাসীর প্রবেশ ।

ক রে রাখালী ?

দাসী । মা ঠাকুরণ আপনকার কাছে
ঠিয়ে দিলেন ।

ধনেশ্বর । কেন রে ?

দাসী । দেউড়ীতে একজন শিকারী
একটি কচি খুঁকিকে কোলে কোরে দাঁড়িয়ে
আছে । মা ঠাকুরণ দোতালার খড়খোড়ে
দিয়ে দেখেচেন । তাই আমাকে পাঠালেন ।

ধনেশ্বর । কি কোন্তে হবে ?

দাসী । আপুনি তাকে খুঁকী শুদ্ধ নিয়ে
ডীর ভেতোর চলুন ।

ধনেশ্বর । কে শিকারী ? কে খুঁকী ?

১ম শিকারী । ওগো বাবু মশাই !
কাল সাজের কালে বাঘ শিকের কোন্তে
গিয়ে, ঐ মেয়েটিকে বাঘের গন্তে জ্যাস্ত
পেয়েচি । আমাদেরি নফ্রা তাকে কোলে
কোঁরে দাঁড়িয়ে আছে ।

ধনেশ্বর । অঁ্যা, বাঘের গন্তয় জ্যাস্ত
মেয়ে ! (দাসীর প্রতি) চল, রাখালী,
দেউড়ীতে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখি ।

দাসী । ও মেয়েটিকে বাড়ীর ভেতোর
গিন্নী মায়ের কাছে—

ধনেশ্বর । নিয়ে যাব—নিয়ে যাব—
অত ব্যস্ত কেন ?

(প্রস্থানোত্তোগ)

১ম শিকারী । বাবু মশাই ! বক্-
সিস্টে ।

ধনেশ্বর । (রাগত হইয়া) আরে
ব্যাটারা ! বার বার ঐ কথা । হুমুমান
দোবে ।

নেপথ্যে হুমুমান দোবে । হুকুম, মহা-
রাজ !

ধনেশ্বর । আভি জুতি মারকে শালা
লোকা বাহার কর্ দেও ।

১ম শিকারী । (অন্যান্য শিকারিগণের
প্রতি) ওরে মানে মানে পালাই চ । টাকা
কড়ি চুলোয় গেলো, শেষে জুতো বকসিস্ !
রাম রাম !

[শিকারিগণের প্রস্থান ।

ধনেশ্বর । চল হে বৃন্দাবন ! আয়
রাখালী !

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

কপিলপুর গ্রামের প্রান্তভাগ—

ভীমভগ্নমের কুটীর-সম্মুখ।

ভীমভাগ ও দ্রবময়ী উপবিষ্ট।

দ্রবময়ী। (সরোদনে) ওগো! কি হলো! মা আমার কোথায় গেল! যতই সেই চাঁদমুখ খানি ভাবি, ততই শোকে বুক ফেটে যায়! হায়, মা! কোথায় গেলি! মা গো! মা গো! ভগবান! তুমি আমার মেয়েকে এনে দেও ঠাকুর! আমি যে আর চুপ করে থাকতে পারিনে, হরি!

ভীম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) “যা হবার তাই হয়” এ কথা তো তুমি আমাকে কতবারই বলেচ, তবে নিজে কেন এখন সে কথা পালন ক’চ্চো না? কেঁদ না, চুপ কর।

দ্রব। ওগো! মনে করি, কঁাদবো না; কিন্তু সেই মুখখানি মনে প’ড়লে চোখের জল যে আপনি উথলে পড়ে। সবে সেইটি আশা ভরসা ছিল, তাও পোড়া কপালে সইল না। আজ এগার দিন হ’ল, বাছা আমার কোথায় গেল! আর কি তাকে পাব! বাঘের মুখে পড়লে জোয়ান মানুষই বাঁচে না, তা অমন কচি মেয়ে! মাকে আমার সর্ববিনশে বাঘ তখনি টিপে মেরে, খেয়ে ফেলেচে। হায়! হায়! তুমিও যদি সে রাত্রে বাড়ী থাকতে, তা হলেও হয়তো বাছা আমার—(অত্যন্ত রোদন)

ভীম। (অধোমুখে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)

দ্রব। (দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ পাইয়া)
ওগো, তুমিও কঁাদচ, কেঁদ না, কেঁদ না।

ভীম। (সদুঃখে স্বগত) আহা! অভাগিনী নিজে কেঁদে অস্থির, আবার আমাকে সান্ত্বনা কোচ্ছে। বিধাতা, এক বার শোক-ময়ী বিষাদময়ী দ্রবময়ীকে দেখে যাও।

পাঁচু। (নেপথ্যে) বড় কত্তা ঘরে আছ।

ভীম। (স্বগত) ও, পাঁচু ডাকচে যে। (প্রকাশে দ্রবময়ীর প্রতি) তুমি একটু আড়ালে যাও।

[দ্রবময়ীর গ্রন্থান।

নেপথ্যে পাঁচু। বলি, ঘরে আছ কি বড় কত্তা?

ভীম। আছি। এই দিকে এস হে।

পাঁচুর প্রবেশ।

পাঁচু। (জনাস্থিকে) আজ ক’দিন ধোরে যাওনি কেন? অস্থখ টস্থখ হয়েছে কি?

ভীম। (সদুঃখে জনাস্থিকে) পাঁচু রে! এমন অস্থখ যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়।

পাঁচু। (সবিস্ময়ে জনাস্থিকে) ব্যাপারটা কি!

ভীম। (জনাস্থিকে) আজ এগার দিন হল, আমার খুকীকে বাঁধে নিয়ে গেছে।

পাঁচু। (সবিস্ময়ে জনাস্থিকে) অ্যা বল কি! সে কি! এমন সববনাশ হয়েছে! তোমাদের আর ছেলে পিলে নেই, কেবল সেই মেয়েটিই সম্বল ছিল, হায় হায়, তাও বাঘের পেটে গেল! আর ভেবে কি কর্ত্তকে বল, কপালের ফল অকালেও ফলে।

ভীম। আজ তুই এমন সময় হঠাৎ কেন এলি? কোন বিশেষ দরকার পড়েচে কি?

পাঁচু। তা লয়, তবে তোমার এতদিন

বিলম্বি দেখে, মেজো কত্তা আমায় পাঠিয়ে দিলে।

ভীম। তা বটে, আজ দশ দিন উপরো উপরি যাইনি। যাই বা কেমন কোরে ? আচ্ছা, তুই গিয়ে স্বরূপকে বল, আজ সন্ধ্যার সময় যাব।

[পাঁচুর প্রস্থান।

দ্রবময়ীর পুনঃপ্রবেশ।

দ্রব। হ্যাঁগা ! ও লোকটি কে ?

ভীম। ও আমার একজন আলাপী, দেখা কোত্তে এসেছিল। বেলা হয়ে উঠলো, আমি এখন মনসাতলার পুকুরে স্নান কোরে আসি।

[ভীমভামের প্রস্থান।

দ্রব। (স্বগত) হা কপাল ! ইনি তো নাইতে গেলেন, কিন্তু ঘরে তো এমন কিছুই নেই যে, রেঁখে দেবো। হা ভগবান ! কপালে..এত কষ্টও ছিল ! শোক দরিদ্রতা সঙ্গের সঙ্গী হল !

মহামায়ার প্রবেশ।

মহা। হ্যাঁ দেবপো ! তোমার সোয়ামী কোথা গেল ? আমি দেখে এলেম, মনসাতলার দিক দিয়ে বরাবর কোথা যাচ্ছে।

দ্রব। নাইতে।

মহা। (সবিস্ময়ে) নাইতে !

দ্রব। হ্যাঁ, দিদি।

মহা। আহা, রুখুই নাইতে গেল গা ?

দ্রব। (সবিস্মাদে) আমাদের থাকতেও নেই, যেমন কপাল, দিদি ! যদি তাও সয়ে থেকে মেয়েটিকে নিয়ে এক রকম কোরে দিন কাটাচ্ছিলেম, তাতেও বিধেতা বিমুখ

হলো। (সরোদনে) আর জন্মে অনেক পাপ করেছিলেম, তাই আমার দুঃখুর ওপোর দুঃখু। কত দিনে যে দিদি আমার মরণ হবে, এখন দিন রাত কেবল তাই ভাবছি।

মহা। (সান্ত্বনাবাক্যে) হরিকে ডাক, বোন্। তিনিই বিপন্নের একমাত্র ভরসা। দেবপো, চিরদিন সমান যায় না, আজ সুখ, কাল দুখ ; আজ হাসি, কাল কান্না। আবার কাল ফের সব ফিরে যায়। আমরা তো সামান্টি মানুষ বইতো নয় ; অমন যে রাজা রামচন্দর, অমন যে রাজা যুদিষ্টির, অমন যে রাজা নল, অমন যে রামের সীতে, অমন যে যুদিষ্টিরের দেবপদী, অমন যে নলের দয়মন্তী, তাঁদেরও এক সময় কত কষ্ট ভুগতে হয়েছিলো। কিন্তু শেষে আবার কত সুখ হয়েছিলো।

দ্রব। তা বটে, দিদি ! কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই হতাশ হচ্ছি। আমাদের দুঃখু ঘোচবার নয়।

মহা। রেতের পর যদি দিন আর না আসে, তবে বলতে পারি যে, দুঃখুর পর সুখও আর আসবে না। কিন্তু ভগমানের রাজ্যে সবই ঠিক। আজ চাট্টি চিঁড়ে মুড়কি আর গোটাকতক মোয়া এনেচি, এইগুলি রেখে দেও, বোন্। তোমার সোয়ামী নেয়ে এলে, খেতে দিও, তুমিও খেও। আমার ইচ্ছে হয়, তোমাদের ভাল কোরে খাবার দাবার যোগাড় কোরে দিই ; কিন্তু ভগমান আমাকেও মেরেচে। বোন্। আমিও বড় গরীব !

দ্রব। দিদি ! এই নিবন্ধবপুরে তুমিই বড় আপনার। এত দয়া আমি আর কারো দেখিনি। আজ এক বছর চার মাস হলো,

আমরা এই গাঁয়ে এসে বাস ক'চ্ছি ; তখন খুকি আমার পেটে । দিদি ! বল্‌বো কি, কেউ এখানে আত্মীয় স্বজন নেই যে, আমাদের ছোটো মুখের কথা কয় । ভাগ্যে তুমি ছিলে, তাই রক্ষে ।

মহা । হ্যাঁ, দেৰ্পো ! কত দিন তোমায় জিজ্ঞেস করেচি, কিন্তু তুমি একটি দিনও খুলে বোল্‌লে না,—তোমরা কারা ? আর কেনই বা এই গাঁয়ে এসে বাস ক'চ্চো ?

দ্রব । দিদি ! সোয়ামীর নিষেধ, আমারও বল্‌তে ইচ্ছে নেই । সময়ে সকলই জানতে পারবে ।

মহা । আচ্ছা, এখন তবে আসি ।

[মহামায়ার গ্রন্থান ।

দিক্‌বন্ধে ভীমভামের পুনঃপ্রবেশ ।

ভীম । দেখ, আজ একটা বিশেষ কাজ আছে, আমি সন্ধ্যার সময় যাব, আবার শীঘ্র ফিরে আসবো ।

দ্রব । না, না, আজ আর কোথাও যেও না ।

ভীম । খরচপত্র নেই, কিছু যোগাড় ক'রে আনতে হবে ।

দ্রব । মহামায়ার মায়া তো আছে । এই দেখ, তোমার আমার জন্তে চিঁড়ে মুড়কি মোয়া দিয়ে গেল ।

ভীম । বাস্তবিক মহামায়া আমাদের প্রতি বড় দয়াবতী । তার নিজের অবস্থা তত ভাল নয়, তবু আমাদের চাল, ডাল, খাবার দাবার যখন তখনই দিচ্ছে । বল্‌তে কি ! মহামায়া যেন সাক্ষাৎ মহামায়া অন্নপূর্ণা !

দ্রব । আহা, এমন দয়াময়ী মেয়ে

আমি কখন দেখিনি । সে রাক্ষুসী যদি মহামায়ার গুণের তিলটুকুও পেতো, তা হলে তোমাকে আমাকে এত অসহিঁ যাতনা—

ভীম । (বাধা দিয়া) থাক, তাদের নাম পর্য্যন্তও করো না ।

দ্রব । আচ্ছা । কিন্তু তোমাকে আজ আমি কোথাও যেতে দেবো না ।

ভীম । আমারও তাই ইচ্ছে, কিন্তু মহামায়াকে বারম্বার বিরক্ত করা উচিত নয় ; আমি নিজে কিছু যোগাড় যন্ত্র কোরে আনি । যদি কখন দিন পাই, তবে মহামায়ার ঋণ সহস্রগুণে শুধ্‌বো ।

দ্রব । হরি আমাদের সেই দিন শীগ্‌গির দিন ।

ভীম । আমিও সেই শুভদিন দেখবার চেষ্টায় আছি ।

দ্রব । কি চেষ্টা ?

ভীম । এখন বল্‌বো না, পরে জানতে পারবে । এখন চল, চিঁড়ে মুড়কি ভিজিয়ে খাইগে ।

[উভয়ের গ্রন্থান ।

[চতুর্থ দৃশ্য

অরণ্যমধ্যে ভগ্ন মন্দির ।

স্বরূপ, পাঁচু প্রভৃতি ডাকাইতগণ উপবিষ্ট । কেহ খেলো হাঁকায় তামাকু টানিতেছে, কেহ কাহারও গা টিপিতেছে, কেহ কাহারও সহিত গল্প করিতেছে ।

স্বরূপ । কই রে, পাঁচু ! সন্ধ্যা যে উৎরে গেল, ভীমভামের দেখা কই ?

পাঁচু । এই আসবার সময় হয়েছে ।

দীর্ঘগাঠিহস্তে ভীমভামের প্রবেশ ।

ডাকাতগণ । (সকলে উঠিয়া) এই যে, এই যে, বড় কস্তা হাজির ।

স্বরূপ । এই তোমার নাম কচ্ছিলুম, ভাই ! অনেক দিন বাঁচবে ।

ভীম । তা নইলে শোক-দুঃখ ভোগ করবে কে ?

স্বরূপ । তুমিই তো বলেচ, ভাই, হরির কৃপাই শোক-দুঃখের পরম ঔষধ ।

ভীম । (উদ্দেশে হরিকে প্রণাম করিয়া) জয় ভগবান হরি ! (কিয়ৎক্ষণ পরে) স্বরূপ ! এ কদিনের মধ্যে দলে তো দলাদলি ঘটে নি ?

স্বরূপ । (বাড় চুলকাইতে চুলকাইতে) তোমার সুবন্দোবস্তে দলাদলি ঘটে নি, তবে কিনা টাকার বড় টানাটানি ঘটেচে । সেই-জন্মে সকলে কিছু অনুখী ।

ভীম । (বিমর্ষ-চিত্তে) তাতো হবারই কথা । খেতে পরতে কষ্ট পেলে মানুষের অনুখ তো সঙ্গের সাধি । (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) দেখ, স্বরূপ ! সেই ভাড়া বাড়ীটির মাটির নীচে যে, এক কলসী আর দু' ভাঁড় টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তার কি আর কিছুই নেই ?

স্বরূপ । একটি টাকাও নেই । থাকবেই বা কেমন কোরে ? কন্বেশ পঞ্চাশ বাট্ জন লোক সেই টাকাতে দিন গুজরোন্ ক'চ্ছে, তুমি আমি তো অতি কষ্টে আধুপেটা খেয়ে কাল কাটাচ্ছি ।

ভীম । তোমার আমার আধুপেটা হোক আর নাই হোক, কিন্তু অপর লোকদের তো চলবে না । এখন উপায় করি কি ?

স্বরূপ । তুমি একবার মুখ ফুটে হুকুম

দিলে, এরা দুই এক জায়গায় ডাকাতি ক'রে বেরুতে পারে ।

ভীম । না, স্বরূপ, তা পারবো না ।

তোমরা যখন দয়া করে আমাদের তোমাদের প্রধান সদার ক'রেচ, তখন আমার উপ-রোধে, তোমাদের আরও কিছুকাল কষ্ট ভোগ কস্তু হবে । আমি ডাকাত বটে, কিন্তু ধর্ম্মের ডাকাত । অধর্ম্মের ডাকাতিতে আমি নরকের চেয়েও ভয় করি । স্বরূপ !

আমার প্রতিজ্ঞা,—অধর্ম্মের জগতে ধর্ম্মের ডাকাতি ক'রে, স্বর্গের পথ নিশ্চল ক'রবো । শোন স্বরূপ ! শোন সকলে !

অধর্ম্মের লোভে প'ড়ে প্রাণ থাকতে ধর্ম্মের অপমান করা কা'রই উচিত নয় । বরং ধর্ম্মের জন্ত বাবজীবন কষ্ট পাই, সেও ভাল ; তবু অধর্ম্মের রাজহত্ৰ চাইনি । এক-মনে ধর্ম্মমুষ্টি ভগবান হরিকে ভক্তিভরে ডাকি ।

তিনি ক্ষুধার সময় আহার দেবেন, পিপাসার সময় জল দেবেন, দুঃখের সময় সুখ দেবেন । স্বরূপ হে ! বেশী বলবো কি, আমরা সকলে শ্রীহরির হুকুমের ডাকাত ।

যে ডাকাতিতে পাপের বদলে পুণ্য হবে, দুঃখের বদলে সুখ হবে, অন্ধকারের বদলে আলো হবে, যন্ত্রণার বদলে শান্তি হবে, সেই ডাকাতিই ডাকাতি । তা বই যে ডাকাতি, তা পাপিষ্ঠ লোকেরাই ভাল বাসে ।

ভগবান নারায়ণের কৃপায়, ভীমভাম যে সকল ডাকাতির প্রধান কর্তা, তারা ধর্ম্মের ডাকাত । সুতরাং আমার পরামর্শ ভিন্ন তাদের কোন কাজই করা ভাল নয় ।

স্বরূপ । (সহর্ষে) ভাই ভীম ! তোমার এই সকল চমৎকার কথাতেই তো আমরা মোহিত হয়ে যাই । সত্যি বল্চি, ভীম !

সত্যি বল্চি, যখন দাবানলের মত জঠরানলে
ছলি, তখন তোমার এই সুধামাখা কথাগুলি
যেন শীতল জলের মত কানের ভিতর দিয়ে
গিয়ে প্রাণে পড়ে। জলন্ত জঠরানল তখনই
নিবে যায়।

ভীম। (সানন্দে) দেখ, স্বরূপ! সঞ্চিত
অর্থ ফুরিয়েচে, কিন্তু সুধা ফুরায় নি।
সুতরাং এইবার সকলের মিলে মিশে গোটা-
কতক কাজ করবার সময় এসেচে।

স্বরূপ। কি সে সব কাজ?

ভীম। ধর্মের কাজ, অধর্মের বাজ।
যেখানে ধার্মিক গৃহস্থ বা ধার্মিক ধনী লোক
আছে, সেখানে আমরা কখনই ডাকাতি
ক'তে বাব না। ধার্মিকের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন
বা হরণ করা মহাপাপ, কিন্তু যে সকল
অধার্মিক ও পর-পীড়ক লোক, হরির জীব-
গণকে যার-পর-নাই কষ্ট দেয়, পাপরূপ
সমুদ্রের ভয়ঙ্কর তরঙ্গের মত উঁচুতে উঠে,
দীনদুঃখী ও ধর্মভীরু লোকের ঘাড়ে চেপে
পড়ে, তাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠ করিগে চল।
তাদের বিষয়সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে গরীব
দুঃখীদের দান করিগে চল। তার মধ্যে
কিছু কিছু অর্থ নিজেদের জীবনধারণের
জন্ত রাখবো। আবার শোন, যদি কোথাও
তেমন পাপিষ্ঠ লোকদের দেখা না পাই,
তবে সকলে মিলে ভিখারী সেজে, দুয়ারে
দুয়ারে ভিক্ষা ক'রে দিন বাপন করবো,
তথাপি অধর্মের ডাকাতি কখন করবো না,
করবো না, কোরবো না। শেষ কথা, হরি
দিন দিলে তোমাদের দুঃখের সঙ্গে আমারও
দুঃখের অবসান হবে।

স্বরূপ। (সানন্দে) হস্ত
ধারণ করিয়া) ভীম। ভীম। তুমি কে?

ভীম। (নিরুত্তরে দ্বিধা হস্ত)

স্বরূপ। (সাগ্রহে) ভাই ভীম! আমি
কতবার জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু তুমি কে, তা
এক দিনও বলনি। আজ আবার জিজ্ঞেস
করছি, তুমি কে?

ভীম। (বাককৌশলে) ও স্বরূপ!
আহা দেখ দেখ, ঐ আধ কোটা ফুলটিকে
দুহস্ত কীটে কেটেকুটে খণ্ড বিখণ্ড কোরেচে।

স্বরূপ। তাতে তোমার কি?

ভীম। ওই ফুলের ব্যথায় আর আমার
ব্যথায় কিছু তফাৎ নেই।

স্বরূপ। তুমি কি বল্চো, বুঝতে
পাচ্চিনি।

ভীম। আমি কে, জানতে চাচ্চো, তাই
পরিচয় দিলেম।

স্বরূপ। তুমি সকল সময়েই এই রকম
জড়ানে কথা কও।

ভীম। যে, নিদারুণ জ্বালা যন্ত্রণায়
জড়িয়ে আছে, সে জড়ান কথাই ত বলে।

স্বরূপ। দোহাই তোমার, খুলে বল,
তুমি কে?

ভীম। আমাকে খুলে বলতে হবে না।
ভগবান হরি যে দিন মুখ তুলে চান্দুন, সে
দিন আমি কে, আপনা আপনি খুলে যাবে।

স্বরূপ। এখন বলতে দোষ কি?

ভীম। চল, এখন মন্দিরের ভিতর গিয়ে
পরামর্শ করি।

[স্বরূপের হস্ত ধরিয়া ভীমভামের অগ্রে ও তৎপশ্চাৎ
সকলের মন্দিরমধ্যে গমন।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

মধুসূদনপুরের নিকটবর্তী অরণ্য ।

স্বরূপ, পাঁচু ও অজ্ঞাত ডাকাতগণের প্রবেশ ।

স্বরূপ । ওরে পাঁচু ! হাতিয়ারগুলো ঠিক কোরে রাখ্ । মশালগুলোর বেশ কোরে তেল ঢাল্ । আমাদের দলে বায়ুণ শূদ্দুর অনেক লোক আছে । যাকে যা মাজে, সে তারি ভার নিক্ ।

পাঁচু । তা সব ঠিক হ'চ্ছে, কিন্তু ছিরে, নিমে কখন ফিরবে ? তারা না এলে সন্ধান পাচ্চিনি যে, সদ্যর ।

স্বরূপ । মধুসূদনপুরের চতীতে টাকা এন্বেই, ছিরে, নিমে এখানে এসে খবর দেবে । বোধ হয়, এখনো ছিরে, নিমে পাছু নিয়ে আছে ।

(নেপথ্যে “কু” সঙ্কেত শব্দ হইল ।)

পাঁচু । ও সদ্যর ! ঐ যে ইসারার আওয়াজ এলো ।

স্বরূপ । আমিও ইসারা করি—“কু” ।

ছিরে ও নিমের প্রবেশ ।

খবর কিরে ?

ছিরে । মধুসূদনপুরের চতীতে টাকা এসেচে ।

স্বরূপ । কত টাকা ?

ছিরে । চৌত্রিশ হাজার তিন শ সাঁই-ত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই ।

স্বরূপ । কত তোড়া ?

ছিরে । দু হাজার টাকার হিসেবে সতেরোটা পুরো তোড়া আর বাকি তিন শ

সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা এক পয়ের একটা ছোট তোড়া ।

স্বরূপ । লোক কত ?

ছিরে । জন দুই আমলা আর ভোজ-পুতী দরওয়ানে মুটেতে প্রায় চল্লিশ পকাশ জন ।

স্বরূপ । তবে দেখছি আমাদেরও খুব হুঁসিয়ার হয়ে যেতে হবে । ওরে পেঁচো ! ঢাল, সড়কি, তীর, ধমুক, তলওয়ার, কুড়ুল, কাটারী তো গুণতিতে কম টম হয়নি ?

পাঁচু । বরং বেশী, সদ্যর ।

স্বরূপ । মশালে তেল ঢাল্ ।

ছিরে । আর—দেরি কেন ? মশাল জ্বলে চল সকলে ।

স্বরূপ । ভীমভায়ের হুকুম তো সকলের মনে আছে ?

সকলে । আছে ।

স্বরূপ । কি হুকুম ?

পাঁচু । টাকা লোট্‌বার সময় যেন কোন লোককে খুন করা না হয়—জখম করা না হয় । তবে যদি আন্তরকের তরে কাকেও জখম ক'ন্তে হয়, তা হ'লে এই ওয়ুধের লতাগুলো তাকে কাটা আয়গার্ন চিবিয়ে দিতে বলা হয় ।

স্বরূপ । বেশ মনে আছে । লতাগুলো আঁটি বেঁধে নে । মশাল জ্বাল্ (সকলের মশাল প্রজ্বালন) বল সকলে, জয় মধুসূদন হরি !

সকলে । জয় মধুসূদন হরি ।

স্বরূপ । ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয় ।

সকলে । ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয় ।

স্বরূপ । এইবার হরিগুণগান গাইতে গাইতে চল ভাই সকল ।

সকলে। (গীত)

জয় হরি মধুসূদন।

শিষ্টপালন, হৃষ্টাশন, কষ্টয়ানিনাশন।

জয় জয় চক্রধারী,

কুট-চক্র-ভেদকারী,

কিঙ্করদল-অস্ত্রোপরি, লহ লহ আসি আসন ॥

জয় হরি মধুসূদন।

কপটভাষী নিকরনাশী, দৈত্যদানবভ্রাসন ॥

জয় জয় হরি মূলমন্ত্র,

হরি বোলে বাজ ব্রিহস্ময়,

যেখানে ধর্ম, জয় সেখানে, অভয় হরির চরণ ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মধুসূদনপুরের চটা।

দোকান সাজাইয়া জনার্দন মদক উপবিষ্ট।

দোহল্যমান লণ্ঠন আলিত।

জনার্দন। ওরে ফোটকে! সন্ধ্যা হ'লো, দোকানে ধূনা জল দে। আজ উঠে কার মুখ দেখেচি, কিছুই বিকিরি সিকিরি নেই।

ধূনা জল লইয়া ফোটকের প্রবেশ।

ফোটকে। (দোকানে ধূনা জল দিতে দিতে) আমার জলপানী পয়সাটা দেবে?

জনার্দন। আ-মর্ ছোঁড়া! একটা পয়সা বিকিরি নেই, জলপানী পয়সা দেবে! চুপ কোরে ধুশুচী ঘুরো। আমি সন্ধ্যার সময় ঠাকুরদের নাম করি। রামায়ণের পুঁখীখানা কোথা, রে ফোটকে?

ফোটকে। সে খানা যে গৌর ভট্টাচার্য নিয়ে গেছে।

জনার্দন। গেছে? আগাদ গেছে!

বিদ্যাসুন্দর খানা দে তবে।

ফোটকে। বিদ্যাসুন্দরে কোন্ দেব-তার নীলে আছে?

জনার্দন। (বিরক্তভাবে) তোর বাবার! এক রত্তি ছেলে, বিশ ভরি পাকামো! শীগগির নিয়ে আয়।

ফোটকে। ঐ যে তোমার ধুচনীতে বিদ্যো।

জনার্দন। (ধুচনী হইতে বিদ্যাসুন্দরের পুঁখী বাহির করিয়া বিদ্যার রূপবর্ণন শ্রব করিয়া পাঠ)

“কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে।

শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে ॥”

ফোটকে। শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে মানে কি?

জনার্দন। শিহরে কদম্ব ফুল অর্থাৎ শিওরে কি না মাথার কাছে কদম ফুল আর দাড়িম্ব বিদরে অর্থাৎ তাই দেখে দাড়ির চুলে ব্যাঙ বিহরে কৌদল।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(শুনিয়া) এই যে অনেক লোক এসে উপস্থিত। জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ। আমার দোকানেই যেন এরা আসে, ঠাকুর।

যাদবেস্ত ও অপর এক জন আমলার প্রবেশ।

আম্বন আম্বন, মহাশয়েরা! আমার দোকানে বেশ পরিষ্কার ঘর আছে—নিকুনো চুকুনো চুলো আছে—চাল ডাল মুন তেল বি লঙ্কা ঝাল মসলা আছে—রসকরা আছে—সন্দেশ আছে—টিঁড়ে মুড়কী আছে—গুড়চিনি আছে—বাতাসা আছে—আখণ্ড দা কাটা গুড়ুক তামুক আছে—নীল সায়ারের ছাঁকা

জল আছে—পান সুপরি থয়ের চূণ আছে—
কলার পাত আছে—হাঁড়ী সরি আছে—সব
আছে—যা চাবেন, তাই পাবেন ।

বাদবেন্দ্র । আচ্ছা, তোমারি দোকানে
আজ আমরা রাত কাটাৰ । কিন্তু অনেক
লোক ।

জনার্দন । তা ভয় কি ? নেহাত না
কুলোয়, আধপেটা তো কেউ খুচায় নি ।
তেমন তেমন হয়, আবার এখনি সব এনে
দেবো ।

বাদবেন্দ্র । আচ্ছা । (নেপথ্যের দিকে
চাহিয়া) আও সব ইধর ।

টাকার তোড়া মতকে খুটিয়াগণ ও রক্ষক
ধারবান্গণের প্রবেশ ।

জনার্দন । (স্বগত) ও বাবা ! কেবল
টাকার তোড়া ! (প্রকাশে বাদবেন্দ্রের প্রতি)
হ্যাঁ গা বাবু ! এ কি কোন জমীদারের
পুণ্যের খাজনা আদায়ী টাকা বাচে ?

বাদবেন্দ্র । হ্যাঁ ।

জনার্দন । কোন জমীদারের টাকা ?

বাদবেন্দ্র । সাম্টি গ্রামের বাবু ধনেশ্বর
সিংহ রায়ের নাম শুনেচ ?

জনার্দন । আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব শুনেচি ।
তাঁর জমীদারী থেকে অনেক প্রজা ছালাতন
হয়ে পালিয়ে এসে, আমাদের এই গাঁয়ে
বাস কোচ্ছে ।

বাদবেন্দ্র । (স্বগত) আমার মনিবের
প্রশংসা দেশ বিদেশে বিস্তৃত । তা না হবে
কেন ? অমন নির্দয় নরপিশাচ, অমন নীচ,
ধনলোভী অমন কৃত্রিম, প্রতিজ্ঞাতঙ্গকারী কি
আর বিতীয় আছে ? শুধু প্রজারা নয়,
আমিও ভুক্তভোগী । ও বৎসর যখন তাঁর

জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা, ফুল তুলতে তুলতে
গড়িয়ে প'ড়ে পুকুরের জলে ডুবে গিয়েছিল,
তখন আমি তাকে, নিজের প্রাণের আশা
পরিভ্যাগ ক'রে, ডুব দিয়ে উত্তোলন করে-
ছিলাম । তা দেখে, ধনেশ্বর সিংহ রায়
আমাকে বলেছিলেন, “বাবা বাদব ! ভাগ্যে
তুমি স্নান কতে কতে সরলাকে দেখতে
পেয়েছিলে, নৈলে জন্মের মত হারিয়ে
ছিলাম । তুমি আজ আমার যে অপরিণীম
উপকার ক'ল্লে, তার প্রত্যাগ্ধকার করবার
ক্ষমতা আমার নেই ; তবে আমার ক্ষমতার
যার চেয়ে আর বেশী কিছু হ'তে পারে না,
তাই করবো । তুমি আমার স্বজাতি, অভাব
তোমার সঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার
বিবাহ দেব । ছুই তিন মাসের মধ্যেই এই
শুভ কার্য্য সমাধা করবো । আমি সকলের
সমন্বিত তোমার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করলাম ।”
কিন্তু ধনলোভে ধনলোভী ধনেশ্বরের প্রতিজ্ঞা
ভঙ্গ হ'ল । সে আমাকে হতাশ ক'রে,
মাধব নগরের জমীদার বংশিদর রায়ের মধ্যম
পুত্র নীলকান্ত রায়ের সঙ্গে, তার জ্যেষ্ঠা
কন্যা সরলার বিবাহ দিতে সম্মত হয়েচে ।
বিবাহের আর বেশী বিলম্বও নাই । আগামী
২৮এ বৈশাখ সরলার বিবাহ হবে । আমি
দরিদ্র, সুতরাং আমার মনের আশা মনেই
রয়ে গেল । ছি, ধনেশ্বর ! তোমার নিকট
চাকুরী ক'লে এসেছিলাম ব'লে, আমার
হৃদয়ে কি এইরূপ আঘাত ক'লে হয় ? তা
কর, তুমি ধনী, আমি দরিদ্র ; তুমি প্রভু,
আমি ভৃত্য ; কিন্তু আর না, আর এমন
কৃত্রিম প্রভুর অগ্রগ্রহণ করবো না, আর বেল-
পাড়ার কাছারীতেও যাব না, এখন সাম্টি-
গ্রামে গিয়ে, এই খাজনার টাকা জমা দিয়ে,

জন্মের মত সরলার মুখখানি একবার দেখে,
চিরকালের জন্ম বিদায় নেবো।

জনার্দন। মশায়! দাঁড়িয়ে কি ভাব-
চেন? বসুন, হাত মুখ ধুন। ওরে ফোট্কে!
পা ধোবার জল দে। হুকো ফিরিয়ে বাবুকে
তামুক দে।

যাদব। আমি তামাক খাইনে।

জনার্দন। বেশ কোরেচেন, ও ছাই না
খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। (ফোটকের
প্রতি) ওরে বাবুকে তবে পা ধোবার জল
দিয়ে, থপু কোরে আমাকে এক ছিলিম
তামুক দে।

(সকলের উপবেশন)

[ফোটকের গ্রন্থান।

যাদব। দোকানদার তোমার নাম কি?

জনার্দন। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীজনা-
দন মদক। তিন পুরুষ এই মধুসূদনপুরে
বাস কোরে আস্চি। আমাদের অবস্থা
পূর্বে খুব ভাল ছিল, বাবু! আমার ঠাকুর-
দাদা, ৬ সহস্রলোচন মদক, পুকুর কাটাতে
কাটাতে পাঁচ ঘড়া আকবরী টাকা পেয়ে-
ছিলেন। কিন্তু আমার পিতা ৬ গোবন্ধন
মদক, জুরোচোরদের চক্রান্তে পোড়ে, সব
টাকা খুইয়ে ফেলেন। এখন, ভাগ্যদোষে
আমি অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গণ হয়ে আছি। বৎ-
সামাণ্ডি পুঁজি নিয়ে এই দোকানখানি কোরে
কাল কাটাচ্ছি।

ফোটকের জলের গাড়ু লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

ফোটকে। (যাক্বেলের নিকটে গিয়া)
বাবু, এই জল নেও, পা ধোও। (জনা-
দনকে কাকুতি মিনতি করিয়া) বাবু, দুটো
পয়সা দেবে, বড় খিদে পেয়েচে।

জনার্দন। (ধমকাইয়া) ফোটকে!
হ'চ্ছে কি!

ফোটকে। (শশব্যস্তে) বাবু! এই জল
নেও, পা ধোও।

(নেপথ্যে দহ্মগণের চীৎকার)

ফোটকে। ও বাবা! কারা ওরা! কেন
চৈচায়! কিসের এত আলো!

জনার্দন। (দেখিয়া সভয়ে) আ সর্ব-
নাশ! আ সর্বনাশ! ডাকাত পড়লো!
ডাকাত পড়লো! কি হবে গো, কি হবে!

যাদব। তাই তো! তাই তো! উঠ,
উঠ; সব আদমি হাতিয়ার লেকে জলদি
খাড়া হো যাও!

বেগে সচীৎকারে স্বরূপ প্রভৃতি দহ্মগণের

প্রবেশ ও কিয়ৎকাল দ্বারবান্দিগের

সহিত বৃদ্ধ ও কোলাহল।

জনার্দন ও ফোটকে। (সভয়ে) বাবা
রে, গেলুম রে, মলুম রে!

[উভয়ের পলায়ন।

(দ্বারবান্দিগের পরাজয়)

স্বরূপ। সব টাকার তোড়াগুলো তুলে
নে। (দ্বারবান্দিগের প্রতি) ওরে! তোরা
জখম হয়েচিস্, ওষুধের লতা নে, দাঁতে
চিবিয়ে রস দে, রক্ত বন্ধ হবে, ব্যথা
সারবে। খবরদার, আর রুখো না, বাপু।

[সমস্ত টাকার তোড়া লইয়া দহ্মগণের গ্রন্থান।

যাদব। (সদ্ব্যস্তে আমলার প্রতি) ওহে
বড় বিপদে পোড়ুলেম বে!

আমলা। তাই তো, এখন মনিবকে
গিয়ে কি বলি?

যাদব। আমি আর সেখানে যাব না।
যে মনিব, সত্য ব'লে বিশ্বাস করবে না,

উল্টে আবার বিপদের উপর বিপদ ঘটাবে।
তাতে আবার ডান্ পায়ের উরুতে আঘাত
লেগেচে। আমি হাঁটতেও পারবো না।
তুমি যাও, আমি এই দোকানেই থাকি।

আমলা। তবে আমি এদের নিয়ে যাই।
চল্ রে সব চল্! কপালে যা ছিল, হয়ে
গেল।

[দারবান্ ও মুটেদের লইয়া আমলার প্রস্থান।

দোকানদারের পুনঃপ্রবেশ।

জনার্দন। হায়, হায়, ক'লে কি!
দোকানখানা একেবারে চুরমার কোরে গেল
গো। চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার জিনিষ, সব
নষ্ট ক'রে ফেলে?

বাদব। ওহে জনার্দন! আমার বড়
পিপাসা পেয়েচে, এক ঘটি জল দিতে পার?

জনার্দন। (জিনিষপত্র শুছাইতে শুছাই-
ইতে) রও, বাবু, রও, কারো পোষ মাস,
কারো সর্বনাশ। আমার সব গেল, ওঁর
এই সময় পিপেসা।

বেগে একজন চৌকিদারের প্রবেশ।

চৌকিদার। ওহে মদকের পো!
ডাকাত শালারা কোন্ দিকে গেল? বল
তো ব্যাটােদের গ্রেপ্তার করি।

জনার্দন। তোমার পাস্তা ভাতের
হাঁড়ীর ভেতরে। যখন সব লুটে পুটে
পগার পার! তখন উনি ক'ন্তে এলেন
গেরেপ্তার! থানার লোকের কাণ্ডই ওই!
ডাকাতে ডাকাতে মাস্ততো ভাই।

চৌকিদার। (সরোবে) কি, থানার
অপমান, চৌকিদারের অপমান। বুঝেচি,
তুই-ই এর গোড়া। চল্ থানায়।

জনার্দন। বটে, শক্ত দেখে ছিলে গন্তে,
নরম দেখে এলে ম'ন্তে।

চৌকিদার। চল্ থানায় এবার মোক্তে!

[জনার্দনকে টানিয়া লইয়া প্রহার করিতে
করিতে প্রস্থানোত্তোগ।

জনার্দন। বাবু মশায়! দেখুন, অন্ডায়
টা দেখুন একবার, আপনি সাক্ষী, আমি দুব্বী
নই।

[জনার্দনকে টানিয়া লইয়া চৌকিদারের প্রস্থান।

যাদবেন্দ্র। আঃ কর কি? ওর কোন
দোষ নেই, ওকে মার কেন? ছেড়ে দেও,
ছেড়ে দেও।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যে ভগ্ন মন্দির।

টাকার তোড়া লইয়া স্বরূপ প্রকৃতি দম্ভা-
গণের প্রবেশ।

স্বরূপ। পঁচু! শীগগির তামুক সাজতে
বল্। অনেকটা পথ হেঁটে এসেচি।

(সকলের উপবেশন)

পঁচু। ওরে যা, একজন তামুক সেজে
আন! সন্দার! যা হোক, খুব টাকাতা
মেরেচি।

স্বরূপ। (রাম দুই ভিন্ ইত্যাদি
করিয়া টাকার তোড়াগুলি গণিয়া) পঁচু
রে! সাড়ে সতের তোড়া। কিছু কাল
চল্বে বেশ।

দীর্ঘশ্বাসহস্তে ভীমভামের প্রবেশ।

পঁচু। (সানন্দে) বড় সন্দার! প্রায়
সাড়ে সতের তোড়া। এক এক তোড়ায়
নগদ দু দু হাজার টাকা।

ভীম। (সহাস্তে) এই বার তোম-
দের খাওয়া পরার কষ্ট যুচবে তো?

সকলে। খুব, খুব।

পাঁচু। বড় সন্দার! তুমি খুব সন্দানী।
কি বুদ্ধি কোশল খাটিয়েই আমাদের পাঠিয়ে-
ছিলে যা হোক।

ভীম। কিংকরি, পাঁচু, বল, তোমাদের
কষ্ট দেখে আর তিষ্ঠুতে পারিনে, সদাই
ভাবিত ছিলাম; আর তোমরা তো জানই
যে, দুই লোকের ধন হরণ করাই আমার
উদ্দেশ্য। আজ প্রায় আট বৎসর হয়ে
গেল, সে কথা মনে আছে তো? আমি
বলেছিলাম, অধ্যক্ষিকের উপর কেবল আমার
ডাকাতি। এই আট বৎসরের মধ্যে চার
পাঁচটা বই সে রকম পাইনি, তোমাদেরও
আশ মিটিয়ে তুষ্ট ক'ন্তে পারিনি। অনেক
দিনের পর এইবার আর একটি অধ্যক্ষি-
কের টাকা লুণ্ঠ হলো। ভগবানকে সকলে
মিলে দণ্ডবৎ কর।

সকলে। অয় ভগবান! (উর্ধ্বে দৃষ্টি
করিয়া প্রণাম)

ভীম। স্বরূপ দাদা! তুমি যে চুপ করে
ব'সে আছ? সব মঙ্গল তো?

স্বরূপ। ভীম বাহাদের সহায় সম্পত্তি,
আশা ভরসা, বল বুদ্ধি, তাদের মঙ্গল অতি
উচ্চদরৈর, ভাই।

ভীম। এখন গোটাকতক কাজ কোন্টে
হবে।

স্বরূপ। কি কাজ, ভাই?

ভীম। হরিলুট, আর কালী মায়ের
জন্তে যার যেমন মানসিক, সেইমত রেখে,
লুটের বাকী টাকার ঠিক অর্ধেক ভাগ
মাটিতে গেড়ে রাখতে হবে।

স্বরূপ। কেন?

ভীম। সময়ে দরকারে লাগবে।

স্বরূপ। বেশ কথা। আচ্ছা, তার
পর?

ভীম। যে দোকানদারের দোকানে এই
ব্যাপার ঘটে, তার কত টাকার জিনিষ নষ্ট
হ'য়েচে?

স্বরূপ। আন্দাজ ত্রিশ চল্লিশ টাকার।

ভীম। তাকে এক শো টাকা দিয়ে
আসতে হবে।

স্বরূপ। তা বেশ কথা। কিন্তু—কে
যা—

ভীম। তা চিন্তা কি? আমিই যাব।

স্বরূপ। এখন এ ডাকাতির কথা
চান্দিকে চাউরে পড়েচে। যদি ধরা টরা
পড়, তবে—

ভীম। (বাধা দিয়া সহাস্তে) কোন
তর নেই। এখন আমার শেষ কথা এই,
বাকি টাকা যোগ্যানুসারে সকলকে ভাগ
কোরে দেও। তুমিও নেও। আমাকেও
কিছু দেও।

স্বরূপ। চল, তোড়াগুলো নিয়ে মন্দি-
রের ভেতর ভাগাভাগি করি।

[তোড়া লইয়া সকলের গ্রন্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সামটি গ্রাম, ধনেশ্বরের অন্তঃপুর।

বেগে ধনেশ্বরের প্রবেশ।

ধনেশ্বর। (নিতান্ত দুঃখে) হায়, হায়,
হলো কি! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! কি
সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! দু দশ টাকা নয়,
একবারে চৌত্রিশ হাজার তিন শো সাঁই-
ত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই ডাকাতে

লুটে নিলে ! বেলপাড়ার জমীদারী একে-
বারে ভূয়ো হলো !

বেগে ভামিনীর প্রবেশ।

ভামিনী। (শশব্যস্তে) ওগো! এ
কি শুন্লেম! এ কি শুন্লেম! অ্যা!

ধনেশ্বর। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! বেল-
পাড়া জমীদারীর সমস্ত খাজনা ডাকাতের লুটে
নিয়েচে। সর্বনাশ হয়েচে! আমার জল-
তৃষ্ণা পেয়েচে, শীগ্গির এক গেলাস জল
আন। ওগো! আমার ছাত্তী ফেটে গেল।
যাও না!

ভামিনী। হায়, হায়, হলো কি! তুমি
যে বলেছিলে, বেলপাড়ার খাজনার টাকায়
আমার মুক্তোর মালা কিনে দেবে?

ধনেশ্বর। এখন আমার গলায় এক ছুঁড়া
দড়ীর মালা দিয়ে, তবে ওই কথা বল। আন
গো এক গেলাস জল! বুক যে শুকিয়ে
গেল।

ভামিনী। জহরীর কাছে অমন বড় বড়
মুক্তোর মালা ঠিক কোরে রাখলে, সে কি
মনে করবে?

ধনেশ্বর। দূর কর ছাই; ও রাখালের
মা! ও রাখালের মা! ছুটে এক গেলাস
জল নিয়ে আয়। (ভামিনীর প্রতি) ওগো!
একটু বাতাস কর না গা।

ভামিনী। এমন পোড়া কপাল করে
ছিলেম! আশায় ছাই পড়লো! গলায়
মুক্তোর মালা, তুলুতে পেলেম না গা।

ধনেশ্বর। আমায় গলায় দুলোণ, আশ
মিটবে।

জল লইয়া রাখালের মায়ের প্রবেশ।

(শশব্যস্তে হস্ত হইতে জলের গেলাস লইয়া

চৌ চৌ করিয়া পান করিয়া) যা শীগ্গির,
আর এক গেলাস জল নিয়ে আয়।

[রাখালের মায়ের প্রস্থান।

কই, এলি; শীগ্গির আন।

পুনর্ব্বার জল লইয়া রাখালের মার প্রবেশ।

(গেলাস লইয়া পুনর্ব্বার জল পান করিয়া)
আবার জল! আবার জল!

ভামিনী। ওরে রাখালের মা! তুই
ঘড়া নিয়ে আয়। বুড়ো মাগী কত বার
দৌড়োদড়ি করবি?

বেগে সরলা ও তরলার প্রবেশ।

তরলা। বাবা! ডাকাত দেখতে
কেমন? দেখা না? ডাকাত কি খাবার
জিনিষ? খাবো, বাবা।

ধনেশ্বর। (বিরক্ত হইয়া) আ-মর,
এগুলো আবার কোথেকে জ্বালাতে এলো,
দূর হ। দূর হ!

তরলা। না, আমি ডাকাত খাবো।
(চেয়ার সমেত ধনেশ্বরকে ছড়াছড়ি করিয়া
ভূতলে নিক্ষেপ)

ধনেশ্বর। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ঠেলা
মারিয়া) মর, মর, আঁটকুড়ীর বেটি! —

[ধনেশ্বরের বেগে প্রস্থান।

ভামিনী। (সহুঃখে রাগিয়া) ওমা,
কি ঘেন্না! অত বড় বুড়ো মিন্‌সে কচি
মেয়েটাকে আছড়ে ফেলে দিয়ে গেল গা!
ও রাখালের মা! সরলাকে ধর, নৈলে
ওকেও আছড়ে মারবে।

(সরলাকে রাখালের মায়ের কোড়ে গ্রহণ)

তরলা। ওমা! বড় লেগেচে, হাত
ভেঙে গেচে।

ভামিনী। (সবলে তরলার হস্ত ধরিয়া

আকর্ষণ করিতে করিতে) দেখি, আজ ওরই এক দিন, কি আমারই এক দিন।

তরলা। ও মা! হাত গেল, হাত গেল।

[সকলের গ্রহান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মধুসূদনপুরের চটী।

জনর্দিন মদকের দোকানে সপের উপর
যাদবেন্দ্র শায়িত ও পার্শ্ব
ফোটকে উপবিষ্ট।

যাদবেন্দ্র। ফটিক! একটু ভাল কোরে
হাওয়া কর। তোমাকে জলপান খেতে
পরসা দেবো।

ফটিক। আচ্ছা, বাবু, আচ্ছা।

[(জোরে হাওয়া করণ)]

যাদবেন্দ্র। (সবিস্ময়ে স্বগত) জননীর
নিকট হ'তে চিরবিদায়—জন্মভূমি কাজীর
হাট থেকে চির-বিদায়—চাকুরিস্থান বেল-
পাড়ার কাছারী হ'তে চির-বিদায়, আর নর-
পিশাচ মনিব ধনেখরের নিকট হ'তে চির-
বিদায় নিয়েচি। যে দিকে ছু চক্ষু যাবে,
সেই দিকেই যাব। (ভাবিয়া) বড় আশা
ছিল, একবার সরলাকে দেখে নিরুদ্দেশ হব,
কিন্তু, ভাগ্যে তা ঘটলো না। একে ভয়ঙ্কর
ডাকাতি, তাতে ততোধিক ভয়ঙ্কর ধনেখর।
এমন অবস্থায় কি আর সেখানে যেতে
আছে। আঘাতের উপর আঘাত পাব—
ব্যথার উপর ব্যথা পাব। সরলা! তুমি
ধনীর কন্যা, আমি দরিদ্রের পুত্র, স্ত্রতরাং

তোমার সহিত আমার বিবাহ দূরাশার স্বপ্ন!
তা হোক, কিন্তু তোমার দর্শনলাভও আমার
ভাগ্যে দূরাশার স্বপ্ন হলো। (অশ্রুমুগ্ধন)

ফোটকে। বাবু, তুমি কাঁদচো?

যাদবেন্দ্র। না, ফটিক, কাঁদবো কেন?

ফোটকে। তবে চোক মুছচো কেন?

যাদবেন্দ্র। চোক সড় সড় কোচ্ছে।

তুমি একটা ঠাকুরদের গান গাও।

ফোটকে। (গীত)

আশাময়ী ও মা তারা,

মুছে দে মা মনের আশা।

আশায় পোড়ে আর পারিনে

কোত্তে ভবে যাওয়া আসা ॥

আশার কুহক জটিল অতি,

দেখায় খালি কুটিল গতি,

হয়েছি মা আকুল মতি,

পড়ছে খালি হারের পাশা ॥

খানিক জোলে আশার বাতি,

যায় মা নিবে আলোর ভাতি,

হয় না প্রভাত আঁধার রাত,

যায় মা ভেঙে সাধের বাসা;

অবোধ সে জন, হতাশ সে জন,

আশাতে যার ভালবাসা ॥

যাদবেন্দ্র। (উঠিয়া বসিয়া স্বগত) এ
বালক আমার মনকে দেখ্তে পেয়েচে নাকি?
গভীর গান। (প্রকাশে) ফটিক! তুমি এ
গানটি কোথায় শিখেচো?

ফোটকে। আর এক দিন এই
দোকানে আর একটি বাবু তোমার মত চোক
মুছতে মুছতে এই গানটি গেয়েছিল।

যাদবেন্দ্র। ফটিক রে! আমার মত
চোক মোছবার লোক কি আরও আছে?

ফোটকে। ঢের, ঢের।

জনার্দন মদকের প্রবেশ ।

জনার্দন । ফোট্কে, দোকানে খুনো জল দিয়েচিস্ ।

ফোট্কে । হুঁ !

জনা । আর খালি দোকানে খুনোর ধোয়েই বা কি হবে ! জলেই বা কি হবে ! ডাকাতগুলো যে ধোঁ দেখিয়ে গেচে—যে জল ঢেলে গেচে, তাতেই দফা রফা । (যাদবেস্তের প্রতি) যাদব বাবু, আজ আছেন কেমন ?

যাদবেস্ত । আজ বেশ ভাল আছি ।

জনা । বেশ বেশ । কিন্তু, বাবু, আপনকার মুখখানি অত মলিন কেন ? শুকনো কেন ? ভিতরে এখনো ব্যথা আছে না কি ?

যাদবেস্ত । (স্বগত) গভীর ব্যথা । সে ব্যথা যত্নর দিন বিদায় নেবে । (প্রকাশে) না, জনার্দন ! আজ ভাল আছি । আজই আমি বাড়ী যাব ।

একজন খদ্দেরের প্রবেশ ।

খদ্দের । ওহে মদকের পো ! সর্ষে আছে ?

জনা । আজ দু দিন ধোরে চোখে সর্ষে ফুল দেখ্চি । ডাকাতে কি সর্ষে রেখেচে, ঘোষের পো, ফুল ফুটিয়ে গেচে । দোকান লুট ! মাল পত্তর ভুট ! খালি ধামা, খালি ঝোড়া—খালি গামলা—টাকার মাল পয়মাল !

খদ্দের । তকে অন্ত ঠাই দেখি ।

[প্রস্থান ।

একজন ভঙ্গলিগু ও জটাজূটপ্রাঙ্গণ ত্রিশূলধারী
সন্ন্যাসীর প্রবেশ ।

সন্ন্যাসী । বোম্ ভোলানাথ ! (জনা-

র্দনের প্রতি) বাবা ! তেরা মঙ্গল হোয়গা । সাধু সন্ন্যাসীকো কুছ্ ভিচ্ছা দে, বাবা ।

জনার্দন । ঠাকুরজী ! সে দিন ডাকাত পোড়ে আমার সব জিনিষ লুটপাট করা হয় । আমি ভারি দুঃখিত হয়্যে হয়্যে । আপ্কে কিছু দিতে পারতা নেহি হয়্যে ।

সন্ন্যাসী । (সহঃখে) বাবা ! ভগবান্ কি খেল্ হয়্যে । হাম্ তুম্ আপ্সোস্ কর্কে ক্যা করেঙ্গে ?

জনা । ঠাকুরজী ! ও কথা ঠিক্ হয়্যে, কিন্তু আমি গরীব মানুষ হয়্যে, দোকানপাট বা বন্ধ কোত্তে হোঁগা হয়্যে ।

সন্ন্যাসী । আচ্ছা বাবা ! কুছ্ ভাওনা চিন্তা মৎ কর্ । নারায়ণজীকো এক মন্মে ধ্যান কর, তেরা ভালা হোয়গা । (কিয়ৎ-ক্ষণ জনার্দনের ললাটপট্ট নিরীক্ষণ করিয়া) বাবা দোকানদার ! তেরা ললাটপট্ট বড়া ভাল হয়্যে । ধনলাভকা রেখা দেখা যাতি হয়্যে ।

জনা । (সাগ্রহে) অ্যা অ্যা ! ঠাকুর-জী ! আপনি গুণ্ডে জাস্তা হয়্যে ?

সন্ন্যাসী । হাঁ, বাবা, জাস্তা হুঁ ।

জনার্দন । তবে দয়া কোরে—গুণে বলুন, কবে ধনলাভ হবে ?

সন্ন্যাসী । নীচে উত্তর আও ।

জনা । (শশব্যস্তে দোকান-মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান)

সন্ন্যাসী । (সহাস্তে) বাবা ! মেরে পর তেরা বিখোয়াস্ হয়্যে ?

জনা । সন্ন্যাসী ঠাকুর ! খুব হয়্যে ।

সন্ন্যাসী । ঠিক্ বোলতা ?

জনা । ঠিক্ বোলতা ।

সন্ন্যাসী । আচ্ছা । তুম্ আভি যায়কে,
তুমারা এহি গাঁওকা কিনারেমে যো শিউ-
মন্দির হায়, উস্কা পিছে যো বড়া পিন্নলকা
পেড় হায়, উস্কা দচ্ছিন্ তরফ, মূলকে তিন
হাত তফাৎমে মট্টি উখাড়কে দেখো ।

জন। (সানন্দে) অঁয়া অঁয়া । বল
কি, ঠাকুর ! পাব পাব ।

সন্ন্যাসী । মেরা বাত বুঠা নেহি ।

জন। আপনিও দয়া কোরে সঙ্গে
আসুন । জায়গাটা যদি ঠিক্ কোত্তে না
পারি, গুণে দেখিয়ে দেবেন ।

সন্ন্যাসী । আচ্ছা, চলো ।

জন। ফোট্কে ! দোকান্ আগুলে
থাক্ ।

[সন্ন্যাসী ও জনার্দনের গ্রন্থান ।

যাদবেন্দ্র । (স্বগত) আশ্চর্য্য কথা
শুনলেম । বড় কোতুহল বৃদ্ধি হচ্ছে ।
আমিও গিয়ে ব্যাপারটা দেখি ।

[যাদবেন্দ্রের গ্রন্থান ।

ফোট্কে । সেই বাউলের গানটি গাবার
ঠিক্ সময় পেয়েচি । নেচে নেচে গাই ;—

(গীত)

বিষম ল্যাঠা ট্যাকার ছাঁকা ।

‘এ ছাঁকা লাগলে পরে, অ’লে মরে,

বাইরে ষরে সব বোকা ॥

লোভটা এসে টোপুটা ফেলে,

মাগুস-মাছ বড়লী গেলে,

ভাসে শেষ চোকের জলে,

ট্যাকার খোলে হয় রে ফাঁকা ॥

ফটিকচাঁদ বাউল বলে,

ট্যাকার লোভ যাও রে ভুলে,

ত্ৰীহরির চরণতলে

ভক্তিরস মাখা মাখা ॥

[গ্রন্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মধুসূদনপুরের প্রান্তভাগ—বৃক্ষতলে
শিবমন্দির ।

সন্ন্যাসী ও জনার্দনের প্রবেশ ।

জনার্দন । কোন্খানে টাকা আছে,
প্রভু ?

সন্ন্যাসী । এহি জগা খুদো ।

জনার্দন । (তক্রপ করিয়া, খুরী টাকা
টাকার একটি ভাঁড় পাইয়া খুলিয়া দেখিয়া
সানন্দে) অঁয়া অঁয়া, কম না, এক ভাঁড়
টাকা যে—বাহাবা, ভাঁড়ভরা ! (প্রণাম
করিয়া) সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনি দেবতা
হায়, সাক্ষাৎ এই বুড়ো শিব ঠাকুর হায় ।

সন্ন্যাসী । নেহি, বাবা ! হাম্ শিউ ঠাকুর
নেহি হায় । হাম্ ভগবান্ শিউকো কিস্কর
হায় । আব্ যাও, বাবা ।

জন। (সাগ্রহে) ঠাকুরজী ! আর
একটি নিবেদন আছে ।

সন্ন্যাসী । ক্যা ?

জন। আর একবার যদি আমার
কপালটা গুণে দেখেন ।

সন্ন্যাসী । আর তেরা কপালমে ধন-
রেখা নেহি মিল্তি হায় ।

জন। তবু একবার ।

সন্ন্যাসী । (বিরক্তভাবে) আরে লোভী !
এসা লালচ কেঁও কর্ত্তে হো ? তেরা
ভাগমে যো থা, ওহি মিলা হুয়া হায় ।
লোভ কর্নেনেসে এক মুঠি ধূলি ভি নেহি
মিল্তি হায় । যাও, ঘর যাও ।

জন। (স্বগত) তা বটে, লোভের
বাড়াবাড়ি পায়ের বেড়ী । (প্রকাশে)
দণ্ডবৎ সন্ন্যাসী ঠাকুর ! এইবার আপন-

কার আশীর্বাদে জাঁকিয়ে দোকান কাঁদিগে।
আবার দণ্ডবৎ করি। আবার যেন গরীবের
দোকানে পার ধুলো পড়ে।

[জনাবের প্রস্থান।

যাদবেস্ত্রের প্রবেশ।

যাদবেস্ত্র। (সাস্চর্য্যে) তাই তো,
সন্ন্যাসী তো সামান্য ব্যক্তি নন। অদ্ভুত
ক্মতা—অপূর্ব গণনা। যেন কোন দেবতা
ছদ্মবেশে সন্ন্যাসী হয়েচেন। আমি ঐ
সন্ন্যাসীর শিষ্য হইব। অন্তরাল থেকে যা
দেখলেম, তাতে ওঁর শিষ্য না হ'তে পারে,
আমার দক্ষ চিত্ত শীতল হবে না। এখন
আমার সন্ন্যাসীর শিষ্য হওয়াই উচিত।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মধুসূদনপুরের পার্শ্ববর্তী মাঠ।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ ও কিয়দূর গমন।

যাদবেস্ত্রের প্রবেশ ও সন্ন্যাসীর

পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।

সন্ন্যাসী। (পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া
ফিরিয়া দেখিয়া) বেটা! তোম্ কোন
হায়?

যাদবেস্ত্র। শ্রীযাদবেস্ত্র রায়।

সন্ন্যাসী। তুম্ অভি ওহি ছকানমে
খা নেহি?

যাদ। হাঁ, প্রভু জী!

সন্ন্যাসী। বচ্চা! কেঁও তুম্ মেরা
পিছে পিছে চলে আস্তে হো?

যাদ। আপনার নিকট আমার একটা
বিশেষ নিবেদন আছে।

সন্ন্যাসী। বোলো।

যাদ। আমি আপনার শিষ্য হ'তে
বাসনা করি।

সন্ন্যাসী। (সহাস্তে) কেঁও, বাবা!
এয়া ইচ্ছা কর্তে হো? সংসারীকো
সন্ন্যাসীকো চেলা হোনা আচ্ছা নেহি। পুত্র
পরিবার ধন জন ছোড়্কে কেঁও কষ্টসাগরমে
ডুবো গে?

যাদ। (সহঃখে) প্রভু! আমার স্ত্রী
পুত্র নাই।

সন্ন্যাসী। তুমারা স্ত্রী পুত্র ক্যা মর
গেয়া?

যাদ। (অধোমুখে রোদন)

সন্ন্যাসী। (দেখিয়া) বচ্চা! রোতা
হায়? রোয়কে ক্যা করো গে? সতি
নারায়ণকি ইচ্ছা। মেরা বচন শুনো,
রোও মৎ।

যাদ। (সান্ত্বনয়নে) প্রভু! আমার
স্ত্রী পুত্র মরেনি।

সন্ন্যাসী। তব্ কেঁও রোতা?

যাদ। আমার বিবাহই হয়নি।

সন্ন্যাসী। তব্ তো আউর ভাল।
কেঁও খালি খালি রোয়কে কষ্ট ভোগ
কর্তে হো?

যাদ। ঠাকুর! সাধ কোরে কি আজ
চোখের জল ফেল্চি? আমার মত হতভাগ্য
পুরুষ আর কেউই নেই।

সন্ন্যাসী। (কিয়ৎকণ চিন্তা করিয়া)
বাবা! তুমারা ক্যা হুয়া হায়, মুখ্ কো
সব জল্দি খোল্ খাল্ বোলো তো?

যাদব! প্রভু! আমি সাম্টিগ্রামের
জমীদার বাবু ধনেশ্বর সিংহরায়ের বেলপাড়ার
কাছারীতে নকল নবিশীর কৰ্ম্ম কন্তেম।
প্রথমে যখন তাঁর খাস বাড়ীর কাছারীতে

ছিলেম, তখন এক দিন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা পুষ্করিণীর জলে ডুবে যায়। আমি অশ্রু ঘাটে স্নান কচ্ছিলেম। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখে, 'তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে, সরলাকে যত্নমুখ থেকে উদ্ধার করি। ধনেশ্বর বাবু সন্তুষ্ট হয়ে আমার সাহিত্য সরলার বিবাহ দেবার প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে মাধব নগরের জমীদার বাবু বংশিধর রায়ের মধ্যম পুত্র নীলকান্ত রায়ের সঙ্গে সরলার বিবাহ দেবার সম্বন্ধ ঠিক করেন। আগামী ২৮এ বৈশাখ সরলার বিবাহ হবে। অনেক নগদ টাকা ও অলঙ্কারের লোভে ধনেশ্বর বাবু পূর্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেচেন—আমি দরিদ্র, আমাকে আশা দিয়ে নিরাশ করেচেন। আমি তাঁর চাকরী ত্যাগ করেচি। এখন আর কিছুই ভাল লাগে না। কেবল আপনার শিষ্য হ'তে নিতান্ত বাসনা।

সন্ন্যাসী। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) লড়্কা! মেরে'পর তেরা বিশোয়াস্ হায়।

যাদ। (সন্ন্যাসীর পদযুগল স্পর্শ করিয়া) হাঁ, প্রভু! আপনার ত্রীপাদপদ্মে আমার অচল বিশ্বাস আছে। আমি স্বচক্ষে এই কতক্ষণ আপনার অভূত ক্ষমতা দর্শন করেচি। আপনি সামান্য মানুষ নন, দেবতা।

সন্ন্যাসী। অব্ এক কাম করো।

যাদব। আজ্ঞা করুন। (দণ্ডায়মান)

সন্ন্যাসী। তুম্ ঘো মেরা চেলা হোনেকা ইচ্ছা পরকাশ কর্তে হো, উহ ইচ্ছা কাঁধে ঠিক কর্নে কো শকোগে?

যাদ। হাঁ, প্রভু, আমি আপনার শিষ্য হব।

সন্ন্যাসী। বিবাহকা ইচ্ছা একদম ছোড়্নে কো শকোগে?

যাদ। বিবাহের ইচ্ছা পূর্বেই ছেড়েচি। চিরজীবন আমি কুমারাবস্থায় অবস্থান কোরে, আপনার শিষ্য হোয়ে আপনার চরণসেবা কোর্বো।

সন্ন্যাসী। তব্ মেরা সাথ্ চলো। ইহাঁ সে চার পাঁচ কোশ ডকাংমে চণ্ডীবাটী গাঁওকা বগল নদী কিনারেমে শিউমন্দির হায়। উহাঁ তুম্‌কো অভি কুছ্ দিন রহনে হোয়গা। বাদ তুম্‌কো সাথ লেয়কে হাম্ তীরথ তীরথ মে যুমেঙ্গে। (ক্ষণকাল পরে) বেটা, অব্ তুম্ এক কাম করো। হাম্ ভিচ্ছা কর্কে দো তিনঠো রুপেয়া জমা কিয়া হায়। তোম্ লেও। ইস্‌মেসে খরচ উরচ কর্কে ভোজন উজ্জন কিও। আজ হাম্ তুম্‌কো ওহি মন্দিরমে রখ্কে দুস্‌রা জগামে ষাউঙ্গা।

(ঝুলীর ভিতর হইতে টাকা বাহির করিয়া প্রদান)

যাদ। (টাকা লইয়া) আপনি কোথা যাবেন?

সন্ন্যাসী। তপস্শা কর্‌নেকো। কল্ ফের্ দু পহরকো উহ মন্দিরমে তুম্‌রা পাশ আউঙ্গা। তুম্ আজ্ রাংমে উহ মন্দিরমে শো রহোগে।

যাদ। যে আজ্ঞা।

সন্ন্যাসী। ভগবান্ পরমেশ্বর হরি কো পরগাম কর্কে হাতযোড় বন্কে বয়ঠো। হাম্ তুম্‌কো গুরু মন্তর দেউঙ্গা।

যাদ। (তথা করণ)

সন্ন্যাসী। (বাদবেশের মস্তক স্পর্শ করিয়া) সুরষ সাক্ষী, আজ হম্ ত্রীমান্

বাদবেশে রাগকো শিষ্যসমে বরণ কর্তা হ'।
(কর্ণে মন্ত্রপ্রদান)

বাদ। গুরুদেব প্রণাম করি।

সন্ন্যাসী। জয় রহে। অব্ মন্দির মে
চলো।

[উত্তরের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্নগমধ্যে ভগ্ন মন্দির।

ছিরে ও নিমে মন্দিরের পাহারা
কার্যে নিযুক্ত।

ছিরে। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)
নিমে! ওরে নিমে! কে একটা লোক এ
দিকে আস্চে না?

নিমে। হ্যাঁতো! লোকটা অচেনা
দেখ্চি।

ছিরে। গুপ্ত জঙ্গলে অচেনা লোক,
কথা তো ভাল নয়।

নিমে। তা তো নয়ই। ওরে, এই
দিকেই আস্চে। একে এখনি ধোর্চি, দাঁড়া।

কিয়ৎকাল পরে সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

ছিরে ও নিমে। (সন্ন্যাসীর গতি রোধ
করিয়া) কে তুমি?

সন্ন্যাসী। (কৃত্রিম স্বরে) হাম
সন্ন্যাসী।

ছিরে। এখানে কি দরকার?

সন্ন্যাসী। (কৃত্রিম স্বরে) কুছ্ নেহি।

ছিরে। তবে কেনে এ জঙ্গলে ঢুকেচো?

সন্ন্যাসী। (কৃত্রিম স্বরে) তপ করনেকো
ওয়াস্তে একঠো নির্জন স্থান চুঁড়্ তা হ'।

ছিরে। (নিমের প্রতি) নিমে!
লোকটা একমুখে দু কথা কয়।—একবার

বোলে, এখানে কিছুই দরকার নেই;
আবার বোলে, তপ্ করবার জন্ত একটা
নির্জন জায়গা খুজ্চে। সন্দেহের আর
বাকি কি? এখনি একে গ্রেপ্তার করি।
তুই দৌড়ে গিয়ে সকলকে খবর দে।

নিমে। তবে তুই একে ধরে রাখ্।
আমি দৌড়ে সকলকে ডেকে আনি।

[বেগে প্রস্থান।

ছিরে। (সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া)
এইবার টেরটা পাবে।

(নপথ্যে "কই রে, কে রে, কোথা রে ইত্যাদি
কোলাহল)

স্বরূপ, পাঁচু প্রভৃতি ডাকাতগণকে লইয়া
বেগে নিমের পুনঃ প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। (সকলকে দেখিয়া বিরক্ত-
ভাবে কৃত্রিম স্বরে) ম্যায় ক্যা ডাকু হ্যায়?
স্বরূপ। (সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক
পরীক্ষা করিয়া সহাস্তে) আপু ক্যা বোল্তা,
ঠাকুরজী?

সন্ন্যাসী। ম্যায় ক্যা ডাকু হ্যায়?

স্বরূপ। (উচ্চ হাস্য করিতে করিতে)
আপু ডাকুকা সর্দার হ্যায়। এত ঢংও জান
তুমি! (বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর চন্দ্রবেশ
উন্মোচন করিয়া দেওন)

ডাকাতগণ। (উচ্চ হাস্য)

পাঁচু। ঢং বোলে ঢং হে! ইনি যে
আমাদের বড় সদ্দার! ভালা সন্ন্যাসী!
গলার আওয়াজ পর্য্যন্ত বদল! (হাস্য)

স্বরূপ। বলি হ্যাঁ হে! সন্ন্যাসী
সাজ্জ্বার মৎলবখানা কি?

ভীম। দোকানদারকে টাকা দেওয়া।

স্বরূপ। (সহর্ষে) ভালা ফিকির!
তার পর আর কিছু?

ভীম। আছে বই কি? যাদবেন্দ্র রায় নামে একটা যুবাকে শিষ্য ক'রে চণ্ডীবাটী গ্রামের শিবমন্দিরে রেখে এসেচি।

স্বরূপ। (সহাস্ত্রে) বাহবা আমার নবীন সন্ন্যাসী! ভীম! সন্ন্যাসী স্নেহে এক দিনেই এক চেলা কোরে এলে! মাস খানেক সন্ন্যাসীর বেশে থাকলে, না জানি, কত শত চেলা জুটবে। তা তোমার পক্ষে বড় আশ্চর্য্যের কথা নয়। তুমি বিনি সন্ন্যাসীর সাজেই যখন আড়াই শ, তিন শ চেলা জুটিয়ে মন্দিরের জঙ্গল গুল্জার কোরেচ, তখন মনে ক'লে, এক এক সাজে কত লোককে যে, নিজের অধীন কোতে পার, তা বলাই বাহুল্য। ভাই ভীম! তুমি কি কিছু মন্তর্ তন্তর্ জান? ভোজ্-ভেকী জান?

ভীম। স্বরূপ দাদা, আমার মন্তর্ তন্তর্, ভোজ্-ভেকী তোমরাই।

স্বরূপ। (সানন্দে) এই গুণেই আমরা তোমার বশ হয়েচি।

ভীম। স্বরূপ দাদা! আমি মনে মনে একটা গুরুতর প্রতিজ্ঞা কোরেচি। সে প্রতিজ্ঞা পূরণ কোতে হবে। কিন্তু তোমরা সকলে আমায় সে বিষয়ে সাহায্য না কোলে, আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবে। তোমাদের সাহায্য চাই।

স্বরূপ। (সাগ্রহে) কি পিতিজ্ঞে ভাই?

ভীম। যে যুবা যাদবেন্দ্রকে আমি শিষ্য কোরেচি, তার মনের কষ্ট দূর করা, এই প্রতিজ্ঞা।

স্বরূপ। তার মনে কি কষ্ট হয়েছে?

ভীম। তাকে এক জন দুঃস্থ লোক এক প্রকার পাগল কোরেচে।

স্বরূপ। কে সে দুঃস্থ লোক?

ভীম। ধনেশ্বর সিংহ রায়।

স্বরূপ। (সবিস্ময়ে) কে! ধনেশ্বর সিংহ রায়! যে রাক্ষসের টাকা লুণ্ঠ কোরেচি, সেই ধনেশ্বর?

ভীম। হ্যাঁ, স্বরূপ দাদা।

স্বরূপ। সে তোমার চেলাকে কি এমন কষ্ট দিয়েচে? শীগুগির বল, এখুনি তার দাদ তুলবো। তোমার চেলাকে কষ্ট দেয়, কার এমন মাথার উপর মাথা? টোঁড়া হোয়ে কেউটের সঙ্গে বাদ!

ভীম। (সরোষে) ধনেশ্বর সিংহ রায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরেচে—সামান্য ধনের শ্লাভে ধর্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরেচে—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সঙ্গে তার জ্যেষ্ঠ কন্যা সরলায় প্রাণদাতা যাদবেন্দ্রের হৃদয় ভঙ্গ কোরেচে। স্বরূপ! বেশী বলবো কি, ধনেশ্বরের প্রতিজ্ঞাভঙ্গে, আজ ভীমভামের প্রতিজ্ঞার স্থিতি।

স্বরূপ। (ভীমভামের উগ্রমুষ্টি দর্শন করিয়া স্বগত) নিস্তম্ভ অত্যাচার না হোলে, ভীম কখন এমন মুষ্টি ধরে মা! (প্রকাশে) ভীম! ধনেশ্বর কি পিতিজ্ঞে ভঙ্গ কোরে তোমার মনে কষ্ট দিয়েচে?

ভীম। আমার শিষ্য যাদবেন্দ্রকে তার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা সম্প্রদান না কোরে। শোন স্বরূপ আমার প্রতিজ্ঞা;—ধনেশ্বর যেমন, দীনহীন যাদবেন্দ্রকে, আশায় বঞ্চিত কোরেচে, তাকে তেমনি উপযুক্ত প্রতিফল দিয়ে, আশায় বঞ্চিত করবো।

স্বরূপ। কিরূপ পিতিফল?

ভীম। ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে, সরল যাদবেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করবো।

ডাকাতগণ। ঠিক পিতিফল! ঠিক পিতিফল!

স্বরূপ। কবে তুমি এ শুভ কক্ষটা কোত্তে মংলব কোরেচ?

ভীম। এই বৈশাখ মাসের আটাশে তারিখে ধনেশ্বর অপর এক জন ধনীর পুত্রের সহিত সরলার বিবাহ দেবে, অনেক ধন পাবে। সেই দিনই আমি ধনেশ্বরের ধনলোভ নষ্ট কোরে, আর তাকে জ্বল কোরে, যাদবেন্দ্রকেই তার জামাতা করবো। আজ থেকেই তার বিশেষরূপে আয়োজন কর। আমাদের দলে আড়াই শ তিন শ মাত্র লোক আছে, কিন্তু অস্তুতঃ হাজার লোকের প্রয়োজন। অতএব যে টাকা মাটিতে গেড়ে রেখেচি, সেই টাকা এইবার কাজে লাগবে। আজ থেকেই, সেই টাকার সাহায্যে আরও সাত আট শ বলিষ্ঠ ও চতুর ডাকাত সংগ্রহ কর, আরও অস্ত্র শস্ত্র যোগাড় কর।

স্বরূপ। আচ্ছা। তার পর?

ভীম। তার পর যা কোত্তে হবে, এর পর বলবো। এখন আর একটা কথা বলি। তোমরা কেউই যাদবেন্দ্রের কাছে যেও না, বা তাকেও এখানে এনো না। খুব সাবধান, সে যেন কোন রকমে জানতে না পারে যে, আমরা ডাকাত। আমি যে তার গুরু, সন্ন্যাসী, এ ভাব যেন তার মনে থেকে না নড়ে। কেবল আমিই তার সঙ্গে সন্ন্যাসিবেশে সাক্ষাৎ করবো।

স্বরূপ। তোমার কথা কি আমরা কখন লঙ্ঘন করি? তুমি আমাদের যা বোলবে, আমরা তাই কোরবো।

পাঁচু। আচ্ছা, বড় সন্দার! তুমি তোমার নতুন চেলার সঙ্গে ধনেশ্বরের বড়

মেয়ের যে বে দেবে, সে কথা তাকে বোলেচ?

ভীম। না, বলিনি। বুলবোও না। আমার মংলব মত কাজ করবো। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো, আমি এখন বাড়ী চল্লম।
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চণ্ডীবাটীগ্রামপার্শ্বস্থ নদীতটে
শিবমন্দির।

আতপ ততুল, ফুল, বাতাসা লইয়া যাদবেন্দ্র
শিবপূজায় নিযুক্ত।

যাদব। (মহাদেবকে প্রণাম করিয়া
কৃতজ্ঞলিপুটে স্তব) —

ভোলানাথ নাম হে তোমার,

পর ভুলিয়ে নিজেও তোলা।

এ দাসে আজ ভোলাও, প্রভু,

নৈলে আমার প্রাণ যে গেলো ॥

সব ভুলেছি আমি, তোলা,

একটি যে আর যায় না তোলা,

তাই ভুলিয়ে, নিবাও জালা,

প্রাণের জালাহারী;—

ভক্তজনে সদয় হ'য়ে

তোমার দয়ার দুয়ার খোলো ॥

যাদবেন্দ্রের স্তবকালে সন্ন্যাসীর প্রবেশ

মন্দির-বহির্ভাগে অবস্থান।

সন্ন্যাসী। (মন্দির-বহির্ভাগে হইতে স্বগত)
বৎস, আর দুঃখ করো না। ভগবান মহা-
দেবই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরবেন।
যাদব, ভোলানাথ তোমাকে ভোলাবেন,

গোপন করিয়া) না না, কিছু না। অশ্ব-
মনস্কতাবশত কি বোলতে কি—তা যাক,
তুমি এখন এক কাজ কর।

নাএব। আজ্ঞে করুন।

ধনেশ্বর। আমার সমস্ত আমলা, দাকর,
চাকরাণী, দরওয়ান প্রভৃতিকে বল যে,
এবার ডাকাতিতে অনেক টাকা লুট হও-
য়াতে, বাবুর বিশেষ লোকসান হয়েছে,
সুতরাং শাল, রুমাল, কাপড়, চাদর, গহনা-
পত্র কাকেও কিছু দেওয়ার সুবিধা হলো
না। বাবু তজ্জন্ম নিতান্ত দুঃখিত, কিন্তু
তোমরা কেউ দুঃখিত হয়ো না। কনিষ্ঠা
কন্যার বিবাহের সময় সকলকে পুরস্কার
দেবার চেষ্টা করা যাবে।

নাএব। যে আজ্ঞে, তা বল্‌বো, কিন্তু
সকলেই এই আনন্দের দিনে কিছু না কিছু
বকসিস্ পাবার আশায় মশায়ের মুখ চেয়ে
আছে।

ধনেশ্বর। (বিরক্তভাবে) মুখের দিকে
চাইলে কি হবে? পিঠের দিকের ডাকাতি-
টের পানে চেয়ে দেস্তে বোলো। কম নয়,
প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। বারা আমার
মুখের দিকে চায়, পিঠের দিকে চায় না,
তাদের এই পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিতে
বল, আমিও বাস্তব খুলে বকসিস্ বার কোচ্চি।

নাএব। (স্বগত) ওঃ, কি ভয়ঙ্কর
জমীদার। লক্ষ ডাকাত মোরে এক ধনেশ্বর
সিংহ রায়ের উৎপত্তি। আমাদের নেহাৎ
পোড়া কপাল, তাই পেটের জ্বালায় এমন
পিশাচের কাছে খেটে মরি। আমাদের আর
নরকভোগের বাকি কি? ভগবান! অশ্ব
কোন দয়ালু ভদ্র জমীদারের কাছে আমার
একটি চাকরি দাও। হাড়ে বাতাস লাগুক।

ধনেশ্বর। বৃন্দাবন, চুপ কোরে রৈলে
যে? যাও শীগ্গির সকলকে আমার বক্তব্য-
গুলি বল।

নাএব। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ধনেশ্বর। আমার আমলা প্রভৃতির
এইবার রুফ্ট হয়ে, মনে মনে আমাকে যা
ইচ্ছে তাই গালমন্দ দেবে। তা দিক, টাকা
দেবার বেলায় তো আর কোন ব্যাটা বেটী
অগ্রসর হবে না। লোকের গালমন্দে কান
দিলে নিজের কপাল মন্দ হয়।

ভামিনীর প্রবেশ।

ভামিনী। ই্যা গা, একটা কথা বল্‌বো
কি?

ধনেশ্বর। কি কথা বল্‌বে?

ভামিনী। যাদবেস্ত তো হতাশ হল।
তাকে হাজার দুই টাকা দিলে ভাল হয় না?

ধনেশ্বর। সে এখানে নাই। আমার
চাকরী ছেড়ে চোলে গেছে।

ভামিনী। কেন চাকরী ছাড়লে?

ধনেশ্বর। (মনের ভাব গোপন করিয়া)
তা জানিনি।

ভামিনী। আমার কিন্তু বোধ হয়,
সরলার সঙ্গে তার বিয়ে হল না বোলেই
মনের দুঃখে চাকরী ছেড়েচে।

ধনেশ্বর। (বিরক্ত হইয়া) তোমার সঙ্গে
পরামর্শ করেছে না কি?

ভামিনী। (কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া)
আমার বলার উদ্দেশ্য এই, সে সরলার প্রাণ
বাঁচিয়েছিলো, সুতরাং তাকে অন্ততঃ কিছু
টাকা দেওয়াও তো স্মারের কাজ।

ধনেশ্বর। অত্যায়াই বা কি কোরেচি?

খোরাক পোষাক সমেত মাসিক আট টাকা
বেতনের নকল-নবিশী কাজ দিয়েছিলেন।

ভামিনী। তবু—

ধনেশ্বর। (বাধা দিয়া বিরক্তভাবে)
আঃ, ও সকল কথা ছাড়। আর যদি কিছু
বলবার থাকে তো বল।

ভামিনী। (সহাস্তে) সরলার বিবাহে
আমি কিছু প্রার্থনা করি।

ধনেশ্বর। (কৃত্রিম বিস্ময়ে) কন্ডার
বিবাহে প্রসূতীর প্রার্থনা!

ভামিনী। আর তো কখনো কিছু চাবার
কোন সুযোগ পাইনি। বাড়ীতে দোল,
দুগ্গোচ্ছব, পালপার্বণ কিছুই তো কর না।
কোন সময় তোমার কাছে কি চাই? তুমি
বল্টি, আজ সরলার বিয়ের দৌলতে কিছু
চাইতে পারিনি কি?

ধনেশ্বর। কি চাও?

ভামিনী। বেশী না, এক লাখ টাকার
জড়োয়া গহনা।

ধনেশ্বর। (সবিস্ময়ে) অঁ্যা, বল
কি!

ভামিনী। (সাবদারে) ইঁ্যা।

ধনেশ্বর। তোমার কি গহনা নেই?

ভামিনী। থাক্লেই বা। তবু—

ধনেশ্বর। (বাধা দিয়া) ওগো, না না।
জীলোকের অত টাকার গহনার লোভ হ'লে
পতিভক্তি কোমে যায়।

ভামিনী। ও মা! সে কি কথা গো!
কে বোলে?

ধনেশ্বর। শাস্ত্রকারেরা।

ভামিনী। (সপরিহাসে) সে সকল
শাস্ত্রকারদের বুঝি মাগ নেই?

ধনেশ্বর। আর কি বোল্বে বল?

ভামিনী। আচ্ছা, সরলাকে কি কি
গহনা দিচ্চ?

ধনেশ্বর। সরলাকে গহনা আমি দেবো—
কেন? বরের বাপ সমস্ত দেবে।

ভামিনী। কত টাকার গহনা?

ধনেশ্বর। নগদ টাকাটা তো আর নিতে
পারবো না। সুতরাং সেই টাকাটাও গহনায়
মিশিয়ে দু লক্ষ টাকার জহরতের গহনা।

ভামিনী। তা বেশ হয়েছে। এখন
আর একটা কথা জিজ্ঞেসা করি। ছোট
মেয়ে তরলাটিকে কি দেবে?

ধনেশ্বর। (সপরিহাসে) কে? সরলার
খশুর?

ভামিনী। বেশ যা হোক। সরলার
খশুরের সঙ্গে তরলার কি সম্বন্ধ?

ধনেশ্বর। তবে কে দেবে?

ভামিনী। তুমি—তুমি।

ধনেশ্বর। তার যখন বিয়ে হবে, তখন
দেওয়া যাবে।

ভামিনী। সে কি কথা গো! বড় মেয়ের
বিয়ের ছোট মেয়ে ভিখিরীর মেয়ের মত হুঁ
বেড়াবে?

ধনেশ্বর। তারও কি গহনা নেই?

ভামিনী। থাক্লেই বা। সরলা পরবে
নতুন গয়না, তরলা পরবে পুরুণো।
আমাকে না হয় না দিলে, ছোট মেয়ে সাধ
সজ্জারই পুতুল, তাকে একখানিও গয়না
দেবে না? বল, কি কি দেবে?

ধনেশ্বর। এর পর দেবো গো।

ভামিনী। না, তা হবে না। মাঝে
চক্রে চুই মেয়েই সমান। তরলাকে কি বি
গয়না দেবে শীগগির বল?

ধনেশ্বর। এখন হাতে তেমন টাক

কড়ি নেই, কি করি বল ? জানই তো, সে দিন ডাকাতিতে কত টাকা লুটপাট হয়েছে ।

ভামিনী । (সরোষে) বটে । তুমিও কোন্ কম ডাকাতি কোলে ? প্রজারা তার জলজীয়ন্ত সাক্ষী । টাকায় টাকা চাঁদা আদায় ! তুমি ডাকাতের ডাকাত !

ধনেশ্বর । (নরমে) ওগো, এ সকল কাজে জমীদারেরা এইরূপ কোরে থাকে ।

ভামিনী । এ সকল-কাজে জমীদারের মাগও জমীদার স্বেয়ামীর কাছে চাঁদা নেয় ।

ধনেশ্বর । তা তা—

ভামিনী । (বাধা দিয়া) শোনো, আমি মনের কথা খুলে বল্চি,—তরলাকে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকার জড়োয়া গহনা দিতে হবে । পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে, বড় মেয়ের ছুলাখ টাকার গহনা নিলে, ছোট মেয়েটির বেলায় নিজে থেকে ষৎসামান্য পঞ্চাশ হাজার টাকার গহনা দিতেও বুঝি দম্ ফাটে ! মেয়ে বড়, না টাকা বড় ?

ধনেশ্বর । (ইতস্ততভাবে) ওগো ! তুমি বড় বাড়াবাড়ি কোরে তুলে ।

ভামিনী । (সরোষে) বাড়াবাড়ির এখনো হয়েছে কি ? দেখি, তুমি আমার কথা শোনো কি না ? আমি আজই যাদ-বেস্তের সঙ্গে সরলার বিয়ের বোগাড় করছি । তোমার কলকৌশল কাঁদে ফন্দি, জারি জুরি দব ভাঙ্চি, দাঁড়াও ।

ধনেশ্বর । (শশব্যস্তে স্বগত) সর্বনাশ ! যলে কি ! লেঠা ঘটায় বুঝি । এইবার মামাকে ফাঁদে ফেলেচে । (প্রকাশে) ওগো, শোনো । আজ্ঞা, তরলাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার নতুন জড়োয়া গহনা দেবো ।

ভামিনী । তুমি এখনি নগদ পঞ্চাশ

হাজার টাকা এনে আমার হাতে দাও । আমি জহরীদের ডাকিয়ে পসন্দসই জড়োয়া গহনা কিনে দিচ্ছি । তোমার উপর আমি নির্ভর কোরে নিশ্চিন্তি থাক্জে পারিনি । তোমার পলকে পলকে কথা পান্টায় ।

ধনেশ্বর । (সবিসাদে স্বগত) উগ্র-চণ্ডার হস্তে রক্তবীজ পপাত ধরণীতলে । আর উপায় নাই—পথ নাই—আলোক নাই—রক্ষা নাই । উঃ, একেবারে মেরে ফেলে—সেরে ফেলে ! (প্রকাশে) ওগো চল তবে । লোহার সিন্দুক খুলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিগে । (স্বগত) যেকের ধন রক্ষা হয় না । পঞ্চাশ হাজার টাকাই মাটি ! পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরাৎ বেচ্চে গেলে বড় জোর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে । নগদ টাকার গুণ মেয়ে মানুষে বুঝ্লে কি সুখই হোতো । পুরুষ কি আর স্বর্গে যেতে চাইতো ?

[উভয়ের গ্রন্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

সাম্টি গ্রামের কিকিৎদূরবর্তী মাঠ—

মাঠ মধ্যে একটি দীর্ঘিকা ।

দূরে বৃক্ষমূলে জনৈক যুবসন্ন্যাসী

নীরবে উপবিষ্ট ।

গান গাহিতে গাহিতে রাখাল বালকগণের
প্রবেশ ।

রাখাল বালকগণ । (নাচিতে নাচিতে
গীত)

বৌ কথা ক না মুখ তুলে ।

বৌ দেখ না চেয়ে চোক খুলে ॥

এনেচি বকুলমালা, কোরবে আলা,

তেল-চোয়ানো তোর চুলে ॥

মিশি দাঁতের হাসিটি বেশ,
 মুখখানি বেশ চলতোলে ;—
 ডুরে শাড়ীর বাহার বড়,
 আঁচলখানি ঝুলঝুলে ॥
 হাতের শাঁখা ধপধোপে বেশ,
 ঝুমকো ঢেঁড়ী হুলহুলে ;—
 সীথের সিঁদুর কাজল চোকে,
 খয়ের গোলা টিপ্ অলে ॥
 হলুদমাখা অঙ্গখানি,
 গাল দুটি বেশ তলতোলে,—
 কড়াই পানা সোণার দানা
 ছলচে ছলল্ তোহ্ গলে ॥

১ম বালক। ওরে স্মাণ্ডাৎ ! ঐ গাছ-
 ডলায় ঐ একজন সন্ন্যাসী ঠাকুর বোসে
 আছে। কিছু আদায় করি চ। (সন্ন্যাসীর
 নিকটে অগ্রসর হইয়া)—ও সন্ন্যাসী ঠাকুর !
 কেমন বোয়ের গান গাইলুম, একটা পয়সা
 দেও না, মুড়ি কড়াই খাব।

যুবসন্ন্যাসী। পয়সা নেহি ছায়।

১ম বালক। ও বুঝেচি। তোমার
 বউ নেই। নৈলে তুমি বোয়ের গান শুনে
 একটা পয়সাও দিতে পারলে না ?

২য় বালক। (প্রথম বালকের প্রতি)
 দূর ছোঁড়া ! কে বোল্লে তোকে, এই সন্ন্যাসী
 ঠাকুরের বো নেই ? বয়েস কত কাঁচা
 দেখ্চিস্ নি ?

১ম বালক। হ্যাঁ সন্ন্যাসী ঠাকুর।
 তোমার বে হয়েছে ? বউটি কত বড় ?

যুবসন্ন্যাসী। (নিরুত্তর)

১ম বালক। ও ঠাকুর। আমার কথায়
 সাড়া দিলে না যে ? বুঝেচি, তোমার বেশ
 দিব্যি বো আছে। কিন্তু বোধ হয় তোমার
 সঙ্গে ঝগড়া কোরেচে, তাই তুমি রাগ কোরে
 সন্ন্যাসী হয়েচ—কেমন না ?

যুবসন্ন্যাসী। হামারা পাশ পয়সা
 নেহি—রূপেয়া ছায়।

১ম বালক। রূপিয়া কি ? রূপো ?

যুবসন্ন্যাসী। টাকা।

১ম বালক। তবে তাই একটা দাও
 না। আমরা পনের বোল দিন মুড়ি কড়াই
 খাবো।

যুবসন্ন্যাসী। (ঝুলি হইতে একটি
 টাকা বাহির করিয়া) এই লেও।

১ম বালক। (টাকা লইয়া) তুমি গরীব
 সন্ন্যাসী নও, বড় মানুষ সন্ন্যাসী। নিশ্চয়
 তোমার বউ আছে। যদি না থাকে, তবে
 নিশ্চয় তোমার রাঙা টুকটুকে চাঁদের পান
 বো হবে। এক টাকা দিলে, কম নয়।
 লাক্ টাকার বো পাবে। দশবৎ সন্ন্যাসী
 ঠাকুর। তোমাকে আর একটা বোয়ের গান
 শুনিয়ে, বাই আমরা মুড়ি কড়াই কিনে
 খাইগে।

(গীত)

কাঁচা সোনা, চাঁদের পানা,
 বউটি তোমার দেখতে হবে।

মুখটি বোয়ের আঁচল-কোলে
 ফুলটি যেন ফুটে রবে ॥

অঙ্গখানি রূপের ডালি,
 আঙুলগুলি চাপার কলি,
 বাউটা নেড়ে বউটি তোমার
 পানের খিলি তুলে দেবে ॥

আড়নমনে দেখ্বে চেয়ে,
 মুহুঁকি হাসি পড়বে ছেয়ে,
 এমন সাধের বউটি তুমি
 পাবে পাবে পাবে পাবে ॥

[রাখাল বালকগণের কণ্ঠস্বর]

যুবসন্ন্যাসী। হা ভাগ্য !

পশ্চাত্তাগে একজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর

নিঃশব্দে প্রবেশ।

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। উঠো, বেটা, চলো।

যুব সন্ন্যাসী। (দণ্ডায়মান হইয়া) চলিয়ে, গুরুদেব! (প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দূর যাইয়া) গুরুজী! সামটি গাঁওকে ভরফ্ আপ্ কেঁও যাতে হাঁয়?

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। উই! আজ তুমারা চিত্তপরীচ্ছা হোয়গি।

যুব স। কায়সা পরীচ্ছা, গুরুজী?

প্রৌঢ় স। চিত্ত তেরা স্থির হুআ কি নেহি, ওহি আজ ম্যায় দেখুঙ্গা।

যুব স। আচ্ছা, গুরুজী! সামটি গাঁওমে কোন্ চিজ্‌সে মেরা চিত্তপরীচ্ছা হোয়গি?

প্রৌঢ় স। আজ উই! ধনেশ্বরকা বড়ী লড়্‌কী কি সাদি হোয়গি। তুম্ ওহি ঘটনা দেখ্‌ কর্‌ চকল হোও ক্যা অচকল রহো, ম্যায় নে উসিকা পরীচ্ছা করুঙ্গা। আজকে ঘটনা সে অগর্ ম্যায় দেখে যো তুম্ নির্বিকার হুআ হায়, তো তুম্‌কো যোগাভ্যাস শিখ্‌লাউঙ্গা। নেহি তো তুম্‌কো শিষ্যস্বসে খারিজ করুঙ্গা।

যুব স। আচ্ছা, গুরুজী! মুঝ্‌কো পরীচ্ছা কিজিয়ে।

প্রৌঢ় স। ঘাব্‌ড়াও গে তো নেহি?

যুব স। আপ্‌কো চেলা ঘাব্‌ড়াতা নেহি।

প্রৌঢ় স। জিতা রহো বেটা! আও অভি মেরা সাখ্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সামটি গ্রাম—ধনেশ্বরের বাটীর
বহির্দ্বার।

দুইজন দ্বারবান্ দেউড়ীতে উপবিষ্ট।

(নানাবিধ জব্যসামগ্রী লইয়া ভৃত্যগণ
বহির্দ্বার দিয়া যাওয়া আশা
করিতেছে)

কিয়ৎকাল পরে প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

দ্বারবান্‌দ্বয়। (প্রৌঢ় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া)
পাঁও লগে, ঠাকুরজী!

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। জিতা রহো।

১ম দ্বার। আপ্‌কো ইই ক্যা দরকার
হায়?

প্রৌঢ় স। ইহ হবেলী ধনেশ্বর বাবুকে
হায়?

১ম দ্বার। জী।

প্রৌঢ় স। উন্‌কো বড়ী লড়্‌কী কি
আজ সাদী হোয়গী?

১ম দ্বার। হাঁ ঠাকুরজী।

প্রৌঢ় স। কব্‌ লগন ঠিক্‌ হুয়া হায়?

১ম দ্বার। আভি তো সাম উতর গয়ি।
রাত দুপহরকো বিবাহকা লগন ঠিক্‌ হো
চুকা হায়।

প্রৌঢ় স। ভাল ভাল। অব্‌ তুম্‌ এক
দফে যায়কে ধনেশ্বর বাবুকে খবর দেও
যো, এক সন্ন্যাসী দরওয়াজামে খড়া রহা
হায়। উন্‌হে আপ্‌কো মুলাকাত্‌ নাঙ্‌তা
হায়।

১ম দ্বার। অচ্ছা, গুসাঁইজী।

প্রৌঢ় স। বর আ চুকা হায়?

১ম ছার। হাঁ, মাধো নগরসে বর
লেয়কে বরুকা বাপু আউর বহুত বরবাতির
আ পহঁছা। বরসভামে বর বইঠ্ রহা ছায়।
প্রৌড়-স। অচ্ছা, তুম্ বাবুকা পাশ
জলদি যাও।

[প্রথম ছারবানের বাটীমধ্যে প্রস্থান।

কিয়ংকাল পরে ধনেশ্বরের সহিত বাটীর
ছার দিয়া পুনঃপ্রবেশ।

ধনেশ্বর। আপনিই আমার নিকট সংবাদ
পাঠিয়েছিলেন?

প্রৌড়-স। হাঁ।

ধনে। আপনার নাম?

প্রৌ-স। পরিব্রাজক অচ্যুতানন্দ
সন্ন্যাসী।

ধনে। আপনার মঠ কোথায়?

প্রৌ-স। চন্দ্রশেখর তীরধূমে।

ধনে। যাবেন কোথায়?

প্রৌ-স। কালী।

ধনে। উত্তম। এখানে কি প্রয়োজন?

প্রৌ-স। ম্যায় শুনা ছায়, আজ তুমার
লেড়কীকি শুভ বিবাহ হোগা, তুমার আউর
তুমার কস্তা কি মঙ্গলকে লিয়ে, তুমকো এক
বাৎ কহনে কো আয়া হঁ।

ধনে। আজ্ঞা করুন।

প্রৌ-স। ম্যায় গণনা কর্কে দেখা হঁ
যো, তুমার লেড়কী কি কারণ এক প্রজা-
পতি যাগ করুনা চাহি। নেহি তো ইহ
বিবাহমে তুমার কস্তা সুখিনী নেহি হোয়গি।

ধনে। (সবিস্ময়ে শশব্যস্তে) সে কি!
বলেন কি! আচ্ছা সে যাগ করবে কে?
কোথায় হবে? কি কি চাই?

প্রৌ-স। ম্যায় করুঙ্গা। তোমার
কালীবাড়ীমে প্রজাপতি যাগ হোগা। যুত,

ডিল, কপলী, সিন্দূর, ফুল, ঘব, চন্দন; আউর
এক জোড়া নয়া বস্তুর চাহি।

ধনে। আচ্ছা তাই হবে। আর কিছু
চাই?

প্রৌ-স। বস, আর কুঁছ নেহি। এহি
সব উপকরণ সমেত তুমার বড়ী লেড়কী
কো লেকে কালীবাড়ীমে তুমকো যানে
হোগা।

ধনে। যে আজ্ঞে, আমি এখনি যাচ্ছি।
আপনি অগ্রসর হোন।

[প্রৌড়সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

(স্বগত) প্রজাপতি যাগটায় খরচ ভেমন
নয়, কুলে টাকা দেড়েক। অথচ মঙ্গলটা
যোল আনা। এইতো আমি চাই। (দরো-
য়ানদের প্রতি প্রকাশে) যাও, তোম্ লোক
জলদি এই সব চিজ লেকে যাও। এই লেও
দেড় রূপেয়া।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সামুটীগ্রাম কালীবাড়ীর পার্শ্ববর্তী মাঠ।

ছন্নবেশী বর, বরযাত্রগণ, বাগ্ধকরগণ, আলোক-
ধারিগণকে লইয়া ছন্নবেশী বরকর্তা, শ্রদ্ধতি

লোকগণের বাগ্ধধ্বনি ও কোলাহল

করিতে করিতে প্রবেশ।

বরকর্তা। সকলেই এসেচে ত? দূরে
কেউ পোড়ে টোড়ে নেই ত?

১ম বরযাত্রী। না, সকলেই এসেছে?

বরকর্তা। আচ্ছা, বেশ হয়েছে। কিন্তু
এখানে আমাদের এত লোকের জিরোবার
জায়গা হবে না। চল ঐ জমীটেয় গিয়ে
বসি। বাজা রে বাজা। এসো হে এসো!

[বাগ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সাম্টিগ্রাম—কালীবাড়ী।

মন্দিরমধ্যে কালীমূর্তি বিরাজিত। সমুখে নাটমন্দির-
মধ্যে এক পার্শ্বে খুব সন্ন্যাসী উপবিষ্ট, অপর পার্শ্বে
প্রৌঢ় সন্ন্যাসী প্রজ্ঞাপতি যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত।

তৎপশ্চাতে ও পার্শ্বে ধনেশ্বর, সরলা,
পুরোহিত ও ভৃত্যগণ দণ্ডায়মান।

(কিয়ৎকণ পরে নেপথ্যে বাস্ত্র কোলাহল)

ধনেশ্বর। (ভৃত্যের প্রতি) ওরে!
বাইরে কিসের বাজনা বাজে, শীগ্গির দেখে
আয়তো?

[ভৃত্যের প্রস্থান।

ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ।

ভৃত্য। আজ্ঞে কাদের বর যাচ্ছে, মাঠে
দম্ নিচ্ছে।

(পুনর্বার যজ্ঞকার্য; এমন সময় হঠাৎ নেপথ্যে
ভরস্কর সঙ্কেত-চীৎকার)

প্রৌ-স। (শুনিয়া উত্তর স্বরূপ সঙ্কেত
চীৎকার)

অবিলম্বে উপস্থিত ছদ্মবেশী বর, বরকর্তা, বরযাত্র
প্রভৃতির লোকগণের বেগে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া
প্রবেশ ও ছদ্মবেশ পরিত্যাগ।

বরকর্তা ওরফে স্বরূপ। (প্রৌঢ়
সন্ন্যাসীর প্রতি) শীগ্গির বল, কই সে
লোকটা?

প্রৌ-স। (নীরবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে
ধনেশ্বরকে দেখাইয়া দেওন)

স্বরূপ। (সরোষে) হুঁ এই সে!
(সবলে ধনেশ্বরের হস্ত বন্ধন করিতে করিতে
অপর সকলের প্রতি) খুব হুঁসিয়ার। কালী-
বাড়ীর চার দিক ঘেরাও করো, কেউ না
পালায়। বিয়ে বাড়ী ঘেরাও হয়েছে তো?

১ম বরযাত্র ওরফে পাঁচু। এক হাজার
লোক, ভয় কি? দুই জায়গাই ঘেরাও
হয়েচে, পিঁপুড়ে পালাবারও পথ নেই।
(প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর প্রতি) এই নেও তলোয়ার।
(তরবারি প্রদান)

(এই সকল ঘটনা দর্শন করিয়া ধনেশ্বর প্রভৃতির
অত্যন্ত ভয় প্রকাশ)

সরলা। (অত্যন্ত ভয়ে রোদন)

প্রৌ-স। (দণ্ডায়মান হইয়া) ভয় নেই
মা, ভয় নেই। (ছিরের প্রতি) ছিরু!
মেয়েটিকে সাহুনা কর।

স্বরূপ। (প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর প্রতি) আর
বিলম্ব কেন?

প্রৌ-স। (ধনেশ্বরের প্রতি গভীর
গর্জনে) তোমাকে আজ পাপের উপযুক্ত
ফল ভোগ কর্তে হবে।

ধনেশ্বর। (অত্যন্ত ভয়ে) অঁ্যা অঁ্যা!
আমি কি পাপ করেচি?

প্রৌ-স। তুমি সামান্য ধনলোভে দুটো
গুরুতর মহাপাপ করেচো।

ধনে। (সবিস্ময়ে) দুটো গুরুতর মহা-
পাপ!

প্রৌ-স। তেমন মহাপাপ তোমার মত
মহাপাপী বই আর কেউই করে না।

ধনে। সে দুটো মহাপাপ কি কি?

প্রৌ-স। একটা শোনো;—বাদবেস্ত
রায় নামে একটি দরিদ্র খুবা তোমার এই
জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে পুত্রিণীর জল থেকে
উদ্ধার কোরে প্রাণদান করেছিল কি না?

ধনে। হাঁ, কোরেছিল।

প্রৌ-স। তার প্রত্যাশকার স্বরূপ তুমি
তার সঙ্গে তোমার এই কন্যা সরলার বিবাহ
দিতে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলে কি না?

ধনে। (মনের ভাব গোপন করিয়া)
কই, তা তো—

প্রৌ-স। (সরোবে) আমার তরবারির
দিকে চেয়ে কথা কও।

ধনে। (সত্যে) হাঁ হাঁ, মনে হয়েছে।
বাদবেস্তের সঙ্গে সরলার বিবাহ দিতে
প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

প্রৌ-স। প্রতিজ্ঞাপূরণ কোরেচো কি ?

ধনে। না।

প্রৌ-স। কেন ?

ধনে। বাদবেস্ত দরিদ্র।

প্রৌ-স। প্রতিজ্ঞার কাছে ধনী দরিদ্র
কি ?

ধনে। আমার কথা পাছে কষ্টে পড়ে,
তাই।

প্রৌ-স। যে ব্যক্তির দয়া তোমার
কথাকে জীবন দান করেছে, তার সেই দয়া
কি তাকে পথের ভিখারিণী কস্তো ?

ধনে। হাঁ—তা বটে—তবু—

প্রৌ-স। (সরোবে) তুমি আবার যুধা
বাক্যোচ্চারণ কোচ্ছো। তুমি নিতান্ত ধন-
লোভী। ধনের জন্য ধনেশ্বর না কোত্তে
পারে, এমন কস্মই নাই। ধনী জামাতার
পিতার নিকট অপরিখ্যাপ্ত ধনলাভ কোর্বে
বোলে, দরিদ্র জামাতার মনোভঙ্গ কোরেচো,
তাকে নিজজীব কোরেচো। তার সঙ্গে সঙ্গে
ধর্মেরও অপমান কোরেচো। আমি সকল
সহ কোত্তে পারি, কিন্তু ধর্মের অপমান
কখনই সহ কোত্তে পারি না।

ধনে। (নীরবে অধোমুখে দণ্ডায়মান)

প্রৌ-স। আর বিলম্ব কোত্তে পারি না।
হয় তুমি বাদবেস্তের হস্তে তোমার জ্যেষ্ঠা
কন্যা সরলাকে, সর্বসাক্ষিণী আনন্দময়ীর

সম্মুখে সম্প্রদান কর, নয় অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী
র তীক্ষ্ণ তরবারিমুখে মস্তকচ্যুত হও।
(তরবারি উত্তোলন)

ধনে। (অত্যন্ত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া)
আমায় ক্ষমা কর। শ্রীমান নীলকান্ত রায়ের
হস্তে সরলাকে সম্প্রদান কোত্তে বাগদত্ত
হয়েছি, এখন তার অমৃত্যু কোলে আমার
অধর্ম হবে যে।

প্রৌ-স। (ভীতবিজ্ঞপরোবে)—তোমার
ধর্ম তো সকল কার্যেই জাঙ্গল্যমান। বলি,
নীলকান্তকে বাগদান করবার পূর্বে বাদ-
বেস্তকে কি বাগদান কর নি ? হে 'ধার্মিক-
চুড়ামণি! এতই যদি ধর্মভর, তবে সত্য
বল দেখি, তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামী
বাদবেস্ত, কি নীলকান্ত ?

ধনে। (পুনর্বার অধোমুখে নিরস্তর)

প্রৌ-স। (সরোবে) মুখে উত্তর নাই
কেন ? বাদবেস্তের সহিত সরলার বিবাহ
দেবে কি না ? বল বল—নৈলে (তরবারি
উত্তোলন)

ধনে। (তরবারির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া
প্রাণভয়ে শব্দব্যস্তে) দেবো দেবো দেবো।
(ক্ষণকাল ভাবিয়া) কিন্তু বাদবেস্ত তো
আমার নিকট নাই। কিরূপে কন্যাসম্প্রদান-
কার্য হবে ?

প্রৌ-স। মা আনন্দময়ী এখনি বাদ-
বেস্তকে এখানে এনে দেবেন। (সুবসন্ন্যাসীকে
লক্ষ্য করিয়া) বাদবেস্ত !

সুব সন্ন্যাসী। (গাত্রোত্থান করিয়া)
প্রভু ! (সবিস্ময়ে স্বগত) এ কি ! কি
আশ্চর্য্য ! আমার গুরুজীকে ? বরাবর
আমার কাছে হিন্দী কথা কইতেন, এখন
আবার বাঙলা কথা কইছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ,

আমার কাছে একাকী আসতেন, একাকীই থাকতেন, আজ ইনি এত লোক পেলেন কোথা? যে হে লোক নয়, সকলেই অঙ্গ-ধারী বীর। বরাবর গুরুজী আমাকে বোল-তেন, ‘তোমার যখন বিবাহ হয় নি, তখন তুমি আমার শিষ্য হবার যোগ্য’। আজ আবার বিকেল বেলায় মাঠের পথে বোলেছিলেন, ‘তুমি যদি, আজ ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সর-লার বিবাহ দেখে চঞ্চল না হোস, তবে তোকে যোগাভ্যাস করাবো, নৈলে শিষ্যত্ব থেকে খারিজ কোর্বে’। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই গুরুজী আমারই হস্তে সরলা সম্প্রদানে উদ্যোগী। তাই তো, অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী কে? নিশ্চয় দেবতা।

প্রৌ-স। (ধনেশ্বরের প্রতি) তুমি এই যুবকের হস্তে সরলা সম্প্রদান কর। মা আনন্দময়ীকে সাক্ষী মেনে, এর সঙ্গে সরলার বিবাহ দাও।

ধনে। (সবিশ্বয়ে ইতস্তত করিতে করিতে) যাদবেন্দ্র কই? এ যে সন্ন্যাসী। (সম্বোধনে) হায় হায়, তোমার মনে কি এই ছিল। আমার স্নেহের সরলাকে গৃহহীন, ধনহীন, সংসারের সর্বস্বহীন একজন সন্ন্যাসীর গ্রাসে ফেলে দিলে।

প্রৌ-স। আমি তোমার স্থায় প্রবন্ধক নই। এই সেই যাদবেন্দ্র। এই-ই তোমার সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সত্য মিথ্যা স্বচক্ষে দর্শন কর। (স্বীয় কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া যুব সন্ন্যাসীর মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ধনেশ্বরের প্রতি) চিন্তে পেরেচো কি?

যাদবেন্দ্র। (লজ্জার অধোমুখে দণ্ডায়-মান)

(ধনেশ্বর ও তদীয় লোকগণ অবাক)

প্রৌ-স। (ধনেশ্বরের প্রতি) কেমন, সন্দেহ মিটলো কি? না মিটে থাকে, তো তরবারির মুখে মেটাই। দুই বুজি, দুইভি-সন্ধি, কুট-কৌশল, প্রতারণা, প্রবঞ্চনাপূর্ণ তোমার পাপ মন্তকটা বাড়িয়ে দাও।

ধনে। (দুঃখ, লজ্জা ও ভয়ে স্বগত) কি সর্বনাশ! এ হলো কি! আর না, দায়ে প’ড়ে মানে মানে কন্যাসম্প্রদান করি, নৈলে তলওয়ারের আঘাতে প্রাণ যাবে। (যাদবেন্দ্রকে সরলা সম্প্রদান করিতে করিতে প্রকাশে) দেবী আনন্দময়ী সাক্ষী, ধর্ম সাক্ষী, শ্রীমান্ যাদবেন্দ্র রায় বাবাজীউর হস্তে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা সম্প্রদান কোল্লের। (কন্যা সম্প্রদান)

প্রৌ-স। (ধনেশ্বরের প্রতি) তোমার একটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো, এখনো আর একটা বাকি। কিন্তু সেটার প্রায়শ্চিত্ত হবার আগে, মধ্যে আর একটা কার্য কর।

ধনে। আবার কি কোন্টে হবে?

প্রৌ-স। শ্রীমান্ নীলকান্ত রায় তোমার বাটী এসে, পিতার সঙ্গে ভগ্ন-হৃদয়ে, বিবর-মনে, মলিন মুখে ফিরে যাবে, সেটা আমার সহ হবে না। তুমি এখনি আমার কএক জন অঙ্গধারী লোকের সহিত তোমার ভৃত্য-গণকে পাঠিয়ে দিয়ে, তোমার বাড়ীর বরসভা হতে তার পিতার সহিত তাকে এখানে আনাও। তোমার কনিষ্ঠা কন্যা তরলা আর তোমার পত্নী ভামিনীকে আনাও। আনিয়ে, দেবী আনন্দময়ীর সমক্ষে শ্রীমান্ নীলকান্ত রায়ের হস্তে শ্রীমতী তরলাকে সম্প্রদান কর। শীঘ্র সকলকে আনাও।

ধনে। আমাকে আর বলা বাহুল্য, আমি তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে বধির

হয়েচি। তুমিই লোক পাঠাও। (স্বগত)
ভাল প্রজাপতি বাগ বা হোক।

প্রৌ-স। (নিজ দলহু কএক জন
লোকের প্রতি) যাও তোমরা, ধনেশ্বর বাবুর
ভৃত্যগণকে নিয়ে গিয়ে, তরলা ও তরলার
মাতাকে এখানে আসূতে বল। ঘেরা টোপ
ঢাকা পাকী কোরে খুব সাবধানে আন।
পিতার সহিত নীলকান্তকে আন। খুব
সাবধান।

[ধনেশ্বরের ভৃত্যগণের সহিত পৌড় সন্ন্যাসীর
কএক জন লোকের প্রস্থান।

ধনে। আমিও যাব ?

প্রৌ-স। একবারেই যাওয়াচ্চি।

ধনে। (সাতকে স্বগত) আঁা বলে
কি ! (প্রকাশে) বড় তৃষ্ণা পেয়েচে। বটা
চেরেক জল।

প্রৌ-স। আমার কমণ্ডলুতে জল আছে,
পান কর।

ধনে। (স্বগত) খাব কি ? না, খাব
না। এ গণ্ডুলের কমণ্ডলে বিবিশিনো
জল আছে—ম'রে যাব। বিবজল খেয়ে
মরার চেয়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরা বরং
ভাল।

প্রৌ-স। কই জলপান কোলে না ?

ধনে। আমার জল-তৃষ্ণার শাস্তি হয়েছে।

প্রৌ-স। (সপরিহাসে) কিন্তু ধনতৃষ্ণা
কোটাগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। সে তৃষ্ণা তুমি
নিজে নিজে মেটাতে পারবে না, আমি এই
তলোয়ারের চোটে মেটাবো। (ভয় প্রদর্শন)।

ধনে। (সভয়ে) তাও মিটেচে, তাও
মিটেচে।

প্রৌ-স। উঁহ। তুমি ম'লেও সে তৃষ্ণা
তোমার সঙ্গে নরকে যাবে।

বংশিধর রায়, নীলকান্ত রায়, ভামিনী ও তরলাকে
লইয়া পূর্বলোকগণের পুনঃ প্রবেশ।

(কালীবাড়ীর ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া বংশিধর
প্রভৃতির অত্যন্ত ভয় প্রকাশ ও রোদন।)

প্রৌ-স। ভয় নাই, ভয় নাই। কেঁদ
না, ব্যাকুল হয়ো না। বংশিধর বাবু! হস্তে
বিবাহসূত্রবদ্ধ পুত্রটি নিয়ে আপনাকে অগ্নি
অগ্নি ফিতে হবে না। তবে সরলার বদলে
তরলা। তা হোক, ছুটিই পদ্ম-কলিকা।
(ধনেশ্বরের প্রতি) বাবু! শ্রীমান্ নীলকান্ত
রায় বাবাজীউর হস্তে আপনার কনিষ্ঠা কন্যা
তরলাটিকে সম্প্রদান করুন। (স্বীয় তর-
বারি নাড়িতে নাড়িতে) আমার তলোয়ার-
খানায় শাণ দিতে হয় না—অক্ষয় ধার।

ধনে। এই যে আমিও সম্প্রদান করছি।
(নীলকান্ত রায়ের হস্তে তরলা সম্প্রদান
করিতে করিতে) দেবী আনন্দময়ী সাক্ষী—
ধর্ম সাক্ষী, আমি শ্রীমান্ নীলকান্ত রায়
বাবাজীউর হস্তে আমার কনিষ্ঠা কন্যা তরলা
সম্প্রদান করেম।

প্রৌ-স। (গভীর স্বরে) এই বার
তোমার বিত্তীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তোমার
সমস্ত স্বাবর অস্বাবর সম্পত্তির অর্ধেকাংশ
আমাকে দাও।

ধনে। (চমকিয়া ইঠিয়া) সে কি !

প্রৌ-স। আমি তোমার অর্ধেক সম্পত্তি
নিয়ে, তার মধ্যে নগদ টাকার চার ভাগের
এক ভাগ আমার এই সকল পরমোপকারী
ও পরম সহায় সহচরদের দেবো। বাকি
তিন ভাগ নগদ টাকা এবং সমস্ত অর্ধেক
ভূসম্পত্তি আমার এই পরমশ্রদ্ধের পাত্র ও
শিষ্য শ্রীমান্ বাদবেন্দ্র রায়কে প্রদান করিবো।
ধনে। (শুক মুখে ব্যাকুলভাবে) হা,

আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তো জোর কোরে
বাদবেস্তের হস্তে দিলে। শেষে জোর কোরে
আমার ধনসম্পত্তিরও অর্ধেক নেওয়া কি
ধর্মসঙ্গত?

প্রৌ-স। (রোবে গর্জন করিয়া তর-
বারি উত্তোলন পূর্বক) কি বলো? ধর্ম-
সঙ্গত? কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা!
মহাপাপিষ্ঠ, মহানারকী, মহা অধার্মিক ধনে-
শ্বর সিংহ রায় অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীকে অধা-
র্মিক বোলতে সাহস করে। শোনো ধনে-
শ্বর! অধার্মিক আমি নই, অধার্মিক তুমি!
অধার্মিক তোমার প্রাণ! অধার্মিক তোমার
মন! অধার্মিক তোমার আত্মা! অধার্মিক
তোমার কর্ম! অধার্মিক তোমার কায়া! অধার্মিক
তোমার ছায়া! তুমি অধর্ম্মে শত
শত লোকের সর্বনাশ করেছে—শত শত
লোককে পথের ভিখারী করেছে—শত
শত অবলা বালার চক্ষে অশ্রুপ্রস্রবণ স্বজন
ক করেছে—শত শত দীনহীন দরিদ্র প্রজার
এক মুষ্টি অন্ন, একখানি ছিন্ন বস্ত্রেরও
সংস্থান রাখনি। তুমি দুর্বৃত্ত! তুমি
নারকী! তুমি পিশাচ! তুমি দম্য!

ধনেশ্বর। (উবেলিত সমুদ্রের স্রাব
অস্থির হইয়া স্বগত) ওঃ! কি তীব্র মর্ম-
ভেদী বাক্য-কুঠার! আমার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত
কোটা খণ্ডে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল! ওঃ, অতি
নিদারুণ! অতি অসহ্য!

প্রৌ-স। (সগর্জনে) আর বিলম্ব কোতে
পারিনি। (স্বীয় ভিক্ষার মূলী হইতে কাগজ,
কলম, দোয়াত বাহির করিয়া) এই কাগজ,
কলম, দোয়াত নেও। আমার শিষ্য বাদ-
বেস্ত রায়ের নামে তোমার অর্ধেক ধন-
সম্পত্তির দানপত্র লেখো।

ধনে। (ইতস্তত করিতে করিতে স্বগত)
হা রে ভাগ্য! বিভ্রাট আর সর্বনাশের তো
বাকি নেই। যদি দানপত্র না লিখি, মন্তক
যাবে; যদি লিখি, পথের ভিখারী হব!
হায় হায়, আজ কি অশুভক্ষণে রাত্রি প্রভাত
হয়েছিল রে! ধনেশ্বরের অনেক বস্ত্রের
ধনসম্পত্তি আজ আচম্বিতে বস্ত্রের জলে
নদীর বাঁধভাঙার মত ভেঙে গেলো রে।

প্রৌ-স। (সগর্জনে) এখনো বিলম্ব
কেন? আমার বাক্য কি তোমার পাপ কর্ণে
স্থান পাচ্ছে না? আচ্ছা, আমার তরবারি
তোমার পাপ মন্তকে স্থান পাক। আজ
মহামাই আনন্দময়ীর সমক্ষে জগৎ-শত্রু
মহিষাসুর বলিদান হোক। (তরবারি
উত্তোলন)

সরলা ও তরলা। (তদদর্শনে অত্যন্ত
ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

ভামিনী। (সরোদনে অচ্যুতানন্দ সন্ন্যা-
সীর প্রতি) তোমার পায়ে পড়ি, সন্ন্যাসী
ঠাকুর! আমার বিধবা কোরো না। আচ্ছা,
তুমি না হয় সমস্ত বিষয় সম্পত্তির এক
আনা অংশ লিখে দিচ্ছেন।

প্রৌ-স। (সরোবে ভামিনীর প্রতি)
তুমি নিশ্চয় বিধবা হোলে। (ধনেশ্বরের
প্রতি) ধনলোভী ধনেশ্বর! জন্মের মত
একবার ধন স্মরণ কর। আজ নিশ্চয় তোমার
শেষ দিন। (পুনর্ব্বার তরবারি উত্তোলন)
ধনে। (প্রাণভয়ে) স্ত্রীলোকের কথাও
আবার কথা! আচ্ছা, আমি আমার বিষয়
সম্পত্তির একেবারে দু আনা অংশ দানপত্রে
লিখে নাম স্বাক্ষর কোরে দিচ্ছি।

প্রৌ-স। (সরোবে ধনেশ্বরের প্রতি)
বটে, ধনলোভিন্, বটে! এখনো যে তোমার

সমস্ত ধনসম্পত্তি অধিকার করিনি, এই তোমার পরম সৌভাগ্য! কেন যদি আপত্তি কর, তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য দানপত্রে লিখিয়ে নাম স্বাক্ষর করিয়ে নেবো।

ধনে। (সভয়ে স্বগত) অ্যা! বলে কি! আর বাড়াবাড়ি কোরো না! পুরো যাওয়ার চেয়ে অর্ধেক যাওয়াও ভাল। “সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।” (প্রকাশে) আচ্ছা, যাদবেন্দ্র রায়ের নামে, আমার সমস্ত বিষয়ের অর্ধেক দানপত্রে লিখে নাম সই কোরে দিচ্ছি। (তজ্ঞপকরণ)

প্রৌ-স। বংশিধর বাবু, পুরোহিত মশায়, আর এখানে ধনেশ্বর বাবুর পক্ষীয় বে যে লোক আছে, দানপত্রে সাক্ষিস্বরূপ স্ব স্ব নাম সাক্ষর কর। (সকলের তজ্ঞপকরণ) আমার হস্তে স্বাক্ষরিত দানপত্রখানি দাও।

ধনে। (সহুঃখে) এই নেও আমার অর্ধেক প্রাণ। তোমার মনে এই ছিল! আমাকে আধমরা কোরে ছাড়লে—দফা রফা কোলে! (রোদন)

প্রৌ-স। ছি ধনেশ্বর বাবু! তুমি একজন ধার্মিক পুরুষ মানুষ হয়ে তোমার পত্নীর সমক্ষে মেয়ে মানুষের মত কাঁদতে বোসলে!

ধনে। (সরোদনে) জগতের নিয়মই এই,—এক জন কাঁদে, এক জন হাসে। আজ আমার কাঁদবার দিন, কাঁদি;—তোমার হাসবার দিন, হাস। (অগণকাল ভাবিয়া অসহ যন্ত্রণায় মনের আবেগে স্বীয় কপালে আঘাত করিয়া সরলার প্রতি) হা বাঘিনি! তুই-ই আমার যত সর্বনাশের মূল! কেন তুই বাঘের মুখ থেকে বেঁচেছিলি? কেন তোকে শিকারীরা আমার বাড়ীতে এনে-ছিল? কেন আমি আমার পত্নীর অনুরোধে

তোকে লালনপালন কোরেছিলেম? নিজের কন্যার মত স্নেহমমতা কোরেছিলেম? পুষ্করিণীতে ডুবেছিলি তো মরুতিনি কেন? তুই মরুবি কেন? আমাকে ধনে প্রাণে মারুবি বোলেই আমার সোণার সংসারে ঢুকেছিলি! বাঘের গ্রাসেও যার প্রাণ যায় নি, সে যে আমার সর্বনাশিনী হবে, আশ্চর্য্য কি? (দীর্ঘনিশ্বাসভ্যাগ)

প্রৌ-স। (অত্যন্ত বিষ্ময়ে চমকিয়া) কি বোলে, কি বোলে, সরলা তোমার আপন কন্যা নয়? বাঘের গ্রাস থেকে শিকারীরা একে এনে তোমার দিয়েচে? সত্য কথা? ধনে। সত্য কথা।

প্রৌ-স। কতদিনের কথা? ধনে। আজ নবম বৎসর চোল্চে। প্রৌ-স। যখন শিকারীরা একে আনে, তখন কি মাস?

ধনে। পৌষ মাস। প্রৌ-স। (অধিকতর চাকল্য সহকারে) আচ্ছা, সে সময়ে এর অঙ্গে কোন অলঙ্কার ছিল?

ধনে। (ভাবিয়া) ছিল। প্রৌ-স। কি অলঙ্কার? ধনে। গলায় পৈতের স্ত্রুতোর বাঁধা একটা ক্লপোর বড় মাছলী।

প্রৌ-স। সে মাছলীটে কোথা? আছে কি?

ধনে। আছে, কিন্তু আমার কাছে নয়। প্রৌ-স। কার কাছে? ধনে। (প্রতিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) মা আনন্দময়ীর কাছে। ওঁর দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে সেই মাছলীটি ঝোলান আছে।

প্রৌ-স। কি অভিপ্রায়ে ?

ধনে। এই কথা ব্যাঙ্গীর গহ্বর থেকে প্রাণ পেয়েছিল বোলে, আমার পত্নী ঘোড়শোপচাতে দেবী আনন্দময়ীর পূজা দিয়েছিলেন এবং এর মঙ্গলোদ্দেশে, এর সেই মাদুলীটিও আনন্দময়ীর হস্তে বরাবর ঝুলিয়ে রাখতে ইচ্ছা কোরেছিলেন। কার্যেও তাই করা হয়েছিল।

প্রৌ-স। সে মাদুলীটি একবার দেখতে ইচ্ছা করি। পুরোহিতকে আনতে বলুন।

(পুরোহিতের মন্দিরমধ্যে গমন ও মাদুলী আনিয়া প্রৌ সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান)

(খুরাইয়া কিরাইয়া) দেখিতে দেখিতে) মাদুলীটি আমি ভাঙি। (ভাঙিয়া তদ্ব্যবহৃত হইতে কি বাহির করিয়া) এক জন একটা দীপ তুলে ধর তো, আমি ভূজঙ্গপত্র লিখিত এই রক্ষাকবচখানি পাঠ করি। (মনে মনে পাঠ করিয়া অত্যন্ত ভাববিহ্বল হইয়া) অঁ্যা এ কি। (হস্তমুষ্টি শিথিল হইয়া ভূতলে তরবারি পতন) আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? না স্বপ্ন নয়, সত্য ঘটনা। (সরলার প্রতি) মা আমার! মা আমার! বেঁচে আছি—বেঁচে আছি! আয় মা, কোলে আয়—তোমার শোকসন্তপ্ত অভাগা পিতার কোলে আয় মা! (ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া আনন্দোন্মত্ত ভাবে) ধন্য দয়াময় হরি! ধন্য মা আনন্দময়ী! আজ আমার আনন্দের সীমা নাই—স্নেহের অবধি নাই ভাবের অভাব নাই! আজ শুধু মরুভূমিতে অনন্ত অমৃত সাগর উদ্ভলে উঠলো! আজ আমি মর্গে না স্বর্গে? স্বর্গও অতি তুচ্ছ, আজ আমি স্বর্গাদপি স্বর্গে! আজ ধন্য হোলেম! বিধি আমার হারানিধি

মিলিয়ে দিলেন। মন্দিরে ঐ আনন্দময়ী, কোলেও আমার আনন্দময়ী।

(এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে সকলের অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ)

সকলে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি অদ্ভুত ঘটনা!

ধনেশ্বর। (বিস্ময়ে প্রৌ সন্ন্যাসীর প্রতি) তুমি কে?

স্বরূপ। ইনি আমাদের দলগতি ভীমভাম।

ধনে। ভীমভাম কে?

প্রৌ-স। (আনন্দোদ্বেগে ধনেশ্বরের পদতলে পতিত হইয়া) তোমার কনিষ্ঠ সহোদর রত্নেশ্বর। (কমণ্ডলুর জল লইয়া মুখ-তল্য প্রক্ষালন ও কৃত্রিম জটাভূট শাশ্রু ব্যাভ্র-চর্ম্ম প্রভৃতি সন্ন্যাসবেশ খুলিয়া ফেলিয়া) দাদা!

সকলে। (অত্যন্ত বিস্ময়ে) অঁ্যা! এ আবার কি অদ্ভুত ঘটনা!

ধনে। (বিস্ময়ে হর্ষোন্মত্ত হইয়া শাশ্রু নয়নে) ভাই রে! রতন রে! আমার হারানিধি রে! আয় আয়! (ঘনঘন আলিঙ্গন প্রদান)

ভামিনী। (বিস্ময়ে) অঁ্যা, সন্ন্যাসী-ঠাকুর আমারই ঠাকুর পো!

স্বরূপ। (নিভান্ত বিস্ময়ানন্দে সহাস্তে) ভাই ভীম! এখন নিশ্চয় বুঝলুম, তুমি সে ডাকাত নও,—অদ্ভুত ডাকাত!

রত্নেশ্বর। (ঈষৎ হাস্যপ্রকাশ)

স্বরূপ। ধন্ত ভাই, তোমার চতুরাণী! তোমার চতুর বুদ্ধির কাছে সবাই হার মেনেচে। তোমার জমীদার দাদা, তোমার ভাজ ঠাকুরণ, তোমার চেলা ওরফে জামাই,

তোমার এই স্বরূপ, পাঁচু কোরে হাজারো
সঙ্গী আজ ঝাকা ভ্যাকা ! সাবাস্ ভাই !
বলিহারি যাই। তোমার চতুরালীর কুল
কিনারা নাই। সাবাস্ ভাই ভীমভাম !—
বাহবা অচ্যুতানন্দ সন্মোসী ঠাকুর !—ধন্য
শ্রীযুক্ত বাবু রত্নেশ্বর সিংহ রায় মহাশয় !
(পরিহাসে) আর সবসে ধন্য তোমার এই
স্বরূপ দাদা ! এত বছরেও তোমার লীলে-
খেলার খেই ধোন্তে পারে নি !

রত্নেশ্বর । (হাস্তপ্রকাশ)

ধনে । ভাই রতন রে ! ধর্ম্মেরই জয়
হয়, তাই আজ তোকে পেলেম, তুইও
আমাকে পেলি । একমাত্র ধর্ম্মের অমোঘ
শক্তিতে আমাদের উভয়েরই কর্ম্মফল লাভ
হলো । আমার কর্ম্মফল পরাজয়—তোমার
কর্ম্মফল জয় ! ভাই, ঋষিবাক্য মিথ্যা নয়—
যতোধর্ম্মন্ততোজয়ঃ ।

স্বরূপ । (সপরিহাসে ধনেশ্বরের প্রতি)
ভাই, জমীদার মশয় ! তোমার আজ যেমন
কর্ম্ম তেমনি ফল ।

ধনেশ্বর । (স্বরূপের প্রতি) তোমার
কথা মিথ্যা নয় । আমি আমার এই কনিষ্ঠ
সহোদর রত্নেশ্বরকে যার-পর-নাই দুঃখ যজ্ঞণা
দিয়েচি । পৈত্রিক ধনসম্পত্তির অর্দ্ধেক
আমার, অর্দ্ধেক রত্নেশ্বরের । কিন্তু আমা-
হেন নীচ ধনলোভী নারকী কি গর্হিত কার্য্যই
না করেছে ? আমার ভাই আমারই কল-
কৌশলে ছলে বলে সর্ব্বস্বাস্ত হয়ে, পথের
ভিখারী হয়ে, পত্নীর সহিত চক্ষের জল মুছতে
মুছতে বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিলো । তাই আজ
আমার পাপের সমুচিত শাস্তি হলো ।

রত্নেশ্বর । (সলজ্জ ও সসজ্জমে) দাদা,
যা হয়েছে,—হয়েচে, তার আর উল্লেখ

কোরবেন না । আমি আজ আমার স্নেহের
কন্যাকে আপনার কৃপাবলে পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে
সমস্ত মর্ম্মযজ্ঞণা ভুলে গিয়েচি । দাদা ! আপ-
নার আর আপনার পত্নীর দ্বারা আমাদের যত
অনির্ঘা ঘটেচে, আজ তার শতগুণ ইচ্ছাভাও
হলো । ভাগ্যে আপনি সরলাকে লালনপালন
কোরে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তাই তো আবার
দেখতে পেলেম । (পদধারণ করিয়া) দাদা !
আমি আহত ভুজঙ্গের ন্যায় আপনাকে বিষ-
বাক্যদংশনে যার পর নাই কষ্ট দিয়েচি,
নিভাস্ত অন্তায় কোরেচি, আমায় ক্ষমা
করুন ।

ধনেশ্বর । (রত্নেশ্বরকে উত্তোলন করিয়া)
না, ভাই, তোমার কোন অপরাধ নাই ।
আমিই সম্পূর্ণ অপরাধী ।

ভামিনী । ঠাকুর পো ! কমলা কই ?

রত্নেশ্বর । (সদুঃখে স্বগত) কমলা এখন
জবময়ী । (দুইজন দস্যুর প্রতি) তোমরা
শীঘ্র গুপ্তস্থান থেকে তাঁদের এখানে আন ।

[লোকদ্বয়ের প্রস্থান ।

যাদবেন্দ্র । (কৃতাজ্জলিপুটে) গুরুদেব !
এই কি শিষ্যের চিত্তপরীক্ষা ?

রত্নেশ্বর । (সহাস্তে) বৎস ! আমি
এইরূপেই চিত্তপরীক্ষা করি ।

স্বরূপ । (সহাস্তে) উহু, এর নাম
চিত্তপরীক্ষা নয় । এর নাম ভাঙাকে গড়া ।
আমি জানি, গড়াকে অনেকে ভাঙতে পারে,
যেমন ধনেশ্বর জমীদার বাবু ; কিন্তু ভাঙাকে
গড়তে পারে, এমন লোক প্রায় পাওয়াই
যায় না । আজ সৌভাগ্যের বলে একজনকে
পাওয়া গেল । তাঁর নাম ভীমভাম ! অচ্যুত-
ানন্দ সন্মোসী ! রত্নেশ্বর সিংহ রায় বা অদ্বুত
ডাকাত !

ধনেশ্বর। ভাই রতন! আমার নিনাস্ত
ইচ্ছা, তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে এই
সাম্ভটি গ্রামের পৈত্রিক বাড়িতেই বাস
করি।

রত্নেশ্বর। দাদা, আপনি যা বোঝাচ্ছেন,
তা সত্য; কিন্তু আমি ভেবে দেখলেম,
নির্ব্বাণেশ্বর অগ্নি বাতাসের আভাস পেলে
আবার ভীষণ বেগে ছলে উঠতে পারে।

ধনে। না, ভাই, কোন চিন্তা নাই।
অগ্নি নির্ব্বাণেশ্বর নয়—অগ্নি নির্ব্বাপিত।

রত্নেশ্বর। (স্বগত) অগ্নি ভয়ানক।

ধনে। এস, আবার পূর্ব্বের স্থায় দুই
ভায়ে মিলে বাস করি।

রত্নেশ্বর। দাদা, আমি স্বতন্ত্র থাকতেই
মনস্থ করেছি।

ধনে। (স্বগত) রতনের মন একবারে
ভেঙে গেছে, আর ষোড়া লাগবে না।
(প্রকাশে) আচ্ছা, ভাই, যা ভাল বিবেচনা
কর, তাই হোক।

রত্নেশ্বর। বংশধর বাবু! আমি যদি
আপনার প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা ব্যবহার
কোরে থাকি, মাপ করুন। এক্ষণে আপনার
পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে বৈবাহিক মহাশয়ের
বাড়িতে বিশ্রাম করুন গে। কল্যাণ প্রাতে
মাধবনগরে যাবেন। (ধনেশ্বরের প্রতি)
দাদা! আজই আমি আমার অর্দ্ধেক অশ্রা-
বর সম্পত্তি আমার নব-নিবাস কপিলপুরে
পাঠাব। অর্দ্ধেক শ্রাবর সম্পত্তির পাকা
বন্দোবস্ত করবো। আর এক কথা, আমার
প্রাপ্য সম্পত্তির মধ্য থেকে আপনাকে সাড়ে
সত্তের হাজার টাকা ফেরৎ দেবো।

ধনে। আচ্ছা, ভাই, সমস্তই আজ ঠিক
ঠাক কোরে নেও, কিন্তু তোমার সম্পত্তি

থেকে সাড়ে সত্তের হাজার টাকা ফিরে দেবে
কেন?

রত্নেশ্বর। ২রা বৈশাখ মধুসূদনপুরের
চৌত্রে আপনার যে চৌত্রিশ হাজার তিন শো
সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই ডাকাতে
লুটে নিয়েছিলো, আমিই তার মূল। সুতরাং
সে টাকার অর্দ্ধেক আপনার প্রাপ্য।

ধনে। (সবিস্ময়ে) বল কি রতন!
তুমিই তার মূল! তুমি ভাই অদ্ভুত ডাকাতেই
বটে!

বেগে পূর্ব্ব দুইজন লোকের সহিত মহামায়।

ও দ্রবময়ীর প্রবেশ।

মহা। (শশব্যস্তে) কই, কই? (বাদ-
বেশ্রকে দেখিয়া) এই যে, এই যে, বাপ্
আমার, বাপ্ আমার! এন্নি কোরে কি
মাকে কাঁদাতে হয়। (আনন্দাশ্রুবর্ষণ)

বাদবেশ্র। (আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে
করিতে) মা! মা! (পদমূলে পতন)

ভামিনী। (দ্রবময়ীর প্রতি) কমলা!
কমলা! আজ তোমায় দেখে বড় আনন্দ
পেলেম।

কমলা। (অধোমুখে নিরুত্তর)

রত্নেশ্বর। কমলে! স্বপ্নের অগোচর
আনন্দ! আজ তোমার হারানিধি বিধি
মিলিয়ে দিয়েচেন। (সরলার হস্ত ধারণ
করিয়া) কমলে! এই সেই তোমার ব্যাঘ্র-
হত স্নেহের কণ্ঠ। কোলে কর—বুকের
আগুন নিবে যাক।

কমলা। (সীমাতীত আনন্দে বিহ্বল
হইয়া) এই সেই আমার মা! (মুচ্ছা ও
রত্নেশ্বরের শুশ্রূষায় প্রকৃতিস্থ হইয়া উপ-
বেশন করত) কই আমার! চক্কের জলে
দেঞ্জে পাইনি যে।

রত্নেশ্বর । এই যে দাঁড়িয়ে আছে ।

কমলা । (সানন্দে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া)
মা আমার ! একবার চাঁদমুখে আমাকে মা
বোলে ডাক্ । তোর কাছে ন বছরের মা
বলা পাওনা আছে । একবার মা বল্ ।

সরলা । (সবিস্ময়ে ভামিনীর মুখের
দিকে নিরীক্ষণ)

ভামিনী । (সান্ত্বনয়নে সরলার প্রতি)
মা সরলা ! আর আমার মুখের দিকে চাচ্চিস্
কেন ? আমি তোর খাই মা, যার কোলে
বোসেচিস্, ঐ তোর আপনার মা ! কমলাকে
মা বল্ মা ?

সরলা । (কমলার মুখের দিকে চাহিয়া
মুহুমধুরস্বরে) মা !

কমলা । (সান্ত্বনয়নে রত্নেশ্বরের প্রতি)
ওগো ! শোনো শোনো, আমার নীরব বাঁশীর
স্বর বেজে উঠলো । কান জুড়িয়ে গেলো—
প্রাণ গলে গেলো । (সরলার প্রতি)
আবার মা বল্ মা ?

সরলা । মা !

কমলা । আবার ?

সরলা । মা !

কমলা । আবার ?

সরলা । মা !

স্বরূপ । (সানন্দে) পাঁচু রে ! তুই
গান বাধতে জানিস্ । ওরে, আজ এই-মা
মেয়ের মা বলার গান বেঁধে আমায় শোনা
রে ! ওরে আমিও কেন সরলা হলুম না রে !
এন্নি কোরে কমলা দেবীর কোলে বোসে মা
বোলে ডাকতুম রে !

ভামিনী । (কমলার প্রতি) কমলা !
তোমার স্নেহের হারানিধি আমার কাছে এত
দিন জমা ছিল, আজ তোমার কোলে ফিরে

দিয়ে অঞ্চলী হলুম । (সান্ত্বনয়নে সরলার
প্রতি) মা সরলা ! মা পেলি, আমাকে ভুলে
গেলি । এইবার আমাকে শেষবার মা বোলে
ডাক্ । তোর মধুমাখা মা কথুটি কানে রেখে
যাবজ্জীবন ফাঁকে ফাঁকে তোর চাঁদমুখখানি
ভাংগি । হা আমার সোণার প্রতিমা চণ্ডী-
মণ্ডপ আঁধার কোরে চোম্লে !

কমলা । (সান্ত্বনাবাক্যে ভামিনীর প্রতি)
কেন, দিদি ! কাঁদচো ? তুমিই সরলার মা !
আজ কার দয়ায় আমি হারা মেয়ে আবার
পেলেম ?

ভামিনী । কমলা ! সরলাকে সর্বদা
স্নেহের চক্ষে দেখো—নিজের প্রাণের চেয়ে
আদর কোরো ।

কমলা । দিদি, সরলাকে তুমি কাছে
রাখো । তোমাকে কষ্ট দিয়ে মেয়ে নিয়ে
যাব না । মেয়ে আমার বেঁচে আছে, এই
দেখে আমি সকল শোক ভুলে গিয়েচি ।

ভামিনী । বোন্ ! আমার পালা ফুরি-
য়েছে—এবার তোমার পালা । (সরলার
প্রতি) সরলা ! মায়ের কোলে বোসে এক-
বার আমাকে মা বল্ ।

সরলা । (ভামিনীর প্রতি) মা !

ভামিনী । (সরলার মুখচুম্বন করিয়া)
মা আমার ! চিরকাল নীরোগ শরীরে সুখ-
সোহাগে মায়ের কোল জোড়া কোরে থাক
গে ।

[প্রস্থান ।

কমলা । (শশব্যস্তে) দিদি ! দিদি !

ভামিনী । (নেপথ্য হইতে) আর না
বোন, আর মায়া বাড়াই নি ।

রত্নেশ্বর । (সানন্দে মহামায়ার প্রতি)

মহামায়ে ! আজ তোমার ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ কোল্লেম, (যাদবেস্ত্রের হস্ত ধরিয়া) এই তো পেলো তোমার হারানিধি। আবার কিয়দংশ পরিশোধ করি। (সরলার হস্ত ধরিয়া) এই নেও তোমার পুত্রবধূ। তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে আজ আমাদের ঐকটা বড় দরের সম্বন্ধ ঘটলো। তুমি আমাদের বেহান্ হোলো।

মহা। (সরলাকে জ্রোড়ে লইয়া সানন্দে) মা আমার ! মা আমার ! তোকে কি যৌতুক দেবো, খুজে পাইনি। আমার অচল স্নেহরত্ন তোকে দিলেম। (মুখচুশ্বন)

রত্নেশ্বর। (যাদবেস্ত্রের প্রতি) বৎস যাদবেস্ত্র ! ভগবান্ হরির কৃপায় আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো। তোমাদের দুহাত এক কোরে দিলেম। আজ আমি নিতান্ত সৌভাগ্যবান্। আমার হারানিধি কন্যা পেলেম—আবার তোমাকে জামাতা পেলেম। প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করি, তুমি নবপত্নীর সহিত যাবজ্জীবন সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন কর। আমি আমার দাদা মহাশয়ের নিকট হতে আমার প্রাপ্য বিষয় পেয়েছি। তার চতুর্থ ভাগ বাদে অবশিষ্ট তিন ভাগ তোমার। চতুর্থ ভাগ আমার স্বরূপ, পাঁচু প্রভৃতি সহস্র হিতৈষিগণ ভাগ কোরে নেবে।

যাদ। গুরুদেব ! আজ আমি গুরুদক্ষিণা দিতে মনন কোরেছি। অনুগ্রহ কোরে গ্রহণ কোলে নিতান্ত বাধিত হব।

রত্নে। (সহাস্তে) কি গুরুদক্ষিণা দেবে, বাবা ?

যাদ। যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আপনার কৃপায় লাভ কোল্লেম।

রত্নে। না, বৎস ! সে সমস্ত ধনসম্পত্তি

তোমারই থাক। আমি তা কখনই দক্ষিণা-স্বরূপ গ্রহণ কোর্বো না।

যাদ। (সতঃখে) তবে আমার আপন্য শিষ্য হওয়াই বুখা। আমি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হলেম।

রত্নে। গুরুদক্ষিণা না দিলে যদি তোমার মনস্তৃষ্টি না হয়, আচ্ছা, তবে একটি টাকা গুরুদক্ষিণা দিও।

যাদ। (সবিস্ময়ে) সে কি !

রত্নে। বাবা, তাই আমার যথেষ্ট। আমি ভগবান্ হরির পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করি, তুমি যেমন অনেক কষ্ট পেয়েচ, এইবার তেমনি প্রভূত ঐশ্বর্যের প্রভু হয়ে আমার স্নেহের কন্যা সরলার সহিত চিরকাল সুখস্বচ্ছন্দে ধর্ম্যপথে বিচরণ কর। আমার বা কমলার তোমারাই ঐশ্বর্য।

যাদ। তবে আপনি এবং শ্রদ্ধা ঠাকুরানী আমাদের অভিভাবক হয়ে চিরকাল রক্ষণাবেক্ষণ করুন। দরিদ্র ধনী, ধনী ধনীর আশ্রয়ে ও রক্ষণাবেক্ষণে না থাকলে ধনমর্শ্য বুঝবে না। হয় তো, নানা প্রলোভনে পোড়ে এবং স্বার্থপর কপটবন্ধু ও প্রবঞ্চক হিতৈষীদের কুহকে মোহিত হয়ে, অল্প দিনেই উৎসন্ন যাবে।

রত্নে। আচ্ছা, বৎস ! আমি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলেম।

স্বরূপ। তাই ভীমভাম ! তুমি এখন তোমার নতুন জামাইকে নিয়ে কোথা বাস কোর্বে ?

ভীম। যে তুমি আমাকে ঘোর বিপদের সময় আশ্রয় দিয়েছিল, সেই কপিলপুরে। আমি তার মস্তকে একটি সামান্য কুটীর নির্মাণ কোরে দুঃখিনী পত্নীর সহিত এত দিন

বাস কোচ্ছিলেম, এইবার তার মস্তকে বৃহৎ দেবো। তোমার কণ্ঠা তোমার জামাতার
 অটালিকারূপ চূড়াভূষণ স্থাপন কোরে সহিত হুখে থাকবে।
 জামাতা, কণ্ঠা, মহামায়া ও কমলার সহিত স্বরূপ। অনেকে অনেক দিলে, অনেকে
 বাস ক'র্বে। আর তোমাদের সকলকেও অনেক পেলে; কিন্তু ধনেখর বাবু কেবল
 সেই কপিলপুরে বাস করাবো। (মহামায়ার দিগে, পেলে না কিছু। আহা বেচারীকে
 প্রতি) মহামায়ে! কপিলপুরে তোমার কণ্ঠা কিছু দেওয়া উচিত লয় রে পাঁচু?
 স্নেহময়ীর শশুরালয়। এখন তুমিও সেই পাঁচু। খুব উচিত। বড় বাবুকে কি
 গ্রামে তোমার পুত্রের সহিত বাস কোর্বে। দেবে, সদ্দার?
 কিন্তু তোমার কণ্ঠা যে সামান্য অবস্থায় স্বরূপ। বড় বাবুর উপযুক্ত ছোট
 থাকবে, সেটা যুক্তিসঙ্গত নয়। অতএব বাবু—অদ্ভুত ডাকাত!
 তাকে এক লক্ষ টাকা নগদ দেবো এবং (নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)
 একখানি উত্তম ইষ্টকালয় নির্মাণ করিয়ে [সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

চন্দ্রাবলী

কৌতুক-নাট্যগীতি ।

[A COMIC OPERA.]

নাট্যোক্ত ব্যক্তি ।

পুরুষ ।

শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীধাম । সুধাম । সুবল । মধু-
মদল । আরান । গোবর্দ্ধন । চকন ।

স্ত্রী ।

রাধা । চন্দ্রাবলী । ভাকুণ্ডা । শৈব্যা ।
তার। সুবেলা । পদ্মা ।

প্রথম অঙ্ক ।

বৃদ্ধাবনম—মুনাতট ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

কৃষ্ণ । (বিরহবস্ত্রাঙ্গার অস্থির হইয়া গীত)
—আড়াল থেকে, চোকে দেখে কষ্ট হল ভারি,

আর থাকতে নাহি পারি !

উঃ ! বাই রে !—বাই রে ! বাই রে !

চন্দ্রাবলী চাঁদের পারা বেন সোণার পরী,

হার রে, মরি মরি !

কিসে পাই রে—পাই রে—পাই রে ।

উহ ! পলে পলে, বিরহানলে, মলেন্স জ্বালে ।

রূপের কলি চন্দ্রাবলী ! আমি কৃষ্ণ কালো অলি ।

মিলন বিনে আর বাঁচিনে, আর পারিনে থাকে ।

হার, আর কি পাব দেখে ! গাঁহের আড়ালে,

খোঁষটা খুলে, বদন তুলে মেঘের কোলে বিভ্রাতের

মত,—দেখা দিয়ে, প্রাণ কেড়ে নিলে, পালিয়ে

গেলো, আমার কোরে হত ! দেখার চেয়ে না
দেখা ভাল । চোক থাকার চেয়ে কাণা হওয়া
ভাল । আমি একে কালো, হলেন্স আরো কালো
পোড়া বিরহের তাপে । গা কাঁপে, পা কাঁপে,
তাপের জ্বালায় দাপে । রূপসীর রূপ আর কিছুই
নয়, চিতের আগুন । জ্বালতে হয় না, আপনি
জলে ; নেভে না সাত সিঁদুর জলে ! হলুম খুন—
হলুম খুন ! তপ্ত তুঁরে পড়ি শুয়ে, যদি বিবে বিবক্ষয়
হয় । (ভূতলে শয়ন করিয়া কণকাল পরে) বাপু
দিশুণ তপ ! কার সাধা নয় ! বাই তাড়া-
তাড়ী বাঁপিরে পড়ি, যখন জলে ; বা থাকে
কপালে । (অম্প প্রদানোত্তোগ)

সহসা বালকবেশে চন্দ্রাবলীর বেগে
প্রবেশ ।

চন্দ্রা । (শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া) হাঁ হাঁ হাঁ ।

কর কি ! কর কি !

কৃষ্ণ । ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ।

চন্দ্রা । কেন, কেন, কেন ?

কৃষ্ণ । এখনি পুড়ে মরবে ।

চন্দ্রা । কি পুড়ে মরবে !

কৃষ্ণ । ভয়ঙ্কর বিরহানল ।

চন্দ্রা । তবু কত বড় ভয়ঙ্কর ?

কৃষ্ণ । লাখ দশ লাখ আগ্নেয় গিরি । পালাও
আমার হাত ছেড়ে, নৈলে তোমার হাত যাবে
পুড়ে ।

চন্দ্রা। তোমার হাত তো নয় গরম, বেশ ঠাণ্ডা নয় নরম।

কৃষ্ণ। তুমি হাজার হোক, ছেলেমানুষ, বুদ্ধি হ'ল, এখনো তোমার কম। তাই তুমি আমার হাতের ভাব বুঝতে পারলে না।

চন্দ্রা। না হয় বুঝিয়ে বল ?

কৃষ্ণ। আমার হাত যে গরম নয়, তার কারণ আছে। বিচ্ছেদবিকারে নাকী ছেড়ে গেছে, ঠাণ্ডা তাই। কিন্তু, তাই, উপায় নাই—যাই যাই। বুকের মাঝে বিরহ আগুন, জ্বলচে ন-শুণ। ছাড় ছাড়, জলে পড়ি।

চন্দ্রা। তা হলেই যে সর্দিগর্শি হবে, মারা যাবে।

কৃষ্ণ। বল কি, একেবারে সর্দিগর্শি।

চন্দ্রা। তা বই কি ? একে বিচ্ছেদের অলুস্ত অনল, তার বমুনার ঠাণ্ডা জল ; একশা হ'লে কি আর রক্ষে আছে ? সর্দিগর্শি তোমার মাথার কাছে।

কৃষ্ণ। তবে এ বিচ্ছেদাগ্নি কিসে নেভে ?

চন্দ্রা। দেখ না ভেবে।

কৃষ্ণ। আচ্চা, কদম গাছের ডাল ধোরে, ঝুলে পোড়ে, দোল খাই। বিচ্ছেদ আগে হাওয়া লেগে ঠাণ্ডা হবে, কেমন তাই ?

চন্দ্রা। যদি দোলার চোটে, কদম ডাল করে মড়াং, তা হলেই যে ভূঁরে পড়াং ! যদি আবার পেট চেপে পড়, তা হলেই তড়াং।

কৃষ্ণ। তবে কি আমার, অকুল পাথার, না জানি সাঁতার, ঘোর বোরাকার, দারুণ আঁধার, বিরহ-আগুন নিবের না ?

চন্দ্রা। বলি, ওহে কালা ! কার বিচ্ছেদ-আগুনের জ্বালা, কোঁড়ে তোমার ঝালাপালা ?

কৃষ্ণ। উঃ ! ছাড় ছাড়, জলে পড়ি।

চন্দ্রা। ফের অমন কর তো, বাধুবো এনে দড়ি।

কৃষ্ণ। তবে আবার দিইগে গড়াগড়ি।

চন্দ্রা। উহঁ উহঁ। গড়াগড়ি দিলে, ধোরে

গোথুরো সাপের মত মালা ছিঁড়ে যাবে—ময়ূর-চূড়া পোড়ে যাবে—হলুদে খড়া কুকুড়ে যাবে—কালো অঙ্গ আরো কালো হবে—ধূলায় ধূসর হলে। বাণীর ছেঁদা বুজে যাবে। কি ঝাঝাবে ?

কৃষ্ণ। (গীত)

বাক্ ছিঁড়ে বাক্ গোড়ে মালা—কর্দা কাঁই।

বাক্ পোড়ে বাক্ ময়ূর-চূড়া—চুলোর ছাই ॥

হলুদে খড়া কুকুড়ে বাক্,
তেলোক-ফোঁটা মুন্ডে বাক্,
তাই চাই।

কালো অঙ্গ হোকগে কালো,
লাগুক ধূলা, বোরে গেলো,
বাণীর ছেঁদা বুজুক, তাই ॥

চন্দ্রা। ইস, তাইতো ! তবে যে দেখছি, তোমার বিরহানল তারি বেয়াদা।

কৃষ্ণ। আর দিও না চাড়া।

চন্দ্রা। এ বিরহানলের কে গোড়া ?

কৃষ্ণ। তোমার বোলে কি হবে ?

চন্দ্রা। তাকে পাবে।

কৃষ্ণ। তুমি পাওরাবে !

চন্দ্রা। হাঁ।

কৃষ্ণ। সে রাখার কোঠতুতী বোন, বুঝলে কি ?

চন্দ্রা। ও ! চন্দ্রাবলী !

কৃষ্ণ। (নাম শুনিয়া অস্থিরচিত্তে) হিহিহি—হিহি—হিহিহিহিহি—হিহিহিহিহিহি। (কল্প)

চন্দ্রা। হিহি কোঁচো কেন ? কাঁপুচো কেন ? শীত লেগেচে ?

কৃষ্ণ। তোমার কাছে লেপ আছে ?

চন্দ্রা। না।

কৃষ্ণ। তবে যা।

চন্দ্রা। এই এখনি পুড়ে ছার খার হচ্ছিলে, আবার তুমিকম্পের মত কাঁপুনি ধোলো কেন ? তোমার গরম নয়ম বোঝা তার।

কৃষ্ণ। এইবার আমার বিরহ-বিকার।

চন্দ্রা। বিরহ-বিকার, না বিরহ-বাই ?

কুমার। তাই বটে, তাই ! বাই বই কল্প কই ?

চন্দ্রা। আচ্ছা, হঠাৎ এমন গরম, এমন নরম হল কেন ?

কুমার। তুমি যে বরকমিশুনো—সুখা আমার কানে ঢেলে দিলে। তাই 'কনকনে শীত, হ'তে নারি চিং; বুকে চেপে হাত, হয়ে থাকি কাৎ।

চন্দ্রা। কাৎ হলেই সরিপাত।

কুমার। যার নাম একবারে কাৎ ?

চন্দ্রা। অথবা নিপাত।

কুমার। তবু তো বড়া মুন্সিল কি বাৎ ! (ভাবিয়া) আচ্ছা, এক কাজ করি, ভূতনিষে ঘুরি। নরম যাবে, গরম হবে। (চন্দ্রাবলীর হাত ধরিয়া বেগে চতুর্দিকে ঘুরণ)

চন্দ্রা। আরে আরে, কি কর ! আমার ছাড়ো। তোমার বিরহের হুড়ো, আমি যে হলুম গুঁড়ো। কি বালাই ! ছাড়ো—পালাই।

কুমার। তা হবে না, তাই। চন্দ্রাবলী চাই, নৈলে ছাড়ান নাই।

চন্দ্রা। আচ্ছা, দেবো তাই।

কুমার। তবে বস্। ঘুরপাক বন্ধ।

চন্দ্রা। আচ্ছা, তাই, কালা ! চন্দ্রাবলীর তরে যদি এত জালা, তবে আজ রাতে তার কুঞ্জে চুপু চুপু যাও না কেন ? সুখের মিলন হবে, সখের ঝুলন হবে।

কুমার। না, বন্ধ ! চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে আমার যাওয়া বড় শক্ত কথা।

চন্দ্রা। কেন ?

কুমার। চন্দ্রাবলীর খাণ্ডী ভাকুতা, যেন উগ্রচণ্ডা ! স্বামী গোবর্দ্ধন, যেন তীর্থের পাণ্ডা, একে যাণ্ডা, তার হাতে ডাণ্ডা ! আগ্নানকে আছে পার, গোবরার কাছে ঘেঁসা তার।

চন্দ্রা। (গীত)

ভালা খেলা, তোমার কালা,
দিন হ'বেলা কতই ঢং।

ব্রজের বালা, বালাপালা,
আলার জালা তোমার রং ॥

আগ্নানকে ঠকিয়ে, হুকিয়ে হুকিয়ে,

রাধার কুঞ্জে যাও,

পানের খিলি খাও,

আড়-নয়নে চাও,

শ্রেম-পাচালী গাও,—

তবে কেন হে, চাও দেখিতে

চন্দ্রাবলীর টং ? ॥

রাধাকে যদি ছাড়তে পার, চন্দ্রাবলীর আশা কর। ছ নোকোর দিলে পা, পার হতে পারবে না।

কুমার। রাধাকে ছাড়লে, চন্দ্রাবলী পাবে ?

চন্দ্রা। পাবে।

কুমার। আচ্ছা, ছাড়লুম।

চন্দ্রা। দিবিয়া কর।

কুমার। কি দিবিয়া।

চন্দ্রা। আমার দিবিয়া।

কুমার। তুমি কে ?

চন্দ্রা। চন্দ্রাবলীর ঘটক।

কুমার। সত্যি ?

চন্দ্রা। সত্যি।

কুমার। (বগল বাজাইতে বাজাইতে সানন্দে)

তবে আর কি, মার দিয়া কেজা।

চন্দ্রা। সে তারি শক্ত পালা।

কুমার। সে কি, ঘটক তাই ?

চন্দ্রা। আগে দিবিয়া করা চাই।

কুমার। তোমার দিবিয়া, তোমার দিবিয়া,

তোমার দিবিয়া, রাধার কুঞ্জে আর যাব না।

চন্দ্রা। চন্দ্রাবলীরও দিবিয়া কর।

কুমার। চন্দ্রাবলীর দিবিয়া, রাধার কুঞ্জে আর যাব না—যাব না—যাব না।

চন্দ্রা। তবে এই নেও তোমার চন্দ্রাবলী (হৃদয়ালক-বেশ পরিত্যাগ)

কুমার। (সবিস্ময়ে গীত)

মেঘের কোলে হুকিরেছিল চাঁদ আমার।

মেঘ সরিয়ে দেখা দিলে চাঁদ আমার ॥

দেখা দিবে, তা পিত হিরে,
জুড়িয়ে দিলে চাঁদ আমার ।
বিরহ-জ্বালা, নিবিয়ে দিলে,
রূপের সুধার চাঁদ আমার ॥
যমুনার তটে, উঠিল ফুটে,
চন্দ্রাবলী চাঁদ আমার ।
পিরাসী চকোরে, দেহ প্রেম-সুখা,
আশা-ভালবাসা চাঁদ আমার ॥

চন্দ্রা । (গীত)

প্রাণের প্রাণ তুমি আমার ।
মাখার মণি তুমি আমার ॥

গলার হার, সুধার ধার,
বীণার তার, তুমি আমার ॥
কবরী ফুল, আশার মূল,
অকুলে কুল তুমি আমার ॥

রুক্ষ । স্মরি! তুমি আমার, আমি
তোমার ।

চন্দ্রা । তবে কি হবে রাখার ?

রুক্ষ । রাখা পুরাতন, তুমি নূতন । তুমি
আমার মনের সন্তান, সাত রাজার ধন, অতুল
রতন ।

চন্দ্রা । মরি মরি, আমার এত ঘটন ! তবে
আজ সাজের পরে, দয়া কোরে, আমার কুঞ্জ
যেয়ো, শ্রাম ! এই আমার মনকাম ।

রুক্ষ । তোমার শাউড়ী, স্বামী যদি দেখে
পায় ?

চন্দ্রা । তারা যাঁয় দেখে নী পার, করেচি তার
সহপায় ।

রুক্ষ । সে কি রূপ ?

চন্দ্রা । তবে শোনো, কলৌরূপ !

(গীত)

সাঁজের বেলী আসবো আমি,
তোমার কাছে কদম-তলে ।
আমার আশার আশার থেকে,
ঠেসান দিয়ে কদম ডালে ।

আনবো বেনারসী শাড়ী,
চার গাছা মল, হীরের চুড়ী,
সাজিয়ে মেয়ে, বাব নিয়ে,
দেখবুহাসি, মিতিন বোলে ।
শাউড়ী স্বামীর লাগবে ধোঁকা,
কোন্‌বো ছোটের পাকা বোকা,
এগ্নি কোরে কুঞ্জে তোমার,
আজ নে যাব নিশিকালে ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

যষ্টিহস্তে আয়ান ও দধিভারকঙ্কে চকন
গোপের বেগে প্রবেশ ।

আয়ান । (সরোবে) মার, মার, মার, মার !

কই, রে চকন, বকন রাখা কই ?

চকন । চাই দই ।

আয়ান । এই কি তোর দই বেচার ঠাই ?

চকন । না, দাদা তাই । হাক্‌গে দই, আসে

যদি তোর রাই বসমই ।

আয়ান । (তাবিত্ত) আসে যদি । তবে
আসে নি ?

চকন । এসেছিল বইকি তোর রাইমণি ।

আয়ান । তবে কোথা গেলো ?

চকন । তাই তো দাদা, এ কি হলো !

আয়ান । (বিরক্ত হইয়া) তুই ভারি মিথ্যা-
বাদী ।

চকন । তোর মাথা খাই, মিথ্যে কই যদি ।

আয়ান । তবে বল না, কোথা রাখা ?

চকন । আঁা, তাই তো, দাদা ।

আয়ান । তুই উল্লুক ।

চকন । না, তাই ভল্লুক !

আয়ান । তবে গাধা ।

চকন । না, দাদা !

আয়ান । তবে বোকা !

চকন । না, শুকো বোকা !

আয়ান । তবে খড়িবাজ !

চকন । না, মহারাজ !

আরান। তবে ছুঁচো !

চকন। না, ছুঁচো !

আরান। তবে বেহারা !

চকন। না, ভারা !

আরান। তবে চুঁচো !

চকন। না, বুঝো !

আরান। তবে চুলোর ছাই !

চকন। না, মক্ষা দাই !

আরান। তবে তুই টেকী !

চকন। না, তাই গেকী !

আরান। তবে তুই ভূত !

চকন। না কটিলের পুত !

আরান। তবে হাতী !

চকন। না, নাতি !

আরান। তবে তুই পাঁচা !

চকন। না, ভাঙা খাঁচা !

আরান। কি বোলি ? আমি ভাঙা খাঁচা ?

চকন। তা নৈলে উড়ে পালার রাই ময়না ?

আরান। ফের বলি, কি বোলি ? রাই আমার

ময়না ?

চকন। আরে, দাদা, রাই ময়না মাগী নয়,

ময়না পাখী !

আরান। আচ্ছা, উড়লো কোথা দেখা দিকি ।

চকন। এগিরে আর না ।

আরান। সে আমার কোথাও যায় না ।

চকন। তবে কি কোচ্ছি তামাসা ?

আরান। চোপু রাঙ, চাষা !

চকন। আহা, ভারার কি মিষ্টি তাকা, খাত্তা
খাসা, খিত্তী ঠাসা ।

আরান। (সরোবে গীত)

রাখ্ তোর অঙ্গপ্রাঙ্গ, যদি তুই ভাল চাস্,

তা হলে এখনি দেখা রাই ।

হঁ হঁ হঁ হঁ—হঁ ! হঁ হঁ হঁ হঁ—হঁ !

নহে আর রক্ষে তোর নাই ।

রোজ রোজ মিছিমিছি,

কোরিস খালি ধোঁচাখুঁচি,

কালার কাছে রাই এসেচে বোলে—

রে রে রে রে—রে রে রে রে !

রে রে রে রে—রে রে রে রে !

ঠেঙিরে মাধার খুলিটে শুড়াই ।

(দৃষ্টি উত্তোলন)

চকন। (ভয়ে) দোহাই দোহাই ! ঘাট
হরেচে, তাই ! তোর পারের কাদা খাই, আর
কাজ নাই, এই আমি বাই । (গমনোত্তোগ)

আরান। তা শুনবো না, দেখাও রাই ।

চকন। রাই ছিলো, পালিয়ে গেলো ; আর
যদি না আসে ?

আরান। তোর মুখ ধোঁসবো উলু ঘাসে ।

চকন। তবেই যমের গ্রাসে !

আরান। তার আর কি যায় আসে ? -জন্মা
লেই মিথ্যা, তবে কেন হোস্ ভিত্তা ? পাপ
কোলে ভুগুতে হয়, মিথ্যা বোলে যমালয়, তবে
কেন তর ? বোস্ হাঁটু গেড়ে, আমি হকার ছেড়ে,
মারি তেড়ে বৈশো লাঠী ! কেসো কগীর লাগুক
দাঁতকপাটী, ফাটাকাটি ।

চকন। ও তাই আরান্, পড়ি তোর পায় ।

আরান। তবে দেখা রাখার ।

চকন। সাথে আবার সেই কথা !

আরান। বহু ! বাড়াও কাঁচা মাথা ! নৈলে
দেখাও রাই কোথা ?

চকন। দাদা আরান ! রাই রাই কোরে,
তোর মাথা পেছে ধোরে । উঃ, তারি নয়ন ! এখনি
হবে নয়ন । আমার হাঁড়া থেকে, চোটকে মেখে,
খাবা খাবা দধি, তবে মারো তো গুণনিধি ! ঠাণ্ডা
হবে, আরাম পাবে, রাগটা ধাবে ।

আরান। রাখ্ তোর দই ! রাখী কই ?

চকন। (স্বগত) দকার দকার সেই কথা,
নিজর আমার ভাঙবে মাথা ! পালাই কোথা !
—মারো জাঁতা ।

(বেগধ্যে বংশধ্বনি)

(ভনির প্রকাশে) ও দাদাশনি ! শুনচো বাশির
ধ্বনি । কেমন তান ! শ্রমের গান ! আত্মল

প্রাণ । মেয়ে তো মেয়ে, ইচ্ছে হয় আমরাই যাই
ধেয়ে । কালার বামে বাঁকা ঠামে—ঘোমটা খুলে,
বদন তুলে, আড় নরনে, খাড় বাঁকিয়ে, মুখের পানে
খাকি চেরে ।

আরান । (আলুখালুভাকে) তাই তো, রে
তাই, তারি মিষ্টি আওয়ার ।

চকন । মিষ্টি বোলে মিষ্টি, ছুঁড়ী তো দূরের
কথা, ছোঁড়াদেরও মন মজিবার আওয়ার ।

আরান । তবেই আমার মুখে আখণ্ড বাজ !
সাজ সাজ, সুন্দর তাঁজ, ঝটকা মেয়ে শিকে পাঁজ,
ভাঙুবো গীরিত ইটের পাঁজ ।

চকন । হঠাৎ কেন হেন রাগ ?

আরান । তোর কথাই সত্যি, হেথাই আমার
মাগ ! আজ রাই বেঁংলাবো—কানাই কোঁংলাবো ।
গুঁড়ুবো বাশরী, যেন কড়াই সুন্দরী !

চকন । ইন্ ! দাদার রাগ দেখ, ওজনে বিশ
পহরী !

আরান । (বিবিধ আফালন সহ গীত)

দম্ দমাদম্, মারুবো বেদম্,
গরমাগরম্ লাঠির ঝা ।

চকন । (তাললয়ে নাচিতে নাচিতে)

ঝম্ ঝম্ বাঁ বাঁ, ঝম্ ঝম্ বাঁ বাঁ,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্—ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ !

(আরান পূর্ববৎ গীত)

পেট ফাটাবো, পিট ফাটাবো,
হাড় গুঁড়ুবো, ভাঙুবো পা ।

চকন । (পূর্ববৎ)—

ঝম্ ঝম্ বাঁ বাঁ, ঝম্ ঝম্ বাঁ বাঁ,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্—ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ।

আরান । (পূর্ববৎ গীত)

খটমট খটমট ছুটবো ষোড়া,
পটাগট পটাগট গিটবো কোড়া,
লটপট লটপট কেটা ছোঁড়া,
ছুটপট রেয়ের পা ।

চকন । (পূর্ববৎ)—

ঝম্ ঝম্ বাঁ বাঁ, ঝম্ ঝম্ বাঁ বাঁ,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্—ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ !

আরান । আর চকন তাই, ছুটে বাই । ঐ
ঝোপ, খাকি চুপে চুপে । আবার, কেনের
মনে রাই আসবে হেথা, ঠেঙিরে ভাঙবো ছোটেরি
মাথা ।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান ।

কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর পুনঃ প্রবেশ ।

চন্দ্রা । রসের সাগর শ্রাম নটবর ! বত
দেখি তোমার ও চাঁদ মুখ, ততই বাড়ে আমার
অপার মূখ ।

কৃষ্ণ । প্রেমময়ি ! আমি কি দেক্তে এতই
ভাল ?

চন্দ্রা । (গীত)

তুমি যে কত ভাল, চিকণ কালো,
বলবো কত একটি মুখে ?

রূপের ঝলার ভুবন আলো,
চাঁদের ছবি পায় নখে ॥

মনমজানে মুচকি হাসি;
কুলমজানে মোহন বাঁশী,
যেরি তুমি, তেরি তোমার
আড় চাহনি চমক চোকে ॥

কুলের বধু; কেলে বধু;
খেতে তোমার প্রেমের মধু;
শাপ ননদী স্বামী ছেড়ে,
দোড়ে এসে তোমার দেখে ॥

দূরে বৃক্ষান্তরালে আরান ও চকনের
পুনঃপ্রবেশ ।

আরান । (সরোকে) উঃ! কি দাপট! কি
দাপট! কি ঝাপট!

চকন । লাগাও পটাগট ।

আরান । দাদা চকন ! আমি অকিঞ্চন,
তাই প্রবকন !

চকন। আর কেন? কাঁচি থাকে জো কর
নাসা কখন। হার হার, দাদা! তোমার কপালে
পেতোগ, তুমি ভাবো কখন।

আরান। তাই তো, তাই! রাই আমার
বাড়া ভাতে দিলে ছাই। আমি হেন ওর ভাতা,
সকলর কতা, কান্না সুরের খতা, শোকহঃখুর হতা,
ছিছি আমাকেই বানালে কুতা।

চকন। বিধির বিড়ম্বনা! কালার ভাগ্যে
ফুল, তোর ভাগ্যে পাতা!

আরান। (লালিমান রোহনে) কেন, আমার
কি রূপ নাই?

চকন। বাংলাই বাংলাই! কে বলে তোমার
রূপ নাই? বেটের বাচ্চা বজীর দাস! বেছে
বেছে চিবোও দাস! তোমার অপরূপ রূপ!

আরান। তবে কেন রাই কালকে
ভোজলো? কালার প্রেমে মোজলো? কালো
রূপ চোখে গুজলো?

চকন। ঐটে জানা শক্ত কথা। চল জানের
বাড়ী বাই।

আরান। আরো শোনো তাই! কালার
চোখে আড় চাহনির চমক, আমার চোখে কি
টায়রা?

চকন। না না, বেশ আকুরেরা। কালার
চোখে শুধু চমক, তোমার চোখে ধমক-চমক।

আরান। তবে বল তো, চকন দাদা, এতে
আমার গরি না কান্না?

চকন। কান্না তো কান্না, ফুটে যায় খাওয়া
দাওয়া আর রান্না বান্না।

আরান। আমার সাম্নে আমার বেঁচে, কেলে
হোঁড়া তার থাকে মোঁ! যে হোঁ সে হোঁ: হুটো-
কেই মারি, একদম মারি। (কষ্ট উত্তোলন করিয়া
ছুটিতে ছুটিতে) রে রে রে রে রাই! রে রে রে
কানাই! আর রক্ষে নাই?

[কৃষ্ণের সহিত চন্দ্রাবলীর পলায়নোদ্দেশ্যে,
কিন্তু পদস্থলিত হইয়া ভূতলে পতন,
ক্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

চকন। ছুটলো হোঁড়া পড়লো ছুঁড়ী, তিড়ি-
লাকে ধনু তাড়াতাড়ি।

আরান। (চন্দ্রাবলীর নিকটে গিয়া বিন্ময়ে)
আরে ছে! এ কে! এ যে আমার ভাররা তাই
গোবরার গুবরী চাঁদবাণী—আমার রয়ের মোঠ-
তুতী বহিন চাঁদবাণী—আমার কোচুকে শালী
চাঁদবাণী! (চন্দ্রাবলীর প্রতি) দূর শালী চাঁদ-
বাণী! গোবরার কুলে দিলি ধাবড়া কালি?

চকন। (সবিন্ময়ে) আঁ! বলিস্ কি তাই
আরান!

আরান। দেখ্ না খুলে নয়ান?

চকন। (দেখিয়া) আঁ, তাই তো! এহী
তো বটে গোবর ময়দার ময়ান। হা গোবজন!
তোমার সাত রাজার ধন, তোমার কোরে গোধন,
কালার ভাগ্যে বজীর বোধন। বলি ওগো গোব-
রের ভজন সাধন! গোবরকে খুঁটে কোরে, দিন
হপুরে কোরে নিধন! গোবর খুঁটে হলো :ছাই,
ঘরে চল, আরান তাই।

আরান। বড় মজা হয়েছে, জাঁপে বর!
গোবরা আমার ঠাট্টা করে নিরন্তর। বলে,—
'ওহে আরান, তোমার রাই তোমার খার, কাল-
চাঁদের গিরীত গার।' কিন্তু বোঝে না ভাক-
গার, আঁ, আমার রাই নয় যেটা সেটা। তারি
চাঁদবাণী, কালচাঁদের প্রেমের ডালী। আমি
গাই, তুই বাজা, বড় মজা—তারি মজা।

(সমুদ্র গীত)

গোবরা হোঁড়া গুবরে পোকা,—
হো হো হো!

চকন। (সমুদ্র তাললয়ে) ভৌ পৌ ভৌ!

আরান। (পূর্ববৎ)—

ভাকা ভাকা, ভিরেই বোকা—
হো হো হো!

চকন। (পূর্ববৎ)—কৌ কৌ কৌ!

আরান। (পূর্ববৎ)—

চাঁদবাণী তার শ্রাম-সোহাগী,
মারি গাথা পাখা নি—স।

আজ্ঞা ঢালাক বাচ্চা মাগী,
 তেরে কেটে তেরে কেটে—খা !
 উভরে । (ভাললয়ে নাচিতে নাচিতে)—
 ভৌপোর, ভৌপোর, ভৌপৌপৌ !
 কাকর কাকর, কাকাকাকো !
 ঠননং ঠননং ঠননং ঠৌ,
 কাকর, কাকর, কাকাকাকো !
 আরান । (গীত)

গোবরা এবার দিলে খৌটা,
 ছুটিয়ে দেবো উণ্টো কাটা,
 কাট্টা কাট্টা ঠাট্টা কোরে,
 বাক্‌ছুট্টনির গাট্টা মেরে,
 বুকের পাট্টা দেবো চিরে,
 খৌটার বাট্টা নেবো ফিরে,
 হিহিহিহি—হৌ ।

উভরে । (পূর্ববৎ)—
 . সাবাস্ প্রেমের বুরুবুরুনি—বুং—বৌ ।
 [উভয়ের প্রস্থান ।

কৃষ্ণের পুনঃপ্রবেশ ।

কৃষ্ণ । চন্দ্রাবলী চন্দ্রবুধি ! তোমার হৃদে
 আমি ছবী । ওঠ, শ্রিরে, হাতে হাত দিবে ।
 তোমার নিরে, পালিয়ে গিরে, কদম বনে যাই,
 হেথার থাকার কাজ নাই ।

চন্দ্রা । ওহে কাকো ! এ কি হলো, ওরা
 যে দেখে গেলো ।

কৃষ্ণ । বরে গেলো । দিচ্ছি অস্তর, তোমো
 ও ভর । এখন চল ।

ফলপূর্ণ ডালীমস্তকে ফলবিক্রেতা বালক-
 বেশে রাধার প্রবেশ ।

রাধা । (গীত)
 ও গো, ফল নেবে গো ।
 যেমন তেমন এ ফল নয়,
 ও গো, ফল নেবে গো !

“যেমন কল্ল, তেমনি ফল,”
 ও গো, ফল নেবে গো !
 এ ফল যে খায়, সেই পত্তার,
 যে না খায়, সেও পত্তার,
 ও গো, ফল নেবে গো ?
 আমার ফল যে নের কেড়ে,
 ঠাণ্ডার শুতো তারি যাড়ে,
 ও গো, ফল নেবে গো !

চন্দ্রা । ও হেলেটি ! তোর ডালার কি ফল ?
 রাধা । এখন বিফল !
 চন্দ্রা । কেন ?
 রাধা । ভাল কালো জাম ছিল ।
 চন্দ্রা । বিকিরে গেছে ?
 রাধা । না, কেড়ে নিয়েচে ।
 চন্দ্রা । কে কেড়ে নিয়েচে তোমার কালো

জাম ?
 রাধা । যার চোকে নেই লাজের চাম ।
 চন্দ্রা । কে সে ?
 রাধা । বোলচে যে ।
 চন্দ্রা । (সবিস্ময়ে) অঁয়া, আমি !
 রাধা । ইঁয়া, তুমি ।
 চন্দ্রা । মিছে কথা ।
 রাধা । দেখবে তবে ? (হৃদবেশ পরিত্যাগ
 করিয়া) দেখলে ।

চন্দ্রা । (সলজ্জ) ও মা, কি নজ্জা ! রাধা
 (কৃষ্ণের প্রতি) ও ভ্রাম !

রাধা । ওলো, আল্লাদী ! ও নয় তোর ভ্রাম,
 ওই আমার কালো জাম ! বুল দিকি, কেড়ে নিয়ে-
 চিল কি না ?

চন্দ্রা । ও রাধার কালো জাম ! আমি
 পালাই ।

কৃষ্ণ । আমিও তাই ।
 (কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর পলারনোতোগ)

রাধা । বটে ! (উভরকে ধরিয়া গীত)
 ছি নট লম্পট, দিতেছ চম্পট,
 কপট নিপট কালিয়ে !

রাজকুমার রায়ের প্রত্নাবলী ।

আমারে ঝাঁকি দিবে,
ধুবড়ী খুঁকী নিয়ে,
বেড়াও হুপুরে রোদে খেলিয়ে ॥
গিরীতে থিক্ থাক্,
ও রীতে থিক্ থাক্,
তোকেও লো থিক্ থাক্—ছি !
যমুনা-জলে নেবে,
ছটোতে মর ডুবে,
রাধার বালাই বাক্ চলিয়ে ॥

কুম্ভ। রোবমরি রাধে ! কমা কর দোষ ।

রাধা। থিক্ কলে মোষ !

চন্দ্রা। আঁ! জাম কোষ ! তবে আমি
বুঝি যুবী ?

রাধা। হাঁ! লো গমের ভূমী !

চন্দ্রা। শুক্ণো কালা, গালের রাশি !

কুম্ভ। তোমাদের বোনে বোনে বাই বদা-
ঘনি, কি করবে নীলমণি ? রাধে, আমার ছাড়ো,
হাত টিপো না, লাগচে বড়।

রাধা। হঁ! ছাড়বো! এক গাড়ে দুটোকে
গাড়বো।

চন্দ্রা। আমার কি কর ?

রাধা। তোর ভাতার তোর ভাগুর ! নৈলে
এই বেলা হুপুর, কোরে উত্তর পুহুর, কালার কাছে
আস্বি কেনে ?

চন্দ্রা। কালাকে কি রেখেচিস্ কিনে ?

রাধা। ও লো কিনি নি তো কি ? দাসখৎ
লিখিয়ে নিচি, বাকখৎ মিইয়ে দিচি। তোর আর
বাহারুরী কিসের লা টাকি, নকরের বাঁদী, উটু-
কপালী খানী ? তুই তো খোলাঘের গুলাম,
খোলাঘের স্কুটী, পেটী, কুটী, ছুটী !

কুম্ভ। রাই, অমন কোরে কি গাল দেয় ?
—ছিছি !

রাধা। কেন দেবো না ? খুর দেবো—জন্ম-
জন্ম দেবো। ও আমার কালো আম চুরি কোরে
কেন ?

চন্দ্রা। জাম, আমি চুরী ?

কুম্ভ। না, বক্ গিন্নি, তুমি পুণ্য ! রাধার
কথা দাও ছেড়ে ; রাধা অমন বলে তেড়ে তেড়ে ।

রাধা। (রোষে) কি বোলে, গোবিন্দরানে
কেলে রাখাল ! চাঁদী তোমার বড় গিন্নি !—পুণ্য !
রোসো, গিন্নী পুণ্য বার কোচি। দেখি,
তোমার পুণ্যর কত জোর। (চন্দ্রাবলীকে সবলে
টানিতে টানিতে) আর লো পুণ্য, করি তোকে
তোর ভাতারের কোলশুভি। যমুনার জলে, ঠেলে
ফেলে, পুণ্য ডুবুই। (সবলে হস্ত আকর্ষণ)

চন্দ্রা। কালাচাঁদ ! চাঁদ ডোবে। ধর ধর।

কুম্ভ। (চন্দ্রাবলীর অপর হস্ত আকর্ষণ
করিতে করিতে) ভয় কি ? মেঘ সরচ্ছি।

চন্দ্রা। ও মা, কি হবে গো, মোলুম খো,
ছুটান! হেঁচকা টানে কুঁচকী আউরে উঠলো গো !

রাধা। হঁ হঁ, হু নোকোর পা দেওয়ার মজাটা
দেখ, মতানী !

চন্দ্রা। কালাচাঁদ, বাঁচাও, বাঁচাও।

কুম্ভ। আঃ, আস্তে চোঁচাও। (রাধার প্রতি)
রাই ! কপা কোরে হাত ছাড়ো।

রাধা। আগে ষাট মেনে আমার পায়ে পড়।

কুম্ভ। আড়ালে চল।

রাধা। কেন, এখানে ?

কুম্ভ। তোমার বড় বোনের সাথে !

রাধা। বটে ! তবে ওকে ছেড়ে, তোমাক
টানি, খাওয়ারি কাদা খোলা পানী। (চন্দ্রাবলীকে
ছাড়িয়া কুম্ভের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

কুম্ভ। উঃ, বিঘন টান ! ও চন্দ্রাবলি ! উপ-
কারের পর প্রতাপকার। আমি তোমার উাকার
কোরেচি, তুমি আমার প্রতাপকার কর। এই ঠিক
সময়।

চন্দ্রা। দাঁড়াও, রসময় ! (কুম্ভের অপর হস্ত
ধরিয়া বিপরীত দিকে আকর্ষণ)

বেগে জীদাম, সূদাম, স্বেবল ও মধুমঙ্গল
প্রভৃতি রাখালবালকগণের প্রবেশ।

সূদাম। ও ভাই কানাই ! বলি, এ কি !

কৃষ্ণ । এ এক রকম চেউখেলানো টেকি ।

সুবল । ও বাবা ! যেন শাখারীর করাত ।

যেতেও কাটচে, আসতেও কাটচে !

কৃষ্ণ । ও ভাই, সকলে মিলে ধর করাত ।

সুবল । বাপু ! ধে কয়কোরে দাঁত !

কৃষ্ণ । ছিঁড়লো ছথানা হাত ।

মধু । এই বুঝি ময়দ কি বাত !

কৃষ্ণ । তবু একবার টানো, যদি ছাড়ে ।

শ্রীদাম । ইস্ ! বে জোর টান, ছাড়লেই
পড়বে এ ওর ঝাড়ে ।

সুবল । আমার কিছ বোধ হয়, এ লাক্
লাইনের টান ছিঁড়বে, তবু ছাড়বে না ।

কৃষ্ণ । যেমন তেমন টানে হবে না । রথ
টানার মত টানো ।

সুদাম । এ যে রকম কাণ্ড ! এক সঙ্গেই
সোজা রথ—উট্টো রথ !

সুবল । রথে চ টাননং দৃষ্ট ! পুনর্জন্ম ন
বিস্ততে । চন্দ্রাবলী তথা রাধা মধ্যে কালা প্রতি-
ভতে । আর ভাই, সবাই মিলে টান বারি, বাঁচাই
কালা বংশিধারী ।

(শ্রীদাম রাধার হস্ত, সুদাম শ্রীদামের হস্ত এবং
সুবল চন্দ্রাবলীর হস্ত ও মধুমঙ্গল সুবলের
হস্ত ধরির আকর্ষণ)

শ্রীদাম প্রভৃতি রাধালবলকগণ ।

(বিবিধ ভঙ্গিমহ গীত)

টান্ মারো, ভাই, হ্যাচ্কা টানে,

হ্যাচক্—হ্যাচক্—হ্যাচ্ !

সকলে । (সুরে)—

উহ উহ—বাই বাই !

কৃষ্ণ । (সুরে)—ইস্, কি প্যাটাও প্যাট্ !

রাধালবলকগণ । (গীত)

টান্ টান্, কোসে টান্,

হ্যাচক্—হ্যাচক্—হ্যাচ্ !

সকলে । (সুরে)—

বাবা রে ! মা রে ! গেছ রে ! মছ রে !

কৃষ্ণ । (সুরে) হাচ্ করে কাঁচ্ কাঁচ্ কাঁচ্ !

রাধালবলকগণ । (গীত)

কচি কাঁচা কচি কাঁচা আঁঙুলগুলো

শক্ত দেখ—বাপু !

পাকসাঁড়াসীর পাকড়া যেন,

ধনুলো বে, ভাই, হ্যাচ্ !

সকলে । (সুরে)

বাবা রে ! মা রে ! গেছ রে ! মছ রে !

কৃষ্ণ । (সুরে) ইস্ কি প্যাটাও প্যাট্ !

সকলে । (বিবিধ ভঙ্গিমহ গীত)

উহ উহ, ওহো ওহো,

কুহ কুহ, কোহো কোহো,

হহহহহহহ—তস্ !

রাধালবলকগণ । (সুরে)—

এক পুরুষের হৃদয় মারী

এমনি প্যাটাও প্যাট্ !

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

হৃদ্যাবন—পথ ।

শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল ।

সকলে । (বিবিধ ভঙ্গিমহ গীত)

রাগের ভরে, মানের ঘোরে,

চোলে গেছে রাই ।

অবাব লাকা, দফা রফা,

আর তো উপার নাই ॥

রাধা আর দেবে না ঠাই,

কালা অক হলো, ভাই ॥

সুবল । (ভাললরে) তবে কি হবে ?

সুদাম । (ঐ) দেখি ভেবে !

শ্রীদাম । (ঐ) আর তাবা !

মধুমঙ্গল । (ঐ) হলম হাবা !

সকলে। (গীত)

ভাই, ভেবেও না পাই খাই।

হার, কার কাছে বা বাই।

সাধার সাপে, পড়লে বাগে,

বাধেও ভাগে, ভাই।

শ্রীদাম। ঐশ্বর্য ভাই! কালাচাঁদের যত জালা,
তার মূল হচ্ছে চকন।

সুদাম। ঠিক, ভাই, চকনাই সর্বদাই, ঠাই
ঠাই চুগলি লাগার; আশ্রানকে বোলে, কালাকে
ভয় দেখায়। এই সে দিন কি না কোলে, প্রায়
খোলে খোলে। কিন্তু ভাগ্যে আমাদের বনমালী,
খোলে চতুরালী। নৈলে বল দিকি, কি কাণ্ড
খানাই না ঘটতো। আবার আজকে না কি
আশ্রানকে টেনে এনে, বহুনাভটের কদমবনে, রাই
খোভে এসেছিল। রেয়ের বদল হল চন্দ্রাবলী;
ভাই রকে, নর আশ্রানের গালাগালি, শ্রামকে
খেতে হতো; রাইও মারা যেতো।

সুবল। চকন! অমন কেন, ভাই?

মধু। ওটা ব্রহ্মের বাই।

। আর ধোরে ঠেঙাই, বাই ফাই
বেরিয়ে বাবে; ছুঁচোটী খুব জ্বল হবে। আজ এক
বার এলে হয়, কেলবো তাকে কালিদয়।

নেপথ্যে চকন। চাই দই।

সুদাম। ওইরে ওই।

শ্রীদাম। আর আমরা কপাটী খেলি। ছুটো-
ছুটি কোরে, খুব কোরে, ওটার বাড়ে পড়ি,
বাকের লিকে ছিঁড়ি; ভাঙি দইয়ের হাঁড়ী;
ঠেঙাই ঠেঙার বাড়ি। কপাটী খেলি গেয়ে গেয়ে,
দেখবে ওটা চেরে চেরে।

সকলে। (হুই ভাপে বিতক্ত হইয়া, গাহিতে
গাহিতে কপাটী খেলা)

(গীত)।

হাড়—ডুড় ডুড়—কপাটী কপাটী।

বোয়ের সাধার কুলের খোঁপাটী।

সুবল। ছুঁলে ছুঁলে—পালা পালা।

মধু। অরি না কি? কোট খোলা।

সকলে।— (গীত)

হুড় হুড় হুড়—কপাটী কপাটী।

এই ছুঁয়েচি—আটকে বাঁটা।

দধিভারস্কন্ধে চকন গোপের প্রবেশ।

চকন। চাই দই—দই—দই-চাই। (কপাটী

খেলা দেখিয়া) বা ভাই, বলিহারি বাই। তাল-
বসানো, রাগরাগিণী-ভাঁজা—কপাটী-খেলা! এর
নাম কি টপ্পা-কপাটী?

শ্রীদাম। উহঁ, খেরাল-কপাটী।

চকন। (সানন্দে) হঁ! আমারও ইচ্ছে হয়,
বাক ফেলে, এক দম ফেলি খেলে।

শ্রীদাম। তবে এস ভেড়ে, বাও ভিড়ে।

চকন। অজ্ঞা লাগে। (সভায়) কপাটী
কপাটী, কপাটী কপাটী, কপাটী কপাটী।

রাখালবালকগণ। (চকনকে ঘেরাও করিয়া)
কপাটী কপাটী, কপাটী কপাটী। (চকনকে ধাক্কা
দিয়া ভূতলে মিক্ষেপ ও গ্রহণ)

চকন। (কাঁদতে হইয়া) আরে, আরে, ছাড়
ছাড়, ইস, ভাঙলো বাড়। ও ছিদমে! ও সুদমে!
ও সুবলে! ওরে মধো! মলুম রে! গেলুম রে!

শ্রীদাম। সাবড়ে কেলি খাবড়ে খাবড়ে।

চকন। না, ছিদমে! দই খা হাবড়ে হাবড়ে।

সুদাম। আজ তোর দকা রফা।

চকন। না রে না রে, আমার পেটটা কাঁপা।

সুবল। মার মার। (সকলের প্রহার)

চকন। উহঁ উহঁ! শক্ত চড়! হাড় মড়মড়!
বাড় কড়কড়! খড় খড়খড়! ওরে বাবা! এরি নাম
কি খেরাল-কপাটী!

শ্রীদাম। দাঁত-কপাটী! আন্ লাঠী! ঠাণ্ড
ঠাণ্ডার বাড়ি! ভাঙ, দরের হাঁড়ী! এইটেই
নটের বাড়ী। (গ্রহণ)

চকন। ওরে আর না, আর না—থাম্ থাম্—
ভারি বাব! ওরে, আজ খেয়েচি কড়াই মুড়ি,
পেটের ভেতোর হকোহড়ি। পেট ভারি নরম,
হস্নি গরম। পেট চাপিস্ নি; এখনি হব
অসামাল! বদ বামাল! পরমাল!

শ্রীদাম । এইবার হাত পা বেঁধে চ্যাংদোলা
কোরে কাঁটা বনে ফেলে দিচ্চল্ ।

সুবল । দড়ি কই ?

শ্রীদাম । এর বাঁকে, আছে শিক, মেয়ে ঝিক,
নে হিঁড়ে, বাধ্ তেড়ে ।

সকলে । (চকনকে বাঁধিতে বাঁধিতে) কেমন
জব, তেড়ের তেড়ে !

চকন । ওরে তোদের পারে পকি, দে ছেড়ে ।

সুবল । দেবো ছেড়ে, কাঁটা বনে গেড়ে ।

চকন । আচ্ছা, আমার কি দোষ ?

সুবল । তুই দাম্ভা মোষ । কেন আমাদের
কালাকে জালাস্ ?

চকন । (স্বগত) হুঁ, তাই এ ব্যাটারা আমাকে
ধস্তাচ্ছে ! আচ্ছা থাক্ নচ্ছাররা ! ধস্তানির দাদ
তুলবো, পস্তানির দোর খুলবো ।

শ্রীদাম । চকনার দয়ের তার, করি পগার
পার । (দূরে কেলিয়া দিয়া) এইবার চকনাও
পগার-পার ।

সকলে । (চকনকে চ্যাংদোলা করিয়া দোলা-
ইতে দোলাইতে গীত)

চ্যাং চ্যাং চ্যাং, চ্যাং চ্যাং চ্যাং, চ্যাঙদোলা—
(উচ্চহাস্তে) হাঃ—হা !

ওলোট পাশেটি কোরে জোরে মাস্ ঠালা—
বাঃ—বা !

ব্যাটা বেন ব্যাঙ,

লখা সৰু ঠাঙ,

মুখটো বেন চ্যাঙ,

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং ;—

মুখের ভেতোর গুঁড়ে দেবো কাঁচকলা—

খাঃ—খা !

(নাচিতে নাচিতে)—

ডুম্ ডুম্ সা—ডুম্ সা—ডুম্ ডুম্—ডুম্ সা ।

কাঁই কাঁই কাঁই—চকন চ নিম্ভতা ॥

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বৃন্দাবন—কদম্বকানন ।

চন্দ্রাবলী ও নারীবেশে শ্রীকৃষ্ণ ।

কৃষ্ণ । প্রেমের দায়, কতই উপার কোত্তে
হয় । ছিলেম পুরুষ, হলেন নারী ।

চন্দ্রা । কালা হে, বলিহারি ! তুমি পুরুষ
ভাবে সাজ যেমন, নারী ভাবেও সাজ তেমন ।
তুমি পুরুষ, কি নারী, চিন্তে নারি । কি যে তুমি,
তুমিই জান । পরকেও জান, তাই তো টানো ।

কৃষ্ণ । চন্দ্রাবলি, একটা কথা বলি ; তুমি
প্রেমে মোহে, গুরু জনদের ফেলে, ছুটে এলে
কেন ?

চন্দ্রা । তবে শোনো ; স্বামী আদি গুরু জন,
রত্ন ধন, সংসারবন্ধন না ছাড়লে, তোমার তো
কেউ পার না । বার চোখের সান্নে সংসারের
আরনা, সে কাঁকিই দেখে, তোমার দেখে
পার না । তাই সব ভুলে এসেছি । সব
ভুলেছি, মূল পেয়েছি । মূল পেলে, কে শাখা
চায় ? কুল পেলে, কে কুল চায় ? সুখ পেলে,
কে জল চায় ? শ্রাম পেলে, কে ধাম চায়—নাম
চায় ? কালা পেলে, কে জালা চায় ? সুখ পেলে,
কে হুখ চায় ? সব তো তুমি, জগৎস্বামী ; তাই,
তো দাসী তোমার আমি । এই বার দাসীর
কুঞ্জে চল ।

নেপথ্যে দূরে রাখালবালকগণ । ও তাই
সুদাম ! আগ কানাই গেলো কোথা ? কোন
বনেই যে দেখে পাইনে । আর দিকি, এই
বনে দেখি ।

কৃষ্ণ । চন্দ্রাবলি ! আমার আগের সখারা,
হয়ে আমা হারা, পাগল পারা আসচে এ দিকে ।
তুমি উঠে, তাড়াতাড়ি ছুটে, হুকোও ও দিকে ।
আমি একাকী, বোমটা টেনে বোসে থাকি ।
বোসে বোসে, খানিক ভাষা দেবি ।

(চন্দ্রাবলীর অন্তরালে গমন)

গাহিতে গাহিতে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল
ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

শ্রীদামাদি চারি জন। (গীত)

থাকে থাকে, কাছে থেকে,
পালিয়ে যায় যায়।

কোথা গেলি, বনমালী,
ডাক্‌চি আর আর ॥

একে কালা কচি হেলে,
রূপের ছটার খটার ভোলে,
ছুঁড়ীগুলোই তাকে খেলে,
হায় রে হায় হায়।

এবার যদি দেখি ছুঁড়ী,
মারুবো কোসে পাঁচন বাড়ি,
গালাগালির পাঁচন বাড়ি,
গিলিয়ে দেবো মিলিয়ে তার ॥

শ্রীদাম। (শ্রীবেণী কক্ষকে দেখিয়া) ওরে
ওরে ওরে, ডাখ্ ডাখ্ ডাখ্, এই যে, একটা ছুঁড়ী।
তিন হাত ঘোমটা, যেন আকোটা কুঁড়ী।

সুদাম। উহঁ যেন কলা বো! খেতে এয়েচে
কালা মো!

শ্রীদাম। কি আলা! এক পল যায় না ফাঁক,
পাল পাল ছুঁড়ীর ফাঁক।

সুবল। ওকে ডাক্‌ না?

শ্রীদাম। উহঁ, থাক্‌ না। ডাক্‌লে পালাবে,
চুপ কোরে ডাখ্‌ না?

সুবল। আরে না, তাই। দেখে কাজ নাই।
ও রূপের ছাই।

সুদাম। তাই বা কি কোরে বলি? ছাই
কি সোণা, যায় না চেনা, যে লখা ঘোমটাটানা!

সুবল। এগিয়ে ডাকি। বলি, ওগো তুমি
কে? কই, সাড়া দাও না যে?

মধু। ও মেঘটাকা টান কালা!

সুবল। তা মিলেচে ভাল! যোড়া কালা,
তিনি বর্ণে, ইনি বর্ণে।

সুদাম। ওগো, দাও না সাড়া? নৈলে
দেবো গা-নাড়া।

সুবল। না রে, ছুঁস্নি হোঁড়া। কলে
দেখলে, মারবে কোড়া, কোরবে খোঁড়া।

সুদাম। কিন্তু ঘোমটাই যে কলে খেপাবার
গোড়া।

সুবল। মিঠী কথা, ডাকি আর; ঘোমটা
খুলে যদি চার।

সুবল ও মধুমঙ্গল। (গীত)

ডাক্‌ছে কোকিল কুহ কুহ,
দাও গো সাড়া কুলের বহ,
সাজের তারা ঝিক্‌ ঝিক্‌ ঝিক্‌।

শ্রীদাম ও সুদাম।

পথের বালি চিক্‌ চিক্‌ চিক্‌!

সকলে।

অ আ, ই ই, উ উ, ঞ্ ঞ্,

এ এ, ও ও, অং।

ম প ধ নি, নি ধ প ম,

তেরে কেটে, খেরে কেটে, ধং।

সুবল ও মধুমঙ্গল।

ঘোমটা খুলে, বদন তুলে,

হেসে ফেল কিঙ্‌ কিঙ্‌ কিঙ্‌!

সাজের তারা ঝিক্‌ ঝিক্‌ ঝিক্‌।

পথের বালি চিক্‌ চিক্‌ চিক্‌।

কক্ষ। (ঘোমটা খুলিয়া সহাস্তে) এই দেখ
কুলের বহ।

(শ্রীদামাদি সকলের হাস্য)

শ্রীদাম। ও ভ্রমরাজ! এ কি সাজ?

কক্ষ। আছে কাজ।

সুদাম। কেন, শ্রাম, হলে শ্রাম?

কক্ষ। চন্দ্রাবলী মনোরমা।

শ্রীদাম। অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বেণী
লোভ কোত্তের হয়।

কক্ষ। কিসের ভয়?

শ্রীদাম। এবার নয় আর্যনের পালা। এ
যে গোবর্দ্ধন মন্ডের কেলা।

কৃষ্ণ। নারীসাক্ষ্যেই জন্ম।

সুবল। সাবাস্ বুদ্ধি! কিকির ধ্বজ!

শ্রীদামাদি চারিজন। (গীত)

ভালা খেলা, খেলো কালা, পলে পলে।

কখন পুরুষ, কখন নারী সাজো ছলে।

ব্রজগোপীর মন ভূলাতে, ভাই,

কতই সাজে সাজ, হে কানাই।

ধড়া ফেলে পর শাড়ী,

বালা ফেলে পর চূড়ী;

নুপুর ফেলে মলের ষটা,

চুড়া ফেলে সীঁথির ছটা,

ও শ্রাম, বলিহারি যাই;—

বনমালা ফেলে দিবে,

মোতির মালা পর গলে।

শ্রীদাম। চল ভাই, আমরা বাই। শ্রামের
মন চাঁদের পানে, চাঁদের মন শ্রামের পানে।
আমরা কেন থেকে রেখা, শ্রামের প্রেমে দেবো
ব্যথা?

সুদাম। ওহে কালো, ভাল হলো। সন্জের
রঙে, তোমার রঙ বেশ মিশেচে। ওহে ননী-
চোরা, চন্দ্রাবলীর মনচোরা! এই বার বাও
আঁধারে মিশে, কেউ পাবে না তোমার দিশে।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ আলো, কর গিরে চিকণ-কালো।

[কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

চন্দ্রাবলীর পুনঃপ্রবেশ।

চন্দ্রা। নটবর! হও স্বরূপর। আর দেরি
ভাল নয়, আবার তোমার সখাচর, এসে পড়ে
যদি, তবে তোমার বাওরা হবে না, গুণনিধি!
ছোটো গাগরী এনেচি; তুমি একটা কঁকে কর,
আমি একটা কঁকে করি।

কৃষ্ণ। গাগরী কোঁথা?

চন্দ্রা। ঐ হোথা। এখুনি আনি; দাঁড়াও,
গুণনিধি!

[প্রস্থান।]

কৃষ্ণ। প্রেমের খেলা, ভরা হল। হল বই,
প্রেম কই? হল না হোলে, প্রেম না মেলে।
বে জানে বত হল, তার তত প্রেমের কল।

ছোটো গাগরী লইয়া চন্দ্রাবলীর

পুনঃপ্রবেশ।

চন্দ্রা। এই ধর গাগরী।

কৃষ্ণ। দেও তবে, নাগরি!

উত্তরে। (বাব কঁকে গাগরী রক্ষা করিয়া)

গীত)

প্রেমের তরে, কঁকে কোরে গাগরী হুটি।

সাঁজ আঁধারে, হুঁজান বাব শুটি শুটি॥

না খেলে মুকোচুরি,

না কোলে কারিকুরি,

প্রেমকে পাওরা তার;—

প্রেমের হাওরা গারে লাগে না,

না কোলে ছুটোছুটি॥

[উত্তরের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—চঞ্চনগোপের চালাঘর।

চঞ্চন গোপ সিন্ধি-ঘোটেনে নিযুক্ত।

চঞ্চন। উঃ, বাটাঁরা ভারি খত্বচে, যেন
আটা গিশেচে। শেরাল-কাঁটার বনে, হিঁচড়ে
টেনে, আছড়ে ফেলেচে। দাঁড়া পাজী ছুঁচো
ছিদ্মে, হুদ্মে, সুবলো, মথো! কাঁটাবনে ফেল-
বার মজাটা দেখাচ্ছি। তোদের কেণো হোঁড়া-
টাকেও খোঁড়া কোচ্ছি। তারি শিথুনি, আমার
নাকানি। এবার আরানে নয়, গোবরা!
বুঁটের ধোঁয়ার তাবরা। ইয়া চাবড়া খাবড়া।
সকো হয়েচে। সিন্ধি খেতে, গোবরা, আরানে
এখুনি আসবে। আজ গোবরাকে টোকে টোকে
বেনী কোরে সিন্ধি খাইয়ে, লাগলা হাতীর মত

খেপিয়ে, বিন্দাবন তোলপাড় কোব্বো,—
কেষ্টা আর রাখলা হোঁড়াঙোর খড়া ছিঁড়বো,
হুঁড়ো তুড়বো, মুখ খুড়বো।

যষ্টিহস্তে আর্যানের প্রবেশ।

আর্যান। কোথা তাই প্রাণের দম্পন,
পানের চকন?

চকন। পানের চকন কি হে দাদা আর্যান
রাম?

আর্যান। যে সিকি পানে দেয় আর্যান।

চকন। হঁ! বটে! ঐ রেখেচি সিকি খুঁটে,
ঘটঘটিয়ে ঢাল পেটে।

আর্যান। (সিকি পান করিয়া) গোবরা
আসে নি?

চকন। আসবে এখনি। আজ আনি সিকি
খাই একটু খানি।

আর্যান। একটু খানি খাবি কি? সের
খানেক খা।

চকন। আজ না। গোবরাকে দেবো আমারও
ভাগ, তবে গোবরার হবে চণ্ডালে রাগ। আজ
ব্রহ্মে লাগারগা আগু। (সিকি পান)

আর্যান। আগু লাগলে তোর পচা খসা ঢালার
উপায়?

চকন। সে আগু ঢালা আলায় না, কালা
আলায়।

আর্যান। (সহাস্তে) চকন তাই, বড্ড মনে
কোরে দিলি, আমার বিনামূলে কিনে নিলি।
কালা কালা কোরে, গোবরা আমার ঠাট্টা করে।
এইবার আমার পালা। গোবরা খালি বলে,
কেলের কাছে কদমতলে। আমার রাই যায়;
কিন্তু আমার রাই নয়, তারই চাঁদবাণী। গোবরার
মুখে দেবো চূণ কালি।

চকন। আমি ন্দেবো: হাততালি। হ'লনে
প'ড়ে, ঠাট্টার তোড়ে, গজনার করে, গোবরাকে
করি তোলপাড়; তবেই বস—কাজ সাবাড়। তুইও
নিশ্চিতি, সুইও নিশ্চিতি। তোর ঘুচেবে খোঁটার
আগা, মোর ঘুচেবে কাঁটার আলা।

আর্যান। উঃ, তারি মজা! আমি গাই গান,
তুই ধর তান, কিন্তু রঙবেরঙের নাচ নেচে।

(গীত)

গোবরা এবার খোঁটা দিলে,
গোবর-গাদায় দেবো কেলো,
রাগের আগে উঠবে জোলে,

কি বল, তাই?

চকন। (স্বরজ্ঞানে)——হঁহঁহঁ!

আর্যান। (গীত)

উচ্চ মুখে তুচ্ছ ভাষা,
কুচ্ছ মিছে গায় সে চাষা,
বিচ্ছ এবার কাটবে নাসা,

কি বল, তাই?

চকন। (স্বরজ্ঞানে)——হঁহঁহঁ!

আর্যান। (গীত)

রাইকে বলে ভ্রামসোহাগী,
ভ্রামসোহাগী তারি মাগী,
গোবরা-গোবর হবে দাগী,
ঠনঠনঠন।

চকন। (স্বরজ্ঞানে)——বাহবা বা!

আর্যান। (গীত)

তিড়িলাক, বিড়িলাক, ডিং ডিং ডিং
ঝুপঝাপ, ঝুপঝাপ; টিং টিং টিং,
হপহাপ, গুপগাপ, পিং পিং পিং,

উভয়ে। (স্বরজ্ঞানে)——

তিনিনিং তিনিনিং, হাঃ হাঃ হাঃ

যষ্টিহস্তে গোবর্জনের প্রবেশ।

গোবর্জন। (নাচিতে নাচিতে স্বরজ্ঞানে)

কলা মূলো, টেকি কূলো,

মেনী হলো, চাল কূলো,

আম জাম, কচু বেঁচু,

উঁচু নিচু, তাল কূলো,

কাঠ খড়ি, এঁটে খঁয়ে,

হাঁটু গেড়ে দাগা কূলো,—

হিজিবিজি, গিজিবিজি, বগের ছা।

চকন। হিজিবিজির পর সিকিরস্ত।

গোবর্দ্ধন । কই যে বস্তু ?

চকন । ঐ যে ?

গোবর্দ্ধন । দে দে দে । (সিদ্ধিপান)

চকন । দাদা গোবর্দ্ধন । আহ কেমন ?

গোবর্দ্ধন । কালো বেনন, আতো তেমন ।

আমি তো নই আরান, কেলের কাছে বেগের
পরান, লাজে শুখবে আমার বরান !

চকন । দাদা আরান ! দেখচো ঘিরের
মরান ?

আরান । (পরিহাসে) আমি বোকা ! উনি
সেমান !

গোবর্দ্ধন । হাজার বার ।

আরান । বা বোলি বস্, বলিসুনি আর ।

গোবর্দ্ধন । খুব বোলবো ! আমার চাঁদবালা
তো নয় তোর রাই ! বোরাবীর খেয়ে, কাঁকি
দিরে, কলসী নিরে, ফুকিরে গিরে কদমতলে,
বাকার বামে, ভাকি ঠামে, পাড়িরে রবে হাত
দে গলে !

আরান । সেটা তোর বোকাবার ভুল ! রাই
নয়, চাঁদবালাই তার মূল ।

গোবর্দ্ধন । তোর চোকের ভুল !

আরান । ঠিক বোল্চি, ওহে ভাররা ভারা,
ভুল নয় এক চুল । তোমার ফোটা ফুল, তোমার
ফুটিয়ে হল, ভাসিরে ফুল, খেয়ে তিন ফুল,
উঁটিয়ে ত্রিশূল, এলিরে চুল, বড়িরে ভুল, কালার
সনে কদম বনে, খেলচে প্রেমের খেলা । সত্যি
মিথ্যে দেখ্গে এই বেলা ।

গোবর্দ্ধন । এসা কতি নেহি হোগা ।

আরান । হরা বল জীরঙ ভোগা ।

গোবর্দ্ধন । কুট বাৎ ।

আরান । নিশ্চয় কুপোকাৎ ।

গোবর্দ্ধন । ভুইটুকুপা !

আরান । আঁকা, একবার বাঁনা ?

গোবর্দ্ধন । ভুই পরের দোব গাস্ নিজের
দোব ঢেকে ।

আরান । ভাল, একবার আর না দেখে ।

গোবর্দ্ধন । তোর বতাব মন্দ ।

আরান । যদি অত মন্দ, গিরে ভাঙ না
মন্দ ।

গোবর্দ্ধন । ভুই অন্ধ ।

আরান । তোর মুখ মন্দ ।

গোবর্দ্ধন । আমার মুখ কে বাধে ?

আরান । চাঁদবালা আর কালচাঁদে ।

গোবর্দ্ধন । কের ঐ কথা ?

আরান । এইবার ভারার ধোরেচে বুক
বাধা !

গোবর্দ্ধন । ও রে তেড়ে ! আমার মাগ্
তেমন নয় ।

আরান । আমার কথা যদি না হয় পেভার,
চকন দাদার কথা তো হবে না বেভার । চকনা
জানে না বকনা ।

গোবর্দ্ধন । হ্যা রে চকনা ! সত্যি কি
আমার কপালে এই লাক্ষনা ?

চকন । মিথ্যে বোলে লাভ কি ? আরান বা
বোল্চে, বচকে তা দেখেচি ।

গোবর্দ্ধন । অ্যা, বলিস্ কি !

চকন । (হাই তুলিতে তুলিতে) কি বোলবো
আর, দাদা ! মেয়ে মাহুবের মনে যে এত কাদা,
তা জানা তার ; কারণ আমি পুত্র মাহুব—সিধে
দাদা !

গোবর্দ্ধন । (সবিন্যে) হা কপাল ! হা গা !
হা পা ! হা বক ! হা চক্ ! হা পেট ! হা পিঠ !
হা হাত ! হা পাঁজ ! হা নাক ! হা কাঁক ! হা
হতোহসি ?

(কৃতলে পতন ও নীরবে অবস্থিতি)

চকন । দাদা আরান ! গোবর শরান !
করাও উখান ।

আরান । বখন পিঠে কাঁকর কাঁটা ফুটবে,
তখন আপুনিই উঠবে । কাজ কি, দাদা, গোবর
কাঁটা, তার চেয়ে বাই সিদ্ধি কাঁটা । (উভয়ের
সিদ্ধিজনপান)

যষ্টিহস্তে অষ্টাবক্রভাবে হেলিতে

হেলিতে টলিতে টলিতে বৃদ্ধা

ভারুণ্ডার প্রবেশ ।

ভারুণ্ডা । (গোবর্দ্ধনকে তদবস্থ দেখিয়া শশ-
ব্যস্তে) ও অম্মানে ! ও চকনে ! গোবর গড়ার
কেনে ?

চকন । হে ভগবতি ভারুণ্ডা ! তোমার গোবর
নাই আর এ ব্রহ্মাণ্ডে !

ভারুণ্ডা । (অস্থির হইয়া) আঁা আঁা, বলিস্
কি রে চকনটাক !

চকন । হাঁ দেবি ! ব্রহ্মের গোবর ভেঙে
দেহের বাঁধ, কেটে প্রাণের ফাঁদ, গেছে পর-
লোকে ! তাই আমরা অপার শোকে, চোকে
মুখে দেখছি ঘোঁরা !

আরান । হার হার, জীকের জীবন কেবল
ভোঁরা !

ভারুণ্ডা । (মথেনে মড়াকারাদ্বয়নে গীত)

আমার গোবর, আহা, শুকিয়ে গেল রে !

দশ বাস, কুড়ি দিন,

পাঁচ দণ্ড, সাত পল,

মোর পোড়া ঝোড়া পেটে গোবর ছিল রে !

কত কষ্টে পেট ছেড়ে,

গোবর বেরলো ঝোড়ে,

সাধের গোবর মোর কেটা কেড়ে নিল রে !

চকন । আহা ! বমরাজাই তোমার গোবর
কেড়ে নিরেচে ।

ভারুণ্ডা । (সরোদনে) গোবরে বমের দর-
কার কি, বাবা ?

চকন । গোবরে কার না দরকার, মা ? রান্না
ঘর বল, ঠাকুর-ঘর বল, চণ্ডীমণ্ডপ বল, বাসন
কোসন মাঝা বল, হাতের দি-তেল-তোলা বল,
ক্ষেতে সার দেওয়া বল, উনোন-গড়া বল, ঝাঁটছড়া
বল, কি সে না গোবর লাগে ?

ভারুণ্ডা । বমেরও কি তাই লেগেচে ?

চকন । না লাগলে, সাঝো গোবর বাসি

হলো কেন ? বমের রাজসভার অনেক পাণ্ডিত
নরনোক দাঁড়ায় ; রাজসভা অপবিত্রি হয় ; তাই
পবিত্রি করবার জন্তে গোবর গেল !

ভারুণ্ডা । ওরে, সে যে গেষের গোবর !

চকন । এও তো ঘেষের গোবর !

ভারুণ্ডা । আঁা ! আমার গোবর এমন পবি-
ত্রি ।

চকন । অসামান্য ! অলৌকিক ! অতাব-
নীর ! অনিবচনীর ! অগ্নমের ! অপার ! অনন্ত !
অনাদি ! অতুলা ! অমূল্য ! অকথা ! অবাচ্য !
অভূত ! অতাবী ! অবন্তমান ! অমন্তমান ! অনীম !
অপূব, অপচ্ছিম ! অহুত্তর ! অদক্ষিণ ! অচল !
অখণ্ড ! অনন্ত ! অকাণ্ড !

ভারুণ্ডা । (সরোদনে) হার হার, একে পুতুর
শাক, তার তোর বাক্যব্যকার ! আমি যে আর-
থির থাকতে পাচ্ছি নি ! তারি কাঁপুনি ! ঝটু
কোরে একখানা চেটাই পেতে দে—মুছো বাই !
উঃ, চেটাই পাত্তেও তর সর না, হা গোবর !
(ভুতলে পড়ন)

গোবর্দ্ধন । (উঠিয়া বসিয়া) মা জননি ! আর
অতুচ্ছ মুছোর কাজ নেই । আমি উঠেচি, তুমিও
ওঠো ।

ভারুণ্ডা । (উঠিয়া বসিয়া সরোবে) আঁা !
তবে যে এ মুখপোড়া মদ্র ছটো বোলে, তুই নেই ।

গোবর্দ্ধন । ও সিদ্ধিধোর ছটোর অগ্নি কাণে
বুজি ! কিন্তু মা, এ-দিকে আমার অকলঙ্ক কুলে
কলঙ্কবিজি ! চাঁদবাণী, শাদা কুলে দেখে কালি !

ভারুণ্ডা । ভূবো না যেসো ?

গোবর্দ্ধন । বৈশো !

ভারুণ্ডা । বৈশো কি ?

গোবর্দ্ধন । কালো ছোড়ার বাণীর ডাকে,
ঘর থেকে, বেরিয়ে কঁাকে, প্রাণ মন সোঁপেচে
ডাকে । এরি নাম বৈশো কালি !

ভারুণ্ডা । (সবিস্ময়ে) বাপ্ রে আমার ! বাছা
রে আমার । এ কি শুনি, নিচুর বাণী ! চাঁদবাণী
দিলে কুলে কালি ! ও রে বাপ ! এ কি মনস্তাপ !

গোবর্দ্ধন। (সবিধানে দীর্ঘনিশ্বাস) হঁ—।

ভারুণ্ডা। (দীর্ঘস্বরে) হা—।

চকন। আর শুধু শুধু হ-হা, হ-হা কোন্নে কি হবে? গোবর-ভাই, ত্রুণে তোমার যুক্তি নাই। তুমি সত্যিযুগের মধুকৈটভ—হিরণ্যকচ্ছপ, ত্রেতা-যুগের কুজুৎস—হুম্মানু আর এই ষাণ্ময়ুগের মল্ল গোবর্দ্ধন। তোমার কি সাজে এমন? উঁচিরে লাঠি, চল ছুটোছুটি, ধোরে চুলের যুটি, ঠ্যাঙাও আগা পাক্তলা, রাখাল ছানা আর কালা। ব্যাটা-দের বিদ্যাবনছাড়া কর—যমুনা-পার কর। তবেই তোমার নাম রবে, মান রবে, মুখ রবে, স্মৃণ রবে। তুমি তো নও পাকসেটে আরান! তুমি হাড়কেঠে ক্লোরান! তোমার হাড়কাঠে ত্রেজ্ঞাও কাঁপে, হংসাত কাঁপে; তবে হৌঁড়া কটাকে কল কোন্নে পারবে না মনস্তাপে? তুমি পুরুষ না মেয়ে?

গোবর্দ্ধন। আমি কি, তবে দেখ চেয়ে। মা' ওঠ, আমার সঙ্গে ছোট। ভাররা ভাই আরান। পাররা শুভাৎ চকন! আজ মোর লাঠী, ফাটাবে মাটি, দেখি, রোকে কোন্ ব্যাটা বেটা! আর সকলে, আজ মরেচে চান্দবালী আর ট্যাটা কলে।

চকন। আর রাখা ছেলেগুলো?

গোবর্দ্ধন। আর সেগুলো তো শিমূল তুলো। ফুঁয়ে ওড়াবো—পায়ে মাড়াবো—পেটে দাঁড়াবো—আঙুলে পোড়াবো।

চকন। ভালা মোর ভাই! আমিও তাই চাই। এখনো টনটনাচ্ছে শেরাল কাটার খোঁচা। ছুঁচো ব্যাটাদের কোন্সি তো ভাই বোঁচা?

গোবর্দ্ধন। শুধু বোঁচা!—বোঁচা প্যাঁচা।

চকন। তবে এঁটে কাঁছা কোঁচা, চল চোঁচা। ভগবতি ভারুণ্ডে। ভর দিয়ে বংশদণ্ডে, ছুটে চল এই দণ্ডে! আজ, পড়বে বাজ অরির যুগে।

আরান। ওরে, খাঁড়া না শাণালে কাটে না মোষ, তেরি মরে না-বেরী না হোলে মোষ। আগে মোষ জমা, তবে ছোট।

চকন। মোষ কিসে জমে?

আরান। গানে, কারণ গানাতপরং তরং নহি।

চকন। তবে ধন গান, হাক্ তান।

সকলে। (সতর্কী আশ্চর্যজন গীত)

হাঁক্ হাঁক্, ডাক্ ডাক্, কোঁক্ শাঁখ—ভোঁ!

ঝাঁক্ ঝাঁক্, মার্গ পাখ, ভাঁজ্ জাঁক্—বোঁ!

ভাক্ভা। বর বর বন—বনন বনন বন!

আরান। ফর ফর কন—কনন কনন কন!

সকলে। হঁহঁহঁ—হঁহঁহঁ—হোঁ!

আরান।

অট্ অট্, খট্, খট্, লট্, পট্,—পৌ!

হট্, ঘট্, ঘট্, হট্, তট্ চট্—চৌ!

ভাক্ভা। হর হর হন—হনন হনন হন!

আরান। শর শর শন—শনন শনন শন!

সকলে। হঁহঁহঁ—হঁহঁহঁ—হোঁ!

আরান ও ভারুণ্ডা।—

লও ভও, খও খও, অও বও—সৌ!

ভাক্ভা।

চও হও, জও বও, পও ভও—ফৌ!

সকলে। হর হর হন—হনন হনন হন!

ঠর ঠর ঠন—ঠনন ঠনন ঠন!

হঁহঁহঁ—হঁহঁহঁ—হোঁ!

[সকলের প্রশ্রয়ান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

বৃন্দাবন—উদ্যানপার্শ্ববর্তী পথ।

কলসীকক্ষে চন্দ্রাবলী ও নারীবেশে

কলসীকক্ষে ঐক্যের প্রবেশ।

চন্দ্রা। (গীত)

ওহে ও কালশক্তি,

তোমার বড় ভালবাসি।

তোমার প্রেমের সাহায্য পেতে,

সদাই আমি অভিলষি ॥

ওহে শ্রাম, চিকণ-কালো,
কুঞ্জ আমার কোন্‌বে আলো,
মোহন রূপে সাজবে ভাল,
চন্দ্রবদনে চাঁদের হাসি ॥

কুমার । (গীত)

যে জন আমার ভালবাসে,
ভালবাসি আমিও তারে ।
ভালবাসার আশার আমি,
সদাই কিরি ব্রজপুরে ॥

ওলো রসমই,
ভালবাসা বই,
আর আশা কই,
ভদ্রমাঝারে ?

ওলো বিনোদিনি,
মানসমোহিনী,
ব্রজবিলাসিনি,

বলি তোমারে ;—

বাস্লে ভাল, চিকণ-কালো,
দাস হয়ে রর তার দুয়ারে ॥

চন্দ্রা । (গীত)

শ্রাম নটবর, নওল কিশোর,
শেখ বিহারহু তুয়া লাগি হাম ।
পুঞ্জ পুঞ্জ হুল, প্রকুল মুকুল,
কুঞ্জে সাজারহু তুয়া লাগি, শ্রাম । ॥

হুলল শেখ'পর বৈঠব তুম,
হাম বরখিব হুল কুহুম,
তোহে সাজারব হুল কি সাজে,
কণ্ঠে ধোলায়ব হুল কি দাম ॥

গাহিতে গাহিতে শ্রীদাম, হুদাম, হুবল
ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ ।

শ্রীদাম, হুদাম, হুবল ও মধুমঙ্গল ।

(সতলী গীত)

(ও শ্রাম) সমর-সাজে, হুগুর তেজে,
আসচে গোবর্দ্ধন ।

সঙ্গে আরনি বিকট বয়ান,
ভাকড়া, চকন ॥

সকাল বেলায় ননীচুরি,
সাঁজের বেলায় হুকোচুরি,
প্রেমের চুরির শান্তি তারি,
ও ব্রজরতন ॥

চন্দ্রাবলীর হাতটি ধোরে,
ঘোমটা আরো টেনে,
এক দমে দাও চৌচা দউড়,
ঐ কচু বনে ;—

(নৈলে) ঘেরাও কোরে, ফেলবে সেরে,
গোবর্দ্ধনের পণ ॥

চন্দ্রা । (সভরে) তবে কি হবে, ব্রজরাজ !
এখনি পড়বে বাজ । ছ'জনে মরবে আজ !

কুমার । চন্দ্রাবলী ! এখন ভয় কোরে কি হবে ?
তুমি যে বোলেছিলে, তোমার খাওড়ী, বাবীকে
ঠকিরে, আমাকে কুঞ্জে নিয়ে যাবে ।

চন্দ্রা । সে তো তোমারি ভরসার । আমি
কামিনী, কলকোশল জানিনি । শ্রামরার ! ধরি
পার, অবলার অচিরার বাঁচাও । কৃপাশুণে এক-
বার চাও ।

কুমার । ভয় নাই ।

শ্রীদাম । ভয়সাই বা কই ?

হুবল । যদি বাঁচতে চাও, তবে কচুবনের
কেউ হও । ছকিরে যেমন প্রেম কর, তেমনি
কচুবনে চুলকে মর ।

হুদাম । বার বার করি মানা, তবু শোনো
না, কেলে সোনা । এইবার প্রেম-আতার বদলে
খাও গ্যাঙা-নোনা !

কুমার । কখনই না, কখনই না ।

শ্রীদাম । তবে আবার কি নতুন কিরির ?

কুমার । আমি প্রেমের ককির, কাজেই
প্রেমের কিরির ।

শ্রীদাম । কিরিরটে কড়া, না মিঠে ?

কুমার । কড়া মিঠে । শোনো, আমি হই
চন্দ্রাবলীর দেবনুহাসি বোবা মেয়ে । তোমরা

কালার কাছে! বাবার জন্তে, আমাদের জালাতন কর। আর দেখ, চন্দ্রাবলী! তুমি রাখালছেলে-গুলোকে গালাগালি দাও।

শ্রীদাম। আচ্ছা, তাই কানাই, তাই করি। (অপর বালকদের প্রতি) আর তাই, মিলে সবাই রসের গান গাই।

সকলে। (সভঙ্গী গীত)

ও গো ও! কলসী-কাঁকে, নোলোক নাকে,
ঘোমটা টানা, চাঁদের কোণ।

চল না ছজন্ মিলে, কদম্বতলে,

দাঁড়িয়ে আছে কেল সোণ।

সুন্দবে বাঁশী কাছে বোসে,

কইবে কথা মুচকি হেসে,

প্রেম-লহরে যাবে ভেসে,

ফুটেবে প্রেমের ঢেউয়ের ফেণা।

বেগে গোবর্দ্ধন, আয়ান, চঞ্চন ও

ভারুগুয়ার প্রবেশ।

চন্দ্র। (গোবর্দ্ধনের প্রতি) তুমি স্বামী, থাকতে তুমি, গাল খাই আমি। এই রাখাল ছোঁড়াগুলো বোলচে, কালার কাছে চল; প্রেম লহরে যাবে ভেসে, ফুটেবে প্রেমের ঢেউয়ের ফেণা।

গোবর্দ্ধন। (সরোবে) কি! এত বড় আস-পছা! এ ছোঁড়াগুলো কেলের গাছা! আমার চাঁদবালীকে বলে কালার কাছে যেতে! দাঁড়া, সব ব্যাটাকেই ফেলি পাকে পুঁতে।

চঞ্চন। না, তাই গোবর্দ্ধন! পাকে পুঁতে না, শেরাল-কাঁটার বনে, আছড়ে ফেল টেনে। তাই হলেই বস—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতি-হিংসা—হুঁ!

শ্রীদাম। (বিজ্ঞপবাক্যে) ও চঞ্চন! তোমার শেরাল-কাঁটার বনে আছড়ে মেরেছিলুম বোলে না কি!

চঞ্চন। ও গোবর্দ্ধন! এখনও ছোঁড়া-গুলো মুখ ফুটে ঠাট্টার কাঁটা ফোটাচ্ছে! এ তো

আমার কাঁটা কোটানো নয়, তোমার। চাঁদবালী যায় যায় যায়। দেখচো না, রাখালের হাতে খালগেরামের মরণ।

গোবর্দ্ধন। (সরোবে) আরে আরে রাখাল-গুলো! আরে আরে—উ—আ—রা—রা!

আয়ান। দেবি ভাকডে! ব্যাটা ছেলে গালাগালির ছাঁকা ছাঁকা বোল জানে না। যেহে ছেলেই সে বিষয়ে পাকা, একবার শোনো তো ছাঁকা ছাঁকা।

ভারুগু। ঠিক বোলেচিন্ বাছাটি! এই তাৎপর্থে গালাগালির বিছুটা! (রাখালবালক-গণের প্রতি সভঙ্গী গীত)

ওরে ও বালাইগুলো,

ভাংড়া হলো, চ্যাংড়া হলো।

কচুখেঁকো, পোড়ার মুখো,

টেরা চোখো, পারের ধুলো।

উনপাঁকুরে, গোকথেকুরে,

গলাজলে, ভবদুরে,

মুড়িপোড়া, নষ্ট ছোঁকা,

হতছাড়া, মড়ার চুলো।

গাইচরণে, কেলের তেড়ো,

কলাই-ভুবি, চেলের কুঁড়ো,

একুপি বা বমের বাড়ি,

বাতাস করি নেড়ে কুলো।

শ্রীদামাদি রাখালবালকগণ। (সভঙ্গী গীত)

আম'রে বাই, রোস্কে বুড়ি,

ফস্কা পাকা চুলের বুড়ি,

তুই আগে বা বমের বাড়ি,

আমরা ঢালি ছড়া-ছাড়ি।

খাঙড়ী মাগী, হতভাগী,

আস্তাকুড়ের সগড়ীখাগী,

পেটুকো রগী, কাপড়া-হাগী,

ফোগলা দাতী, ডাইনী, খাড়ী।

ভারুগু। (সবিবাদে) হা! অলকীরব নক্তিমন্ত ছেলে বড়মানে হেন বাগান্ত! মৃতরাং হা হতোমি! (তুতলে পতন)

গোবর্দ্ধন। মাঠে মাঠে, মা! (সরোষে)
আরে আরে পাখী রাখ্ণা ছোঁড়ার। মা আমার
কাপড়া-হাগী! দাঁড়া, সব ব্যাটাকে করি খাবড়া
দাগী! (প্রহারোত্তোগ)

[শ্রীদামাদি বালকগণের বেগে প্রস্থান।

চকন। (সানন্দে করতালি দিতে দিতে)
হুও! হুও! হুও! শেরাল ব্যাটার! শেরাল-
কাঁটার বনে আছড়াবার কেমন মজা! (গোবর্দ্ধ-
নের প্রতি) ভাই গোবর্দ্ধন! আর, একবার
কোলাকুলি করি। (তজ্জপকরণোত্তোগ)

গোবর্দ্ধন। রাখ্ণ তোর কোলাকুলি! আগে
দেখা কোথা বনমালী। আরান, তোকেও বলি,
কেন মিছে নিয়ে এলি? চাক্তে গিয়ে নিজের
দোষ, বাড়িয়ে দিলি আমার রোষ।

আরান। এখনো বলিনি মিছে। হলে মিছে,
রাখ্ণাগুলো লাগ্বে কেন তোর চাঁদবালীর
পিছে?

চকন। দাদা আরান, ঠিক বোলেচো
এঁচে।

গোবর্দ্ধন। রেখে দে আঁচা আঁচি—হাঁচা
হাঁচি। কালকে না দেখিয়ে দিলে, চড় চাপকে
ঠাঙা কিলে, তোদের ছুটোকেই পাঠাব বমালয়।

ভাকুণ্ডা। (উঠিয়া) একুনি, একুনি। ঠাঙা
মার, দফা সার। এই ছুটোইতো মিছে কথা
বোলে, এখানে এনে কলকোশলে, আমাকে
রাখ্ণাগুলোর পচাযুথের পচাল খাওরালে।

গোবর্দ্ধন। আবার তোমার পুতুরবধুর
নামে মিছে কলক রটালে। আমার রাগ খামে
এদের মাথা ফটালে।

ভাকুণ্ডা। মার সোঁটা, মাথা ফাটা।

গোবর্দ্ধন। (সরোষে) এই যেমন কন্ন তেরি
কল; হাসির বদল]চোখের, জল:]

ভাকুণ্ডা। বাবা গোবর! তুই... একলা
ছুটাকে আঁটে পারবিনি। আমি একটাকে
ঠেড়ার ঠেড়াই।

গোবর্দ্ধন। কোন্টাকে?

ভাকুণ্ডা। চকনকে।

চকন। (স্বগত) আঁ মাগীর হাতে হব
দাগী। ও মাগী ভারি দাগী। পালাই বাবা!
(পলারনোত্তোগ)

গোবর্দ্ধন। (বাধা দিয়া) পালাবি কোথা?
মা গো! ঠেড়িয়ে তাও মন্ত মাথা। আমি কিছুই
আরানেকে, রক্ত বার করি মুখ থেকে।

আরান। হঁ—বটে! আনিস, তুই গোবর,
আমি খুঁটে।

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা, যাবে বোকা, কোন্টো
সোজা, আর মালকোঁচা এঁটে। (উভয়ের মল্লযুদ্ধ)

চকন। বাপ! কি দাপ! ছুটোর যেন নেউল
সাপ!

ভাকুণ্ডা। এই তোরও খোলো বেদম হাঁক!
(চকনকে ঘন ঘন খণ্ডি প্রহার)

চকন। খামো খামো, দেবি ভাকুণ্ডে! হরো
না চামুণ্ডে, মেরো না মুণ্ডে!

ভাকুণ্ডা। হঁ, তা বই কি! মুণ্ড খণ্ডি খণ্ডি
কোরে পিণ্ডি দেবো। (পুনঃপ্রহার)

চকন। (বিরক্ত ও বাধিত হইয়া) তবে রে
বুড়ি, সিকিতেয়ে বুড়ি! টাউসের সঙ্গে পাল্লা,
এইবার বার করি তোর কল্লা! (খাক্সা মারিয়া
ভূতলে নিক্ষেপ)

ভাকুণ্ডা। (যন্ত্রণায়) বাবা গোবর! খাক্সার
বেক্সো খাবা গোবর!

গোবর্দ্ধন। (সরোষে) কি, এত বড় গবর!
তবে রে চকনা! (আরানকে ত্যাগ করিয়া
চকনকে আক্রমণ ও প্রহার)

আরান। উঃ, গোবরার কিল, যেন পাথুরে
শিল, বুক লেগেচে খিল! ফাঁক পেয়েচি, পালাই
বাবা!

[বেগে প্রস্থান।

চকন। (সকাতরে) দাদা গোবর্দ্ধন! আর
না—বস! আমারো বেরিয়েচে খেজুর রস।
এই নাক-মলা, কান-মলা, তোমার খাঁটাবে

কোন শালা! তোমার চাঁদবালী সতী সাবিত্রীর,
চাঁদনী রাস্তির। আমার দে ভাই হেড়ে, দউড়
দি তেড়ে।

গোবর্দ্ধন। মাকে কেন ফেল্লি তুঁরে?

চকন। ষাট মান্টি ঝাড় জুরে।

গোবর্দ্ধন। তা হবে না।

চকন। তবে আলগোচে লাখি মার আমার
মুণ্ডে।

গোবর্দ্ধন। আমার পায়ের পাণ হবে তোর
মুখ হুঁরে।

চকন। কেন?

গোবর্দ্ধন। ঐ মুখে তুই আমার সতী সাধবী
চাঁদবালীকে গাল দিয়েচিস্। তোর মুখ নরক,
আস্তাকুড়, নন্দামা, পাইখানা, ভাগাড়। মুখের
বদল পেট ফাটিয়ে করি সাবাড়। (পেটে প্রহার)

চকন। (অত্যন্ত কাতরে) বাবা রে! হাতের
কি খাবা রে! আমি গেছি, না আছি? থাক-
লেই গেছি, পালালেই বাঁচি।

[বেগে প্রস্থান।]

ভারুণ্ডা ও গোবর্দ্ধন। (হস্ততালি দিতে দিতে)
হুও—হুও—হুও!

গোবর্দ্ধন। এখন বা, আবার ঠাডাবো।
(চন্দ্রাবলীর প্রতি) বলি, ই্যা বউ! রাখ্ণা
হোঁড়াগুলো তো হোঁর নি তোমাকে? টেনেনি
তো অকল? করেনি তো চকল?

চক্ৰ। তা হতো, যদি তুমি না আস্তে।

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি শশ-
বাস্তে,—এ মেরেটি কে?

চক্ৰ। (ভাবিয়া) ও গো সেই যে সে।

গোবর্দ্ধন। (ভাবিয়া) তা হবে।

ভারুণ্ডা। এ মেরেটির নাম কি, বৌ?

চক্ৰ। মনের মৌ!

ভারুণ্ডা। নামটি বড় মিষ্টি!

গোবর্দ্ধন। এর কথাও কি মিষ্টি?

চক্ৰ। সেইটির অভাব।

গোবর্দ্ধন। কেন?

চক্ৰ। এ বোবা।

গোবর্দ্ধন ও ভারুণ্ডা। (সহৃদে) আঁহা হা!

চক্ৰ। ভাগ্যে এ মেরেটি সঙ্গে ছিল, নৈলে
রাখ্ণা হোঁড়াগুলো এখনি আমাকে ধরে নিয়ে
গিয়ে, কালার কোলে বসিয়ে দিত।

ভারুণ্ডা। অমন কথা বলতে নেই, বাট বাট।

গোবর্দ্ধন। তা সত্যি কথা বোলতে দোষ
কি? আমি কালারও দফা রফা কোরবো—
রাখ্ণা ব্যাটারদেরও দফা রফা কোরবো। আচ্ছা,
বৌ! এ মেরেটি বোবা বটে, কথা না ফুটুক, আও-
রাজ তো মিঠে? তুমি একটু তোরাজ কোরে, আও-
রাজ শোনাও না।

চক্ৰ। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা কোরে। (কুঞ্জে
পৃষ্ঠদেশে ধীরে ধীরে ঠেলা দিয়া) ও দেখনহাসি!
দেখনহাসি!

গোবর্দ্ধন। (হাসিয়া) এটি তোমার দেখন-
হাসি! বাহবা—বেশ বেশ!

ভারুণ্ডা। ওলো বৌ! “দেখনহাসির”,
চেরে “ভালবাসা” পাতা, শুন্তে ভাল।

গোবর্দ্ধন। (সানন্দে) ই্যা বৌ! মা ঠিক
বোলেচে। “ভালবাসা” বড় খাসা। :তোমার
ভালবাসার গলার আওয়ারটা শোনাও না।

চক্ৰ। (ত্রিকুঞ্জের পৃষ্ঠদেশে পূর্ববৎ ঠেলা
দিতে দিতে) ও ভালবাসা! ভালবাসা! ও ভাল-
বাসা! ভালবাসা! একবার মিষ্টি আওয়ার
শোনাও।

কুঞ্জ। (বোবার ভঙ্গিতে) আ—আ, ই—উ
—! রাই—মো—মো—হাম্—হাম্—ও—ও—
আম্!

গোবর্দ্ধন। আম্ বেশ মিষ্টি তো! নয় মা?

ভারুণ্ডা। আমার কিন্তু ভয় কোচে।

চক্ৰ। আমার ভালবাসা তোমাদের দেখে
ভয় পেয়েচে, তাই এমন কোরে আওয়ার দিচ্ছে।
ভয়ের আওয়ার শুনে, তাই তোমারও ভয় হচ্ছে।

গোবর্দ্ধন। ঠিক ঠিক। এস মা, আমরা

এখান থেকে সোরে বাই। আহা, চাঁদবালীর
ভালবাসা একে হাবা বোবা মেরে, তার ভর পেয়ে,
মুখ নোমিরে, আঁউ মাউ কোচ্ছে। চাঁদবালি।
বাও তুমি তোমার ভালবাসাকে নিয়ে। আয়
মা, আমরা অল্প পথ দিয়ে, বাই। ধেরে। 'তুই
দেখবি চল, মাই! কেঁটাকে কেমন ঠেঙাই।

ভারুণ্ডা। তবে চল, বাবা। বাই।

[ভারুণ্ডা ও গোবর্দ্ধনের প্রস্থান।

কুমার। (সহাস্তে) চম্ভাবলি।

চম্ভা। (সহাস্তে) হলনামর ভাম! খত
তোমার হলনা।

কুমার। তোমারই বা কম কি?

চম্ভা। হলনাপূর্ণ সংসারকে হলনা না কোলে,
তোমার যে পাওয়া যায় না।

(গীত)

কাঁটার যেমন কাঁটা তোলে,
হলের হলনা তেয়ি হলে,
হলীর হলী তুমি বনমালী,

সকলি তোমার হলনা-খেলা।

যে জন শিখেচে তোমার হলনা,
হলিতে তাহারে কে পারে বল না,
বাধা খুচে গেল, এইবার চল,
চম্ভাবলীর কুঞ্জে কালা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—অরণ্য।

বেগে চকন গোপের প্রবেশ।

চকন। বাবা! গোবরার কি খাবা! ভেঙেচে
বাঁড়, ওড়িয়েচে হাড়! শেরাল-কাঁটার খোঁচা,
এর চেয়ে ছিল ভাল! গোবরার কিলে

প্রাণ বে গেল! বোলেচে আবার, এখন এলে
ঠেঙিয়ে কোরবে কাবার। এই জ্বলে মুকিরে
খাকি, চান্দখানার গা ঢাকি। এখানে এলে,
আমায় আন্তোনা পেয়ে, বাবে চোলে। বাপ!
মারের ধমকে এয়েচে অর, বাম ছুটে বর বর।
আর না, শুয়েপড়ি, গামর চান্দর মুড়ি। (আপাদ
মন্তক চান্দরে মুড়িয়া শয়ন)

দূরে শ্রীদাম, হৃদাম, হুবল ও

মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

শ্রীদাম (জনান্তিকে) এইবার বড় মজা,
চকনার ভাগ্যে আরো সাজা! হুও যেমন কিকির,
কোরে, গোবর্দ্ধনকে দিয়ে, আমাদের তাড়া
খাইয়েছিলো, এইবার ওকেও তেয়ি জ্বল করি।

বেগে যথিহস্তে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। আর নেই রক্ষে, ধোঁয়া দেখাব
চোক্ষে, মারবো লাঠি বক্ষে; ম'ববে রাখাগুলো,
আর সেই কালো হলো।

হুবল। (জনান্তিকে) ও তাই শ্রীদাম!
গোবর্দ্ধন ফের যে শাসায়।

শ্রীদাম। ভর কি? তুলুই ওকে উটে
নেসায়। তোরা মজা দেখবি! আর গোবর্দ্ধন-
নের নিকট আসিয়া সাধু গোবর্দ্ধন! ব্রজে কেউ
নেই তোমার মতন। তুমি উজ্জল রতন, লাখ
টাকার ধন!

গোবর্দ্ধন। আরে ভেড়ে! এত খোসামুদি
কিসের কারণ?

শ্রীদাম। এ নয় খোসামুদি, কারণ আমি
সত্যবাদী। আল আমরা সকলে কালকে এক
ব'রে করেচি। তোমাকে তাই জানাতে এয়েচি।

গোবর্দ্ধন। আঁ, বলিস কি!

শ্রীদাম। বলচি: বখাৰ্খ, কেলেটা তারি
অপদার্থ। আমরা তার তরে, ব্রজপুরের বরে
বরে, দোরে দোরে, বার তার কাছে মিছে
মিছে, গালাগালি খাই। বোলচি: তাই, কালার
সঙ্গে আমাদের আর ভাব নাই! সে, পয়ের

বউ ধ টানে ; আমরা মারা যাই প্রাণে । তাই
বেলুচি অকপট, কোরে আমরা ধর্মঘট, সেই কপট
নিপট কেলেটাকে ছেড়েছি ।

গোবর্দ্ধন । ছেড়েচিস্, বেশ কোরেচিস্ ।
তোদের শনি ছেড়েচে । যা এইবার বনে
বনে, হরিষ মনে, গোচরণে । কিন্তু তাড়িস্ যদি
ধর্মঘট, তা হলেই পটাপট । দেখিচিস্ আমার
হাতের পাঞ্জা ।

শ্রীদাম । আর একটা কথা বলি ।

গোবর্দ্ধন । বল্ রটপট । আমি এখুনি
গিয়ে, এই ঠাণ্ডার ঠেঙিরে, কেঠোহতো করবো ।
তার এত বড় আশ্পাঙ্ক, আমার চানবালীর
চানবদন দেখে চার ।

শ্রীদাম । দেখে চার কি ? দেখেচে ।
তোমাকে কি আর রেখেচে ? তোমার জাত
কুল মেরেচে, একেবারে সেরেচে । তুমিও তাকে
ঠাণ্ডা মারো, একদম্ সারো ।

গোবর্দ্ধন । কোথা কেলে ? দেখিয়ে দিলে
হতো করি ।

শ্রীদাম । (চানবদনাদিত চকনকে দেখা-
ইরা দিরা) এই অজমোড়া চানব মোড়া । তোমার
দেখে, গার চানব ঢেকে, আছে শুয়ে । এখুনি
নাঠি দিবে, কর ও-কন্ম, তবে থাক্বে তোমার
ধনজারার ধন ।

গোবর্দ্ধন । (সানন্দে) অ্যা, ঐ কেলে চানব
মোড়া ! এই করি-বাটের মড়া ! তোরা দোড়ে
যা, ঐ গাছতলার বোসে আছে আমার মা । এই
সুখবর দিবে, আর মাকে সঙ্গে নিয়ে । আজ
মাঝে পোয়ে, একাঠা হোয়ে, কেঠা মারি ।

শ্রীদাম । তোমার মা না আসে বতকণ,
দাঁড়িয়ে থাক ততকণ । (অস্ত্রাস্ত্র বালকগণের
প্রতি) আর তাই, দোড়ে যাই, ডেকে আনি
গোবর-মাই ।

সুদাম । (জনান্তিকে) তাই শ্রীদাম । বড়
মজার কিকির খেলি, এইবার চকনকে সারি ।

শ্রীদাম । (জনান্তিকে) তারুণাকে ডেকে

দিবে, পালিয়ে যাই । ? তমাল খোপে চুকে, উঠে
তমাল শাখে, আড়ে আড়ে খেকে, হাসিগে মলা
দেখে ।

[শ্রীদামাদি বালকগণের প্রস্থান ।

গোবর্দ্ধন । বার[বার]মোরগ[খেরে]বাও ধান,
এইবার ঠাণ্ডা মেরে[বধিব]পরাণ । ঠাণ্ডাটা
একবার শাণিয়ে নি,—উহ্ কুল বোলেচি,—
ভেঁজে নি । (নানাবিধ তজিতে লাঠি-খেলা)

যষ্টিহস্তে হেলিতে ছলিতে
তারুণ্যের প্রবেশ ।

তারুণ্য । (গোবর্দ্ধনের লাঠি খেলা দেখিয়া
সানন্দে) বাহবা—বাহবা, ব্যাটা । খাসা নাঠি-
খেলা ! হালার হোক, তারুণ্যের শুভা ব্যাটা কি
না । গোবরা[বই] এমন নাঠি-খেলা কেউ জানে
না । আমি নয়, চোদ্দ পনর বছর বয়স পর্যন্ত
গোবর আমার মাই-হুণ খেয়েচে, তাই গায়ে জোর
হয়েচে । নৈলে কে পারে এমন কোরে যুক্ত
নাঠি ? কেলে ছোঁড়ার এইবার দাঁত-কপাটা ।

গোবর্দ্ধন । ও গো এরোচো, মা জননি ?

তারুণ্য । হাঁ রে বাপু বাহুবলি !

গোবর্দ্ধন । হের হের, বশোদার নীলমণি,
চানব-মোড়া গাখানি, লুটার অবনী ।

তারুণ্য । দাঁড়া, খাওয়াই খানিক নবনী ।

(গীত ।)

এবার বাবা, কোথায় বাবা,

খাবুড়া খাবা গোবরা দেবে ।

ঠাণ্ডার চোটে, যুগ্ম কুটে,

রক্ত উঠে, উঠবে গেবে ॥

গোবর্দ্ধন । (সভাললস্বরজ্ঞে)—

না রি গা মা পা ধা নি, ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা ।

দাদেদে দেদে দেদে, ডুন্ ডুন্ ডুন্ সা ॥

তারুণ্য । (গীত)

ওরে টাটা, বগীর ব্যাটা,

বিধ্বো এবার মেরে টাটা,

ঠেঁঙেরে কোরবো মাথা-কাটা,

ছমাস ধোরে ঝোল ভাত খাবে।

গোবর্দ্ধন। (পূর্ববৎ)

সা রি গা মা পা ধা নি, বিন্ বিন্ বিন্ তা।

দাঙ্কেরে দেরে দেরে, ডুম্ ডুম্ ডুম্ সা ॥

গোবর্দ্ধন। 'মা, কেলের চাদর দে খুলে, ঠ্যাঙা
মারি বেজতলে।

ভাকুণ্ডা। (চাদরাচ্ছাদিত চকনের নিকট
গিয়া) আর কেন ঘুম? খোলো ঘোমটা, দেখ
একবার ঠ্যাঙার খামটা। ভাঙবো ঠ্যাঙটা।
(মুখের চাদর খুলিয়া সভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া)
ওরে বাবা! এ তো নয় স্ত্রাম।

চকন। আমি কুওর, ব্যাঙ।

গোবর্দ্ধন। ভাঙি ঠ্যাঙ।

চকন। দাদা গোবর্! আমি চকন।

গোবর্দ্ধন। তোরি বত বকনা। (প্রহার)

চকন। জাহি মাং তো গোবর্দ্ধন! আমি এত-
কণে বেশ বুঝলুম, কেটেকে যে ঠকাতে যাবে, সেই
নিজে ঠোকে ঠোক্ন খাবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ।

মধ্যস্থলে পুষ্পবেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণ ও
চন্দ্রাবলী দণ্ডায়মান।

দুই পার্শ্বে চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যা, তারা,
সুবেলা, পদ্মা প্রভৃতি গোপীগণ
দণ্ডায়মান।

সখীগণ।

(গীত)

মঞ্জুল কুঞ্জ সাজিল ভাল,

চিকণ-কালো করিল আলো;

মন মোহিল, আঁখি ভুলিল,—

রূপ ফুটিল?, শোভা ছুটিল।

রূপেরা ডালী চন্দ্রাবলী,

শোভিল বামে প্রেমে চলি;

কলি ফুটিল, অলি ফুটিল,—

মধু লুটিল, তৃষা মিটিল ॥

কমিক অপেরা “চতুরালী” ও “চন্দ্রাবলী” পুস্তক ও অভিনয় সম্বন্ধে সংবাদপত্র-সম্পাদক মহোদয়গণের অভিপ্রায় ।

“আমরা গত রবিবার ‘বীণা থিয়েটারে’ গিয়া-
ছিলাম। বীণা থিয়েটারের “চতুরালী” একখানি
অপূর্ব জিনিষ। “চতুরালী” এমন সুন্দর জিনিষ
আমরা জানিতাম না। অনেকে অনেক নাটক
নাটিকা দেখিয়াছেন, কিন্তু, বীণার “চতুরালী” যিনি
দেখেন নাই, তাঁহার নাটক দেখা এখনও অসম্পূর্ণ
রহিয়াছে, বলিব। তিনি কেবল রাশীকৃত মতিচূরই
গলাধঃ করিয়াছেন, কিন্তু, একখানি আধাছানার
মণ্ডাই দেখিতে পান নাই। চতুরালীতে কবির
কবিত্ব ও রচনা-চাতুর্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি।
বঙ্গের যে কোন রঙ্গমঞ্চে “চতুরালী” অভিনয়
হইবে, সেই রঙ্গমঞ্চেই গৌরব বৃদ্ধি হইবে। গান-
গুলি বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। অভিনয় বড় সুন্দর হই-
য়াছে। অভিনয়ের ভাবভঙ্গি নূতন ধরণের, বীণার
সমস্তই নূতন রকমের। বাঙ্গালা গরীব দেশ;
গরীবের দেশে বীণা থিয়েটার বড়ই আদরের সামগ্রী
হইয়াছে।”—বাঙ্গালা এক্সচেঞ্জ গেজেট, ৪ঠা
আষাঢ়, ১২৯৭।

“সম্প্রতি রাজকৃষ্ণ বাবুর “চতুরালী” অভিনয়
দেখিতে গিয়াছিলাম। “চতুরালী” হান্তরসপূর্ণ
গীতিনাট্য। এ আতীর পুস্তক বাঙ্গালার দেখিতে
পাই নাই। কবির রাজকৃষ্ণ বাবু মাতৃভাষার
পদে এই একটা নূতন কুসুম অর্পণ করিয়াছেন।
ভক্তের মন দেবতাকে সাজাইতে চিরদিনই বাস্তব।
ভক্ত পুষ্পের বড় বড় পাপড়ী লইয়া সেইগুলিকে
পুনরায় গাঁথিয়া স্বাভাবিক পুষ্পাংগুকা বড় পুষ্প
নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেবচরণে অর্পণ পূর্বক নূতন শোভা
দেখে। রাজকৃষ্ণ বাবু তাই শ্রীকৃষ্ণের চতুরতার
পুৰাতন কথা লইয়া, ইংরাজী হান্তরসোদ্দীপক
গীতিনাট্যের ছায়ায় “চতুরালী” প্রস্তুত করিয়া বীণার

অভিনয় করিয়াছেন। নূতন জিনিষ দেখিয়া
আনন্দ হইয়াছে।”—স্মৃতি ও পতাকা, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ
১২৯৭ সাল।

“চতুরালী বঙ্গদেশে ও দেশীয় থিয়েটারে সম্পূর্ণ
নূতন জিনিষ। আমরা পূর্বে এক্রপ ধরণের
অপেরার অভিনয় কোথাও দেখি নাই। কাগজে
কলমে লিখিয়া চতুরালীর অভিনয় বলা অসম্ভব।
কি বাক্যভঙ্গী, কি রসভঙ্গী, কি গীতভঙ্গী সমস্তই
নূতন ধরণের, অথচ হান্তরসে পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ
ও শ্রীমতী রাধিকাকে অবলম্বন করিয়া, রাজকৃষ্ণ
বাবুর চতুরালী। চতুরালীর প্রত্যেক অভিনেতা
ও অভিনেত্রী হান্তরসের সহিত রঙ্গরসের তরঙ্গ
তুলিয়া দর্শকগণকে মোহিত করিয়াছিলেন।”—
এডুকেশন গেজেট, ১৪ই আষাঢ় ১২৯৭।

“প্রহ্লাদ-চরিত্র অভিনয় শেষ হইলে পর,
কমিক অপেরা চতুরালী অভিনীত হয়। বিবরটী
রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন। কুটীলা ও আয়ান খুব
সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল। তাহাদের গানগুলি
বড়ই সুখপ্রদায় ও মিষ্ট লাগিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের
সহচর গোপবালকদের অভিনয় ও গীতগুলি বড়ই
শ্রবণরঞ্জন হইয়াছিল। রাধিকা কদম্বতলে কৃষ্ণের
বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় আয়ান
ঘোষ লগুড়হস্তে তথায় উপস্থিত হইল। রাধি-
কার ব্যবহার দেখিয়া তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া
উঠিল; সে রাধিকাকে ধরিয়া তাঁহাকে শান্তি দিতে
উদ্ভত হইয়া, যেমন তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া
লইয়া বাইবে, অমনি তিনি সে বেশ ত্যাগ করিয়া
গোপবালকরূপে দেখা দিলেন। আয়ান ঘোষ
একেবারে অবাক হইল। দর্শকবৃন্দও করতালির
ধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিল। চতুরালী

জন্মের অভিনীত হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণ বাবুর ভক্ত্যভ্যাস ও সমাদরে আমরা অভিনয় প্রীত হইয়াছি।—বর্তমান-সঙ্গীতবলী, ১৮ই আষাঢ়, ১২৯৭।

“বহুদিন পরে শনিবার আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর “বীণারঙ্গভূমে” অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন প্রভৃতি পরিবর্তন, অতিক্রম করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুর সহায়তা, অকাতর পরিশ্রম ও ঐকান্তিক যত্নে বীণার এক্ষণে প্রত্যহ অভিনয় হইতেছে। বাঙ্গালার দেশীয়-চলিত প্রাত্যহিক অভিনয়কারী সম্প্রদায় দ্বিতীয় নাই; সে কার্যও বচন বায়সাপেক্ষ এবং ছন্দহ। এত অন্তরায় সত্ত্বেও যে রাজকৃষ্ণ বাবু প্রত্যহ অভিনয় দেখাইয়া শত শত লোককে মুগ্ধ করিতেছেন, ইহা অব্যাহত নহে। তাহার উপর আবার বীণার অভিনয়-দর্শনও নিত্য জন্ম। এত সুবিধা, তাহার উপর অভিনয়-সৌন্দর্য্য অকাধারে একরূপ সমাবেশ বঙ্গ অভিনয় কোন থিয়েটারে নাই। আমরা সে দিনকার অভিনয় দেখিয়া পরমপ্রীত হইয়াছি। সুপ্রসন্ন রঙ্গালয় বলিয়া বীণা থিয়েটারের অভিনয়েৎকর্ষতা সৰ্ব্বদা অনেকের যে সৎকার আছে, তাহা নিত্য ভ্রান্তিমূলক। ঐ দিবস “চতুরালী” নামক একখানি হস্তরসোদীপক গীতিনাট্যের অভিনয় হয়। কোতুকক্ষেণে রাখাক্ষের প্রেমলীলাভিনয় চতুরালীর মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে কতকগুলি সুমিষ্ট সঙ্গীত আছে। অভিনয় দর্শন করিতে করিতে হস্ত সঞ্চরণ করা ছন্দহ। এক কথায় কমিক্ অপেরা চতুরালীর অভিনয়ে বীণা-থিয়েটার-সম্প্রদায় খুব ওস্তাদী দেখাইয়াছেন। বীণার অভিনয়েৎকর্ষতা সৰ্ব্বদা এখনও বাঁহাদের সম্বন্ধে আছে, আমরা তাঁহাদিগকে একবার চতুরালীর অভিনয় দেখিতে অজরোধ করি।”—সময়, ২১এ আষাঢ়, ১২৯৭।

“বীণাতে” আমরা শুক্রবারে “চতুরালী” দেখিয়া আসিয়াছি। দেখিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় ভগবান্দ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গে “চতুরালী” রচনা করিয়াছেন। এবং

রচনা কোশলে, ততোহধিক বিবয়ের শুণে “চতুরালী” বাস্তবিকই মনোহর হইয়াছে।—

“বা লোকস্বরসাদিনী চতুরতা সা চাতুরী চাতুরী।”

এই নিমিত্তই বীণা-রঙ্গভূমে “চতুরালী” দেখিবার সামগ্রী। যিনি দেখিয়াছেন, তিনি আমাদের মতের পোষকতা করিবেন। যিনি দেখেন নাই, তিনি যেন গিয়া দেখিয়া আইসেন। “বীণাতে” দেখিবার বড় সুবিধা। স্বল্প মূল্যে এত সুখভোগ কোথায় পাওয়া যাইবে?—বঙ্গবাসী ২২এ আষাঢ়, ১২৯৭ সাল।

“আমরা গত শুক্রবার বীণারঙ্গভূমিতে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত “চতুরালী” অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় দেখিয়া আশা-ভীত আনন্দলাভ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ ও রাখাল বালকগণের গীতগুলি ও ছাড়াছাড়ি সুশ্রাব্য ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। আজকাল বীণা রঙ্গালয়ে অভিনয়াদি যেরূপ উদ্ভ্রম হইতেছে, সেইরূপ দর্শকদিগেরও বিশেষ বিধা হইয়াছে। আমরা আশা করি, রাজকৃষ্ণ বাবুর বীণারঙ্গভূমিতে চতুরালী অভিনয় দেখিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুকে উৎসাহিত করুন।”—সোমপ্রকাশ, ৩১এ আষাঢ়, ১২৯৭।

“Babu Rajkrishna Roy, the well-known poet and play-wright, has introduced a novel feature in our dramatic literature in the shape of comic operas. Chaturali, the piece yet produced, is having a good run at the Vina Theatre. We were well pleased to see it represented in an excellent style on Friday evening. It abounds in wit and humour and the audience is kept laughing from beginning to end.”—THE HINDOO PATRIOT, July 7, 1890.

“চতুরালী”, “চন্দ্রাবলী” প্রভৃতি ‘কমিক্ অপেরা’ বা কোতুক-নাটিকাগুলি বঙ্গ-সাহিত্যে ও

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের রাজকুক বাবুর অপূর্ণ সৃষ্টি। এবার “চতুরালী” ও “চন্দ্রাবলীতে” তুলনা চলিবে না। তুলনার সমালোচনা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মরকতের শোভার সহিত যেমন পদ্মরাগের প্রভাৱ তুলনা হয় না—মরকত (Emerald) শ্রেষ্ঠ, কি পদ্মরাগ (Ruby) শ্রেষ্ঠ, যেমন বলা যায় না—সেইরূপ ‘চতুরালী’ শ্রেষ্ঠ, কি ‘চন্দ্রাবলী’ শ্রেষ্ঠ, এক কথায় বলিবার যোঁ নাই।

যেমন এক এক দেবতার এক এক প্রভাব, এক এক মানুষের এক এক স্বভাব—যেমন তুমি আমি, তিনি,—তিনি জনই মানুষ—কিন্তু তিনি জনেরই প্রকৃতি বা শিক্ষা স্বতন্ত্র—শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে লক্ষ্যের সহিত সরস্বতীর, বা সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর যেমন তুলনা হয় না; কবিত্ব বিষয়ে কালিদাসের সহিত ভবভূতির, বা, ভবভূতির সহিত কালিদাসের যেমন তুলনা হয় না—সৌরভ বিষয়ে গোলাপের সহিত বেলায়, বা, বেলায় সহিত বকুলের যেমন তুলনা হয় না—মিষ্টতা বিষয়ে ‘ভাংড়ার’ সহিত ‘কজলী’ বা, কজলীর সহিত ভাংড়া আমের যেমন তুলনা হয় না—প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান, সেইরূপ রাজকুক বাবুর ‘চতুরালী’ ও ‘চন্দ্রাবলী’ দুইখানি ‘কমিক অপেরা’ বটে, কিন্তু একখানির সহিত অপরাখানির তুলনা চলে না; দুখানি দুইকমের; স্বতন্ত্র খাড়া প্রভৃতিতে গঠিত।

আর্য্যানের নৃত্য ইংরেজ=ইংরেজিনীদের উৎকৃষ্ট বল নাচের তুলনার কিছুতেই নান নহে। এক্ষণ নৃত্য অনেক উত্তম, চোটা ও শিক্ষার ফল, সন্দেহ নাই।

চন্দ্রাবলী ও রাধার বালক-বেশ পরিহার ও নারী-বেশ পরিধান দৃষ্টান্তগুলি বড়ই মরন-শ্রীতিকর ও মনোবিগ্নকর। বীণা থিয়েটারের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা আন্তরিক শ্রীতিলাভ করিয়াছি।

কুক, রাধালবালক, চন্দ্রাবলী ও রাধা, পরস্পরের হাঁচকা টানের সময় সমস্বরে গীত উচ্চারণ অভি, অমধুর ‘পূর্ণ কোরস’—যেন এখনও কর্ণে লাগিয়া রহিয়াছে।

স্বামাদের সুযোগ্য ইংরেজী সহযোগী ইণ্ডিয়ান মিরর-সম্পাদক, রাজকুক বাবুকে “THE GREAT TRAGIO COMEDIAN OF THE DAY” বলিয়াছেন। গোবর্দ্ধনের মাতা (চন্দ্রাবলীর খাতুড়ী) ভাকুতা গোবর্দ্ধনকে ভূতলে পতিত ও নীরবে অবস্থিত দেখিয়া সখেদে মড়াকান্না ধরণে উৎকৃষ্ট হৃদ-লয় গঠিত যে গীত গাহিয়াছিল, সেইরূপ গীতগুলিই মিরর-সম্পাদকের কথায় বথার্থতা প্রতিপাদন করিতেছে।—বাদালা এক্সচেঞ্জ গেজেট, ২৪শে শ্রাবণ ১২২৭।

বীণার “চতুরালী”র পর “চন্দ্রাবলীর” অভিনয় চলিয়াছে। ইহাও কবিবরের ময়স লেখনী-প্রসূত।—সহচর, ১৫ই শ্রাবণ ১২২৭ সাল।

“সে দিন বীণাতে কবিবরের “চন্দ্রাবলী” অভিনয় হইয়াছে। রসিকচূড়ামণির রসের লীলা লইয়া রসিক কবি রাজকুক সুন্দর খেলা খেলিতেছেন। “চন্দ্রাবলী” ও “চতুরালী” দুইখানি নূতন ধরণের গীতিনাট্য। নাটক দেখিয়া আমোদ উপভোগ ইচ্ছা হইলে আমরা সকলকে বীণার “চন্দ্রাবলী” ও “চতুরালী” দেখিতে আহ্বান করি।”—নবযুগ, ১৬ই শ্রাবণ, ১২২৭ সাল।

“কবিবর রাজকুক রায় অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখক। ইতিমধ্যে তিনি অনেকগুলি সুন্দর নাটক, অপেরা প্রভৃতি রচনা করিয়া, বীণা থিয়েটারে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছেন।”—সহচর।

জ্যোতিষ্ময়ী

উপন্যাস ।

“জ্ঞাতো হি নান্নাতি কৃতং হি কৰ্ম

মমুহ্মলোকে মমুহ্মন্ত কশিৎ

যন্তেন কিঞ্চিচ্ছি কৃতং হি কৰ্ম

তদন্তু তে নান্তি কৃতন্ত নাশ ।

মহাভারত—বনপৰ্ব ।

“বস্মিন্ বয়সি বৎকালে যদ্বিবা যচ্চ বা মিশি ।

যস্মুহ্মন্তে ক্ষণে বাপি তন্তথা ন তদন্তথা ॥”

গরুড়পুরাণ—পূৰ্বখণ্ড ।

প্রথম অংশ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

যুগল বন্ধু ।

কলিকাতাকে City of Palaces' অর্থাৎ প্রাসাদনগরী বলে, কিন্তু এরূপ বলা অপেক্ষা City of Streets and Lanes অর্থাৎ রাস্তা গলীর শহর বলিলে বরং ঠিক হয়। বাস্তবিক কলিকাতা শহরের মধ্যে এত রাস্তা আর এত গলী যে, একজন লোক বাবজীবন এখানে বাস করিয়াও সকল গুলির অনুসন্ধান রাখিতে পারে না। এমনও দেখা গিয়াছে, একজন লোক সমস্ত জীবনের মধ্যে এক বার বই, দুই বার কোন গলীতে প্রবেশ করে নাই। কেহ বা কোন কোন গলীতে মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত একটি দিনও পা গলার নাই।

একটা প্রবাদ আছে, “জলে জল বাধে।” কলিকাতার রাস্তা গলী সম্বন্ধেও ঠিক তাই। দশ বার বৎসরের মধ্যে দেখিতে দেখিতে রক্তবীজের ঝাড়ু বাড়িয়া উঠিয়াছে। নালা খানা নর্দমা বৃদ্ধি হইয়া

মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষগণ লক্ষ লক্ষ টাকার সংস্থান করিয়াছেন আর নর্দমা তটবাসী প্রজা-গণেরও বিলক্ষণ দশ টাকার আর বাড়াইয়া দিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে দুর্গন্ধময় নর্দমার আশায় যে আরগার কাঠা বড় জোর হইতিন শত টাকা ছিল, আজ কাল সেই কাঠার দর হাজার-বার শ.টাকা দাঁড়াইয়াছে। “অপরবা কিং ভবিস্কৃতি।” নর্দমার দুর্গন্ধ, পঙ্কঘ্রাণা দুর্চিরা তদুপরি রাবিস্-টালা, ড্রেনেজওরাল, গ্যাসলাইটের খুঁটিতোলা, জলের কল খোলা গলীর বাহার ফুটিয়াছে। ইহাকেই বলে হুংখের পর হুং—ইহারই নাম নরকভোগের পর বর্গভোগ। কিন্তু বাসেন্দাদের কর্মভোগটা বর্গভোগেও যোগ দিতে ছাড়ে নাই। মিউনিসিপালিটিই তার মূল। টেক্সর উপর টেক্স, গরীব প্রজা কত সহিতে পারে? নিতান্ত কষ্টের বিষয় যে, মিউনিসিপালিটির বর্গরচনা শেষে তৃকাতুরের পক্ষে মকতুমিতে মরীচিকা-জলাশয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপ একটি নর্দমা বাবানো নূতন গলীর ভিতর দিয়া অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ্য পুস্তক হস্তে কলেজে বাইতেছিলেন। এমন সময়ে বিপ-

রীত দিক্ দিয়া আর একটি লোক আসিতেছিল।
দূর হইতে উত্তরের চারি চক্ষুর মিলন হইল।
অমন উত্তরের ওষ্ঠাধরে হাতেরোখা দেখা দিল।
দৃষ্টির সঙ্গে হাসির সৃষ্টি হইলে কি বুঝার? চেনা-
চিনি। অচেনা লোকের কাছে অচেনা লোক
আসিয়া পড়িলে চাওয়াচাওই হয় বটে, কিন্তু হাসি-
হাসি হয় না। যদিও কখন কখন সেরূপ হুলে
এক জনকে দেখিয়া এক জন হাসে, কিন্তু সে
হাসিটা পরিহাসের হাসি। কোনরূপ অদ্ভুত মুখ-
চ্ছবি বা বেশভূষার নক্সা দেখিয়া, সে হাসি ওষ্ঠাধর
কাঁপাইয়া দেয়। কিন্তু অমরকুমার আর সেই
লোকটির হাসি সেরূপ নয়, চেনাচিনির
হাসি।

অমরকুমার দূর হইতেই সেই লোকটিকে
বলিলেন, “কেমন, শ্রামলাল, যা বলেছিলেন; ঠিক
কি না?”

শ্রামলালের পুরা নামটি শ্রীশ্রামলাল ঘোষাল।
অমরকুমারের প্রাণে শ্রামলাল উত্তর করিলেন, “ঠিক,
অমন মনোহর রূপ আমি, বোধ হয়, আর কখনও
দেখি নি।” এই বলিতে বলিতে উত্তরে একত্র
হইলেন। গতিরোধ হইল। পদগতি ধানিল,
কিন্তু জিহ্বাগতি বাড়িল। একটা না একটা
গতি বই মানুষের “গতি” কই? যখন অচেতন
অগৎ সংসার চিরগতিশীল, তখন সচেতন মানুষ কি
একটি নিমেষেরও তরে গতিহীন হইতে পারে?
মানুষের ভিতরে ও বাহিরে বা কিছু আছে, সম-
স্তই একটা না একটা করিয়া গতিবলে দিবারাজ
চলিতেছে। হাত ধামে তো পা চলে—পা ধামে
তো মুখ চলে—মুখ ধামে তো কান চলে—কান
ধামে তো নাক চলে—নাক ধামে তো মন চলে।
মন কিছুতেই ধামে না। জাগার বল, নিদ্রার বল,
মনের গতি কখনই ধামিবার নয়। আবার জাগা
অপেক্ষা নিদ্রার সময় মনের গতির কাণ্ডকার-
খানাটা বেশী। বাহারা স্বপ্নভোগী, তাঁহারা
আমাদের কথার সার দিবে। আবার স্বপ্ন না
দেখে, এমন মানুষ কে আছে? তাই বলিতে-

ছিলাম, একটা না একটা গতি বই মানুষের
“গতি” কই?

শ্রামলালের মুখে নিজের মনোমত কথা
তুলিয়া অমরকুমার অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।
আবার বলিলেন, “তাই শ্রাম, এখন মাঘ মাসের
প্রথম সপ্তাহ। আগামী কালন-মাসেই দিনহির
কোরোচি।”

শ্রামলাল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমার
বিশেষনাথ এই মাঘ মাসেই হ’লে আরো ভাল
হয়। জানই তো, ‘শুভত শীতল’ অশুভত কাল
হয়গম’। শুভ কর্ণে বিলম্ব কেন?”

অমর। তা বটে, কিন্তু বাবাকে এখনও এ
কথা বলা হয় নি।

শ্রাম। (সবিস্ময়ে) সে কি। এখনও চুপ
কোরো আহ? অমন হুন্দরীকে আজ পেলে, কাল
অপেক্ষাকোত্তে নেই। ভাল জিনিষের খোঁদের
বেশী।

অমর। আমি আসিচে শনিবার বাড়ী যাব।
বাবাকে নিজে কিছু বোলতে পারবো না। আমার
ভগিনীগতিকে দিয়ে সমস্ত বলাব। তাঁকেও নিয়ে
যাব।

শ্রাম। সে কথা ভাল। যদি দরকার হয় তো
আমিও বেতে প্রস্তুত আছি।

অমর। (সানন্দে) সত্যি বাবে?

শ্রাম। সত্যি নিখোঁ। কি আবার? আমার
মুখের দুটো কথাতে যদি তোমার মত বদ্বুর কিছু
উপকার হয়, সে তো খুব মুখের বিবর।

অমর। আচ্ছা, তাই, তোমাকেও নিয়ে
যাব, শুক্রবার দিন সন্ধ্যার সময় তোমার বাড়ী
যাব। বেশ গুরুজিহির থেকে না।

শ্রাম। না না; তর নেই, হাজির থাকবো।

অমর। বেলা হোলো, এখন আসি।

শ্রাম। আচ্ছা, শুভবাই।

অমর। শুভবাই।

এই বলিয়া উত্তরে গুরুহাত করিয়া, নিজ
নিজ গন্তব্য স্থানে বাইতে লাগিলেন। অমর-

কুমার কিছু দূর গিয়া, গলী ছাড়াইরা রাস্তার পশ্চি-
লেন; আর তাঁহাকে দেখা গেল না। কিন্তু
শ্রামলাল বিপরীত দিকে বাইতে লাগিলেন, তাঁহাকে
দেখা রাইতে লাগিল। কারণ, ও দিকে অনেকটা
দূর খেলে তবে রাস্তার পড়িবেন। গলীটা উত্তর
দক্ষিণে লম্বা।

এমন সময়ে, যে স্থলে দাঁড়াইরা অমরকুমার ও
শ্রামলাল কথা কহিতেছিলেন, সেই স্থলের পশ্চিম-
পার্শ্ববর্তী একটি বাসি হইতে হই জন প্রোক লোক
বাহির হইরা, গলীতে নামিয়া পড়িলেন। তদ্বাখ্যে
এক ব্যক্তি উঠেঃখরে “শ্রামলাল বাবু ও শ্রাম
বাবু!” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

শ্রামলালের কর্ণে আত্মানন্দ প্রবেশ করিল।
যেমন প্রবেশ, অগ্নি মনোনিবেশ; যেমন মনো-
নিবেশ, অগ্নি বজ্র গ্রীবাধ্বজ। শ্রামলাল ফিরিয়া
দেখিলেন, হইজন ভক্তলোক হাত তুলিয়া তাঁহাকেই
ডাকিতেছেন। শ্রামলালকে ফিরিয়া চাহিতে
দেখিরা, তাঁহারা “আপনাকেই ডাক্টি, একবার
আহুন” বলিয়া আবার ডাকিতে লাগিলেন।
শ্রামলালও ভক্তলোকের আহ্বান-অরোধে এড়া-
ইতে পারিলেন না—বরাবর ফিরিয়া আসিয়া,
তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বিনয়-নন্দ-মুচনে
বলিলেন, “আপনারা আমাকে কেন ডাক্ণেন?
কিছু প্রয়োজন আছে কি?”

“বিশেষ প্রয়োজন আছে” বলিয়া আত্মান-
ন্দারী ব্যক্তি শ্রামলালকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর মধ্যে
গেলেন। অপর ব্যক্তিও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিলেন।

অনন্তর তিন জনে বৈষ্ণবধামার গিয়া উপবেশন
করিলেন। বলিবার পর আত্মানন্দারী ব্যক্তি
শ্রামলালকে বলিলেন, “আপনি বার সঙ্গে এই
কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে কথা কহিলেন, উনি
হৃগলী, জেলার অন্তর্গত তারাপুরনিবাসী বাবু চক্র-
ধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নর? ওঁর ভগিনীপতির
বাড়ী শ্রামবাড়ারে না? ওঁর ভগিনীপতির নাম
চক্রনাথ সুখোপাধ্যায় না?”

শ্রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এই প্রশ্ন তিনটি
করিলেন। তিনরা বলিলেন, “হাঁ, মহাপুত্র আপনি
বা বলিলেন, তাই-কহে।” এই পর্যন্ত বলিয়া
আবার বলিলেন, “আপনার নাম কি, মহা-
শর?”

প্রশ্নকারী উত্তরে বলিলেন, “শ্রীকামাখ্যাচরণ
নাম বহু।”

শ্রাম। নিবাস?

কামাখ্যা। চুঁচুড়া। এখানে হোগোলকুঁড়ের
বাগা।

শ্রাম। বিবর কর্ম কি কুরাহর?

কামাখ্যা। অত্র কোন রকম সুবিধা কোতে
না পেরে আপাততঃ একটা টেলার সপ্ করেচি।

শ্রাম। চোল্চে কেমন?

কামাখ্যা। এই শীতের মোরসোমে বজ্র মল
নর। বিশেষতঃ (অপর ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া)
ইনি আমার বখেটে সাহায্য করেন। এঁর সমস্ত
সেলাই কাপড়ের কাজ আমার দোকানেই হয়।

এই কথা শুনিয়া, শ্রামলাল বলিলেন, “উচিত,
উচিত। ভক্ত লোককে ভক্তলোকের সাহায্য করা
নিতান্ত কর্তব্য।” এই বলিয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে
বলিলেন, “আপনারই এই বাড়ী?”

তৃতীয় ব্যক্তি নন্দবচনে উত্তর করিলেন, “হাঁ,
মহাশর!”

শ্রাম। আপনার নামটি কি, জানিতে ইচ্ছা করি।

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, “শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্র-
বর্তী।”

এই কথা শুনিয়া শ্রামলাল বলিলেন, “নমস্কার,
মহাশর!”

চক্রবর্তী মহাশরও “নমস্কার নমস্কার” শব্দে
প্রতিনমস্কার করিলেন।

এতক্ষণ শ্রামলাল ঘোষাল, কৈলাসচন্দ্র চক্র-
বর্তীকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিজে পারেন নাই।
কারণ, তাঁহার গায়ে একটি সুন্দর কাপড়ের চারম-
কোট ছিল। কামাখ্যাচরণ বহু অত্র সেই চারম-
কোটটি আনিয়া দিয়াছেন।

শ্রাম। কৈলাসে মদন রমণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা
আদান প্রদান হইল, তখনকারই কামাখ্যাচরণ বহু
শ্রামলাগকে “অপান, জাম বাবু” বলিয়া সম্রাট
উত্তর কর লক্ষ্য করিলেন।

কৈলাসচক্র বলিলেন, “আপনার উপাধি কি,
শ্রামলাগ বাবু?”

শ্রাম। ঘোষাল।

কৈলাস। আপনি আমাদের রাষ্ট্রশ্রেষ্ঠ। বেশ
বেশ। এখানে আপনার থাকা হয় কোথা?

শ্রাম। গ্রে হ্রীট।

কৈলাস। বাসা না বাড়ী?

শ্রাম। বাড়ী।

কৈলাস। কি করেন?

শ্রাম। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

কৈলাস। উত্তম।

এইরূপ বাক্যালাপ হইতেছে, এমন সময়ে
মধুরা বেহারী তামাক সানিয়া দিয়া গেল।

দুইটি রূপাধানো হাঁকা—একটি ব্রাহ্মণের,
একটি কারহের। ব্রাহ্মণের হাঁকার তৈয়ারী
তামাকের কলিকা এবং কারহের হাঁকাটি খালি।
ক্রমেই দুই হাঁকার এক কলিকা অদল বদল হইবে।
এখানে মধুরা বেহারীর একটা বিশেষ গুণের কথা
বলিতে বাধ্য হইলাম। অনেক স্থলে দেখা যায়,
দশ বিশটে ডাকাডাকিতেও চাকরের অবাধ্যতার
একছলিম তামাক পাওয়া যায়, হইয়া উঠে, কিন্তু
মধুরাকে একটি বারও ডাকিতে হয় না। সে
নিয়মিতরূপে তামাক ছলিমটি তৈয়ার করিয়া
আনিয়া দেয়। বিশেষতঃ বৈঠকখানার দুই এক
জন ভক্তলোক আসিলে, অগ্রে তামাক দিয়া, তবে
অস্ত কাজ করে। এই লজ্জা মধ্যে মধ্যে কৈলাস
বাবু তাহাকে আদর করিয়া বলেন, “বুড়া মধুরা,
গুরু কর্বুখানা।”

আদরে পলিয়া মধুরা হাসে। মধুরা বুড়া বটে,
কিন্তু কর্ণঠ; পাউতে খুটতে কুটিল নহে।

কৈলাস বাবু হাঁকা লইয়া, অগ্রে নিজে না
থাইয়া, শ্রামলাগ বাবুকে দিলেন। কিন্তু শ্রাম

বাবু সৌম্য দেখাইয়া বলিলেন, “আজ্ঞে না, আমি
না, আমি কি-হয়?”

কৈলাস বাবু সহান্তে বলিলেন, “যে কি,
আপনি অতিথি সন্তান। ইচ্ছে করুন।”

শ্রাম। না, রহস্যময়, আমি কি-হয়, অগ্রে
আপনি।

অল্পকাল কৈলাস বাবু ঘুমপানে মন মিলে।

ইতাবসরে, ভাইলাগ, কামাখ্যাচরণ বহুকে
লিঙ্গাসা করিলেন, “আপনার আর কিছু আমাকে
বলবার আছে?”

কামাখ্যাচরণ বলিলেন, “চক্রের বাক্য পূর
অমরকুমারের সঙ্গে আপনার কিরূপে আলাপ?”

শ্রাম। ওর সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ।
পূর্বে এক সঙ্গে ঘোরাই স্থলে পড়তেন।

কামাখ্যা। ওর বিবাহের কথা কি বোল
ছিলেন? পাণ্ডী কোথাকার?

শ্রাম। এই কোলভাঁড়ার।

এমন সময়ে কৈলাস বাবু শ্রামলাগ বাবুকে
হাঁকা দিলেন।

কামাখ্যা। পাণ্ডীর পিতার নাম?

তামাক খাইতে খাইতে শ্রামলাগ বলিলেন,
“কুককাত চটোপাখ্যার।”

কামাখ্যা। তিনি কি করেন?

শ্রাম। নামটা মনে হচ্ছে না, সেই আকিমে
চাকরি করেন।

কামাখ্যা। পাণ্ডীর আর কে আছে?

শ্রাম। পিতারই নাম। না, নাই, আমি
বোন কেউ নাই।

কামাখ্যা। পাণ্ডীর মরণ কত?

শ্রাম। বারদ্বয়।

কামাখ্যা। নাম কি?

শ্রাম। ঘোমতিবড়ী।

“অতি রমণীয় নাম—সত্যি, সুন্দর নাম”
বলিয়া কামাখ্যাচরণ ও কৈলাসচক্র হাঁকা
করিলেন। এই বার ব্রাহ্মণের হাঁকা হইতে
কলিকা পুগিয়া, কামাখ্যাচরণ নিজে হাঁকার রসাইয়া

বাইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পাত্তী হির কোমেন কে? অমরকুমারের পিতা?”

ভাম। না। পাত্ত বরং খটকে পাত্তী হির কোরেচেন। এই বার তাঁর পিতাকে গিরে এই নব্বকের কথা জানাবেন।

এই পর্বাত বলিয়া আবার বলিলেন, “আপনি অমরকুমারের বিবাহসম্বন্ধীয় কথা কিল্পে জানলেন?”

কামাখ্যা। আশ্চর্য উত্তরে গলিতে দাঁড়িয়ে এই কথার আশাপ কহিলেন, তাই জানতে পেরেচি।

ভাম। আপনাদের তো আমরা কেউ পাই নি।

কামাখ্যা। আমলাটার নীচের কপাট হুখানি বন্ধ ছিল বোলে দেখে পাই নি। গলীটে বাতীর রোরাকের চেয়ে নিচু। তাতে আবার আপনারা একটু দক্ষিণ দিক ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা আপনাদের দেখে পেরেছিলেম।

ভামলাল জবাব হাতে বলিলেন, “তা হ’তে পারে।” কণকাল খাম্বিয়া আবার বলিলেন, “চক্রধর বাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ কত দিনের?”

কামাখ্যাচরণ উত্তর করিলেন, “তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে। তবে তাঁর জামাতা চক্রনাথ বাবুর সঙ্গে সামান্য আলাপ আছে। এক দিন চক্রনাথ বাবু, চক্রধর বাবু এবং তাঁর পুত্র অমরকুমার বাবুকে আমার দোকানে এসেছিলেন। কামিজ, শামিজ, সাট, শিরাণ ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস কিনেছিলেন। আমি চক্রনাথ বাবুর নিকট, তাঁদের পরিচয় পেরেছিলেম। এক দিনের কথা, ঠিক ঠাণ্ডারতে পাচ্ছিলেন না বোলে, আপনাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোরেন।”

এই কথা শুনিয়া ভামলাল বলিলেন, “হী, উনিই চক্রধর বাবুর পুত্র।” তার পর বলিলেন, “তবে এখন আসি।”

“বে আজে।” এই বলিয়া সকলেই পাত্তী-খান করিলেন। ভামলাল অগ্রে বাটার বাহির

হইয়া চলিয়া গেলেন। তার পর কামাখ্যাচরণ বহু, কৈলাস বাবুর নিকট কএকটি টাকা এবং কয়েকটা পশুরী জিনিসের অর্ডার লইয়া বাতী ছাড়িলেন। শেষে বরং কৈলাস বাবু মধুরাকে জানের গরম জল তৈয়ারি করিবার ভার দিল, একেবারে দোকানার ছাদে আরোহণ করিলেন। ইচ্ছা—অগ্রে রোডে গাঃ গরম করিয়া, পরে গরম জল শীত নরম করিবে। এমি নাম কি “বিস্তৃত বিবোধবধু?”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

পূর্ণসংবাদে পূর্বসংবাদ ।

কামাখ্যাচরণ বহু, কৈলাস বাবুর নিকট বিদায় লইয়া বরাবর নিজের টেলার গপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হেড্রা পুর্নগীর নিকট কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে তাঁহার দোকান। দোকানখানি খুব অসামান্য মন্তব্য—সামান্য মন্তব্য নয়। একটি সেলাইয়ের কল, ছয় জন দক্ষি, এক জন সরকার, দুই জন শিকারি এবং নিজে তিনি দোকানখানি চালান। কম বয়সের ছেলে মেয়ে, মাঝারি বয়সের ছেলে মেয়ে এবং বেশী বয়সের ছেলে মেয়ের নানাবিধ পোশাক পরিচ্ছদ শুল্ক তুলিয়া, দেওয়ালে হেলিয়া, বাতাসে হুলিয়া, দোকানখানির শোভা তুলিয়া থাকে। সর্বশুদ্ধ সাতটি. মাসকেস্। অন্তর্গত ছোট বাল, রেশমের বাল, পশমের বাল, অনেক রকম জামা-পাজামা পাটে পাটে পরিপাটি হইয়া আছে। নানা-বিধ টুপি, পাগড়ী, বস্ত্রের কাজকরা কাটা পোশাকও সজ্জিত আছে। সুবক সুবতী, প্রসাদ প্রসাদ, বুদ্ধ বুদ্ধারও যথোপযুক্ত সাজের অভাব নাই।

শ্রীকাল, মাঝি বাস, সুভাষা-বলিয়ারা এখন শ্রীপরিচ্ছদেরই নির্মাণকার্যে বেড়া উরল রোকে পাটিতেছে। কারণ বরং চলিতেছে। কামাখ্যা বাবু পরের অবধানে থাকিয়া, প্রভুর মন বোলাইয়া দিনপাত করার অপেক্ষা এই বাধীন ব্যবসায়ের মন দিয়াছেন, স্বপ্নের কথা। পরাধীন হওয়া অপেক্ষা

নরকভোগ আর নাই। এই নরকভোগ ভুলিয়া বা
দেখিয়া নৈতিক কবি বলিয়া গিয়াছেন;—

“এতারজ্ঞানাকলাং বদধামকৃত্যুজিতা।

যে পরাধীনতাং বাতান্তে চেত্নীবতি কেদুতঃ ৷৳

পরের অধীন না হওয়াই জ্ঞানের সাধনা।
যাহারা পরাধীনতা পাইরাছে, তাহারা যদি জীবিত,
তবে মৃত কে? চাকুরিপ্রিয় বাঙালির, ওকম্বর
ছাড়িয়া, এই নীতিমন্ত্রটি জিহ্বা দ্বারা মনোবশে
সর্বদাই ধ্বনিত করা উচিত।

কামাখ্যাচরণ বহু দোকানে প্রবেশ করিয়া
গান্ন হইতে রামপুরিয়া চাদরখানি খুলিয়া, বখা-
স্থানে তুলিয়া রাখিলেন। তার পর দর্জিগণের
হেড্ দর্জি আলিমুদ্দীনকে নিকটে ডাকিয়া, কৈলাস
বাবুর কনুইস্ মত জিনিষ কমটি তৈয়ার করিতে
বলিলেন এবং বাস্তব মধ্যে টাকা কমটি রাখিয়া, সর-
কারকে কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী নামে জমা করিয়া
লইতে আদেশ করিলেন। এই দুইটি কার্যের পর,
নিজে দোয়াত, কলম, কাগজ লইয়া, একখানি চিঠী
লিখিতে বসিলেন। চিঠিখানিতে এই লিখিলেন;—

“শ্রীশ্রীহুগী

শরণং।

পরমপূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়

জমিদার মহাশয়, শ্রীচরণেশু-

প্রণামপূর্বক সবিনয় নিবেদনমিদং

মহাশয়,

আমি অল্প বিদ্বৎস্বত্রে অবগত হইলাম যে,
আপনার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয়ের আগামী মাসে কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত
বাবু কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী
জ্যোতিষ্মতী দেবীর সহিত শুভ বিবাহ হইবে।
এতদর্থে আমার নিবেদন এই যে, এই শুভ বিবাহে
আপনার কর্তারী ও দাসদাসীগণকে পুরস্কার

দ্বিধার অল্প বেসকল খাল, ব্যাপার, খেস, বসাত
ও অজান্ত; বস্তাদির প্রয়োজন হইবে, আমি তৎ-
সমস্ত পরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি। বাতায় দর
অপেক্ষা আমার নিকট জলত মূল্যে পাইবেন।
আপনার উত্তরলিপি পাইলে নিকটে পুঁহুিয়া প্রয়ো-
জনীয় সামগ্রীর বন্দোবস্ত ও দর দস্তুর করিয়া
আসিব। মতপি আপনি আমাকে না চিনিতে
পারেন, তজ্জন্ত আমি আপনাকে দরশন করাইয়া
দিতেছি যে, গত পূজার সময় আপনি আপনার
পুত্র ও আপনার আমাতা শ্রীযুক্ত বাবু চক্রনাথ
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এ গরীবের টেলার-
সঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং কতকগুলি জিনিস খরিদ
করিয়াছিলেন।

অল্প মঙ্গলবারে তরসা করি, কেয়ং ডাকে
আপনার কুশলসংবাদসহ এই পত্রের অমূল্য উত্তর
পাইব। শ্রীশ্রীহুগীহানে আপনার ও অমরকুমার বাবুর
মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। ইতি সন ১২৯০ সাল,
৬ই মাঘ।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীকামাখ্যাচরণ দাস বসোঃ।

কে, সি, বহুর পরিচ্ছদালয়।

কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট—কলিকাতা।”

এই নাতিদীর্ঘ নাতিদ্রব্য পত্রখানি লিখিয়া,
কামাখ্যাচরণ বহু আর এক বার চট্টোপাধ্যায়
পড়িলেন। পরে একখানি এন্ডেলোপের ভিতর
চিঠিখানি পুঁহিয়া, উপরে শিরোনামা লিখিলেন
এবং একখানি আদ আনা মূল্যের পোষ্টেজ ট্যাম্প
আঁটিয়া সরকারকে ইলিলেন, “পত্রখানা শীগ্গির
সিম্‌লের ডাকঘরে দিবে এস।”

সরকার মনিবের হুকুম তামিল করিল।
হাতের কলম দোয়াতদ্বারা রাখিয়া, খাতা বন্ধ
করিয়া, একখানি আখমরলা একটি কোণে ইহর
কাটা ব্যাপার গায়ে দিল। তার পর ঠনঠনের
পুরাতন চটী গায়ে দিয়া, চটী শটায় করিয়া ডাক-
ঘরে চলিল।

এ দিকে একজন দর্জিকে এক ছিলিম ডামাক

* বিদ্বৎসকলিত হিতোপদেশ, মহত্বেন।

সাজিতে বলিয়া, কাখাখাচরণ বুগলচরণ মেলিয়া, তাকিয়ার উপর চিপোত হইলেন। পা দাঁড়িতে নাড়িতে ভাবিতে লাগিলেন, “ধা কালি। পত্র-লেখার পরিশ্রমটা যেন দিক হয়, মা! পাঠা দিবে তোমার পুত্রো দেবো মা।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চমক চাহনি।

মঙ্গল গেল, বুধ গেল, বৃহস্পতিবার আসিল। বৃহস্পতিবারের বিকাল বেলাকে বারবেলা বলে। হিন্দুর পক্ষে বারবেলাটা মঙ্গলহৃতক নহে, শুভ কার্যের বাধা বিষয়রূপ। আধুনিক ইংরেজ-শিক্ষিত স্বাতন্ত্র্যদীক্ষিত নব্য বাবু ভেদেরা বৃহস্পতি বারের বারবেলাকে Prejudice of the natives বলিয়া হাসেন—হাসিতে হাসিতে কালেন। কিন্তু হাঙ্গুন আর কাঙ্গুন; তাঁদের হুসংকার তাঁদেরি থাকে, আমাদের যেন স্পর্শ না করে। আমরা বারবেলার বল জানি, কাজেই মানি।

বেলা তিনটা পরিশিখ মিনিটের সময় অমর-কুমার বন্দোপাধ্যায় সফরিতা পত্নীর পিজালয়ে আসিবে। পাঠক পাঠিকারা যদি অন্তমনস্কতা বশতঃ ভুলিয়া গিয়া থাকেন, তাই আবার বলি,—অমরকুমারের সফরিতা পত্নীর নাম জ্যোতিষ্মরী এবং জ্যোতিষ্মরী-জনকের নাম বাবু কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণকান্তের পিতার নাম পাঠক পাঠিকারা এখনও জানিতে পারেন নাই, এই বার জাহ্নন,—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বহানব্বারের বাড়িটি কলিকাতার কোন রোড বা স্ট্রীটে নয়, একটি বাইলেনের দক্ষিণে স্থান পাইরা, উত্তরদুখে দাঁড়াইয়া আছে। শীতকাল, স্নতরাং-উত্তরে হাওয়া বাড়ীতে ঢুকিবার ভয়ে, বাহিরের দোর জানালা বন্ধ। বাড়ীটি সমুখে একতলা; প্রবেশদ্বার মাঝারি-গোছের; তাহার পার্শ্বে একটি বসিবার ঘর বা

বৈঠকখানা; তাহার বহির্দিকে দুইটি ছোট ছোট কাঠগরাদে জানালা। কি বার, কি জানালা, কি কড়ি কাঠ, কি বরগা, সকল গুলিতেই আলুকাংরা মাথা।

বাড়ীখানির অবস্থা দেখিয়া বুঝা যায় যে, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তাহার পুত্র কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থা সচ্ছল নহে। কলেও তাই। কৃষ্ণকান্ত বাবু একটি আকিলে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকুরি করেন। এই তো মাসিক আয়, কিন্তু মাসিক ব্যয় ধরিতে গেলে তাহাদের কোন কোন মাসে খণ করিতে হয়; একে তো কলিকাতার পরগা খরচ না করিলে একটু মাটিও পাওয়া যায় না, তাহার উপর আবার নৌকিকতা, কুটুবিভা, ভবত্যাগাল, ডাক্তারের ভিজিট, ঔষধের দাম, রাজকর, মিউনিসিপ্যালিটির নানা প্রকার টেক্স, দারুণালা লাগিয়াই আছে। অল্পবিত্ত ভদ্রলোকের টাকার টানাটানিতে পড়িয়া প্রাণ ব্যয় হইয়া উঠে। তার পর সব্বে সেলা কতাদার! আজ কাল ঘরের বাজারভাও যেরূপ মহার্ঘ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পাস করা বরের বাপ, ক’নের বাপের ভিটার ঘুঘু চরাইয়া টাকার তোড়া বাধিতে যেরূপ স্নক করিয়াছে, তাহাতে বেশ বোধ হইতেছে, শীঘ্রই ইংরেজ গবর্ণমেন্ট একটা “বরকর” আইন জারি করিবেন।

অমরকুমার, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের বাটার দ্বারদেশে আসিয়া দেখিলেন, ভিতর হইতে বহির্দ্বার বন্ধ রহিয়াছে। যেমন “ঝি” বলিয়া ডাকি-বেন, অমনি একটি অপূর্ণ দৃষ্ট দৃষ্টিপথে পড়িল আর “ঝি” বলিয়া ডাকা হইল না। নীরবে সেই মনোমোহন দৃষ্টটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মনে কতই নূতন নূতন ভাবোন্মাদ—প্রাণে কতই নূতন নূতন সুখাধাস, তার সীমা পরিসীমা নাই। দৃষ্টটি আর কিছুই নহে—কপাটপটে খড়িমাটিতে লিখিত “জ্যোতিষ্মরী।”

স্বয়ং জ্যোতিষ্মরীর অকোল হস্তের সইলাক্ষ্য। অকরে হস্তোব্ধের কারিকুরি নাই, অথচ এতব্যক

অক্ষরে কি এক আকাজ্জা ক্ষরিতেছিল। সে আকাজ্জার নিগূঢ় মৰ্ম অমরকুমার বই কে বুঝবে ? প্রত্যেক অক্ষর সাদাসিধা অখণ্ড আকাবাকা, যেন ফুটন্ত গোলাপ ফুল কণ্টকে ভরা। অমরকুমার সেই আশামরী আক্ষরিক “জ্যোতিষ্মরী” দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, “here is the shadowy beauty of my Love !”*

পরক্ষণেই অন্তমনস্কতার সহিত কপাটের কড়া নাড়িতে লাগিলেন। দৃষ্টি কিন্তু রহিল অক্ষর-গুলির দিকে।

এমন সময় অকস্মাৎ ভিতর হইতে কে খিল খুলিয়া দিল। খিল খোলার সহিত কপাট খুলিয়া গেল। অমনি বিদ্যাহেগে অমরকুমারের চক্ষুর উপর কাহার চক্ষু পড়িল। যেমন চোকের দিকে চোকপড়া, অমনি তাহার অন্তর্ধান। তৎক্ষণাৎ অমরকুমার আবার স্মিতমুখে মনে মনে বলিলেন, “here is my Love !” †

এই বার পাঠক মহাশয় ও পাঠিকা মহাশয় বুঝিয়াছেন, অন্তর্ধান করিল কে এবং অমরকুমার-কেই বা “here is my Love !” বলাইল কে ?

স্বয়ং জ্যোতিষ্মরী যিকে ছই পরসার জলধাবার কিনিতে পাঠাইয়াছিল। কিরংক্ষণ পরে বাহির হইতে কড়া নাড়ার শব্দ পাইয়া ঝি খাবার আনিল ডাবিয়া, বালিকা দৌড়িয়া গিয়া খিল খুলিয়া দিল। কিন্তু দেখিল, ঝি নয়, সন্মিত স্বামী। লজ্জা কি আর চাপা থাকে, ফুটিয়া উঠিল। জ্যোতিষ্মরীও ছুটিয়া পলাইল। বিজলীজ্যোতিও বোধ হয় অত ছুটিতে পারে না, জীবন্ত জ্যোতি যত বেগে ছুটিয়া গেল। এই সদর দরজার, এই অন্ধর-কামরার।

ছুটিবার সময় জ্যোতিষ্মরীর পায়ের মল চারি-পাছি অভিষেক শব্দ করিল। যেন তারা বাড়ী গুরু লোককে সজাগ করিয়া বলিয়া দিল, “সাবধান, সাবধান, জ্যোতিষ্মরীর মনচোর আসিয়াছে।”

* এই যে আমার প্রেমপ্রতিভার হাস্যমরী শোভা।

† এই যে আমার প্রেমমরী।

বৈঠকখানার বলিয়া, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, একটি মাঝারিগোছের কলিহঁকার এবং পরশুনে রঙমাখা কাঠের নল লাগাইয়া তাঁহার খাইতেছিলেন। মলের বিবসী স্বমুখমানি তাঁহার কর্ণকূহরে আচম্কা প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে শিহরাইয়া দিল। অমনি বুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় “আরে, হোলো কি ?—কে পোড়লো রে ?” বলিয়া হঁকা হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর যেমন গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিবেন, অমনি অমরকুমার তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিলেন।

“জরোহস্ত। কে ? অমরকুমার ? এস, তাই বোলো।” তার পর সহান্তে বলিলেন, “কাবে তাড়া কোরেছিলে ?”

অমরকুমার নতমুখে একটু হাসিলেন। অনন্তঃ উত্তরে বৈঠকখানার উপবেশন করিলেন।

বৈঠকখানার ঘরখানির মধ্যে প্রায় ঘর জুড়ির ছইখানি পুরাতন তক্তাপোষ পাতা। তত্পরি পুরাতন মাহুর। মাহুরের উপর একখানি আধ ময়লা শতরঞ্চ পাতা। শুটি ছই তিন ছোট ছোট তাকিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বলিয়া বা শুইয়া আছে। তাকিয়াতে মাহুরেই ঠেস্ দিয়া বসে। তাকিয়ার আবার ঠেস্। না হবেই বা কেন। ভগবান্ স্বয়ংই অর্জুনকে বলিয়াছেন,—

“বদ্বন্দ্যচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।”

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা বা আচরণ করেন, ইতর লোকে তাই তাই করিয়া থাকে। মাহুর বখন তাকিয়ার পেটে পিঠ ঠেসান দেয়, তাকিয়া তখন দেওয়ালের পেটে পিঠ ঠেসান দেবে না কেন ?

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুনর্বার তামাক টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসিলেন, “আজ এমন বারবেলাটা মাথার কোরে এসে পোড়লে কেন ?”

“আগামী পরশ্ব শনিবার বাড়ী যাব। বহি কাল না আস্তে পারি, তাই আজ ব’লতে এলেম।”

“তোমার পিতা এর মধ্যে কি কোল্‌কাতার আসবেন ?”

আবার বুদ্ধ রসনাচালন করিলেন। বলিলেন, “তুমি তো, ভাই, জ্যোতিষের অস্ত্র একখানি ভারি আবার সীতার বনবাস আনলে, কিন্তু পড়ার ক্ষেত্রে আমরা সে কেলে লোক, আমাদের বাঙলা বিস্তে বড়জোর বটতলার রামায়ণ, মহাভারত পর্যন্ত। তোমাকেই দেখছি পণ্ডিত কোত্তে হবে।”

অমর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আপনার জ্যোতিষ খুব বুদ্ধিমতী। যখন জীবনচরিত পড়া আছে, তখন সীতার বনবাস পড়তে তত কষ্ট হবে না। আমি আবার সীতার বনবাসের একখানা অর্থপুস্তকও এনেছি।”

বুদ্ধ সহাস্তে বলিলেন, “তবে জ্যোতিষই শুধু খুব বুদ্ধিমতী নয়, তুমিও খুব বুদ্ধিমান। বড় সেরামার কাজই করেছে, ভাই। কিন্তু তোমার বুদ্ধিতে এখনও একটু কাঁচা রস আছে। মানের বই দেখে বিস্তে দেখা পাকা হয় না। আমি জানি, বিস্তে-পুস্তক অর্থকারদের আলার গ্রন্থকারদের পুস্তক মাটি হয়। মানের বইয়ে প্রায় আগাগোড়া ভুল ব্যাখ্যা থাকে। আজ কাল হাটে বাজারে ঘুঘো চিংড়ির মত অর্থপুস্তকের কাঁড়ি ছড়াছড়ি। অধিকাংশই ভুলি।”

“তা বাস্তবিক। কিন্তু এ অর্থপুস্তকখানি একটি উপযুক্ত লোকের লেখা।”

অনন্তর পরাণী বি একখানি বড় রেকাবী করিয়া জলখাবার, একটি ভাল গেলাসে ভরিয়। জল ও ডিপার পুরিয়া পানের খিলি দিয়া গেল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অমরকুমারকে কিকিৎ জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। অমর-কুমার “আজ্ঞে, এ সব আবার কেন? না না, থাক থাক” ইত্যাদি সৌমন্ত্রমুচক বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে চট্টোপাধ্যায় মহা-শয়ও বচনমুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতে ছাড়িলেন না, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ভাই, তোমার বাবা জমিদার, ধনী। তাঁর কিছুই অভাব নাই। কিন্তু জ্যোতিষের ঠাকুরদাদা গরীব গৃহস্থ; সংস্থান নাই। আজ্ঞা, ভাই, নাই খাও। আমিই খাই।

কিন্তু জ্যোতিষের কচি হাতের তোরেরি পানের খিলি কটা কে খাবে?”

বুদ্ধের পাকা পরিহাসে অমরকুমার নতমুখে হাসিতে লাগিলেন। আর বাক্যব্যয় না করিয়া, কিকিৎ জলযোগ করিলেন, কিকিৎ জলপান করিলেন। তার পর কিকিৎ নয়—সমস্ত সজ্জিত খিলি করটি তুলিয়া, ডিপাটাকে বজ্রিত করিলেন। তিনি জানিতেন, বুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছোট পান ব্যতীত খিলি পানকে খোঁচার মত ভর করিতেন।

ডিপা খুলিয়া পানের খিলি লইবার সময় অমর-কুমার জ্যোতিষের চম্পককলিবিবিন্দিত অঙ্গুলি মনে মনে ধ্যান করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলা বাহুল্য, কি, না বলা বাহুল্য? কোন্টা বলিব?

অনন্তর অমরকুমার বুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন, “পূর্বে আপনাদের সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল, আমিও আপনাদের বা বা বোলেছিলাম, আপনারাও আমাকে যা বা বোলেছিলেন, তার কোন অভ্রা হবে না। আমার পিতা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। আমি যা বোলবো, তিনি তাই শুন্বেন। টাকার বিষয় কিছু ভাববেন না।”

“অমর! তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, সচরিত্রতা, আমার এবং কৃষ্ণকান্তের প্রতি বথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি শুনে আমরা বার-বার-নাই সন্তুষ্ট। ঈশ্বরে-চ্ছার শীঘ্র শীঘ্র তোমাদের হু হাত এক হলেই আমাদের আশা পূর্ণ হয়। আমাদের আর্থিক অবস্থা অতি মন্দ, কিন্তু এমন অবস্থাতেও তোমার মত সংপাতি পাওয়া আমাদের পরম ভাগ্য। তুমি আমাদের বেকর আশ্বাস দিয়েচো, তাতে আমরা তোমারই উপর নির্ভর কোরে রইলেম।”

“আপনারা নিশ্চয় আনবেন যে, যদি পূর্বের মূর্খা পশ্চিমের উদয় হয়, তথাপি আমার কথা কখনই নড়বে না। আজ আমি এখন আসি।”

“কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে দেখা কোরবে না?”

“আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আপনি তাঁহাকে অজুগ্ৰহ কোরে আমার সমস্ত কথা বোলবেন। প্রণাম।”

“আচ্ছা, তাই, এস তবে।”

অমরকুমার দুইখানি পুস্তক রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

শুভযাত্রার বন্দোবস্ত ।

শুক্লবার সন্ধ্যার সময় শ্রামলালের সহিত অমরকুমারের সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল। আজ শুক্রবার। অমরকুমার ঠিক সন্ধ্যার সময় শ্রামলালের বাড়ী গেলেন। গিয়া দেখিলেন, শ্রামলাল গরুহাজির। শ্রামলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইলাল সে সময়ে আর একটি বালকের সঙ্গে বাহিরের ঘরে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছিল। কানাইলাল, অমরকুমারকে দেখিয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া সম্মান সহকারে “আসুন, আসুন, বসুন” বলিয়া, অভ্যর্থনা করিল।

“তোমার দাদা কোথা?” বলিয়া, অমরকুমার একখানি চেয়ারের উপর বসিলেন।

“তিনি নরেন্দ্র বাবুর বাড়ী গিয়াছেন। এই কাছে বাড়ী। আমি এখনি ডেকে আনি। আপনি একটু বসুন।” এই বলিয়া কানাইলাল তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

অমরকুমার উপবিষ্ট বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি?”

বালক ধীরে ধীরে উত্তর করিল, “শ্রীনিললাল দে।”

“তোমার বাড়ী কোথা?”

“এই বাড়ীর পশ্চিম দিকে তিনখানা বাড়ীর পরে, ২৫১২ নম্বর।”

“তুমি কোন ইন্সুলে পড়?”

“মেট্রোপলিট্যান ব্রাঞ্চ ইন্সুলে।”

“কানাইলালও সেই স্কুলে পড়ে না?”

“আজ্ঞে হাঁ। কানাই আর আমি কোর্থ ক্লাসে পড়ি।”

এইরূপ উত্তরের প্রসঙ্গের চলিতেছে, এমন সময়ে তড়াতাড়ি শ্রামলাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কানাইলালও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল।

শ্রামলালকে দেখিয়া, অমরকুমার সহাস্তমুখে বলিলেন, “তুমি গরুহাজির”

“না, তাই, হাক্ হাজির।” শ্রামলাল হাসিয়া এই কথা বলিলেন। বলিতে বলিতে আর একখানা চেয়ারের উপর বসিলেন। তার পর কানাইলাল ও ননিলালকে বলিলেন, “তোরা উপরের বৈঠকখানার গিয়ে পড়গে বা!”

ছোটের আদেশ ও পুস্তক বহন করিয়া কানাইলাল, ননিলালকে লইয়া উপরের বৈঠকখানার গেল।

অনন্তর শ্রামলাল অমরকুমারকে জিজ্ঞাসিলেন, “কেমন হে, কালই তো বাড়ী যাবে?”

“তা আবার ছ বার কোরে বোলতে।”

“চন্দ্রনাথ বাবু কি তোমার সঙ্গে যাবেন, না আকিসের ফেরতা স্বতন্ত্র যাবেন?”

“তিনি আকিসের ফেরতা স্বতন্ত্রই যাবেন। আমাতে তোমাতে একসঙ্গে যাব।”

“কোন সময়ে যাওয়া ঠিক কোরেচো?”

“আহারাদির পর ১২টার ট্রেনে।”

“১২টার ট্রেনে হবে না বোধ হয়। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। সেটা গেরে দেড়টার ট্রেনে যাব—কেমন?”

“আচ্ছা, তাই ভাল।”

“ও অমর, পান টান পেরেছ?”

“কর্তা গরুহাজির, সুতরাং গিন্নির হাজিরিতে তো পান পাওয়ার আইন নেই।”

“আচ্ছা। এই বার এদিকে কর্তা হাজির, ও দিকে গিন্নী হাজির, মাঝখানে পান হাজির করা যাচ্ছে।” এই বলিয়া উঠেঃঃঃ ডাকিলেন,

“কেনো—ওরে কেনো!”

উপর হইতে, আওয়ারা আসিল, “বাচ্চি, দাদা!”

“ওরে, বাড়ীর ভিতর থেকে গোটা আটেক পানের খিল নিয়ে আর তো।”

“আচ্ছা।”

কিরতলা পরে কানাইলাল একটা খাগড়াই কাগার ডিপা ভরিয়া পান দিয়া গেল।

শ্রামলাল ডিপা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “পান হাজির; হাজিরি খাও।”

হাতমুখে অমরকুমার দুইটি খিল তুলিয়া লইলেন। একটি মুখে দিলেন, একটি হাতে রাখিলেন।

শ্রামলাল কিন্তু বিপরীত চালে চলিলেন। তাঁর পান খাওয়াটা বড় ঘন ঘন। একটা সম্পূর্ণরূপে চর্কিত হইতে না হইতে আর একটা বদনে সম্পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

তদর্শনে অমরকুমার পরিহাসজ্বলে বলিলেন,

মাই ডিগার হোমিওপ্যাথ! মেডিসিনের চেয়ে আওয়ারকাটার প্র্যাকটিস্টে খুব দোরস্ত কোরেচো দেখ্‌চি।”

“আমার, তাই, বড় অবলের আমেজ আছে।”

“তোমার হোমিওপ্যাথির বাস্তবতে তার ওষুধ নেই?”

“আছে। কিন্তু পান তামাকের আবার হোমিওপ্যাথিক ড্রুপে সানার না।”

“রোগীর বেলায় নিয়মপালনের আঁটা-আঁটি, আর নিজের বেলায় দাঁতকপাটা।”

“তা বটে। কিন্তু বটে না।”

“না বটাটা বড় দোষের কথা। ডাক্তারের হাতে মুখে মনে সমান হওয়া চাই। না হ’লে রোগীর চিকিৎসা করা ঠিক হয় না।”

“তা হবে, তা হবে। এখন এস, দুজন খা কটে রিজি খেলি। কাল এক ঘোড়া গিল্ডেডেড তাস এনেছি।”

“না, শ্রামলাল, আজ তাস কাস খেলতে পারবো না। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।”

“নেহাৎ উঠবে দেখ্‌চি। আচ্ছা, কাল বেলা

বারটার সময় আমার এখানে এস। একসঙ্গে রঙনা হব।”

এমন সময়ে একটি লোক সেই বাড়ীর বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এই বাড়ী কি শ্রামলাল ডাক্তার বাবুর?”

শব্দ শ্রামলাল বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তৎক্ষণাত্ বৈঠকখানার ভিতর হইতে সাড়া দিয়া বলিলেন, “হাঁ, এই বাড়ী।”

এই বলিয়া শ্রামলাল তৎক্ষণাত্ গাত্রোথান করিয়া সদর দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একটি আধবুড়া লোক একখানি চিড়িয়াবুটী আমিরার গারে দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথাও ডাক আছে কি?”

আগন্তুক লোকটি উত্তর করিল “ডাক কি, মশার?”

“কোথাও কি আমাকে কুগী দেজ্‌তে যেতে হবে?”

“আজ্ঞে না। আপনার নাম শ্রামলাল বাবু?”

“হাঁ, আমারি নাম।”

“আপনার এখানে কুমার বাবু আছেন?”

“কুমার বাবু কে?”

“বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।”

বৈঠকখানার মধ্যে অমরকুমার বসিয়াছিলেন। নিজের নাম শুনিয়া, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ও?”

“আজ্ঞে, আমি বিশদাস সরকার। এই যে আপনি এখানেই আছেন। প্রাতঃপ্রণাম।”

অমরকুমার চিনিলেন। শব্দবাস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আজই বাড়ী থেকে এলে না কি? বাবা কেমন আছেন? মা কেমন আছেন? বাড়ীর আর আর সকলে কেমন আছেন?”

“সকলেই ভাল আছেন।”

“তুমি কেমন আছ?”

“আপনার আশীর্বাদে আছি ভাল।”

“আমি এখানে আছি, তুমি জান্‌লে কিরূপে?”

“জামাই বাবুর বাড়ী এসে শুন্‌লেম, আপনি

এখানে আছেন। তাঁর কাছে সন্ধান নিয়ে বরাবর চোলে এলেন।”

“সেখানে না জিরিয়ে, একেবারে এখানে আস্-
বার এত ভাড়া কেন?”

“কর্তা মহাশয় একখানি পত্র দিয়েছেন। তাঁর
তুমু আছে, অগ্রে আপনাকে সে পত্রখানি দিয়ে,
তবে অত্র কাজ করবো।”

অমরকুমার একটু ব্যস্ত হইলেন, বলিলেন,
“কই সে পত্র? ব্যাপার কি?”

“এই নিন্ বলিয়া বিপ্রদাস, অমরকুমারের হস্তে
একখানি পত্র দিল।

অমরকুমার ভাড়াভাড়ি পত্র খুলিয়া, বৈঠক-
খানার চুকিয়া, চিম্নিওরালা কেরোসিন্ ল্যাম্পের
আলোকে মনে মনে আভোপাস্ত পাঠ করিলেন।
পড়িবার পর মুহু হইয়া বলিলেন, “রক্ষা হোক।
আমি ভেবেছিলাম, না জানি বাড়ীতে কি একটা
বিভ্রাট ঘোট্টে।” তার পর সরকারকে বলিলেন,
“কেন, তিনি তোমাকে এই শীতের সময় বুখা কষ্ট
দিয়ে কোলকাতার পাঠালেন?”

সরকারের উত্তর দিবার অগ্রেই শ্রামলাল
কোতুহলপূরিত চিত্তে জিজ্ঞাসিলেন, “অমর!
ব্যাপারটা কি?”

অমরকুমার বলিলেন, “বাবা পত্র লিখেছেন,
কল্যাণনিবার প্রাতেই আমাকে বাড়ী যেতে হবে,
বিশেষ কি একটা কাজ আছে।”

শ্রামলাল, বিপ্রদাস সরকারকে বলিলেন,
“কাজটা কি?”

বিপ্রদাস উত্তর করিলেন, “আজ্ঞে, আমি তা
জানি নি। কর্তা মহাশয় আমাকে তা বলেন
নি।”

অমরকুমার বলিলেন, “কাল সকালে বেতে
পারবো না। দেড়টার ট্রেনে যাব।”

শ্রামলাল বলিলেন, “আমার লজ্জাই বোধ হয়
তুমি প্রাতে যেতে পারো না?”

অমরকুমার উত্তর দিলেন, “হী, তাই।”

শ্রামলাল বলিলেন, “আচ্ছা, সকালের ট্রেনেই

যাব আমার আবশ্যকীয় কাজটা না হয় এর
পরেই হবে।”

অমরকুমারের আনন্দ হইল। বলিলেন, “তু
হ’লে রুড়ই ভাল হয়। বাবার আদেশমত কাজ
কোরে, তিনি নিতান্ত সন্তুষ্ট হবেন।”

শ্রামলাল বলিলেন, “পিতা মাতাকে সর্বদা
সন্তুষ্ট রাখা, তাঁদের আদেশমত কার্য করা পুত্রের
অবশ্য কর্তব্য। আমিও জানি, তুমি পিতা মাতার
আদৌ অবধ্য নও।”

অমরকুমার বলিলেন, “তবে আমরা এখন
আসি। কাল ভোরে একখানা সেকেন্ড ক্লাস
গাড়ী নিয়ে তোমার কাছে আসবো। তুমি মুখ
হাত ধুয়ে ঠিকঠাক হোয়ে থেকো।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন, “আমার লজ্জা চিত্তা
নাই।”

অনন্তর পরস্পরে “শুভ্বাই” হইল। বিপ্রদাস
সরকার সে খার খায়েও না, খারিলেও পারে না।
হুতরাং সে “প্রাতঃপ্রণাম” বলিয়া বিদায় লইল।

বিপ্রদাসকে লইয়া অমরকুমার প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রূপ ও রূপো।

শুক্রবারের রজনী ক্রমাগত কএক ঘণ্টা কাল
পরিপ্রাস্তা ধরদিকে নিম্নের ঘুমপাতানো কোলে
ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া, শেষে নিজে ক্লান্ত হইয়া
পড়িল; আর কোলে রাখিতে পারিল না। ঘুম
ভাঙাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু চেষ্টা
ফলবতী হইল না। রজনী ঘুম পাড়াইতে জানে,
কিন্তু ঘুম ছাড়াইতে জানে না। মাহুকের ভিতরেও
অনেক রজনী আছে। তারা অপরকে জালে

জড়াইতে বেশ মজবুৎ, কিন্তু জাল ছাড়াইবার
বেলা বিশ ক্রোশ দূরে সরিয়া দাঁড়ায় ।

অবশেষে নিরুপায় হইয়া, রজনী উষাকে
ডাকিল কাকুতি মিনতি করিল, কানে কানে কি
বলিল । উষা অমনিসুচক হাসি হাসিল । ধরণী
জাগিল, রজনী ভাগিল ।

উষার অশ্রু হস্তচ্ছটার ধরণী জাগিল, রজনীর
কোল ছাড়িল, কিন্তু চক্ষে তখনও কেমন এক
ঘুমের বোর জড়াইয়া থাকিতে নড়িয়া চড়িয়া বেড়া-
ইতে পারিল না ।

উষা দেখিল, আরো একটু তীর টোটকা
প্রয়োগ না করিলে, আশ্রমরা ধরণী জীবন্ত ভাব
ধরিবে না । অমনি হাত বাড়াইয়া, পূর্বাকাশের
আবরণ খুলিয়া ফেলিল । যেমন আবরণ খোলা,
অমনি প্রকাণ্ড লাল গোলা । সেই অপূর্ণ লাল
গোলাটির লাল ছটা নিমেষমধ্যে ছুটিয়া আসিল,
চারি দিকে ছুটিয়া উঠিল, ধরণীর ঢুল ঢুল চক্ষে
আঁতা ছিটাইল । আর ঘুম ! একেবারে জাগার
ঘুম !

অজুত পরিবর্তন ! বিচিত্র পটক্ষেপ ! আশ্চর্য্য
দৃশ্যলেন ! চমৎকার কাললীলা ! এই কতক্ষণ
পৃথিবীব্যাপিনী যে নিরজীবতা মীরবে অসাড় হই-
য়াছিল, দেখিতে দেখিতে সেই নিরজীবতা সজীবতা
লাভ করিয়া, সরবে লাড় হইল, সাড়া দিল । যেন
কি এক মহামন্ত্রে প্রকৃতির মোহবিকার ঘুচিয়া
গেল ।

দেখিতে দেখিতে সকল দিকেই কোলাহল ।
শূভ্রে কোলাহল—নিম্নে কোলাহল—সম্মুখে কোলা-
হল—পশ্চাতে কোলাহল—পার্শ্বে কোলাহল ।
কেবল কোলাহলেরই খেলা । পাছে পাখী—
আকাশেও পাখী ; কাননে পশু—ভবনে পশু ;
ঘরে মাহুঘ—বাহিরে মাহুঘ—বাটে মাহুঘ—বাটে
মাহুঘ—রাটে মাহুঘ—হাটে মাহুঘ । সকলেরই
কণ্ঠের চাবি খুলিয়াছে—কোলাহলের লহরী খেলি-
য়াছে ।

প্রথম প্রভাতের এই কোলাহললহরী পলা-

তীরস্থ তারাপুরেও স্রব তুলিয়াছে । তারাপুরের
ঘরে ঘরে নানারূপ স্রব উঠিতেছে, কিন্তু সকল
স্রবের আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই । আপা-
ত্যতঃ একটা গলার স্রব ধরি । সে স্রবটা এই—
“আজ তোমি এক দিন, কি আমারি এক দিন ।”

এই স্রবটা উঠিল চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
লেপের তলার, ফুটিল তাঁরি গলার । হঠাৎ এমন
সময়ে নবীন প্রভাতে লেপের নীচে ভগবানের
নামস্রব না উঠিয়া, এমন বেয়াড়া স্রব উঠিল কেন ?
জানি না । না না, জানি—“ভাবনা বাদুশী যন্ত,
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ।” চক্রধরের যেমন ভাবনা,
সিদ্ধিও তেমনি । কখন কখন কার্য দেখিয়া
কার্য বুঝা যায় ; কখন কখন কার্য দেখিয়া কারণ
বুঝিতে হয় । এখানে চক্রধরের কার্য দেখিয়া
কারণ অনুমান করিতে হইবে । “আজ তোমি
এক দিন, কি আমারি এক দিন” স্রবটা কার্যে,
স্রবত্যাং কারণও তাই । অতএব “ভাবনা বাদুশী
যন্ত, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ।” মন অগ্রে কথা কর,
মুখ শেষে সেইটি প্রতিধ্বনিত করে । অতএব
সিদ্ধান্ত হইল,—“ভাবনা বাদুশী যন্ত, সিদ্ধির্ভবতি
তাদৃশী ।”

কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি তুলিতে
পারেন ।—অনেকে তো মনে যে কথাটা কর, মুখে
ঠিক তার বিপরীত বলে । তবে “ভাবনা বাদুশী
যন্ত, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী” প্রোকার্জটা খাটিল কই ?
তা বটে, কিন্তু যারা মনে মুখে তফাৎ রাখিয়া কথা
কর, তারা মাহুঘ নয়, তারা সিঁহতীর ছুরি—ভিতরে
বিষভরা, উপরে কীরপোরা জালা—উপরে দান-
চাপা, ভিতরে ভয়ঙ্কর গভীর কূপ ! এইরূপ
গুণ-(!)-বিশিষ্ট ফুটিলদের দ্বারা পৃথিবীর পনর
জানা অংশ পুরিয়া গিয়াছে । পৃথিবী নরক হই-
য়াছে !

চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধ, তার আবার
দেহটি বাতব্যাধির আধার । বিশেষতঃ শীতকালে
সেই ব্যাধিটার বড় বাড়াবাড়ি । এই অন্তই হউক,
বা অপর কোন কারণেই হউক, বুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়

বহির্কটীর দোতলার একটি মধ্যম গোছের প্রকো-
ঠেই একাকী রাত্রিযাপন করেন। তিনি ধনী,
তায় জমীদার ; সুতরাং তহপযোগি গৃহ, গৃহসজ্জা
ও শরনোপকরণ ।

“আজ তোরি এক দিন, কি আমারি এক
দিন” বলিয়াই সুখচাপা লেপখানার খানিকটা
উন্টাইয়া ফেলিলেন। বাহারটা বড় জুংসই হইল।
যেন মস্ত বোচকার ভিতর হইতে একটা বড় ওল
বাহির হইয়া পড়িল।

অনন্তর চক্রধর আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলেন,
গা ভাঙিলেন, হাই তুলিতে তুলিতে উঠিয়া দাঁড়া-
ইলেন, আস্তে আস্তে গিয়া দরজার খিল খুলিলেন।
প্রথমে হড়াং—তার পর কড়াং কৌ করিয়া
কপাটে শব্দ হইল। কপাটের শব্দের সঙ্গে চক্র-
ধরেরও গলার শব্দ হইল। শব্দটা এই—“জোগো,
তামাক দে, জল আন।”

জোগো তৎক্ষণাৎ গাড়ু গামোছা ও ডাবর
আনিল। কর্তা বাসি সুখ টাটুকা করিলেন।
তার পর আস্তে আস্তে বারান্দার পারচারি করিতে
লাগিলেন। জোগো একখানি কেদারা রাখিয়া
গেল। কিয়ৎকাল পরে কাশীর কলিকার তরিয়া
এক ছিলিম গুয়ার তামাক তরিবৎ করিয়া আল-
বোলায় বসাইয়া দিয়া গেল। কর্তা মহাশয় গারে
একখানা ভাল বালাপোস্ জড়াইয়া, কেদারার
জম্পেস্ হইয়া বসিলেন। তামাক টানিতে লাগি-
লেন। একে শীত, তার বুড়া, তার আবার
সকাল বেলায় পূরা কফের সময় তামাকে টান।
কাজেই থক্ থক্ করিয়া কাসিতে লাগিলেন।
কাসির শব্দ গাইয়া জোগো তৎক্ষণাৎ একটা বড়
পিকধান-হাজির করিল। আধারে আধের জমিতে
লাগিল। কিয়ৎকাল এইরূপে গত হইল। পশ্চাতে
অথচ কিছুদূরে জোগো দাঁড়াইয়া নতুন ফরমাইসের
অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় শোচ ক্রিয়ার অল্প
প্রস্তুত হইলেন। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়া-
ইলেন। জোগোর হাতে বালাপোস্ পেস্ করি-

লেন। গারে রহিল একটা পিরাণের উপর বাদামী
রঙের ক্রানেলের জামা।

যখন হাত পাতিয়া জোগো বালাপোস্ লুইতে
ছিল, তখন চক্রধর আপনা আপনি অথচ কিছু
ঝোর আওয়াজে বলিয়া ফেলিলেন, “আজ তোরি
এক দিন, কি আমারি এক দিন।”

জোগো ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। বলিল,
“আজ্ঞে, আমি কি কোরেচি।”

চক্রধর নিরন্তর।

জোগো ভাবিল, “সর্বনাশ হোলো বুঝি।”
তৎক্ষণাৎ বলিল, “আজ্ঞে, তামাকটা রস মোরে
একটু কড়া হয়েছে। আজ টাটুকা তামাক এনে
মিশিরে নরম কোরুঝো।”

“বা তুই পাইখানার গাড়ুতে জল দিও
যা।”

“যে আজ্ঞে” বলিয়া জোগো চলিয়া গেল
যথাহানে কর্তা বাবুর বালাপোস্ রাখিয়া, পার-
খানার গাড়ুতে জল ভরিয়া কিরিয়া আসিল।
চক্রধর কানে পৈতা জড়াইয়া শোচ ক্রিয়ার শুভ
যাত্রা করিলেন।

* * * * *

অল্প বৃষ্টি পরে বেধানকার চক্রধর, আবাসী
সেই খানেই বিরাজমান। অল্প দ্বিতীয় দফা তামাক
যোগাইল। মনে বড় ভয়, না জানি কি হয়
ভয় কিন্তু ভুটিয়া গেল। কেন না, বৃদ্ধ এ বার
বুবার জোরে ধূমধূমাকার করিতে লাগিলেন
প্রভাতসূর্যের অলোক রোজ বারান্দার বিছাই
পড়িয়াছিল। সেই রোজে ঘোরার ছায়া উড়িয়া
বারান্দার সানে পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তকে ছোট ছোট
কাঁচা পাকা চুল, ওঠের উপরে কাঁচা পাকা গোঁব
দাড়িতে চুল নাই। বৃদ্ধের রঙটা ফর্সা, তবে
না শীতের প্রকোপে কিছু মলিন হইয়াছে। উত্তর
হাওয়ার সুখের চেহারা ততকটা প্রকাণ্ড
গিয়াছে। মন মন স্মৃতিকরণ বৃদ্ধের পৃষ্ঠ মস্ত
তত্ত্ব করিতেছে।

কিরংকর্ণ রোগ পোহাইতে পোহাইতে আর আমাক টানিতে টানিতে কাটিয়া গেল।

এমন সময়ে একজন ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘটক কর্তাকে নমস্কার করিল, কর্তাও প্রতিনমস্কার করিলেন। তার পর জগু আর একখানা কেদারা দিয়া গেল। ঘটক ঠাকুর “হরি হে, পার কর” বলিয়া কেদারার নিতম্বস্থাপন করিলেন। এই ঘটকের নাম পঞ্চানন ঘটক, নিবাস বাশবেড়িয়া। কিরংকর্ণ পরে জগু একটা বাঁধা হাঁকার আর এক হিলিম গুড়ুক দিয়া গেল। পঞ্চানন একাননে একমনে ধূমসেবনে নিমগ্ন হইলেন। অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন, তামাকটা বড় পিরারের জিনিষ হইল।

ঘটক ঠাকুর চক্রধর ঠাকুরের প্রায় সমবয়স্ক। এখানে “প্রার” শব্দের অর্থ “হর কিছু কম” বা “নর কিছু বেশী”। ঘটকেরা সাধারণতঃ বাক্চতুর ও বাগ্মণিক হইয়া থাকে। এ ঘটকটিও তাই। বড় মাহুঘের (যদিও সকল বড় মাহুঘ নর) বাড়ীতে আর কিছু হটক বা নাই হটক, তামাকটা ভাল পাওয়া যায়। তাই পঞ্চানন ঘটক মনের মত তামাক টানিতে টানিতে কর্তাকে বলিলেন, “মহাশয়, অনেক দেখে শুনে বুকে জুকে শাস্ত্র-কারেরা গরাত্তেই পিণ্ডদানের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করেন। বাস্তবিক, যে গরার তাম্রকূটপিণ্ডও এত মিষ্ট, না জানি, সে গরার প্রেতাপিণ্ড কত উৎকৃষ্ট!”

এই কথা শুনিয়া, চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় রহস্তবিরক্তিতে উত্তর করিলেন, “এখানেও প্রেত-পিণ্ডের আরোজন হয়েছে।”

“কর?”

“আমার।”

“বালাই। আপনার এমন কি বেশী বরেন হয়েছে যে, পিণ্ডের আরোজন? তবে এক আধটু বাত; তা কার না আছে? বাস্তবিক বই মাহুঘ কই? আপনার ভায় বড় লোকদের বাত তে বাত, আলীবন শয়াকাত রোগ আছে। তাতে

কি আসে যায়? আপনারা একটু আধটু পীড়া ভোগ না কোলে, কিমেলী ডাক্তারদের ‘চলে ফিনে?’”

“কিমেলী ডাক্তার কি?”

“ঐ যে বাঁরা ওষুধ দিয়ে হৃদ নিয়ে কারেমী-হালে মোতারেন হন।”

“ও, তাঁরা কিমেলি ডাক্তার নন, ক্যামিলি ডাক্তার। বাকে বালাশার পারিবারিক চিকিৎসক বলে।”

“ও একই কথা। তা বাক্, পিণ্ডটার আর কি কোন অর্থ আছে? আপনার রহস্ততে একটু বিরক্তি মিশেচে দেখছি। আজ আপনার মুখ-খানিতেও বেন জুখ হাল্চে না। একরূপ রহস্তের রহস্তটা কি, অজুগ্রহ কোরে বোলে নিতান্ত বাধিত হই।”

“বাস্তবিক বল্চি, আমার পিণ্ডের আরোজন বা বড়বয় হয়েছে।”

“জীবদ্দশাতেই পিণ্ড! কি বল্চেন, বুঝ্চে পাচ্চি নি।”

“আমার পিণ্ডের সঙ্গে তোমারও পিণ্ড।”

“বলেন কি?”

“এই দেখ।”

এই বলিয়া চক্রধর নিজের আমার জেব্ হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া, ঘটক ঠাকুরের হস্তে দিলেন। এ সেই পত্র। গত মঙ্গলবার কলিকাতার সেই কামাখ্যাচরণ বহু এই পত্রখানি চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ডাকে পাঠাইয়াছিলেন।

পঞ্চানন ঘটক পত্রখানি লইয়া পড়িতে গেলেন, কিন্তু চক্ষু পড়িতে দিল না। কাজেই বেনিয়ানের বগী হইতে বরোটেবরি চক্ষুর ব্রহ্মাজ বাহির করিলেন। ব্রহ্মাজ-চক্ষু। ঘটক ঠাকুর যুগল চক্রে চক্ষু লাগাইয়া, পত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ঘটক পাঠকের পাঠ সমাপন হইল। পাঠের পর ফলশ্রুতি চাই, নহিলে পাঠ ব্যর্থ হয়। সুতরাং তাও হইল। ঘটক ঠাকুর গভীরভাবে বলিলেন, “হঁ তাই তো, পিণ্ডই তো বটে।”

পত্রপাঠের এই কলঙ্কতি ।

চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, “কেমন, ঘটক, হুজুরেরই পিণ্ডি চটুকান হয়েচে না ?”

ঘটক কতকটা বিমর্ষ হইলেন । বলিলেন, “এ পিণ্ডলোপের এখন উপায় কি ?”

চক্রধর বলিলেন, “তুমি দশ টাকা পাবে বোলে কত বার আনাগোনা, দোকান বাপ কোচ্ছো ।”

“আমি সামান্য টাকা না হয় নাই পেলেম, কিন্তু আপনার যে অনেক টাকা মারা যাবার পিণ্ডি দেখছি । এ দিকে এক রকম সব ঠিক ঠাক বোলেই হয়, ও দিকে এ আবার কি বিভ্রাট ।”

“আজ কালের ছেলে পিলে এই রকমই হয়েচে । ইংরেজি বিজ্ঞের এই এক গুণ । ইংরেজিশেখা ছেলে বাপ মাকে মোলে পিণ্ডি দেয় না, দেয় জ্যাত্ত বেলায়তই । সত্যি মিথ্যে, ঘটক, এই হাতে হাতে তার প্রমাণ দেখ । হু দশ পাত ইংরেজী শিখে ছেলেগুলো বাপ মাকে নিপাত কতে আরম্ভ করেছে । তারি অবাক, তারি বেজাচারী !”

“তা বটে, কিন্তু আপনার অমরকুমার তো তেমন ছেলে নয় । আপনার প্রতি বধেই ভক্তি ।”

“তাই চুপ চুপ নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির যোগাড় হয় কোরে রেখেচে । আমি এর বিদ্যুৎবিগর্ভ এ পর্যন্ত জান্তে পারি নি । ভাগ্যে এই পত্রখানা পেরেছিলেম ; নয় তো বিবাহ তো হুকিরেই সেরে ফেলতো । ফেলতো কেন, ফেলেচেই বা ।”

“তাই তো, আপনার অমন ছেলে এমন হল । ছেলের দোষ নয়, বিজ্ঞের দোষ । বাস্তবিক, মহাশয়, ছেলে পিলেকে ইংরেজি কিংরিজি শেখাতে নেই । তার চেয়ে গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকে, সেও বহুৎ আচ্ছা ।”

“ঘটক, তা তো জানি, কিন্তু এখনকার বাজারে ইংরেজি বিজ্ঞেতে পাস হতে না পালে যে, এ দিকে ছেলের যাবার ভাগ্যে পাশ । তুমি অমন একজন সবপাস ঘটক হয়ে মূল ভুলে গেলে !”

“তা বটে, তা বটে ! বি, এ, পাস বিজ্ঞের চাব

—কলঙ্কভার পলায় কাঁদ—বরকর্তার টাকার রাশ ।”

“তাই তো বলছি, সাধ কোরে কি আর অন্যরাকে পাসের উপর পাস করাবি !”

“কিন্তু বেশী পাসে শেষে একপেশে হয়ে পড়লো যে !”

“আবার সোজা কোরবো । তারও যোগাড় হয়েচে । জানই তো, যেখানে মুকিল, সেইখানেই আপান । এই পত্রখানা একবার পড় ।” এই বলিয়া জামার জেব্ হইতে আর একখানা পত্র বাহির করিয়া ঘটককে দিলেন ।

ঘটক পত্র লইয়া খুলিতে খুলিতে বলিলেন, “এ পত্রখানা কে লিখেচে ?”

চক্রধর বলিলেন, “এখানা উড়ো চিঠী । লেখকের নাম নেই, ঠিকানা নেই ; কিন্তু লেখক বোধ হয় কোলকাতার থাকে ; কারণ, থামের গায়ে কোলকাতার জেনারেল পোষ্ট-আফিসের মোহর মারা আছে । তবে এমনও হতে পারে যে, মক্কেলের কোন লোক চিঠীখানা লিখে, গ্রামের লেটার বক্সে না ফেলে, কোলকাতার গিরে লালদীঘির বড় পোষ্ট আফিসের চিঠীর বাক্সের ফেলে দিয়েচে ।”

ঘটক বলিলেন, “উড়ো চিঠীগুলো ঐ রকমই ঠাইনাড়া হয় বটে । কাশীর চিঠী মক্কা দিবে চালান হয় । তা বাক, একবার এ উড়োখানা পড়ি ।”

“টেঁচিয়ে পড় ।”

“বে আচ্ছো” বলিয়া ঘটক ঠাকুর উড়ো চিঠী পড়িতে লাগিলেন । উহাতে এই লেখা ছিল ;—

“মাত্তবর

শ্রীযুক্ত বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়,

মহাশয় মাত্তবরেন্দ্র—

সাং তারাপুর, জেলা হুগলী ।

স্বাবিহিত সন্মানপূর্বক নিবেদনসিদ্ধে—

আপনার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার অজ্ঞাতনামে কলিকাতার বিবাহ

করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এখনও আপনি সান-
ধান হউন, নতুবা আপনার স্বেচ্ছাচারী পুত্র আপ-
নার সর্বনাশ করিবেন। তিনি নিজে পাজী
দেখিয়াছেন—নিজে সব ঠিক করিয়াছেন—নিজে
ভুলিয়াছেন আর আপনাকেও ভুলাইয়াছেন। ‘বে
পুত্র একপ স্বেচ্ছাচারী, তাহাকে বিশেষরূপে শিক্ষা
দেওয়া পিতার সম্পূর্ণ কর্তব্য। আপনার পুত্র
ইহারই মধ্যে লেখা পড়ার জলাঞ্জলি দিয়াছেন।
তাঁহার ভবিষ্যৎ নিতান্ত মন্দ হইবে। এ দিকে
সেই পাজীর পিতা অপর একজন পাত্রের সহিত
কস্তার বিবাহ দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। আপ-
নার পুত্রকে ঠকাইয়া চারিশত টাকা লইবে, অথচ
নতুন পাত্রকে আর এক হাজার দিবে। খুব
সাবধান, খুব সাবধান।

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী
শ্রী:—”

ঘটক ঠাকুর পত্রখানি পড়িয়া বিস্মিত হইলেন।
বলিলেন, “মহাশয়! কোলকাতার জুরাটোর লোক-
দের কিকিরখানা একবার দেখুন। তারা সব
কোঁতে পায়ের। অমরকুমারের আর আপনার
সর্বনাশের বেশ বৃথোৎসর্গের ব্যাপার হয়েছে।”

“বৃথোৎসর্গ হ’তে দিচ্ছি নি। আমি কল্যা
বিপ্রদাসকে কোলকাতার আমার জামাতার
বাড়ীতে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছি। আজ সে অমর-
কুমারকে নিয়ে আসবে।”

“বদি অমর বাবু না আসে?”

“আমি নিজে যাব।”

“পত্রখানি আপনাকে খুব সাবধান হতে বলে-
চেন। আমিও বলি।”

“তার চিন্তা নাই। আগে সে আসুক।”

এমন সময়ে জগু আসিয়া বলিল, “নাবার জল
গরম হয়েছে।” এই বলিয়া চলিয়া গেল।

চক্রবর্ত্ত গরম জলের খবর পাইয়া, ঘটককে
বলিলেন, “তবে আমি এখন স্নানাহিক করি গে।
তুমি এ হুখানা পত্রের কথা কারও কাছে এখন
প্রকাশ কোরো না। ফুলডলার বাবু রাখামাধব

গদোপাধ্যায়কে বোলো, তাঁরি মধ্যমা কস্তা চক্র-
বর্ত্তীর সঙ্গে অমরের গুত বিবাহ নিশ্চয় হবে।
আমি দেড় হাজার টাকাতৈই রাজী আছি।
পাসকরা ছেলের দর আর হাতীর দর সমান। কিন্তু
হাতী ব্যাটা কেপেচে, আর বাড়াবাড়িতে কাজ
নি। আমার ইচ্ছে ছিল, ব্যাটাকে বি, এলটা
পাস করিয়ে, অন্ততঃ তিন চার হাজার টাকা
টান্বে। কিন্তু তা হলো না। ছেলেটা দেখুচি
রূপে মজেচে, রূপোর মজে নি। আমি কিন্তু রূপ
চাই না, রূপো চাই।”

“তাই চাওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। রূপ
আর রূপোর আকাশ পাতাল তফাৎ। দশ বছরে
রূপের ক্ষয় হয়ে যার, কিন্তু রূপো হুদে আসলে
অক্ষয় হয়ে বেড়ে ওঠে।”

• “ঠিক বলেচ, ঘটক! রূপোই মূল।”

“নমস্কার। এখন চলেম।”

“নমস্কার। কাল একবার এস।”

অনন্তর ঘটক বাটীর বাহিরে এবং বন্দোপাধ্যায়
বাটীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রামলালের জলযোগ।

পঞ্চানন ঘটক চলিয়া যাইবার এক ঘণ্টা পরে
অমরকুমার, শ্রামলাল ও বিপ্রদাস তারাপুরে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন।

বিপ্রদাস আপনার দপ্তরখানার গেল। অমর-
কুমার শ্রামলালকে লইয়া বৈঠকখানার প্রবেশ-
করিলেন; একজন চাকরকে ডাকিলেন। চাকর
আসিল। অমর তাহাকে ডাল করিয়া তামাক
সাজিতে বলিলেন। চাকর তাহাই করিল।
শ্রামলাল তামাক খাইতে খাইতে বৈঠকখানার
চারি দিকের দেওয়ালে আর্টষ্ট্রুডিওর নামাধিহ ছবি
দেখিতে লাগিলেন।

বৈঠকখানা ঘরটি বেশ পেণ্ট করা, দেওয়ালে দেওয়ালগিরি, কড়িতে কাঁক লঠন। ঘুলা পড়িয়া পাছে ময়লা হয়, এই জন্ত কাপড়ের বেরাটোপে ঢাকা। মেঝেতে সপের উপর কার্পেট পাতা। কার্পেটখানার অবস্থা দেখিয়া, বোধ হয়, সেকেন্ড-হাণ্ড দরে খরিদ করা। কিন্তু ফুলপাতার কাজ বেশ পরিষ্কার। মধ্যস্থলে একটি স্থল্লর টেপাইএর উপর একখানি সাদা মার্বেল। তাহার উপর দুইটি গিটিকরা ফুলদানের সুখে টাটকা ফুলের তোড়া বসান আছে। তোড়ার চতুর্দিকে মার্বেল প্রস্তরের উপর কতকগুলি ভাল গোলাপ ফুল ছড়ান রহিয়াছে। পাথরের গামর ফুল; কঠিনে কোমলে মিলিয়াছে। চক্রধরের বাগানের মালী প্রত্যহ এইরূপ ফুল ও তোড়া সাজাইয়া রাখিয়া যায়। চক্রধর আহ্বারের পর এই বৈঠকখানার বসিয়া, ঘণ্টা দুই খবরের কাগজ পড়েন এবং ফুলের সৌরভ লোটেন। তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে দিনে ঘুমান না, কিন্তু খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ঘিমান। গোল টেবিলের চারি ধারে চক্রাকারে কএকখানি ভাল চেয়ার সাজান আছে।

বৈঠকখানার মধ্যস্থলে চেয়ারচক্রিত টেবিলচক্র; কিন্তু তার পর এ দিকে ও দিকে দুই চারিখানা সোকাও সাজান আছে। অমরকুমার একখানা সোকার হাত পা মেলিয়া আঁধাশোয়া হইলেন। মিনিট পাঁচ সাত পরে চাকরকে আবার ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, “তুই ফুলস্ ডেল, তোয়ালে, কাপড় আন। বাবুকে বেশ কোরে ডেল রাখিয়ে দে।” এই বলিয়া শ্রামলালকে বলিলেন, “গরম জলে না গদার?”

তামাক টানিতে টানিতে শ্রামলাল উত্তর করিলেন, “তোমাদের ম্যালেরিয়া বেশ, গদার কদার নাইতে ভর করে। গরম জলই প্রশস্ত।”

অমরকুমার হাসিয়া বলিলেন, “হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের পার তোমাকে ম্যালেরিয়া ধরে না। বত্ৰ ভর গদানোয়ার।”

“সাবধানের বিনাশ নাই হে। তোমরা অসাবধানী, তাই কই পাও। সাবধানে চল।

“অর্শম সাবধানে চলি নি?”

“না। তুমি বড় অসাবধানী।”

“কিসে?”

“আমি কি আর সব মনে কোরে রেখেছি?”

“আচ্ছা, তাই, তুমিই সাবধানে থাক। দেখো যেন ম্যালেরিয়া ধরে না। গরম জলই করিয়ে দেওয়া বাজে।” এই বলিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, “যা, বেশ ক্লকস্কেলগরম জল কন্।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

অনন্তর অমরকুমার শ্রামলালকে বলিলেন, “তুমি মান কর। আমি তোমার আহ্বারের বন্দোবস্ত করি গে, আর বাবা কেন এত তাড়াতাড়ি ডাকিয়েচেন, জানিঃ গে।”

“আচ্ছা বাও।”

অমরকুমার চলিয়া গেলেন। শ্রামলালও যথা সময়ে উক্কাধানঃসমাপন করিলেন।

অনন্তর ভৃত্য রূপার রেকাবী করিয়া জলখাবার ও রূপার গেলাসে ডরিয়া জল আনিয়া, টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল। শ্রামলালকে জলবোগের অমরোধ করিল।

শ্রামলাল গেলাস ভরা জল দেখিয়া, ভৃত্যকে বিজ্ঞাসা করিলেন, “গরম জল, না কীচা জল?”

ভৃত্য উত্তর করিল, “আজ্ঞে কীচা জল।”

“তবে খাব না।”

“আজ্ঞে, মিষ্টি খেয়ে জল খাবেন না, সে কি? আমরা ডাবখেঁচেরে জল খাই।”

“তোমরা পার, বাপু। আমরা পারি না।”

“আজ্ঞে, কেন পারেন না?”

“কীচা জলে অনেক ম্যালেরিয়াস্ পাটিকেলস্ আছে।”

“আজ্ঞে সে কি। আমি জল হেঁকে খেয়ে এনেছি। এতে মলের রাস পাটিকেল থাকবে?”

এমন না। অথো-

অভাকার ভৃত্যের কথা

তদর্শনে চক্রধর বিরক্তি ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,
“কই, উত্তর কচ্চিস্ না যে?”

তথাপি অমরকুমার কোন উত্তর করিলেন না।
একবার মাত্র শ্রামলালের মুখপানে তাকাইলেন।

শ্রামলাল বুঝিলেন, “তাহার হইয়া তাঁহাকেই
উত্তর করিতে বলিতেছেন। শ্রামলাল কর্তাকে
বলিলেন, “মহাশয়, অমর আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে
কি আর উত্তর প্রত্যুত্তর কোরবে। চক্রনাথ বাবু
আর আমি কাল রাত্রে আপনাকে বা যা বলে
ছিলেম, আপনি অহুগ্রহ কোরে তাতেই সম্মত
হউন।”

এইবার পক্ষাননের আনন ফুটিল। কারণ
তিনি গতরাত্রে কিছুই জানেন না। এখন জানিতে
কোতুল বাড়িল। তাহার উপর তাহার স্বার্থ
আছে। সুতরাং ঘটকের মুখকোটাটা অনধিকার
চর্চা নহে। ঘটক বলিলেন, “আপনি আর চক্র-
নাথ বাবু কর্তা মহাশয়কে কাল রাত্রে কি বলে-
ছিলেন?”

শ্রামলাল বলিলেন, “বোলে আপনি কি বুঝে
পারবেন?”

পক্ষানন ঘটক হাসিল। বলিল, “আমি বুঝে
পারবো না, বলেন কি?”

শ্রাম। আপনার নাম?

“ত্রীপক্ষানন শর্মা, উপাধি-ঘটক।”

“বিষয়কর্ষ কি?”

“ঘটকালি।”

“ও! তবে আপনি না বোলেও বুঝবেন,
রলা তো বাহুল্য।”

ঘটক ঠাকুর হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চ হাস্য করি-
লেন। তাহার হাস্যভঙ্গী ও মুখভঙ্গী দেখিয়া, চক্র-
নাথ ও শ্রামলাল অম্লচর হাস্য করিলেন। কিন্তু
অমরকুমার ও চক্রধরের মুখে হাস্যেরথা না দিল
দেখা। অমরকুমার মুখখানিও ফুলিলেন না। চক্র-
ধর একবার মাত্র ঘটকের মুখচ্ছবির উপর নয়নচক্র
ঘুরাইয়া গেলেন।

ঘটক ঠাকুর উচ্চ হাস্য ধামাইয়া, আবার

জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাল রাত্রে কি হয়েছিল,
বলুন তো মহাশয়, শুনি একবার।”

শ্রামলাল বলিলেন, “অমরকুমার নিজে নিজে
কোলকাতার একটি পাত্রী পসন্দ কোরে আগামী
কান্ডন মাসে বিবাহ করবার ঠিক করেন।”

ঘটক। তার পর।

“তার পর কর্তা মহাশয় সেরূপ বিবাহসম্বন্ধে
সম্মত হইলেন না।”

“কেন?”

“পাত্রীর পিতা তেমন দিতে খুতে পারেন না।”

“কেন?”

“অবস্থা তত ভাল নয়।”

“তবে ভেরি অবস্থার পাত্র অহুসন্ধান করুন
না কেন? এমন হীরের টুকরো ছেলেকে কুল-
মর্যাদা ও বিত্তামর্যাদা বিশেষরূপে না দিয়ে
কেবল মেয়ে গছিয়ে দিলে চলবে কেন? পাত্রীর
পিতা বাজার-রেটু নামাবার চেটার বুঝি এ কার
কছেন? সেটি হবে না কিন্তু।”

“পাত্র বধন স্বয়ং সম্মত, তখন দেওয়া খোয়ার
কথার আর কি প্রয়োজন?”

“পিতা মাতা বর্তমানে পাত্র কি খেজাচারী
হতে পারে?”

এইবার অমরকুমার আর নীরবে থাকিতে
পারিলেন না। ঘটকের কথার প্রতিবাদ করি-
লেন। বলিলেন, “আমি কি খেজাচারী? ত
বদি হতেম, তা হ’লে পিতাকে না বোলে বিবাহ
কোত্তের। ঠর অহুমতি নেবার অস্ত্র আর
আমার বাড়ী আসবার কথা। সত্য কি না, চক্র-
নাথ বাবু আর শ্রামলাল বাবু তা জানেন।”

ঘটক ঠাকুর একটু লজ্জাকুণ্ঠিত হইলেন। আমৃত
আমৃত করিয়া বলিলেন, “তা বটে—তা জানি-
তা তা—পিতার কথামত তো এখন চলা উচিত
তা বাক্য, কন্তের পিতা দেবেন কি?”

“তার শো টাকা।”

“এই কুলে! ভাল তাই যেন হ’ল। কিন্তু
টাকা তিনি তোমাকে দেবেন, না তোমার নিক
হ’তে নেবেন?”

অমরকুমার বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,
“নেবেন কি বলছেন ?”

“পরে যে কাল দেখেচি—নেবেন।”

ঘটকের মুখে এই কথা হঠাৎ শুনিয়া চক্রধর
বাধা দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “আরে না
না। পত্র কত্র বোলে কেন কালসো বক্চো,
ঘটক ?”

ঘটক বুঝিলেন, কর্তা তাঁহাকে যে দুইখানা
পত্র কাল প্রাতে দেখাইয়াছিলেন, তাহা অমরকুমার
প্রভৃতির নিকট এখনও প্রকাশ করেন নাই। পূর্বে
ভাবিয়াছিলেন, দেখান হইয়াছে। এখন বুঝিলেন
বিপরীত, স্মরণ্য তৎক্ষণাৎ—ঘটক কি না—কথা
ঘুরাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, “এ সকল ঘটকদের
ঘটকালীর জেরা।”

অমরকুমারের মনে কিন্তু দারুণ সন্দেহ হইল।
আবার কিছু বলিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পারি-
লেন না। পিতার সম্মুখে পুত্রের ঔদ্ধত্য প্রকাশ
করা অজ্ঞার ভাবিয়া নীরবে রহিলেন। কিন্তু মন
বড় চঞ্চল হইল। হইবার কথাও বটে।

ঘটক ঠাকুরও হঠাৎ একটা বেকাঁস কথা বলিয়া
ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে মনে পস্তাইলেন। আর
কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া, কেবল শ্রোতা
হইয়া বলিলেন। ভালই করিলেন। বোবার শত্রু
নাই।

অনন্তর চক্রধর চন্দ্রনাথকে বলিলেন, “বাবাজী
আর মিহিঁমিহি বাজে কথার প্রয়োজন নাই। অমর
যদি নিতান্তই নিজের পসন্দমত বিবাহ কোত্তে,
চায়, করুক, কিন্তু আমি দেড়টি হাজার টাকা চাই।
অন্ত হলে যদি আমি ঐ টাকা বা ওর চেয়ে বেশী
টাকা পাই, তবে কম টাকার রাজী হব কেন ?”

চন্দ্রনাথ বলিলেন, “আজ্ঞে তা বটে। তবে
কি না ওরি মধ্যে আপনাকে একটু বিবেচনা
কোত্তে হবে। যখন কৃষ্ণকান্ত বাবুকে কথা দেওয়া
হয়েচে, তখন আর——”

বাধা দিয়া চক্রধর বলিলেন, “কথা কি আমি
দিরেচি ?”

“আপনি দেন নি বটে। কিন্তু আপনার
অভাব কিয়ের ? আপনি মনে করেই একটি
টাকাও নিতে না পারেন।”

“সেটা, বাবা। তোমাদের বোঝবার জ্ঞান।
আমার মেয়ের বিবাহের সময় আমাকে কত টাকা
দিতে হয়েছিল, তাভো জান, বাবা।”

“আপনার অবস্থা আর কৃষ্ণকান্ত বাবুর অবস্থা
অনেক তফাৎ। কিন্তু তাঁর কতটা অতি দুশ্বরী।”

“আবার ঐ কথা। কতটা অতি দুশ্বরীতে
আমার লাভ কি ? ম্যাও ধরে কে ? এই অমরের
বি, এল, পরীক্ষা দেবার আরোজনে আমার বিস্তর
টাকা যাবে।”

অমরনাথ চন্দ্রনাথ বাবুর মুখপানে তাকাইলেন।
চন্দ্রনাথ বাবু বুঝিলেন। বলিলেন, “আচ্ছা, অমর-
কুমারের বি, এল, পরীক্ষা দেবার জন্য বত খরচপত্র
হবে, তা আপনাকে দিতে হবে না। কৃষ্ণকান্ত
বাবুর বাড়ীতে থেকে তাঁরই খরচপত্রে অমরের ল
পড়া হ’বে। কৃষ্ণকান্ত বাবু নিজেই সে বিষয়ে স্বীকৃত
আছেন। আপনি অতঃপর কোরে নগদ ছয় শত
টাকার সম্মত হউন। দানসামগ্রীতেও তাঁর আরও
কিছু খরচ হ’বে। তবে দেখুন, নগদ টাকা, দান-
সামগ্রী আর নিজ বাড়ীতে রেখে আইন পড়ান
ইত্যাদিতে যে টাকা কৃষ্ণকান্ত বাবুকে দিতে হবে,
প্রায় তা দেড় হাজার টাকা।”

চক্রধর কিরংকণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন,
“আচ্ছা, তা যদি হয়, তবে হতেও পারে। কিন্তু
“বিরে হুকলে হাঁদলাতলায় লাগি” যদি হয়।
বিরের বাজারে কাঁকির কারবারটাই বেশী।”

এইবার শ্রামলাল বলিলেন, “তা বাতবিক।
কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু আর আমি থাকতে, একটা
পাকা বন্দোবস্তই হবে।”

চক্রধর চন্দ্রনাথকে বলিলেন, “বাবাজী !
তোমার উপর ভার দিলেম। আগে হতে ছয় শত
টাকা নেবে, তবে বিবাহ দেবে। একটি পরশাও
বাকি রাখলে, কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কতটা
জ্যোতির্ষগীর সঙ্গে আমার পুত্র অমরকুমার বন্দো-

পাখ্যারের বিবাহ দিও না। যদি দাও, তবে তোমাকে আমার পুরা হর শত টাকার দারী হতে হবে। দানসামগ্রীগুলিও যেন কন্যামেনে না হয়—দান বোলে নেহাৎ যেনো না হয়। আর সেখানে অমরের আইন পড়ার একটা পাকা লেখাপড়া কোরে নেবে। কেমন, বাবাজী, এতে রাজী আছ ?”

“আজ্ঞে, তাই হবে।”

“শ্রামলাল বাবু, তুমিও রাজী আছ ?”

শ্রামলাল বলিলেন, “আজ্ঞে, অবশ্য। আপনার বা আপনার পুত্রের বাতে ভাল হয়, তা অবশ্যই কোরবো।”

চক্রধর বলিলেন, “কাস্তন মাসের কোন তারিখে বিবাহের দিন ধার্য্য কোরেচো ?”

চক্রনাথ বলিলেন, “তা এখনও ধার্য্য করা হয় নি। “আপনার কথামত হবে।”

চক্রধর কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন, “আমার বিবেচনার কাস্তন মাসের ১৯এ তারিখে বিবাহের দিন ঠিক হোক। আমার একরূপ বলবার উদ্দেশ্য এই যে, কৃষ্ণকান্ত বাবু দীর্ঘ সময় পেয়ে টাকার যোগাড় কোত্তে সুবিধা পাবেন।”

শ্রামলাল বলিলেন, “অতি উত্তম উদ্দেশ্য।”

অনন্তর চক্রধর চক্রনাথ বাবুকে বলিলেন, “তুমি কোলকাতার গিরে আমাকে ঘন ঘন এই সম্বন্ধে চিঠিপত্র লিখবে। আরিও তোমাকে লিখবে। খুব সাবধান, আমার অজান্তসারে যেন কোন কিছুর এক চুলও তকাৎ না হয়। আর এক কথা, যদি কাস্তন মাসের অন্ত বিলম্বেও কৃষ্ণকান্ত বাবু আমার কথামত টাকা ইত্যাদি ঠিক কোরে কন্ডাদান কোত্তে না পারেন, তবে আমি অস্ত্র পাতী ঠিক কোরবো। এই ঘটক ঠাকুরকে সেই জন্ত ডাকিরেচি।”

এই কথা শুনিয়া অমরকুমার মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। পিতাকে তিনি অত্যন্ত সম্মান সম্বিহ করেন।

অনন্তর সকলে প্রার্থোধান করিয়া দানের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। ঘটক বিদায় লইলেন। চক্রধর বাবু আবার তাঁহাকে কল্যাণ আসিতে বলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

টাকার টাকার যোগ।

পরদিন সোমবার বেলা আট নয়টার সময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, চক্রনাথ বাবু ও শ্রামলাল বাবু কলিকাতা রওরানা হইলেন। অমরকুমার বাড়ীতে রহিলেন। তিনি কল্যাণ মঙ্গলবার কলিকাতা যাইবেন। অত্যন্ত সর্দি হওয়াতে অস্ত্র যাইতে পারিলেন না।

অমরকুমারের একে মনে সুখ নাই, তাহার উপর আবার সর্দি, স্নতরাং অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অস্ত্র তিনি অন্নাহার করিলেন না। রুচী ব্যবস্থা হইল। একটু সুস্থ থাকিবার জন্ত আপনার বসিবার ঘরে গিয়া শুইয়া রহিলেন। পারে মোজা, পারে ক্রানেলের জামা। ঘরের দরজা বন্ধ। গা পরম, ঘরও পরম। চাকরে পরম চা আনিয়া দিল। অমরকুমার চা পান করিয়া সর্দিতে চাপান দিলেন। মাথা ভারি, চোক ছল ছল, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, নাক সড় সড় ইত্যাদি সর্দির লক্ষণগুলি বিলক্ষণ ফুটিয়াছে। শয্যার পার্শ্বে মেজের উপর ডাবর রহিয়াছে। অমরকুমার মধ্যে মধ্যে নাক বাড়িয়া তন্মধ্যে কক কেলিতেছেন ও ক্রমাৎ নাক মুছিতেছেন। অনবরত ক্রমাৎ করিয়া নাক রগড়াইতে রগড়াইতে নাকের ডগা লাগ হইয়া উঠিয়াছে। বিবাদপূর্ণ মুখমণ্ডল আর-ক্ৰিম হইয়াছে। অমরকুমার শারীরিক ও মানসিক কষ্টে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল। বারটা বাজিল। তথাপি অমরকুমার গৃহ হইতে বাহির হইলেন না।

তখন অমরকুমারের মাতা অলপবাসিনী দেবী স্বয়ং অমরকুমারের নিকট আসিলেন। বাহির হইতে “অমর অমর” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে

দরজা ঠেলিলেন। দরজা ভেদানো ছিল, খুলিয়া গেল। অচলবাসিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার ডাকিলেন, “অমর !”

অমরকুমার অনিদ্রিত। জননীর মেহম্হটক আহ্বানধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। “কি, মা !” বলিয়া পুত্র সাড়া দিলেন।

জননী বলিলেন, “অনেক বেলা হয়েছে। রুটী খাবি চল। এখন সন্দিগ্ধে কি রকম ?”

“বড় বেণী, একটু জরতাব হয়েছে, বড় শীত কছে, লেপেও শীত যাচ্ছে না।”

“সন্দিগ্ধ জর, ও কিছুই নয়। যা পারিস্ খাবি চল। রুটী ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।”

“না মা, আমি খাব না। ইচ্ছে নেই।”

“পিস্তি পড়বে বে। শুকুনো রুটী খেলে কিছু অনিষ্ট হবে না। চল বাবা, ওঠ।”

“বাবা কোথা ?”

“তিনি নেরে খেয়ে পাকী কোরে বেরিয়ে-চেন।”

“কোথা ?”

“গোবিন্দ বোসের বাড়ী।”

“কেন ?”

“কি একটা মামলা আছে। তারি ব্যবস্থা কোত্তে।”

“কখন আসবেন ?”

“বিকেল হবে বোলে গেচেন।”

এই কথা শুনিতে শুনিতে অমরকুমার গা ভালিলেন, হাই তুলিলেন। হাই তুলিবার সময় সাঁই সাঁই করিয়া উঠিল। তার পর অমরকুমার মাতাকে বলিলেন, “মা ! তারি কষ্ট।”

মা সঙ্গেহবচনে বলিলেন, “বাবা ! আমি সব বুঝতে পাচ্ছি, সব শুনেছি, সব জানি। তা তুমি নিশ্চিন্ত থাক। বউ বড়, না টাকা বড় ? উনি টাকা নিয়ে ঘুরে ধান। আমি হুন্দরী বউ চাই। মেয়ের বাপ চার শো টাকা দেবে তো। আমি হু শো টাকা তোকে দেবো। তুই এই হু শো টাকা, সেই চার শো টাকা একসঙ্গে হু শো টাকা

কোরে চন্দরের কাছে দিস। বলিস, ক’নের বাপ হু শো টাকা দিবেচে। তার ভেত্রে ভাবনা কি, বাবা ?”

অমরকুমার সন্দিগ্ধ কষ্টে জানাইয়া মনের কষ্টের উত্তর পাইলেন। জননীকে মনে মনে প্রণাম করিলেন, কিন্তু মুখ কুটীরা কোন উত্তর করিলেন না। মার্ত্য নিকট এসকল বিষয়ে পুত্রের কোন উত্তর প্রত্যাশ্য করা ভাল নয়। অমর নিকন্তর থাকিয়া উত্তর কার্যাই করিলেন।

অনন্তর পুনর্বার অচলবাসিনী পুত্রকে বলিলেন, “রুটী জুড়িয়ে গেল, আর দেরি করিস্ নি, ওঠ।”

অমরকুমার দেখিলেন, রুটী না খাইলে জননী নিরন্ত হইবেন না। উঠিয়া বলিলেন। তার পর জননীর সঙ্গে আন্তে আন্তে ভোজনগৃহে গমন করিলেন।

মা তাড়াতাড়ি নিজহস্তে রুটী, তরকারি এবং দুধ আনিয়া দিলেন। দাগী গেলাসে করিয়া জল দিয়া গেল।

অমরকুমার কিকিৎ তরকারি দিয়া আড়াই-খানি মাত্র রুটী অনেক কষ্টে খাইলেন। জননী বলিলেন, “মিষ্টি দেবো ?”

“মিষ্টিতে কফ বাড়ে। মিষ্টি খাব না।”

“ছদটুকু খাও, বাবা।”

“না মা, সন্দিগ্ধ পক্ষে ছদ প্রশস্ত নয়। ছদেও প্রেম্মারুচি হয়।”

“তবে খেলি কি ?”

“আর খেতে পাচ্ছি নি।”

“আচ্ছা, ঐ আখানা রুটী খা।”

মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, অমরকুমার সেই অর্দ্ধখণ্ড রোটিকা খাইলেন। আহারান্তে জলপান করিবার অন্ত জলপূর্ণ গেলাস ধরিলেন। জলপান করিবার সময় হঠাৎ কানি আসাতে হাত নড়িয়া উঠিল। গেলাসের কতকটা জল পড়িয়া ক্রানেলের আমা ভিজিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। ডাবের মুখ মুছিলেন, লেন, তোয়ালেতে মুখ মুছিলেন।

তার পর ভিজা ক্রানেরের আমাটা খুলিয়া
কলিলেন। অচলবাসিনী দেবী স্বিকে সেটা কাচিয়া
চুকাইয়া দিতে বলিলেন। বি জামা লইয়া
গিয়া গেল।

অনন্তর অমরকুমার পুনর্বার নিজ একোঠে
গিয়া গেলেন। একোঠে অবশ্য করিবার পূর্বে
শিতার বসিবার ঘরে গেলেন। সেখানে অশু
পাতিত শতরকের উপর শুইয়া পড়িয়া আরাম
করিতেছিল। শতরকের উপর হাতের তাল দিয়া,
শুন শুন করিয়া, গান গাহিতেছিল।

সহসা অমরকুমার সেই ঘরে উপস্থিত হওয়ার্তে
অশু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাল গান বন্ধ
হইল।

অমরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার ক্রানে-
লের আমাটা ভিজে গেছে। বাবার একটা ক্রানে-
লের জামা দিতে পারিস্?”

অশু বলিল, “আজ্ঞে, তাল ফেলাইনের জামা
তিনি গারে দিরে বোসেদের বাড়ী গেছেন। আট-
পহরে ফেলাইনের জামাটা আছে।”

“আচ্ছা, সেইটেই একবার দে।”

অশু আল্লা হইতে কর্তার আটপহরে ক্রানেরের
জামাটা তুলিয়া লইয়া, অমরকুমারকে দিল।

অমরকুমার জামা লইয়া বীর কক্ষে প্রস্থান
করিলেন। অশু আবার চিংগাত হইয়া, আরামে ও
তালে গানে মন দিল। পূর্বে যে গানটা গাহিতে-
ছিল, এবার সেটা নয়—আর একটা। অমর-
কুমারকে হঠাৎ দেখিয়া, হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়াছিল,
তাই গানটাও হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল। স্মরণে
হঠাৎ গান থামাতে হঠাৎ মনে আসিল না। এ বার
আর একটা গান হঠাৎ ধরিল। আহা, বেচারী
সবদ দিন খাটিয়া মরে, এখন সৌভাগ্যক্রমে কৰ্তা
নাই, একটু আরাম করুক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উড়ো চিঠী।

এ দিকে অমরকুমার আপন কক্ষে প্রবেশ
করিয়া, পূর্ববৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তার
পর কর্তার ক্রানেরের কোর্টাটি পরিলেন। পরিয়া
গারে লেপ টানিয়া বা কাত্ হইয়া, শুইয়া পড়ি-
লেন। কিন্তু শুইয়া স্বপ্ন হইল না, কি যেন কু-
পার্শ্বে কুটিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসি-
লেন। বিছানার চাহিয়া দেখিলেন, কিছুই নাই।
কুক্ষিপেশ হস্তধারা চাপিয়া দেখিলেন। জামার
বস্ত্রীতে কি আছে, হাতে ঠেকিল। বস্ত্রীর মধ্যে
হস্ত দিলেন। বুঝিলেন, একখানা ক্রমাল জড়িত-
ভাবে রহিয়াছে। টানিয়া বাহির করিলেন। দেখি-
লেন, ক্রমালে কি বাধা আছে। খুলিয়া কেলি-
লেন। দুইখানি চিঠী বাহির হইল। অমরকুমারের
কোজুলে বাড়িল। তৎক্ষণাৎ একখানি একখানি
করিয়া দুইখানি চিঠী পড়িলেন। পড়িবার সময়
আলোকের অশ্রু খড়খড়ের একটা পানী তুলিয়া
দিয়াছিলেন।

পত্র পাঠ করিয়া অমরকুমার অত্যন্ত বিস্মিত
হইলেন, কত কি ভাবিতে লাগিলেন, কিরংকণের
অশ্রু সঙ্গির যন্ত্রণাও তুলিয়া গেলেন। “কি
আশ্চর্য্য! এ কি।” এই বলিয়া শুইয়া পড়িয়া,
নেত্র নিম্নলিখন পূর্বক কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন।
তার পর আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, “বটক,
যে পত্রের কথা বলে ফেলেছিল, সে এই উড়ো
চিঠী। কে এই পত্র লিখেছে? হাতের অক্ষর
চেনো চেনো বোধ হচ্ছে, অথচ ঠিক চিন্তে পাচ্ছি
নি। অক্ষরে কতকটা মেরেলি চং, কিন্তু সেটা
কুজ্জিমতা। নিশ্চয় আমার কোন পত্র—অবশ্য
সে পুরুষ—আমাকে অশ্রু করবার জন্য এই মিথ্যা
পত্র বাবাকে লিখেছে। কই, আমি তো কখনও
কারো মন করি নি, তবে আমার উপর এমন
নির্ধাত শত্রুতা কেন?” এই পর্য্যন্ত বলিয়া অপর
পত্রখানির কথা বলিতে লাগিলেন, “কামাখ্যাচরণ

বসু কে? পত্রে লিখচে, বাবার সঙ্গে আমি তার দোকান থেকে জিনিষ কিনেছিলাম। (কিরণকণ ভাবিয়া)। ও, বটে বটে, মনে হয়েচে। কিন্তু এ দিকে অনেক দিন তো সেই লোকটির সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ বটে নি। তবে সে আমার এই বিবাহের কথা কিরূপে জানলে? জানা বলে জানা, সমস্ত পরিচয় লিখেচে। কে তাকে এসব কথা বলেচে? তা যা হোক, তার পত্রে এমন কিছু আসে যায় না, কিন্তু এই উড়ো চিঠিখানা যত সর্বনাশের মূল। পক্ষানন ঘটকেরই কি এই কাজ? ওর ঘটকালির পাওনাটা মারা যাবে বলে কি উড়ো চিঠিতে ঘটকালি কলিয়েচে? কিন্তু লেখাটা যেন চেনো চেনো। ভগবান জানেন কে আমার এই মন্দকারী।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, অমরকুমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া, দোরাত কলম কাগজ লইয়া হুইথানি পত্রের মকল লইলেন। তার পর অক্ষরের ছাঁদ ঠিক রাখিবার জন্য গোটা দুই কথা অনেক বয়ে লিখিলেন, কিন্তু ঠিক হইল না। অবশেষে চিঠিখানার একটুখানি ধার ছিঁড়িয়া লইলেন। হুইট লাইনের একটুখানি টুকরা উঠিল। তিন চারটি অক্ষর লাভ হইল।

তার পর নিজের মনিবাগের মধ্যে হুইথানি চিঠির নকল ও অক্ষরের নমুনা বেশ করিয়া রাখিয়া দিলেন। শেষে কি ভাবিয়া কর্তার ক্রানেলের আমার বসীতে আসল চিঠি হুথানি পূর্ববৎ রাখিয়া গৃহের বাহির হইলেন। বরাবর জগুর নিকট গেলেন। জগু এখন আরামের চূড়ান্ত সীমার গড়াইতেছে—হাতের তাল জুড়াইরাছে—গলার গান ধামিরাছে—নাকের তান উঠিরাছে। জগু নিদ্রিত।

অমরকুমার কক্সব্রিট হইয়া জগুকে “জাগ জগু!” বলিয়া ডাকিলেন।

জগু জাগিল না, কিন্তু নাকে সাড়া দিল—মড়ম্।

অমর আবার ডাকিলেন, “ও বোগো, ওই না।”

মুম ভাকিল, জগু জাগিল। “আজ্ঞে—আজ্ঞে” বলিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। বলিল, “কর্তার বালাপোশখান্ড দেবো কি?”

অমরকুমার একটু হাসিলেন। বুঝিলেন, বেচারী ভ্রাতৃত্ব দেখিতেছে। বলিলেন, “না, বালাপোশ দিতে হবে না।”

“তবে আর তো কেলাইনের জামা বাইরে নেই।”

“তাও দিতে হবে না।”

“তবে কি নেবেন?”

“কিছু না। তুই বাবার এই আটপত্তরে ক্রানেলের জামা আনলার তুলে রেখে দে।”

“গারে আটলো না, বাবু?”

“হাঁ হাঁ, রাখ। এই নে ধর।”

জগু জামা লইতে লইতে বলিল, “কোতো উল্লো দর্জিতে পাতি চোর। এন্নি ছাঁটের মুখে কাপড় সাৎ করে যে, একটা জামা বাপ ব্যাটার গারে হয় না। বাবার গারে যেটা বড়, ছেলের গারে সেটা ছোট, আবার ছেলের গারে যেটা ছোট, বাবার গারে সেটা বড়।”

“তুই পাগলের মত কি বক্চিস্? ভেগে মুচ্চিস্ না কি?”

“আজ্ঞে, সত্যি বলছি। এই বার কতাকে মইজুদীন দর্জিকে সেলাইয়ের কাজ দিতে বলবো।”

“ওরে ব্যাটা, সব দর্জিই সমান। চোরে চোরে মাস্ততো তাই।”

জগু কিছু করিয়া হাসিল। অমরকুমার চলিয়া গেলেন।

ক্রমে দিন কাটিল। দিনের পর রাত আসিল। রাতও কাটিল। কিন্তু অমরের হুশিষ্ণতা ও মনোবেদনা কাটিল না।

পরদিন সন্দি কতকটা নরম হওয়াতে অমরকুমার কলিকাতার রওনা হইলেন।

তৃতীয় অংশ ।

প্রথম পার্শ্ব ।

পদ্মহিতৈষী বন্ধু ।

কলিকাতার সিঁহুলিয়া অঞ্চলে একটি ছোট রাস্তার ধারে একটি একতলা কোঠা বাড়ী । তারই একটি কক্ষে বসিয়া ছই জন লোক কি পরামর্শ করিতেছে ।

কবে ও কখন পরামর্শ করিতেছিল, সে কথাটা বলিয়া রাখি ।—১২৯৩ সাল ২০এ মাঘ রাত্রি আটটার সময় ।

সেই ছই জনের মধ্যে এক জনের বয়স উনিশ কুড়ি, অপরের তদপেক্ষা কম বৎসর বেশী ।

যার বয়স উনিশ কুড়ি, সেই বুবাই সেই বাড়ীর অধিকারী । তিন বৎসর হইল, তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, মাতা জীবিতা আছেন । এবং অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের যুবাটি পূর্বোক্ত যুবির বন্ধু । উভয়ের মধ্যে বড় সৌহার্দ । প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে অনেক সময়ে এরোজন হইলে টাকা কড়ি দিয়া সাহায্য করে ।

কনিষ্ঠ যুবা জ্যেষ্ঠ বুবাকে বলিল, “আমি, ভাই, তোমার পরামর্শমত ক’নে দেখবার নাম ক’রে একজন ঘটককে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেম ।”

জ্যেষ্ঠ সহান্তে বলিল, “তার পর ?”

“তার পর ক দিন এস নি বোলে তোমার কিছু বলতে পাই নি ।”

“কাজের বড় ব্যাট, ভাই-আমতে পারি নি । তা হাক্ ক’নে দেখেছ ?”

“দেখেছি ।”

“কেমন ?”

“অন্দরই বটে । তুমি যত দূর রূপসী বলেছিলে, তার চেয়েও বেশী ।”

“জহরীই জহর চেনে ।”

বাস্তবিক বল্চি, ভাই, ইটালী দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর রাকেলের হাতের যেন একখানি জীবন্ত অরেন্ পেণ্টিং ।”

“তা না হ’লে তোমাকে পরং দেখতে যেতে বলবো কেন ? আমি যদি আইবুড়ো হতেম, তবে যত টাকাই লাগুক, সে রূপের চূড়ো মাথার ক’রে রাখতেম । কিন্তু কি করি, সপত্নী বিবাদের ভয়ে এমতে পারেন না । তা হাক্, এখন তোমার পসন্দ হয়েছে কি ?”

“পসন্দ তো হয়েছে, কিন্তু—”

“কিন্তু কি ?”

“মেরের বাপ কাপু খেল্চে ।”

“সে আবার কি ?”

“কোথা হুগলী জেলার তারাপুর গ্রামের চক্রধর বাড়ুঘোর পিণ্ডিদাতার ঋণের সেই রত্নপিণ্ডটি কেল্বে ।”

“না, সে কথা কোন কাজেরই নয় । আমি তার গোড়া মেরে রেখেছি ।”

“কেমন কোরে ?”

“একখানা আল চিঠি লিখে ডাকে চালান কোরে ।”

“তুমি তাদের চেন কি ?”

“চিনি নি, কিন্তু অহুসন্ধান কোরে ।”

“আচ্ছা, চক্রধরের পিণ্ডিদাতার নাম কি বল দেখি ।”

“হিষ্টরির একজামিন কোছো না কি ?”

“বলই না ছাই ?”

“অমরকুমার ।”

“তবে জান দেখ্চি ।”

“ভাই বিনোদবিহারী, তোমার পলার সেই সাতরাবার ঋন মাণিকটি ঝুলিয়ে দেবার লজ্জা আমি যে কত কষ্ট কচ্চি, কত চাল চালচি, কত যোগাড় কচ্চি, তা প্রজাপতি আগে তোমাদের হ হাত এক করুন, তার পর সব বলবো ।”

“তা আমি খুব জানি । যদি তুমি আমার

মনোবাহা পূর্ণ কোত্তে পার, তবে তিরকাল তোমার
গোলাম হয়ে থাকবে।”

“গোলাম গোলাম বোলে বোলাম মলম
লাগালে চলবে না। আমি বা বোলেচি, তা না
দিলে, সে অমূল্যরত্ন তোমার কপালে জুটবে না।”

“তা তো দেবই।”

“আজ আমাকে কিছু দিতে হবে।”

“হাওলাত খাতে ?”

“না, এ আমার ঘটকালীর খরচাত খাতে।”

“গাছে কাঁটাল গৌকে তেল। মেয়ের বাপ
আর এক ছোকরাকে জামাই কোরবে বোলে ঠিক
কোরেচে, আর এ দিকে তুমি, দাদা, বাজা ঘটকা-
লীতে ফলভোগের আশা ক’রে ব’সে আছ।”

“আঃ, তুমি কেন মিছিমিছি পাগলের মত
বক্চো ? পাছে হাত কসকার বোলেই তো ফুল-
বাগানে কাঁটার বেড়া দিয়েচি।”

এই বলিয়া জ্যোতির্শ্রী যুবা জামার জেব হইতে
একখানি পত্র বাহির করিয়া, কনিষ্ঠ যুবাকে দেখা-
ইল। কনিষ্ঠ যুবা সে খানি পাঠ করিল, জ্যোতির্শ্রীকে
মিষ্ট বচনে সন্তুষ্ট করিল, কৌশলপূর্ণ পত্রের লজ্জা
অনেক বাহবা দিল।

তারাপুরের চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় যে উড়ো
চীমখানি পকানন ঘটককে দেখাইয়াছিলেন,
এখানি তাহারই খসড়া। এই চীমখানিই চক্রধরের
হৃদয়ে বিব-বীজ বপন করিয়াছে, অমরকুমারের
হৃচ্চিভার কারণ হইয়াছে।

অনন্তর জ্যোতির্শ্রী যুবা কনিষ্ঠ যুবাকে সহান্তে
বলিল, “কেমন, মিথ্যা বলছিলেন কি ?”

“আজ্ঞা, এ পত্র চক্রধরের হস্তগত হয়েচে কি
না, তার প্রমাণ কি ?”

“আমি সন্ধান নিরেচি, হস্তগত হয়েচে, আগুন
লেগেচে, তোমারি কপালে জ্যোতির্শ্রী অঙ্গরা
জেগেচে।”

“তুমি আমার লজ্জা এত করেচো, তা এত দিন
কিছুই বল নি কেন ?”

“আমার স্বভাবই এই যে, কাজ হাসিল করার

আগে কারো কাছে কোন কথা প্রকাশ করি নি।
তবে তুমি সন্দেহ কোলে বোলে প্রকাশ করলেম।”

এই বলিয়া জ্যোতির্শ্রী কিংবদন্তি কি ভাবিল। আবার বলিল,
“এ দিকেও আগুন লাগিয়েচি।”

“কোন দিকে ?”

“জ্যোতির্শ্রীর পিতা কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের
মনে।”

“কিরূপ আগুন ?”

“তাও জানতে চাও ?”

“যখন একটা বোলে, তখন আর একটা বাকি
থাকে কেন ? হুপিঠ না দেখলে ঠিক বোঝা যায়
না যে।”

“আজ্ঞা, ও পিঠ দেখেচ, এপিঠও দেখ।” এই
বলিয়া আর একখানি উড়ো চীমখানি খসড়া বাহির
করিয়া, কনিষ্ঠকে পড়িতে দিল। কনিষ্ঠ পড়িল;—

“মাতুলবর

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়,

তারাপুরের শ্রীযুক্ত বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত
আপনার কস্তা শ্রীমতী জ্যোতির্শ্রী দেবীর বিবাহ
দিবার লজ্জা আপনি বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বোধ
হয়, আপনি সেই লজ্জা নিশ্চিন্তও আছেন। কিন্তু
আপনাকে অবশেষে হৃচ্চিভার অকূলপাথরে ডুবিয়া
হাহাকার করিয়া কাঁদিতে হইবে। আপনি আমার
সৎপরামর্শ শুনুন। অমরকুমারের সহিত জ্যোতি-
র্শ্রীর বিবাহেচ্ছা অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন। অম-
রের পিতা পিশাচের স্ত্রীর খননোত্তী। আমি
বিস্মতহয়ে শুনিরাছি, অমরকুমার তাহার পিতাকে
না জানাইয়া, যথং এই বিবাহসম্বন্ধ ঠিক করিয়া-
ছেন। উজ্জ্বল চক্রধর বাবু বিশেষ রুষ্ট হইয়াছেন।
তিনি দেড় হাজার টাকা নগদ চান। আপনি
দিতে পারিবেন কি ? আমি দেখিতেছি, শেষে

আপনার এ কুল ও কুল হুকুল যাইবে। আপনি অমরকুমারের প্রলোভনে ভুলিবেন না। আপনার ওজন বুঝিরা, অপর পাত্র ঠিক করেন। ইতি ১৮ই মাঘ, ১২৯৩ সাল।

আপনার হিতকাজী
শ্রী—

কনিষ্ঠ বুবা উড়ো চিঠির খসড়া পড়িয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল। বলিল, “পরন্তু এই পত্র লিখেচ?”

“পরন্তু লিখে পরন্তুই ডাকে চালান করেচি। কোলকাতার লোক কোলকাতার পত্র এক দিনেই পায়। পরন্তু সন্ধ্যা থেকেই আগুন জ্বলেচে, ভায়া।”

কনিষ্ঠ বুবা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, “তুমি আমার আশা পূর্ণ কোত্তে পারবে কি?”

জ্যোতিষ্মর সহিত বলিল, “না পারি তো আমার নাম শ্রামলাল ঘোষালই নয়—শেমা কুকুর।”

বিনোদবিহারী বন্যোপাধ্যায় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। ভাবিল, যেন জ্যোতিষ্মর সহিত তাহার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। ভাবিল, যেন অঙ্গরমহলে বাসাকুলকলকর্থে কুলু কুলু করিয়া হলধ্বনির শ্রোত ছুটিল। ভাবিল, কাসরঘরে নবপ্রণয়িনীর সঙ্গে বসিয়া, রঙ্গিনীগণের সহিত রসরঙ্গে রঙ্গিলা হইল। আরও ভাবিল, শ্রামলাল ঘোষাল তার স্বার্থ পরমহিতৈষী বন্ধু।

এই শ্রামলাল ঘোষাল অমরকুমারেরও পরম-হিতৈষী বন্ধু না? বাহবা শ্রামলাল! বাহবা তোমার পরমহিতৈষিতা! বাহবা তোমার বন্ধুতা! তোমার মত বন্ধু এ জগতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়! তোমার মত বন্ধুর ধর্পের পড়িয়া অনেকের সর্বনাশ হইয়াছে—হইতেছে—হইবে।

অনন্তর শ্রামলাল ঘোষাল বিনোদবিহারী বন্যোপাধ্যায়কে বলিল, “তাই বিনোদ! তুমি এখন এক কাজ কর। আমাকে এক শো টাকা দাও। এই টাকা নিয়ে আমি তোমার রঙ্গলাভের

যোগাড়টা পাকিয়ে রাখি। কাস্তন মাসের মাঝ-মাঝিই তোমাদের দু হাত এক কোরে দেবো। তুমি নিশ্চয় জেনো, যখন শ্রামলাল ঘোষাল তোমার ঘটকবন্ধু, তখন শ্রীমতী জ্যোতিষ্মরী তোমার স্বয়ম্বিহারিণী হয়েচেন।”

বিনোদবিহারী অবিবাহিত, তাতে আবার দেখিয়াছে জ্যোতিষ্মরীকে, তার উপর হিতৈষী বন্ধুর কুপার তার সঙ্গে বিবাহ, আর বাকি কি? বিনোদ তো এখন শ্রামলালের কলের গুতুল। সে এটাকে যেমন কোরে নাচাবে, এটা সেই রকম নাচবে। রূপের জমা জন্ত রূপার খরচ হুক হইল। কৈফিয়ৎ কাটিয়া কি বাকি থাকিবে, ভগবানই জানেন।

বিনোদবিহারী এক শো টাকার খুচরা নোট আদিয়া বন্ধুকে দিল। বন্ধু নোট লইয়া কোট-পকেটে পুরিল। বলিল, “খুব সাবধান, তাই, আমার কথামত সর্বদা চোলে। কারো কাছে আমার নাম কোরো না—কারো কাছে এ সব কথা প্রকাশ কোরো না। কোলে সব ফ’স্কে যাবে।”

বিনোদ বলিল, “রাম রাম! নিজের পারে নিয়ে কুড়ল মারখো মা কি?”

অনন্তর উভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্দেহভঞ্জন।

অমরকুমার আজ কর দিন কলিকাতার ভগিনীপতির বাড়ীতে আসিয়াছেন। মনে সুখ নাই। সর্বদা কি এক চর্ভাবনা আগিয়াই আছে। বিশেষতঃ সেই উড়ো চিঠিখানার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া, তিনি আরও অস্থির হইয়াছেন। কোন্ শত্রু তাহার বিবাহ ভঙ্গ করিবার চেষ্টার এই কার্য্য করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্ত আজ কর দিন

ধরিয়া, তলে তলে অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

তারাপুর হইতে আসিয়াই সেই দিন অমর-কুমার একবার কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী গিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্ত বাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া, আগামী ১৯এ কাস্তনেই বিবাহের দিন সাব্যস্ত করিয়াছেন।

অন্ত আবার সন্ধ্যার সময় অমরকুমার কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী গেলেন। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা অমরকুমারকে বধেষ্ঠ আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

তার পর কথার কথার উড়ো চিঠির কথা পাড়িলেন। এখানি জামলাল ঘোষালের সেই চিঠি। অমরকুমার পত্রখানি দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণকান্ত বাবু বাস্তবের মধ্য হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া, অমরকুমারের হস্তে দিলেন। অমরকুমার মনে মনে ছই তিন বার চিঠিখানি পড়িলেন। মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। অথচ ক্রোধের চিহ্নও মুখ-মণ্ডল স্পষ্টে প্রতিকলিত হইল। ছষ্ট লোক যে শাস্ত লোকের অনিষ্ট করিবার জন্য আড়ে হাতে লাগিতে পারে, ধর্মভর করে না, এই ভাবিয়া তিনি রুট হইলেন। রুট হইবার আরও কারণ আছে। এক হাতেরই ছইখানি পত্র, একটা পিণাচই ছই দিকে তাঁহার অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে। বিশেষ-রূপে তাহা বুঝিবার জন্য তৎক্ষণাৎ আমার পকেট হইতে মনিবাগ বাহির করিয়া, তৎক্ষণাৎ হইতে তাঁহার পিতার নামীর সেই উড়ো চিঠির নমুনা বাহির করিলেন। কৃষ্ণকান্ত বাবুর নামীর উড়ো চিঠির অক্ষরের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন। অক্ষর ঠিক এক ছাঁদের, এক ধরণের ও এক রকমের হইল।

তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত বাবু বলিলেন, “বাবাজী, তুমি ও কি মিলুচ্ছো?”

রুদ্ধ মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও তাই! তোমার সুখের ভাব কেন এমন হোলো? তুমি ক্ষুধ অথচ রেগেচো দেখ্‌চি।”

অমরকুমার বলিলেন, “আপনারা এই পত্র পেয়ে কি ভাবছেন, সত্য কোরে আমাকে বহি বলেন, তবে অক্ষর মিলুবার কথা বলি।”

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “ছই দিকটু ভাব্‌চি; হয় আমাদের কোন শত্রু মিছিমিছি এই সন্দেহ জন্মিয়ে দিচ্ছে, নয় তোমার পিতা বাস্তবিক আমাদের উপর উৎপীড়নের মংলব কোরেচেন। কিন্তু, অমর-কুমার, আমার ভেমন অবস্থা নয় যে, ৪০০ টাকার বেশী আর কিছু দিতে পারি। সে দিনও বোলেচি, আজিও বোলেচি, যদি তোমার পিতা আমাদের অবস্থার প্রতি অস্বস্তি না হন, বা আমাদের কথার বিশ্বাস না করেন, তবে আমার আর কমতা নাই। আমি নগদ দেড় হাজার টাকা কোথায় পাব, বাবা?”

অমরকুমার বলিলেন, “আপনি এই তো বোলেচেন, হয় কোন শত্রুরও এই কাজ। মহাশয়, তাই সত্য। যে লোকটা এই পৈশাচিক কার্য্য কোচ্ছে, সে শুধু আপনাদের শত্রু নয়, আমারও পরশত্রু। সে আমার পিতাকেও আপনাদের বিরুদ্ধে একখানি উড়ো চিঠি লিখেচে। এই দেখুন, সেই চিঠির নকল। আর এই দেখুন, এক হাতের লেখার নমুনা।”

কৃষ্ণকান্ত বাবু অমরকুমারের হস্ত হইতে সেই পত্রখানি লইয়া একটু উচ্চ শব্দে পাঠ করিলেন। তাঁহার পিতাও শুনিলেন। তার পর অক্ষর মিলাইয়া দেখিলেন, ঠিক এক হাতের লেখা।

এই বার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্রের মন পরিবর্তিত হইল। চক্রবর্তীর উপর যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল, কাটিয়া গেল। এখন বিশ্বাস হইল যে, কোন নীচপ্রকৃতির লোকের এই পাপ কাজ।

অনন্তর কৃষ্ণকান্ত আপনা আপনি সহৃদয়ে বলিলেন, “ছিছি, এমন পাণ্ডিত্য নারকী মহন্তও অগণ্ডে আছে! থিক্‌ থিক্‌, গড়কে ভাঙবার জন্য এরূপ শত্রুতা কোচ্ছে। আমরা তো কারই কোনরূপ অপকার করি নি, তবে কেন এমন শত্রুতা করা?”

পুত্রের মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া বৃদ্ধ মধুসূদন বলিলেন, “কৃষ্ণ ! নীতিশাস্ত্রে আছে,—

“অপরাধো ন বেহতীতি নৈতর্ক্যাসকারণম্ ।

বিভতে হি নশংসেভ্যো ভয়ং গুণবান্যপি ॥”

অর্থাৎ আমার অপরাধ নাই, এটি বিশ্বাসের কারণ নহে, কেন না গুণবান লোকদেরও নিষ্ঠুর লোকদের নিকট হোতে ভয় থাকে। আমার বেশ বোধ হচ্ছে, অমরকুমারের মত গুণবান পাত্রকে তুমি কষ্টদান করবে, নিষ্ঠুর লোকের তা সহ হবে কেন? সে ছরান্না এই উড়ো চিঠী-গুলো লিখে অমরের, তোমার আর আমার অনিষ্ট কোত্তে বৃদ্ধ বেঁধেচে।”

অমরকুমার বলিলেন, “আপনারা আর কোন সন্দেহ বা ভয় করবেন না। যদি এই দুখানা পত্র হ’হাতেরও হোতো, তা’ হোলেও কথা ছিল। কিন্তু আর ভয় নাই। অল্পগ্রহ কোরে ঐ পত্র-খানা আমাকে দিন। আমি আমার পিতাকে দেখাবো। আপনারাও যেমন ঐ পত্র পেয়ে সন্নিহিত হয়েছিলেন, তিনিও তাঁর নামীয় পত্র পেয়ে তেমনি হয়েছিলেন। তার পর চন্দ্রনাথ বাবু, শ্রামলাল বাবু তাঁকে বিশেষ কোরে বুঝিয়ে বলাতে তিনি সন্দেহ ত্যাগ কোরেছেন। এখন আবার আপনাদের নামীয় পত্রখানা দেখলে আর তিলমাত্রও সন্দেহ থাকবে না। আমি কাল আবার বাড়ী যাব। এর মধ্যে যেতেম না, কিন্তু এই পত্রখানার জন্তই যেতে হবে।”

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “আচ্ছা, বাবা, এই পত্র নেও।”

অমরকুমার পত্র লইয়া বলিলেন, “এখন অনেকেই শ্রদ্ধা সাধন করবে। আপনারা কারই কোন কথার কান দেবেন না। আমি শীঘ্রই আবার কোলকাতায় ফিরে এসে, আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।”

এই বলিয়া অমরকুমার প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আবার সেই যুগল বন্ধু।

অমরকুমার বরাবর কৃষ্ণকান্তের বাটী হইতে শ্রামলালের বাটী আসিলেন। দেখিলেন, হিতৈষী বন্ধু বৈঠকখানা ঘরে একখানি তক্তাপোসের উপর শুইয়া আছেন। মাথার নীচে একটা মাঝারি গোছের তাকিয়া। শ্রামলাল চিং হইয়া শয়ান। বাঁ পা খানা হাঁটুমোড়া এবং ডান পা খানা বাঁ পার উপর স্থাপিত। উভয় হস্তের তলদেশ মন্তকের নিম্নে প্রবিষ্ট। শরনভাব দেখিয়া অমরকুমার বুঝিলেন, বন্ধু কি ভাবিতেছেন।

“কি শ্রামলাল, শুয়ে যে?” এই বলিয়া অমরকুমার নিকটবর্তী একখানা চেয়ারের উপর বসিলেন।

শ্রামলাল উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি বাড়ী থেকে এসে এক দিন মাত্র এসেছিলে, তার পর এস নি কেন?”

“সে কি? আমি তার পর দু দিন এসেছি, তোমার দেখা পাই নি। তোমার চাকর বোলে, ‘সিম্লে গেলেন।’”

“সিম্লে না, শিরালদা। চাকর ব্যাটা ধান শুকতে পান শোনে। তা বাক্, তোমার খণ্ডর বাড়ী আর গিয়েছিলে?”

“তোমার সকল কথাতেই তামাসা।”

“আচ্ছা, তামাসা করবো না। কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী গিয়েছিলে?”

“এই সেখান থেকে আস্চি।”

“সংবাদ কি?”

“সংবাদ বড় গুরুতর। কঠিন সমস্যা।”

“সে কি?”

“সে বিষয়, তাই, তোমার বই অপর কাউকে বোলতে পারি নি। তুমিই আমার একমাত্র বিশ্বাসী বন্ধু।”

“ব্যাপার কি বল দেখি?”

সেই একটা হুই লোক কক্ষকাত্ত বাবুকে এক উড়ো চিঠি লিখেচে। এই দেখ ।” এই বলিয়া শ্রামলালকে সেই পত্রখানা দিলেন।

শ্রামলাল পত্র পড়িল। পড়িয়া বিস্মিত হইল। বলিল, কোন্ ষ্টুপিড্ রাস্কেল এমন গাধার কাজ করেছে !”

পাঠক মহাশয়! পাঠিকা মহাশয়! শ্রামলালের মিষ্টবচনে বন্ধুর সম্ভাববর্দ্ধনের খেলাটার দিকে একবার মনোযোগ দিন। আপনাদেরও এরূপ সরল হিঁতৈষী পুরুষবন্ধু বা সরলা হিঁতৈষী স্ত্রীবন্ধু আছে কি? শ্রামলালকে দেখিয়া এখনও সতর্ক হউন।

তার পর অমরকুমার আবার বলিলেন, “তাই! শুধু কক্ষকাত্ত বাবুকে সন্ধিৎসা করা নয়, আমার পিতাকেও এরূপ একখানা উড়ো চিঠি লিখেচে। সে দিন সেই পক্ষানন ঘটক যে চিঠীর কথা বোলে ফেলেছিলো, তার পর বাবার কবুনিতে সে কথা চাপা দিয়েছিলো, সেই উড়ো চিঠিখানা আর এখানা এক জনেরই হাতের লেখা।”

শ্রামলাল যেন কতই বিস্মিত হইল। বলিল, “অ্যা, বল কি।”

“সত্য বল্চি। আমি শেষে পত্রখানা পেরে নকল কোরে এনেচি। এই পড়।”

শ্রামলাল সে পত্রখানার নকলও পড়িল। পত্রলেখকের উপর কত কটু কাটব্য প্রয়োগ করিল। সাবাস্ শ্রামলাল!

তার পর বলিল, “তুমি ঠিক জান, এক হাতের লেখা?”

সত্য মিথ্যে এই দেখ, সেই আসল পত্রের খানিকটে ছিঁড়ে এনেচি। অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখ।”

শ্রামলাল কেরোসিন্ ল্যাম্পের কাছে বেশ করিয়া মিলাইয়া দেখিল।

অমরকুমার বলিল, “কেমন, শ্রাম, ঠিক কি না?”

শ্রামলাল অগাধ বিস্ময়ের সহিত বলিল,

“তাই তো বটে। এক! হাতেরই কলম কেখি বেন। কো! শূওর এমন সর্বনাশের কাজ চালেচে!”

অমরকুমার বলিল, “বাস্তবিক, তাই, এই গাধা শূওরের জালায় আমি অভ্যস্ত উদ্বিগ্ন হয়েচি। একে তো কক্ষকাত্ত বাবু চার শো টাকাই বেঁধে দিতে পারবেন না। তার উপর তোমরা আরও হু শো টাকা বাড়িয়ে দিলে। তারই বা কি উপায় হবে? আবার এই সকল উড়ো চিঠীর খোঁচা-খুঁচি। দেখ্চি, জ্যোতিষ্মরীর অপূর্ণ জ্যোতি আবার পক্ষে বুঝি চিরাককার হল।”

“কোন চিন্তা নাই। শ্রামলাল বেঁচে থাক্বে। জ্যোতিষ্মরী তো তোমারই।” মনে মনে বলিল, “জ্যোতিষ্মরী বিনোদবিহারীর। তার সঙ্গে আমার বন্ধোবস্ত আছে যে, কক্ষকাত্ত বাবু যেমন গরীব, তেমনি অল্প টাকা পণে বিনোদ রাজী। এমন কি, দেড় শো হু শো টাকা পণ নিয়েই, বিনে জ্যোতিষ্মরীকে বিয়ে কোস্তে এখনি রাজী। সে টাকাটা বিনে আমাকে দেবে। তার পর আমি ঘটকালি কোরে এই কার্য সিদ্ধি কন্বার দক্ষণ আমাকে আরও পাঁচ শো টাকা দেবে। তা ছাড়া এ দিক ও দিকেও হু তিন শো টাকা তার মাখার হাত বুলিয়ে পকেটে পুন্নবো। বিনেকে যে রূপ দেখিয়েচি, সে তো এখন আমার কলের পুতুল। তার মায়ের সে আব্বুয়ের ছেলে। যখন বা চার, তাই পায়। বাস্তবিক, এমনতর হু চারটে বোকা এরায় না পেলো আমাদের খোকা টাকা হয় কৈ? অম্বারা-টার বাবা বাটা বেঁচে থেকেকই বস্ত কষ্টক হয়েচে। নৈলে এরই মাখার হাত বুলুস্তম। যদিও এ আগে ক’নে দেখে ঠিক কোরে শেষে আমাকে দেখিয়েচে, তবু কিবির কোরে আমি আগে, আর ওকে শেষে ফেলুস্তম। এখনি বা তার কহুর কি? ওর কাছে কিছু পটুলো না বোলেই বিনোদের চিত্তবিনোদের মন দিলেম,—হু দিকে হুই উড়ো চিঠিরূপ ব্রহ্মজ নিক্ষেপ কোরেনম। অম্বার কপালে নবডকা! বি, এ-ই পড় আর আইনই পড়, “হোমিওপ্যাথিক

আজর কাছে কেউ নও বাবা ! এক কোঁটা জলে
গাটা গোটা টাকা ।”

মনে মনে এই কথাগুলি বোলতে শ্রামলালের
কিরংকণ বিলম্ব হইল। তদর্শনে অমরকুমার
বলিলেন, “তুমি চুপ কোরে রইলে যে ? একটা
সদ্ব্যক্তি বল ।”

“সদ্ব্যক্তিই ভাবি। তোমার পিতার ইচ্ছার
বিকক্ষে কাজ তো হ’তে পারে না। তবু তত
বেশী নয়, চার শোর উপর দু শো। কৃষ্ণকান্ত বাবু
কি আর দিতে পারবেন না ?”

অমরকুমারের মাতা যে ছই শত টাকা দিবেন
বলিয়াছেন, তাহা অমরকুমার শ্রামলালকে বলি-
লেন না। কারণ, যদি তাঁহার পিতা কোন স্ত্রে
জানিতে পারিয়া সে টাকা আটক করেন, তা
হইলে খুসল ফলিবে না। এই ভক্ত অমরকুমারের
এখনও মনের উদ্বেগ যায় নাই। তাই তিনি
জ্যোতির্শ্রীর লাভের আশা করিয়াও করিতে পারি-
তেছেন না। এক্ষণে শ্রামলালের মুখে এই কথা
শুনিয়া বলিলেন, “তুমি তো জান, কৃষ্ণকান্ত বাবু
চার শো টাকার বেশী একটি কড়িও দিতে পার-
বেন না। থাক্লে দিতেন ।”

“তা তো জানি, কিন্তু ২০০ টাকা না হ’লে যে
তোমার পিতা সন্তুষ্ট হবেন না। চন্দ্রনাথ বাবুকে তো
তিনি স্পষ্টাকরে সে কথা বোলে তার দিয়েচেন ।”

অমরকুমার কিরংকণ কি ভাবিলেন। পরে
বলিলেন, “দেখ শ্রামলাল, এক কাজ কর। চন্দ্র-
নাথ বাবুকে কোন কথা বোলে কাজ নি। তুমি
আমাকে ২০০ টাকা ধার দেও। আমি চার
পাঁচ মাসের মধ্যে পরিশোধ কোরবো ।”

শ্রামলাল এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “আজ্ঞা,
আমি চেষ্টা কোরবো ।”

“চেষ্টা কোরবো বোলে হবে না। দিতেই
হবে, তুমি না দিলে এ বিষয়ে আমি কার কাছে
যাব কোত্তে যাব ?”

“আজ্ঞা। এখনও তো সময় আছে। প্রয়ো-
জনের সময় দেবো ।”

অমরকুমার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন । বলিলেন,
“তুমিই, তাই, আমার বখাৰ বন্ধু ।”

শ্রামলাল মনে মনে বলিল, “তোমার কাঁদে
ফেলবার আর একটা রাস্তা গেলেম ।”

অনন্তর অমরকুমার বিদায় লইয়া গ্রন্থান করি-
লেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

হুঁসিয়ার ব্যবসায়ী ।

দেখিতে দেখিতে মাঘ মাস গত হইল। অস্ত
ফাল্গুন মাসের প্রথম দিন ।

কর্ণগুরালিস্ স্ট্রীটের টেলার সপে কামাখ্যাচরণ
বহু দর্জিদগকে ধান কাটিয়া দিতেছেন। বেলা
তিনটা হইয়াছে ।

এমন সময়ে একটি লোক তাঁহার দোকানে
প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই সহাস্তে বলিল,
“কেমন আছেন, মহাশয় ?”

কামাখ্যাচরণ তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারি-
লেন। সাবরে বলিলেন, “আহুন—আহুন, বহুন,
আপনার নাম শ্রামলাল ঘোষাল নয় ?”

“এরি মধ্যে ভুলে গেলেন ?”

“আজ্ঞে, ভুলবো কেন ? আপনারাই আমা-
দের লম্বী। এখন আছেন কেমন ?”

“মন্দ নয়। আপনি কেমন ?”

“আপনারের কুপার বেঁচে আছি ।”

“আজকালকার দিনে বেঁচে থাকাই বা কিছু
লাভ, তা বই আর কোন লাভ নাই ।”

ইত্যবসরে কামাখ্যাচরণ এক জন দর্জিকে
এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া বাইতে আদেশ
করিলেন। দর্জি তামাক আনিল। কামাখ্যা
বাবু তাহার হস্ত হইতে কলিকা লইয়া কড়িবাধা
ব্রাক্‌পের হাঁকার মাথায় বসাইয়া শ্রামলালকে
দিলেন। বলা বাহুল্য যে, শ্রামলাল তামাক
টানিতে খুব মজবুত ।

কামাখ্যাচরণ শ্রামলালকে বলিলেন,
“অমরকুমার বাবুর বিবাহের কি হইল ?”

“সমস্তই ঠিক ঠাক্ ।”

“এই কানুন মাসে না বিবাহ ?”

“আজ্ঞে ।”

“কোন্ তারিখে ?”

“উনিশে ।”

“চক্রধর বাবু পুত্রের বিবাহে তেমন জীকজমক
কোরেন না ?”

“জীকজমক কোডেন, কিন্তু কটা মামলা মক-
দমার পড়েছেন । মোটামুটিই সার্ববেন ।”

এই কথা শুনিয়া কামাখ্যাচরণ তাবিলেন,
“ও, তাই চক্রধর বাবু আমার পুত্রের কোন উত্তর
দেন নাই । তা আর কি হবে । বখন তিনি
নিজে বিব্রত, তখন আমার কিছু আশা করা ভাল
নয় । বাই হোক, শ্রাম বাবুর কথাটা শুনে মনের
ভাবনাটা তবু ঘুচে গেল । বাবা ভাবনার অস্ত
কলমারক কার্যেরও হানি করে ।”

কামাখ্যাচরণের এই কথাগুলি ভাবিতে বে-
টুকু সময় লাগিল, সে টুকুর মধ্যে হোমিওপ্যাথিক
প্র্যাক্টিশনের শ্রামলাল বোবাল গুড়ুকে এমনি
গোটা ছই তিন শেব টান বা শোব টান দিল বে,
হঁকা কলিকা বুদ্ধিল, শ্রামলাল গুড়ু হোমিওপ্যাথিক
প্র্যাক্টিশনের নয়, গুড়ুকেও একজন এখন শ্রেণীর
সার্জন-মেজর ।

অনন্তর শ্রামলাল কামাখ্যাচরণের সমুখে হঁকা
ধরিল, কামাখ্যাচরণ তাহার হস্ত হইতে হঁকা
লইয়া, বৈঠকের উপর রাখিলেন এবং কলিকাটি
লইয়া নিজের হঁকার বসাইয়া টানিতে লাগিলেন ।
ছই এক টান টানিয়াই কলিকা সমেত হঁকা
বৈঠকে রাখিলেন । বুদ্ধিতে পারিলেন, শ্রামলাল
বাবু তামাকে তামিল বটে ।

এমন সময়ে শ্রামলাল কামাখ্যাচরণকে বলি-
লেন, “আমি আপনায় কাছে আক কিছু জিনিষ
নেবো ।”

“কি কি চাই বলুন ?”

“বক্তার দুটো চারনা কোট, লংক্লেথের দুটো
পিরাগ, দু বোড়া হাক্ টেকিং আর দুখানা কমান ।”

“বে আজে ।”

“করাসভাদার ধোরা উড়ানী আছে ?”

“আজে, আমার বোকানে নাই । পাশের
দোকানে শীল কোম্পানির কাছে আছে ।”

“তাও এক বোড়া আনিরে দিন ।”

“বে আজে ।” এই বলিয়া সরকারকে এক-
খানা চিরকুট লিখিয়া শীল কোম্পানির দোকানে
পাঠাইয়া দিলেন । সরকার এক বোড়া করাসভাদার
তাল ধোরা উড়ানী আনিল । বলিল, “এ বোড়ার
দর ৩ টাকা ।”

অনন্তর কামাখ্যাচরণ, গ্রাস্কেস হইতে শ্রাম-
লালের করমাইল মত কোট, পিরাগ, টেকিং ও
কমান বাহির করিয়া দিলেন ।

শ্রামলাল, গায়ের মাগ সহই হইল কি না,
আনিবার অস্ত্র একটা চারনা কোট গারে দিল ।
গারে দিবার সময় নিজের পিরাগটা হঠাৎ কেনন-
তর হইয়া অড়াইয়া গেল । “আ, কচুপোড়া থা”
বলিয়া পিরাগটা খুলিয়া চেয়ারের ঠেসের উপর
রাখিয়া দিল । সেই সময় পিরাগের ভেতর হইতে
কমানজড়ানো কি পড়িয়া গেল । চেয়ারখানা
আর দেওয়ালখোঁচা হইয়া ছিল এবং চেয়ারের নীচে
কতকগুলো টুকরা কাপড় ও কয়েকটা কাটিমহতার
বস্ত্র ছিল, স্তত্ররং কমানপতন কাহারই নেত্র-
গোচর হইল না ।

অনন্তর শ্রামলাল চারনা কোট গারে দিয়া
দেখিল কিট হইয়াছে । অবশেষে, সমস্ত জিনিষের
দাম কত জিজ্ঞাসা করিল ।

কামাখ্যাচরণ বহু খতাইয়া বলিলেন, “সর্ব্বত্র
আট টাকা বার আনা ।”

শ্রামলাল বলিল, “বলেন কি । কম নয় ?”

“আজা খেদেরের সঙ্গে আমার দর দত্তর দেই ।
অত্যেক জিনিষে টিকিট আটা দর । এক ডাকে
বিক্রী ।”

“আজা । এখন এক কল ককুন । আট

টাকা ব্যয় আনা আমার নামে হাওলাত খাতার লিখে রাখুন। ইংরেজি মাস ক্যাঁচারে বেবাক মিটিয়ে দেবো।”

এই কথা শুনিয়া কামাখ্যাচরণ বহু বলিলেন,
“আজ্ঞে, যা বোলছেন সত্য; কিন্তু আমার খারে কারবার নেই।”

“কোন সন্দেহ নেই। আপনি আমার সঙ্গে একবার কারবার কোরেই দেখুন না।”

“আজ্ঞে, আমার অল্প স্বল্প পুঁজি। নৈলে আপনি তত্ত্ব লোক, আপনাকে ধার দিতে বাধা কি? (ভাবিয়া) একটা কাজ কোলে হয় না?

“কি বলুন দেখি?”

“আমার সরকারকে আপনার সঙ্গে পাঠিয়ে দি। বাড়ী গিয়ে এর মারফতে দামটা অমুগ্রহ কোরে পাঠিয়ে দেবেন।”

“আমি এখন বাড়ী যাব না।”

“তবে কালই না হয় নেবেন।”

“আচ্ছা। তাই ভাল।” এই বলিয়া চায়না কোট খুলিয়া রাখিয়া, নিজের পিরায় গারে দিল। তার পর বলিল, “কাল আপনি দোকানে কখন থাকিবেন?”

“আমি দশটার সময় থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত থাকি। তবে যদি কোথাও কার্যাবলত বেরিয়ে বাই, আমার সরকার আপনাকে সমস্ত জিনিষ দেবে।”

“যে আজ্ঞে। আসি তবে, কামাখ্যা বাবু।”

“প্রণাম, আস্থন।”

শ্রামলাল টেলার সপ্ খপ্ করিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

একণে কামাখ্যাচরণ বহুকে আমি সাবাস্ দি। তিনি কারবারে চক্ষুলা ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছেন। আমি আনি, অনেক ব্যবসারীকে এক চক্ষুলা ও খাতিরের দারে পড়িয়া দরে ভুবিতে হয়। নগদ মূল্যে বৎসামাস লাভও পরম লাভ, কিন্তু হাওলাতে জগৎব্রজও লাভও কিছুই নয়। ব্যাবসারী খুব হুঁসিয়ার হইয়া

চলা উচিত। নহিলে কলিবাঙ্গ, জুয়াচোরাই ও পরিচিত খদ্দেরের খপ্পরে পড়িয়া, দু দিনে দেউলিয়া খাতার নাম লেখাইতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

মনসাদাস সরকার ।

শ্রামলাল টেলার সপের কামাখ্যাচরণ বহুর স্পষ্ট জবাবে মনে মনে কিছু কষ্ট হইল। কতকটা অপমান হইল কি না, কাজেই তুষ্ট হইতে পারিল না। কিন্তু শ্রামলালের এক্রূপ কষ্ট হওয়া ও তুষ্ট না হওয়ার পূর্বে বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, যার সঙ্গে আদৌ কখন এক কড়ার কারবার হয় নাই, তার নিকটে হঠাৎ কোন সামগ্রী হাওলাতে কেনা সুক্টিসম্মত নয়। সেই কর্তব্য-জানটুকু থাকিলে হোমিওপাথকে আজ ফুটপাথে নামিয়া, এমন করিয়া বিদার হইতে হইত না। শ্রামলাল বাবুর ভায় এইরূপ অনেক বাবু আছেন।

কিয়ৎ দূর আসিয়া, ফুটপাথের ধারে একটা কদম গাছের নিকট শ্রামলাল দাঁড়াইল। সেখানে একটা লোক দাঁড়াইয়াছিল। সেই লোকটার বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ; কৃকবর্ণ, একহারা। নাম মনসাদাস সরকার, আতিতে ব্রাহ্মণ।

শ্রামলালকে দেখিয়া মনসাদাস তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসিল, “কি কি আনলেন দেখি? পিরায় চাদর নিতান্ত খেলো নয় তো?”

শ্রামলাল আসল ব্যাপার গোপন করিয়া উত্তর করিল, “খেলো জিনিষ বলেই কিছু কিন্লেম না। ও ব্যাটার টেলার সপ্ একবারে সাফ। ভাল জিনিষের একটু টুকরও নেই।”

“তবে উপায়? কি বেশে বাস? একখানি মাত্র খুতি ধোপু করা আছে। জামা চাদর না হ’লে তো ক’নে দেক্তে বাওয়া হয় না?”

“চল আমার বাড়ী থেকে জামা চাদর দি।”

“মিহিমিছি এতটা পণ হাঁট্টের মার্গলেন।”

বলে কি টাকা দিয়ে কাঁকা জিনিষ কিনবে? টেগার সপ্ত জুওচরির আড্ডা।”

“তবে এক কাজ করি। জুতো জোড়াটা সারিয়ে বুরুস্ করিয়ে নি।”

“চিল্ হৌ মারগে কুটো গাছটাও নিয়ে ওড়ে।”

“হাঁটালেন কেন? পুরুণো জুতোর ওঁতো সবার শক্তি কত?”

এক জন মুচি বাইতেছিল। তাহাকে দেখি-
য়াই মনসাদাসের জুতোর দিকে নজর পড়িয়াছিল।
এই বার তাহাকে ডাকিল। হুই পরসার পাহুকার
রূপ-পরিবর্তনের বন্দোবস্ত হইল।

এমন সময়ে শ্যামলাল বলিল, “সরকার! রাস্তার
মাঝে অনেক লোক যাওয়া আসা কোর্সে, এখানে
দাঁড়িয়ে থেকে জুতো সারানো ভাল দেখায় না।
চল, ঐ গলিটের ভিতরে যাই।”

মনসাদাস হাসিতে হাসিতে বলিল, “বাঙালির
ঐ একটা কেমন্ দোষ। নিজের জুতো রাস্তায়
দাঁড়িয়ে সারিয়ে নেবে, তাতে এত লোকলজ্জা, কিন্তু
চাকরিস্থলে কত লোকের সম্মুখে সাহেবের জুতো
খাবে, তার বেলা লজ্জা সরম হয় না। উপেট ঘেন
কত মান সম্মান।”

“মিছে বোকে না। চল।”

“আচ্ছা চলুন।” এই বলিয়া জুতাবুরুস্-
ওয়ালাকে বলিল, “ঐ গলিমে আও।”

অনন্তর তিন জনে পার্শ্ববর্তী গলিতে প্রবেশ
করিল। মুচি এক ঘোড়া পুরাতন জুতা দিল।
মনসাদাস নিজের জুতা খুলিয়া সেই ঘোড়া পায়ে
দিয়া দাঁড়াইল। মনসাদাসের সিম্‌লাপাহাড়ের
জুতা, দাম এক টাকা পাঁচ আনা।

চর্মকার জুতা মেরামত করিতে লাগিল। সেই
অবসরে শ্যামলাল ও মনসাদাসে এইরূপ কথোপ-
কথন হইতে লাগিল।

শ্যামলাল বলিল, “বা যা বোলে দিইয়েচি, ঠিক
কোরে বোলতে পারবে তো?”

“আমার ঘটকালিতে খুব দখল আছে। আপ-
নার শিক্ষামত কাজ তো কোর্সেই, তা ছাড়া

কথার উপর কথা গোড়লে, ঠিক কোরে সওয়াল
জবাব কোর্সে। কিন্তু আমাকে পকাশটি টাকা
দিতে হবে। পঁচিশ টাকার কি এত বড় মুক্ত
কাজটা হোস্তে পারি?”

“তার জন্ত চিন্তা কি? কাজ হাসিল কোলে
তাই দেবো।”

“বিনোদ বাবু আপনাকে কত টাকা দিয়ে-
চেন?”

“ঐ এক শো টাকা। বিনোদবিহারী আমার
পরমহিতৈষী বন্ধু। বন্ধুর সাহায্য বন্ধুর করাই
উচিত। বন্ধুর উপকার কোলে কি টাকা নিতে
আছে? যে নের, সে আবার কিসের বন্ধু? সে
তো শত্রু। কেবল তোমাকে দিতে ও অজান্ত
ধরনের জন্ত তার কাছে এক শো টাকা নিইয়েচি।”

মনসাদাস বিশ্বাস করিল। কারণ সে হালে
মোতায়েন্ হইয়াছে। ভিতরকার খবর কিছুই
জানে না। তাতে আবার শ্যামলাল কোশল
করিয়া, বিনোদবিহারীকে কোন কথা প্রকাশ
করিতে নিবেদন করিয়াছে। বিরোধগুলা বিনোদ
আজ কাল শ্যামলালের কলের পুতুল। শ্যামলাল
জানে, সে পাকা শঠতার জাল পেতেছে; কিন্তু
বিনোদবিহারী জানে, শ্যামলাল প্রকৃত বন্ধুরই
কাজ করিতেছে। কিন্তু আমি জানি, মাঝখানে
আশুন জনে ঠিস্ তৈয়ার হইতেছে—বরলার
কাটিবার ঘোগাড় হইতেছে। শ্যামলাল মনসা-
দাসকে বলিল, সে বিনোদবিহারীর নিকট কেবল
আসল ধরনের জন্ত এক শো টাকা লইয়াছে,
কিন্তু তা নয়, ক্রমে ক্রমে কথার প্যাঁচ দিয়া আজ
পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন শো টাকা হস্তগত করি-
য়াছে। শ্যামলালের পরামর্শানুসারে বিনোদ
তাহার সাতাকেও ভুলাইয়াছে।

অনন্তর মনসাদাসের জুতা মেরামত হইল।
মুচিকে হুই পরসার দিয়া, উত্তরে তথা হইতে প্রস্থান
করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

নর চর ও নারী চর।

সন্ধ্যা হইল। মনসারাম সরকার, শ্রামলাল ডাক্তারের প্রদত্ত পিরাণ, চাদর ও নিজের দুখলের খুতিতে বরষণ সাজাইয়া, কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে শুভযাত্রা করিল। শ্রামলালও মনসারামের জুড়িদার হইয়া চলিল।

যথা সময়ে উভয়ে কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাটার নিকটে উপস্থিত হইল। শ্রামলাল বলিল, “সরকার! তুমি একাকী যাও। আমি এই গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আমি আর কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী যাব না। তুমি সমস্ত ঠিক ঠাক কোরে এস।”

অমরকুমারের সহিত শ্রামলাল পূর্বে কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী আসিয়াছিল, স্মরণে পরিচিত। অথচ আজ আবার নতুন ঘটকালি, তাই দেখা দিতে চাহিল না। বরঞ্চ মনসাদাসকে বলিল, “তুমি কোন মতে আমার নাম টাম কোরো না।”

“না, আপনার নাম কোন্‌বো কেন? আপনি তো পূর্বেই নিষেধ কোরে দিয়েছেন।”

“আচ্ছা, তবে এখন যাও, আমিও মোড়ে চোলেম।”

শ্রামলালের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, মনসাদাসের সঙ্গে যাব। কিন্তু একটু স্বেচ্ছা না বহিলে যাওয়াটা কোনমতেই সম্ভব নহে। চেনা হইয়াই মুক্তিলাভ হইয়াছে।

অনন্তর উভয়ে উভয়ের গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

তার পর মনসাদাস সরকার কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাটা গিয়া দেখিল, কৃষ্ণকান্ত বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। কৃষ্ণকান্ত বাবু মনসাদাসকে পূর্বে কখন দেখেন নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, “কার ভ্রমাস কোঁচেন, মহাশয়?”

মনসাদাস বলিল, “কৃষ্ণকান্ত বাবুর। তিনি কোথায়?”

“আমারি নাম।”

“নমস্কার, মহাশয়!”

“নমস্কার। বহুদ।”

মনসাদাস উপবেশন করিল।

কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি প্রয়োজনে এসেছেন?”

“সুন্‌লেম, আপনার একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে। বিবাহের যোগ্য হয়েচে। আমার হাতে একটি পাত্র আছে।”

“আপনার নাম?”

“শ্রীমনসাদাস শর্মা উপাধি সরকার।”

“নিবাস?”

“শান্তিপুর। বাসা এই নিকটেই।”

“কোথা?”

“উটোডিলি।”

“তা হ’লে নিকটে হোলো কই?”

“আমার কাছে কোলকাতার মধ্যের ও কোলকাতার পাশের সমস্ত স্থানই নিকট।”

“বোধ হয় আপনি খুব হাঁটতে পারেন।”

“দালাল, ঘটক আর ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়া দিন রাত হাঁটবার জন্যেই জন্মেচে, মশায়!”

এই কথা কয়েকটি হাসিতে হাসিতে বলিল।

এমন সময়ে, সন্ধ্যাহিক সারিয়া ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ছেঁচা পান চিবাইতে চিবাইতে বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বৈঠকখানায় আসিলেন। মনসাদাস সরকারের সহিত তাঁহারও আলাপ পরিচয়াদি হইল। অন্ত কি অন্ত মনসাদাসের শুভাগমন, তাহাও বৃদ্ধ জানিয়া লইলেন।

অনন্তর কৃষ্ণকান্ত মনসাদাসকে বলিলেন, “সরকার মহাশয়, আমার কন্যার পাত্র স্থির হয়েছে।”

“স্থির হয়েছে, না কথাবার্তা চলচে?”

“পাকাপাকিই স্থির হয়েছে। এই কাস্তন মাসের উনিশে বিবাহ।”

“পাত্র কোথাকার?”

“হুগলী জেলার তারাপুর গ্রামের।”

হুদ নাম

“শ্রীমন্ অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।”

“পিতার নাম ?”

“শ্রীযুক্ত বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।”

“আপনাকে কত টাকা দিতে হবে ?”

“কেন বলুন দেখি ?”

“আমি যে পাত্রটি ঠিক করেছি, তাঁকে বেলী দিতে হবে না । আড়াই শো টাকা কুলমর্থ্যাদা আর দানসামগ্রী যা পারেন ।”

“পাত্রের নিবাস ?”

“এই কোলকাতা—সিমুলিয়া ।”

“নাম কি ?”

“বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ।”

“পিতার নাম ?”

“মধুরাবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় । পাত্রের মাতা জীবিতা । একখানি ভদ্রাসন বাড়ী আছে । বিষয় আশ্রয়ও মন্দ নয় ।”

“আন্দাজ কত হবে ?”

“প্রায় বার চৌদ্দ হাজার ।”

“লেখা পড়া কেমন জানে ?”

“ওরিএণ্টাল সেমিনারিতে অনেক দূর পড়েছে ।”

“পাস টাস কিছু দিয়েছে ?”

“না, তা কিছু দেয় নি বটে, কিন্তু বাড়ীতে সর্বদা বিদ্যার চর্চা করে । একটা আফিসেও বেরুচ্ছে । শীঘ্রই টাকা চল্লিশের একটা পোষ্ট পাবার কথা আছে । পাত্র বেশ সচ্চরিত্র শাস্ত । চেহারাও অতি পরিকার ।”

কৃষ্ণকান্ত বাবু কিরংকণ কি ভাবিলেন । পরে বলিলেন, “সরকার মহাশয়, আমি আমার কন্ডার জন্ত একটি বিশেষরূপ বিদ্বান্ অথচ সচ্চরিত্র পাত্রের চেষ্টায় ছিলেম । প্রজাপতির ইচ্ছার তা পেয়েছি । অতএব আর মতান্তর কোঁতে পাচ্ছি নি ।”

মনসাদাস একটু হতাশ হইল । বলিল, “তা আপনার যেমন ইচ্ছা, তাই করবেন । তবে কি না এটা হ’লে খুব সুবিধা হোতো । এখনো বুঝুন ।”

“না, আর অস্তমত হোতে পাচ্ছি নি ।”

“যে আঁড়ে ।” এই বলিয়া মনসাদাস নিজের কান টুলকাইতে লাগিল । এটা কি হতাশের লক্ষণ ?

এখন সময়ে পরাণী দাসী বৃদ্ধ মধুসূদনের জন্ত এক ছিলিম তামাক সাজিয়া আনিয়া আনিয়া মনসাদাসকে বৈঠকখানায় দেখিল । দেখিয়াই মনে মনে বলিয়া কেলিল, “এ মিসে সেই নয় ?”

অনন্তর পরাণী ষি মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কলিকা দিল । তিনি কলিকা লইয়া, হাঁকার বসাইয়া টানিতে লাগিলেন ।

পরাণী বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল ।

পরাণী যাইবার পরই কৃষ্ণকান্ত বাবুও বৈঠকখানা ছাড়িয়া বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন । পরাণী আর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া রাখিয়া ছিল, তাই খাইবার জন্ত কৃষ্ণকান্ত বাবু উঠিয়া গেলেন । বৈঠকখানায় পিতা আছেন, তাই তাঁহাকে উঠিতে হইল ।

এখানে বৈঠকখানায় মধুসূদনে ও মনসাদাসে পর্যায়ক্রমে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং ওখানে কৃষ্ণকান্ত বাবু একাকী একখানি টুলের উপর বসিয়া হাঁকা ডাকাইতে আরম্ভ করিলেন ।

কৃষ্ণকান্ত বাবু এইরূপে তামাক খাইতেছেন, এমন সময়ে পরাণী তাঁহাকে বলিল, “হ্যাঁ ছোট বাবু, ঐ যে নোকটা বোটোঁকখানায় বোসে আছে, ও কে ?”

“কেন ?”

“নীলু মূদীর দোকান থেকে এক সের হুন্ আন্বার সময় ওকে এই কতকণ আমি সেই বাবুটির সঙ্গে কথা কইতে শুনে এলুম ।”

“কোন বাবুর সঙ্গে ?”

“তোমার যিনি জামাই হবেন, তেনার সঙ্গে সেই যে শ্রামণাল বাবু এসেছিলো, তেনারি সঙ্গে ।”

“কোথা ?”

“গলীতে একটা গেঁড়ার খুঁটির কাছে ।”

“শ্রামণাল বাবু তুই নিশ্চয় জানিস্ ?”

“আমি কি কাণা? শ্রাম বাবু যে এখানে তোমার আশাই বাবুর সঙ্গে পুকে ছুঁ দিন না ক দিন এসেছিল।”

পরশুর এই কথাগুলি শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবুর মনে কি একটা খটকা লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হঁকা রাখিয়া, তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এক জালে আর এক জাল।

এখানে মোড়ের একটু দূরে ফুটপাথের উপর শ্রামলাল ঘোষাল, গায়ে মাথার একখানি শাল জড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং কখন মনসাদাস সরকার কার্যসিদ্ধির উপায় করিয়া আসিবে, ভাবিতেছিল।

এ দিকে কৃষ্ণকান্ত বাবু একখানি বাংলাপোস্ট মুড়ি দিয়া শ্রামলালকে গলীতে খুঁজিলেন, কিন্তু পাইলেন না। গলী ছাড়াইলেন, মোড়ে আসিলেন, দেখিলেন কিছু দূরে একজন দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিলেন সেই হয় তো শ্রামলাল ঘোষাল।

অনন্তর কৃষ্ণকান্ত বাবু হঠাৎ দণ্ডায়মান ব্যক্তির নিকট না আসিয়া, বিপরীত দিকে খানিকটা গিয়া রাস্তা পার হইলেন। রাস্তা পার হইয়া অপর দিকের ফুটপাথে উঠিলেন। উঠিয়া ও পার হইতে আড়ে আড়ে শ্রামলালকে দেখিয়া বরাবর অনেকটা দূর চলিয়া গেলেন। তার পর সে ফুটপাথ ত্যাগ করিয়া, শ্রামলাল যে ফুটপাথে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে উঠিলেন। ক্রমে শ্রামলালের দিকে আসিতে লাগিলেন। বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া আসিতে আসিতে একবারে শ্রামলালের পার্শ্বে আসিয়া পড়িলেন। চিনিতে পারিলেন। চিনিতে পারিয়াই হাতস্থে তাড়াতাড়ি বলিলেন, “শ্রামলাল বাবু যে! এখানে একলা দাঁড়িয়ে হিম খাচ্ছেন কেন?”

কৃষ্ণকান্তকে হঠাৎ দেখিয়া, শ্রামলাল একটু

চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে ভাব গোপন করিয়া, সহাস্তে উত্তর করিল, “নমস্কার, মহাশয়! কোথা গিয়েছিলেন?”

কৃষ্ণকান্ত কথা ঘুরাইয়া বলিলেন, “চাঁপাতলায় একটু দরকার ছিল।”

“ভাল আছেন?”

“আপনি কেমন আছেন?”

“অগ্নি এক প্রকার।”

“এখানে দাঁড়িয়ে কেন?”

“একটি লোকের নিকট কিছু টাকা পাব, কোন মতেই আদায় কোত্তে পাচ্ছি নি। চক্ষুলাজ্ঞা বশতঃ নিজেও তেমন কড়াকড়ি কোত্তে পারি নি। তাই একজন লোক পাঠিয়েছি। দেখি তাতেও কি হয়। আজ একটা হেস্তোনেস্তো কোরে যাব। টাকা না পাই, কাল নাগিস রুজু কোরবো।”

“ও, তাই দাঁড়িয়ে আছেন?”

“আজ্ঞে।”

শ্রামলালের কথার কৃষ্ণকান্তের আরো খটকা লাগিল। ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, “তা এখানে কেন? আমাদের বাড়ী আহুন।”

“লোকটি কিরে এলে দেখে পাবো না। আপনি অগ্রসর হোন। লোকটি এলেই তাকে নিয়ে আপনার নিকট যাচ্ছি।”

“আচ্ছা, আমি না হয় একটুখানি অপেক্ষা করি।”

শ্রামলাল বিষম গোলযোগে পড়িল। মনে মনে বলিল, “আ-ম’লো যা। এ কণ্টকটা আবার কোথেকে জুটলো। যেতে চার না যে। যা হোক কোরে তাড়াতে হোলো।” তার পর কৃষ্ণকান্ত বাবুকে সন্ধানন করিয়া বলিল, “মহাশয়! আচ্ছা আমি আমার লোকটিকে ডেকে আনছি। আপনি অগ্রসর হোন।” এই বলিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল।

কৃষ্ণকান্ত বাবু আর থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, “আপনি সে লোকটিকে আন

কেন্দ্র ~~বুঝতে~~ যাবেন ? আমার বাড়ী চলুন ।
সেই খামসেই তিনি যাবেন এখন ।”

“তিনি যে আপনার বাড়ী চেনেন না ।”

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবু শ্রামলালের
কৌশল প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু
খামিয়া গেলেন ।

এ দিকে শ্রামলাল ভাবিতে লাগিল, “তাই
তো, মনসাদাসটা যদি কৃষ্ণকান্ত বাবুকে বাড়ীতে
দেখেই না পেল, শীঘ্র শীঘ্র ফিরে এলো না
কেন ? বোধ হয়, বুড়োটার সঙ্গে কথা কোচে ।
কিন্তু আমি যে বিষম ফাঁকরে পোড়্লেম । ছিনে
জ্যোঁকের পালা বিষম পালা ।”

এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে ধর্ম্মের কল
হাওয়ার নড়িল । মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট
বিদায় লইয়া, মনসাদাস সরকার আসিয়া পড়িল ।
তাহাকে দেখিয়াই শ্রামলাল বলিল, “টাকা দিলে
কি ?”

শ্রামলাল ঠিক করিয়াছিল, কৃষ্ণকান্ত তো
বাহিরে যুতরাং তিনি মনসাদাসকে দেখেন নাই ।
কিন্তু শ্রামলাল ! আজ তুমি জাল করিতে গিয়া
জালে জড়াইয়াছ ।

মনসাদাস শ্রামলালের কথার উত্তর আর দিবে
কি ! কৃষ্ণকান্তের চক্ষে পড়িল । আম্তা আম্তা
করিতে লাগিল । ভাবিল, “বেখানে বাঘের ভয়,
সেইখানেই সন্ধ্যা হয় ।”

শ্রামলাল তবু হটিবার পাত্র নয় । আবার
বলিল, “কিছু বোলচো না যে ? টাকা দিলে
না ? আচ্ছা না দিক্, কালই নালিস কর্জু
কোচ্চি ।”

মনসাদাসের ভ্যাভাচ্যাকা লাগিয়া গেল । কিন্তু
কৃষ্ণকান্ত বাবু স্থগারোষহাস্তে বলিলেন, “শ্রাম-
লাল বাবু ! আপনি ডাকার, ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ,
আপনার কি এরূপ নীচ কার্য্য করা উচিত
হয়েচে ?” এই বলিয়া মনসাদাসকে বলিলেন,
“আপনি এঁরি পরামর্শে আমার কত্তার বিবাহের
সম্বন্ধ কোঁতে গিয়াছিলেন, কেমন ?”

মনসাদাস গ্রেয়ে জড় সড় হইয়া গেল । শ্রাম-
লাল চক্ষে অশ্রুকার দেখিল ।

কৃষ্ণকান্ত বাবু এই বার রুট হইয়া বলিলেন,
“শ্রামলাল বাবু আপনি না অমরকুমারের পরম-
হিতৈষী বন্ধু ! এই বুঝি আপনার বন্ধুর উপযুক্ত
কাজ ! আমি এতক্ষণে বেশ বুঝতে পার্লেম,
আপনি অমরকুমারের মহাশত্রু । আপনিই
খানা উড়ে চিঠি চক্রধর বাবুকে এবং আর এক-
খানা আমাকে লিখেছিলেন । ভদ্রলোকের প্রতি
ভদ্রলোকের ওরূপ পাপ পত্র লেখা কি উচিত
হয়েচে ?”

শ্রামলালের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল ।
কিন্তু মনসাদাস সরকার উড়ে চিঠির কথা কিছুই
জানিত না, তাই সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া কি
ভাবিতে লাগিল ।

শ্রামলাল আর সেখানে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিল
না । শীঘ্র সরিয়া যাইতে পারিলে বাচে । এই
জন্ত সে বলিল, “কৃষ্ণকান্ত বাবু ! আপনি ভদ্র-
লোক, তাই আপনাকে কিছু বোল্লেম না । অজ্ঞ
লোক হ’লে আজ প্রতিশোধ নিতেন । আপনি
উড়ে চিঠির কথা পেড়ে বুখা আমার অপমান
কোঁচেন । আমি আর আপনার সঙ্গে কথা
কইতে চাই নি ।” এই বলিয়া মনসাদাসকে বলিল,
“এস, সরকার !”

এই বলিয়া মনসাদাসকে লইয়া ক্রোধভরে
শ্রামলাল প্রস্থান করিল ।

এ দিকে কৃষ্ণকান্ত বাবু বাড়ী আসিয়া পিতাকে
সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন । বৃদ্ধ মধুসূদন শুনিয়া
আশ্চর্য্যাব্যস্ত হইলেন এবং শ্রামলালকে গালি
দিতে লাগিলেন ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

“পরোকে কার্য্যহস্তারং প্রত্যকে প্রিরবানিনম্ ।
বর্জয়েৎ যত্রতো বন্ধুং বিষকৃতং পরোমুখম্ ॥”

অজ ২রা কান্ডন ।

অমরকুমার বাড়ী গিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবুর নানীর

উড়ো চীরাখানি পিতাকে দেখাইয়া, তাঁহাকে কতক বুঝাইয়া, অল্প কলিকাতায় বিক্রিয়া আনিয়াছেন। মাতার নিকট হইতে ২০০ টাকাও আনিয়াছেন। সেই টাকা গোপনে আনিয়াছেন, সুতরাং গোপনে রাখিতে হইবে। এমন কি, চন্দ্রনাথ বাবুও বাহাণ্ডে জানিতে না পারেন, তাহাও ঠিক। উচিত। এই ভাবিয়া তিনি ২০০ টাকার গবর্ণমেন্ট নোট আপাততঃ নিজের নিকটেই রাখিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় পরমহিতৈষী সখা শ্রীমলালের নিকট রাখিয়া আসিবেন। অল্পই বাড়ী হইতে আসিয়াছেন, বেলা হইয়াছে, তাই কাশ্মেজে বান নাই।

ক্রমে বেলা সাড়ে চারিটা বাজিল। অমরকুমারও টাকা লইয়া শ্রীমলালের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। বৈঠকখানার বসিয়া তাড়াতাড়ি কিকিৎ জলখাবার খাইলেন। খানসামা বাহির হইবার পরিচ্ছদ আনিয়া দিল। অমরকুমার আটপহরে কাপড় ছাড়িয়া বহিঃপরিচ্ছদ পরিধান করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একটি লোক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আগন্তক জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়ের নামই না অমরকুমার বাবু?”

অমরকুমার উত্তর করিলেন, “আজ্ঞে, আমারই নাম। আপনার নাম?”

আগন্তক উত্তর করিলেন, “শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু।”

“আপনি কি এয়োজনে এসেছেন?”

“আপনারই নিকট বিশেষ কথা আছে।”

“আমারি নিকট? আচ্ছা বলুন।” এই বলিয়া আবার বলিলেন, “মহাশয়ের বিবরকর্ম কি করা হয়?”

“আমার একটি টেলার সপ্ন আছে।”

এই কথা শুনিয়া অমরকুমারের কি যেন মনে পড়িল। তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “আপনিই কি আমার পিতাকে গত মাঘ মাসে একখানি পত্র লিখেছিলেন?”

“আজ্ঞে।”

“আমি এখন আপনাকে বেশ চিন্তে গিয়েম। আমার পিতার সঙ্গে একবার আপনার দোকানে গিয়েছিলেম।”

“আজ্ঞে তা আমার বেশ মনে আছে। আমিও আপনাকে চিনি।”

“আচ্ছা, আপনি কার কাছে আমার বিবাহের সন্ধান পেয়ে পিতাকে পত্র লিখেছিলেন?”

“আপনার বন্ধু বাবু শ্রীমলাল ঘোষালের কাছে।”

“তাঁর সঙ্গে কি আপনার আলাপ পরিচয় আছে?”

“পূর্বে আলাপ পরিচয় ছিল না, সম্প্রতি কতকটা হয়েছে।” এই বলিয়া কামাখ্যাচরণ গত মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তীর বাটীতে উপস্থিত থাকিয়া যে স্ত্রে শ্রীমলালের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন, সমস্ত বলিলেন।

অমরকুমার সমস্ত কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। হাসিবারই কথা, উহাতে যে তাঁর বিবাহের কথা ছিল।

অনন্তর কামাখ্যাচরণ বলিলেন, “শ্রীমলাল বাবুর মুখে শুনেছি, আপনার পিতা আপনার বিবাহে তেমন কিছু খরচপত্র কোরবেন না, তাই আমার পত্রের উত্তর দেন নি। এ কথা কি সত্য?”

এই কথা শুনিয়া অমরকুমার ভাবিলেন, প্রকৃত উত্তর দেওয়া উচিত কি না। যদি সত্য উত্তর দেওয়া হয়, তাহা হইলে পিতাকে খাটো করা হয়, আবার যদি তা না দেওয়া হয়, তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। কণকাল এইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “আপনি আমার পিতা মহাশয়কে আর একখানি পত্র লিখবেন।”

“যে আজ্ঞে” বলিয়া কামাখ্যাচরণ বসু সাহা দিলেন।

তার পর অমরকুমার পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই তো আপনার কথা। আর কিছু যুক্তব্য আছে?”

নন বিশেষ কথাটি বলা হয় নি।”

“বলুন তবে।”

“আমি একটা বিষয়ে গোলকর্থাধার পড়েছি। আপনি বই সে ধাঁধা খুঁজে না।”

“কি সে বিষয়টা?”

এই বার কামাখ্যাচরণ মুখে কোন কথা কহিলেন না, হাতে কথা কহিলেন। অমরকুমারকে একটি পাটজড়ানো ক্রমাল দিলেন।

অমরকুমার আগ্রহের সহিত বলিলেন, “মহাশয়, ক্রমালে কি আছে?”

“অনুগ্রহপূর্বক খুলে দেখুন।”

অমরকুমার ক্রমালের পাক খুলিলেন। দেখিলেন, কএকখানা চিঠি। বলিলেন, “এ সব কিসের চিঠি?”

অমরকুমার এক এক খানি করিয়া চিঠিগুলি পড়িলেন। সর্বশুদ্ধ চারি খানি। অমরকুমার এক এক খানি চিঠি পড়িয়া, এক এক রকম হইয়া উঠিলেন। মনের ভিতর খটকার উপর খটকা লাগিল, ঝড়ের পর ঝড় বহিল। অমরকুমার কিয়ৎক্ষণ বিস্মিত, স্তম্ভিত ও অবাক হইয়া রহিলেন। এক এক বার কামাখ্যাচরণ বহুর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। তার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এ সব চিঠি পেলেন কোথা?”

গত কল্য কামাখ্যাচরণ বহুর দোকানে ক্রমাল জমা উড়ানী কিনিতে গিয়া, জমা পরিবার সময় ক্রমাল-জড়ানো এই চারিখানি চিঠি হারাইয়া আসিয়াছিল। অত খাঁট দেওয়ারিবার সময় কামাখ্যাচরণ এইগুলি পাইরাছিলেন। খুলিয়া পড়িয়াছিলেন। অমরকুমারকে এ গুলি দেখান কর্তব্য বোধে একপে লইয়া ধর্য উপস্থিত হইরাছেন। অমরকুমারকে চিঠিপ্রাপ্তির সমস্ত ঘটনা বলিবার পর বলিলেন, “অমর বাবু, এই আমার বিশেষ কথা। এখন আপনি আমার ধাঁধা ভাঙুন।”

আর ধাঁধা ভাঙুন। এখন অমরকুমার নিজেই

ধাঁধার পাকি, আধার দেখিতে লাগিলেন। কেবল কি ভাবিতে লাগিলেন।

অমরকুমার মুখনেত্রের বর্তমান ভাব দেখিয়া কামাখ্যাচরণ কি মুগ্ধিতে পারিলেন। বলিলেন “শ্যামলাল বাবুর নিকট একবার যাই চলুন।”

“আপনি না এলে যেতেন; বাবার জন্ত প্রস্তুতও হয়েছিলেম; কিন্তু আর বাচ্চি নিন। কামাখ্যা বাবু! আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার সময় হিজোপদেশে পড়েছিলেন,—

“পরোক্ষে কার্যাহস্তারং প্রত্যক্ষে শ্রিয়বাদিনম্।

বর্জয়েৎ বহুতো বহুং বিষকৃত্তং পরোবুধম্।”

অসাক্ষাতে কার্যমাণ অথচ সাক্ষাতে মিষ্টভাবী যে বহু, তাকে ভিতরে বিবেচনা উপরে কীরে পোরা কলসের জার পরিত্যাগ কোরবে। স্তম্ভর্য কামাখ্যা বাবু, আমি শ্যামলালের নিকট আজ বোলে নয়, এ অমর আর কখনও যাব না। হিজোপদেশ পাঠের নিগূঢ় মর্ম আজ প্রত্যক্ষ কোলেন।”

এই পর্যন্ত বলিয়াই তাঁহার মনে যৌরতর যুগা আগিয়া উঠিল। সেই যুগা তিনি মনে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। আশ্রয়গিরির অঙ্গুষ্ঠাসের জার সেই তরতর যুগা অমরকুমারের মুখপথ দিয়া এইরূপে বাহির হইল,—“হি শ্যামলাল! বিক্ শ্যামলাল! তোমারই এই কাজ। তুমি না আমার পরমহিতৈষী বহু! আমার বাবার ব্যথী! হৃথের হৃথী! হৃথের হৃথী! থিক্ তোমাকে।”

অমরকুমারের এই কথাগুলি কামাখ্যাচরণের কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি বেশী কিছু বলিলেন না, কেবল এই বলিলেন, “অমর বাবু! কর্ত্তে শ্যামলালের জার অনেক বহু আছে। আপনি এখন থেকে বিশেষ সতর্ক হয়ে থাকুন।”

“কামাখ্যা বাবু, আপনি আজ এই চিঠিগুলো এনে আমাকে বিশেষরূপে অনুগ্রহীত কোলেন। আমি আপনাকে ধন্যবাদ কছি।”

“ভগবানকে ধন্যবাদ করুন।”

অমরকুমার উদ্দেশে লগাটে করস্পর্শ করিয়া

ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন। তার পথ কামাখ্যা-চরণকে বলিলেন, “মহাশয়, শ্রামলালই যে, আমার পিতাকে এবং কৃষ্ণকান্ত বাবুকে এই হুখানা জাল উড়োচিঠি লিখেছিল, তা আমি স্বপ্নেও জানতে পারি নি। এই হুখানা চিঠি আসল কাপি। এই থেকেই সে হুখানা নকল কোরে আমার সর্বনাশ কামাখ্যা কেলেলেছে।” এই বলিয়া অপর হুখানা চিঠির কথা পড়িলেন। বলিলেন, “বিনোদ-বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনি জানেন কি? এই হুখানা চিঠি তো সেই লোকটার সম্বন্ধে দেখুটি। শ্রামলাল তলে তলে তারই সঙ্গে জ্যোতিষ্ময়ীর বিবাহ দেবার চেষ্টা কোলে দেখুটি।”

“আমি বিনোদবিহারীকে চিনি নি। চিনেও দরকার নেই। কিন্তু আপনাকে একটা অনুরোধ করি।”

“কি বলুন দেখি?”

“শ্রামলাল বাবুকে এক বার কাবু কোরে হাবুডুবু খাওয়ার কি?”

অমরকুমার তাড়াতাড়ি বলিলেন, “আজ্ঞে, না। জগদীশ্বরই স্বয়ং সে কার্য ক’রবেন।”

কামাখ্যাচরণ অমরকুমারের এই মহত্ব দর্শনে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তার পর বলিলেন, “তবে এখন আমি যাই। আবার সাক্ষাৎ হবে। খুব সাবধানে থাকবেন।”

“যে আজ্ঞে। চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই।”

“আপনি এখন কোথায় যাবেন?”

“কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী।”

“আস্থান তবে।”

অনন্তর উভয়ে বৈঠকখানা হইতে নিষ্কান্ত হইলেন। ভৃত্য আসিয়া সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল।

চতুর্থ অংশ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দম্পতিকলহ ।

দেখিতে দেখিতে আরও কএক দিন অতীত হইল।

১৫ই ফাল্গুন মধ্যাহ্ন সময়ে চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন। আগামী ১৯এ ফাল্গুন তাঁহার পুত্র অমরকুমারের শুভবিবাহ, আজ ১৫ই তারিখে তিনি হঠাৎ এমন রাগ করিলেন কেন? রাগেরই বা কারণ কি? কাহার উপরই বা রাগ? একবার সন্ধান লওয়া উচিত হইতেছে। এই যে কর্তা গিন্নীতে বিবাদ বাধিয়াছে।

অমরকুমারের মাতা অনধিক রাগত স্বরে বলিলেন, “তা দিগেচি, বেশ কোরেচি, জলে তো কেলে দি নি। ছেলেকেই দিগেচি।”

অমরকুমারের পিতা অধিক রাগত স্বরে বলিলেন, “ছেলেকে দেবার তোমার অধিকার কি? এক আধ টাকা নয়, এক দমে দুশো টাকা। কোথায় আমি ক’নের বাপের কাছ থেকে টাকা নেবো, না আমার টাকা গোপনে গোপনে ক’নের বাপের হাতে চালান হল। এ টাকার দায়ী কে?”

“দায়ী আবার কে? সামাজি টাকা নিয়ে এমন টাদ পারা বৌ পাওয়া যাবে, সেটা বেশী হল না।”

“বৌ কোঁ গঙ্গার ভাসিয়ে দাও। ছেলে তো আমার আর কাণা খোঁড়া কুঁজো নয় যে, ঘরের টাকা দিয়ে বৌ আনতে হবে। পাস্ করা ছেলের দাম কত, তা যদি তুমি বুঝতে, তা হলে দুশো টাকা ছকিরে দুগ দেওয়া চুলোর মাক্, দু হাজার চার হাজার টাকা নিয়ে তবে ছেলে ছাড়তে।”

“তুমিই বা হোক টাকা চিনেচো!”

“তুমিও বা হোক বৌ চিনেচো!”

“চিনেচিই তো।”

“তুমি টাকা কিরে দেবে কি না?”

“নিতান্তই যদি কিরে চাও, তবে আমার এক-খানা গয়না বেচে নেও।”

“বটে! টাকা তবে দেবে না?”

“তুমি কেমন কথা কোচ্চো? হুশো টাকা তো তোমার পক্ষে বৎসামাস্ত্রি।”

বৎসামাস্ত্রিই হোক আর অসামাস্ত্রিই হোক, আমার টাকা আমি চাই। আমি কুলীন, আমার ছেলে বি, এ, পাস, দেখে কাষ্টিকের মত। তুমি কিন্তু সব মাটি কোতে উত্তত হয়েচো। লোকে আমার কি বোলবে?”

“লোকে তোমার ভালই বোলবে।”

“ও কথা তোমার শিকের তুলে রাখো। একটা ছেলেকে পাস করাতে কত টাকা খরচ হয়, জান?”

“ছেলে পাস করানো কি মেয়ের বাপের গলায় ফাঁস জড়ানোর অজ্ঞে?”

“তবে আমার গলায় ফাঁস জড়াতে চাও না কি? আচ্ছা দেখি, তোমার দৌড়খানা কত দূর।”

এই বলিয়া চক্রধর, সাক্ষাৎ চক্রধর জ্বর ভুজ-জ্বর জ্বর অন্তঃপুর হইতে বৈঠকখানার চলিয়া গেলেন। অমরের মাতা কত বার তাঁহাকে ফিরিয়া আরও গোটা কএক কথা শুনিবার লজ্জা ডাকিলেন; কিন্তু চক্রধরের কর্ণকূহরে সে কথা প্রবেশ করিয়াও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনোদের ভাবান্তর।

অমরকুমার শ্রামলালের উপর একেবারে হাড়ে চটিয়া গিয়াছেন। যে শ্রামলালকে বোল আনা বিশ্বাস করিতেন, এখন তাহাকে ততোহিক অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। বাহাকে প্রকৃত

বলিয়া জানি করিতেন, এখন তাহাকে প্রকৃত শত্রু বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল। বাহাকে মনের সুখদুঃখের সমস্ত কথা বলিতেন, বাহার সহিত কৃত্ত কি পরামর্শ করিতেন, এখন তাহার নাম করিতেও বিরক্ত হইতে লাগিলেন, সুগ করিতে লাগিলেন।

সে দিন কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাঁড়ী গিয়া শ্রামলাল-বাটত উড়ো চিঠির কথা পাড়িয়াছিলেন। তাঁহার সুখেও শ্রামলালের আল দটকালির কথা শুনিয়াছিলেন। তাহাতে করিয়া শ্রামলালের উপর তাঁহার কিরূপ মনোভাব দাঁড়াইয়া গেল, তাহা বলাই বাহুল্য।

সেই দিনই অমরকুমার কৃষ্ণকান্ত বাবুর হস্তে মাতৃদত্ত ২০০ টাকা দিয়াছিলেন। মনুস্বদন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় উভয়েই অমরকুমারকে সেই টাকা দেওয়ার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, হুটে লোকে তাঁহার পিতাকে উড়ো চিঠি লিখিয়া কান-ভারি করিয়া দিয়াছে; সেই অল্প ছয় শত টাকা নগদ লইবেন। অথচ আপনারা চারি শত টাকার বেশী দিতে পারিবেন না। তাই তাঁহার মাতা গোপনে দুই শত টাকা পাঠাইয়াছেন। সম্পূর্ণ কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রথমে কোন মতে সেই টাকা লইতে চাহেন নাই, কিন্তু অমরকুমারের নিতান্ত অহুরোধে শেষে লইয়াছিলেন।

অমরকুমারের জ্ঞান মনুস্বদন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রামলাল ঘোষালের উপর বার পর নাই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মনসাদাসের সুখে বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও ধাম জানিতে পারিয়াছিলেন। জানিবার পর দুই তিন দিনের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত বাবু এক দিন বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁড়ী গিয়া, গোপনে তাহাকে শ্রামলালের সমস্ত আলদারূপির ব্যাপার বলিয়াছিলেন। বিনোদবিহারী তাঁহার প্রায়শ্চিন্ত সেই ব্যাপার জানিতে পারিয়া, এবং তিনিই অমরকুমারের পিতা, ইহা অবগত হইয়া, শ্রামলা-

লের উপর আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। অনেকগুলি টাকা কাঁকি দিয়া ঠকাইয়া লইয়া, কৃষ্ণকান্ত বাবুর বর্ণনাব্যাপারে বিনোদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। বলা বাহুল্য যে, বিনোদও অমরকুমারেরই দলভুক্ত হইল। কিন্তু অমরকুমার অবজ্ঞা করিয়া শ্যামলালকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, বিনোদবিহারী তাহা করিল না। বিশেষরূপে প্রতিকূল দিয়া তবে পারিত্যাগ করিবার মনস্থ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

CALL কল ।

কৃষ্ণকান্ত বাবুর নিকট থাকা পড়িবার দিন হইতে শ্যামলাল কতকটা কঁকিরে পড়িয়াছিল। এই অল্প বিনোদবিহারীর বাড়ীতে আর যার নাই। তাহার অল্পপস্থিতি দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত বাবুর কথার বিনোদবিহারীর আরও সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। বিনোদবিহারী স্বয়ং দুই তিন দিন শ্যামলালের বাড়ীতে গিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাৎ পার নাই। দুর্ভাগ্যবশত শ্যামলাল বাড়ীর সকলকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, যদি কেহ তাহাকে অন্বেষণ করিতে আইসে, তবে যেন বলে, “শ্যামলাল বাবু বাড়ী নাই।” এই অল্পই বিনোদবিহারী একটি দিনও শ্যামলালের সাক্ষাৎ পার নাই।

অবশেষে বিনোদবিহারী অল্প উপায়ে শ্যামলালকে ধরিবার কৌশল খেলিতে লাগিল।

১৮ই ফাল্গুন অর্থাৎ অমরকুমারের বিবাহের পূর্নদিন অপরাহ্ন আর পাঁচটার সময় একজন লোক শ্যামলালের বাড়ী আসিল। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল। শিকাহুসারে চাকর বলিল, “বাবু বাড়ী নাই।”

আগন্তুক লোকটি বলিল, “কোথা গিয়েছেন।”

চাকর উত্তর করিল, “তা বোলতে পারি নি।”

“কখন আসবেন?”

“তাও জানি নি।”

“বাড়ীতে কখন থাকেন?”

“ডাক্তার মাহুয, কখন থাকেন, কখন না থাকেন, তারও ঠিক নেই।”

এই কথা শুনিয়া আগন্তুক কণকালকি ভাবিল। তাহা বলিল, “তাই তো, তবে উপায় কি?”

চাকর জিজ্ঞাসা করিল, “কেন? কি হয়েছে?”

“আমার পরিবারের ভরানক ভেদবসি হচ্ছে। শ্যামলাল বাবু ভেদবসির ভাল ডাক্তার। তাই তনে কাশীপুর থেকে দৌড়াদৌড়ি এলুম, কিন্তু তিনি যে বাড়ী নেই।”

চাকর এই শুনিয়া বলিল, “আজ্ঞা, আমি বাড়ীর ভিতর মা ঠাকুরোণকে জিজ্ঞাসা কোরে আস্টি বাবু কখন বাড়ী আসবেন।”

আগন্তুক লম্বাঘাড়ে বলিল, “একবার শীগগির জেনে এসো দিকি।”

চাকর আগন্তুককে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে কহিয়া, তৎক্ষণাৎ বাড়ীর ভিতর গিয়া দোতলার উপর উপস্থিত হইল। মা ঠাকুরোণের স্থলে বাবা ঠাকুরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ইহাও শ্যামলালের শিক্ষা-কৌশল। অল্প লোক হইলে চাকরটা তৎক্ষণাৎ সাফ জবাব দিয়া, কিরাইয়া দিত; কিন্তু সে লোকটি রোগপ্রতিকারের অল্প আসিয়াছে বলিয়া কিরাইল না। খবর জানিতে বা দিতে মা ঠাকুরাণী ওরফে বাবা ঠাকুরের নিকট হাজির হইল।

শ্যামলাল একাকী একটা ঘরে খবরের কাগজ পড়িতেছিল। চাকরকে দেখিয়া অল্পচব্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কি রে, খবর কি?”

চাকরও বেশ তালিম। অল্পচব্বরে সে বলিল, “ভেদবসি।”

“কার?”

“যে লোকটি ডাক্তারে এসেছে, তার পরিবারের।”

“কোথার থাকে?”

“কাশীপুরে।”

“আজ্ঞা তুমি গিয়ে বল, মা ঠাকুরোণ বোলেন, বাবু পনের মিনিটের মধ্যেই আসবেন তুমি একখানা গাড়ী আনো।”

চাকর তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল এবং মা ঠাকুরাণীর কথামত কাজ করিতে বলিল। আগন্তুক ঠিক গাড়ী আনিতে চলিয়া গেল।

চাকর কিরংকণ বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন দেখিল, আগন্তুক লোকটি গলি ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন শ্রামলালের নিকট পুনর্বার দর্শন দিল।

শ্রামলাল চাকরের মুখে আগন্তুকের গাড়ী আনিতে প্রস্থান করিবার সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি ডাক্তারি পোষাক পরিধান করিল। পোষাক বধা—ডগনের বাড়ীর ডবল শ্রিং বার্নিস জুতা, হাক্ মোজা, কাম্বীরার পেণ্টুলেন, কাল আলপাকার হাক্ চাপকান ও চোগা, কাল মধ্যমলের ক্যাপ, সোণার ঘড়ি ও সোণার চেন। পকেটে ল্যাভেটারসিক্ত রেশমী কমাল। ডাক্তার বাবু তৈয়ার হইলেন।

কিরংকাল পরে গলিতে গাড়ীর চাকর ও ঘোড়ার পারের শব্দ উঠিল। শ্রামলাল ভৃত্যকে কি বলিয়া দিয়া দেখিতে বলিলেন। ভৃত্য বহির্দ্বারে গমন করিল। দেখিল, একখানি সেকেণ্ড্ কেলাস গাড়ী আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী শ্রামলাল ডাক্তারের দ্বারসমীপে আসিল। গাড়ীর ভিতর হইতে সেই লোকটি “সবু, সবু, থাড়া করো” বলিয়া গাড়োয়ানকে সাড়া দিল। গাড়োয়ান ঘোড়ার লাগান টানিয়া দ্বারসম্মুখে গাড়ী থামাইল। গাড়ীখানি দেখিতে বেশ নতুন রঙ করা, গদি স্রীংওরাল, এক ঘোড়া শাদা মাঝারি-গোছের ঘোড়া। সবি হল, গাড়োয়ান বাকি থাকে কেন? গাড়োয়ানের মাথার নীল রঙের পাগড়ী, গারে হিটের জামা, পরণে একখানা মরলা কাপড়, পারে নাগরা জুতা।

আগন্তুক চাকরকে বলিল, “এই তো গাড়ী আনিয়া, ডাক্তার বাবু কতক্ষণে আসিবেন?”

চাকর উত্তর করিল, “তিনি এই এলেন। মা ঠাকুরোণ তাঁকে সমস্ত বোলেচেন। তাই তিনি আর পোষাক ছাড়েন নি।”

আগন্তুক গিলিল, “ভালই হয়েছে। তবে আর একবার সংবাদ দাও।”

চাকর আবার উপরে গেল। কিরংকণ পুরেই শ্রামলাল ডাক্তার অগ্রে অগ্রে এবং ঔষধের বাক্স ও কএকখানি ডাক্তারি পুস্তক লইয়া চাকর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল।

শ্রামলালকে দেখিয়া আগন্তুক প্রশ্ন করিল। শ্রামলাল বিজ্ঞাসা করিল, “তোমারই পরিবারের ভেদবন্দি হচ্ছে?”

আগন্তুক উত্তর করিল, “আজ্ঞে।”

“কতক্ষণ থেকে?”

“আজ ভোরের বেলা থেকে।”

“আজ্ঞা, কোন ভয় নাই। আমাদের হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ কলেয়া রোগের অমোঘ ঔষধ। বিশেষতঃ এ রোগের প্রতীকারের জন্য আমি একটা সর্কোৎকট পেটেট মেডিসিন্ আবিষ্কার করেছি। সে ঔষধে শতকরাকে শতকরাই বাঁচে।”

“আজ্ঞে, সেই অল্পেই তো মশায়ের কাছে এয়েছি।”

চাকর, গাড়ীতে বাক্স বহি উঠাইয়া দিল। শ্রামলাল আগন্তুককে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যাশকার ।

ক্রমে ক্রমে সেকেণ্ড্ কেলাস গাড়ী খালের পুল পার হইয়া কালীগুরে পহঁছিল। তার পর সদর রাস্তার ধারে একটা গলির মোড়ে দাঁড়াইল। গলির ভিতর গাড়ী আবেশ করিতে পারে না, সুতরাং শ্রামলাল ঘোষাল সেই লোকটির সহিত মোড়েই নামিল। লোকটি শ্রামলালের ঔষধের বাক্স ও বহি লইল। লোকটি অগ্রে অগ্রে, শ্রামলাল পশ্চাৎ

পশ্চাৎ গলির ভিতর বরাবর চলিল স্থানটি পল্লী-
গ্রামের মত। গলির দুই পার্শ্বে খাসা, তাহার পর
সকুনা, তেরাঙা, বাবুলা, সেওড়া ইত্যাদি নানা-
বিধ বৃক্ষ। কোথাও কোথাও আম জাম কাঠাল
গাছও হাওয়ার ডাল পালা নাড়িতেছিল। এখানে
সেখানে করিয়া একখানি দুখানি ছোট ছোট খড়ের
ঘর। সেই স্থানটির লোকবসতি অতি কম।
গলির দুই পার্শ্বে আসকের সংখ্যাই বেশী।

অনন্তর সেই লোকটি শ্যামলালকে সঙ্গে লইয়া
একটি ছোট একডলা ইটের বাড়ীতে প্রবেশ
করিল। বাড়ীটি অনেক দিনের পুরাতন। দেও-
রালে বালির কাজ নাই, কেবল পাঁচ ইঞ্চি ইটের
গাঁথুনি। কোন স্থানের ইট খনিয়া গিয়াছে,
কোথাও বা দুই চারিটা অশ্বখ ও বটের চারা বাহির
হইরাছে। জানালা কপাট কম মজবুৎ হইরাছে;
আলুকাংরা চটিয়া গিয়া কাঠের কেঁকাসে রঙ
দেখা দিয়াছে। কোন কোন অংশ রুই পোকের
দংশনে জীর্ণ ও সারপুত হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর
চারি দিকে ঝোপ অঙ্গল।

সেই লোকটি বাহিরের একটি ঘরে শ্যাম-
লালকে একখানি সামান্য গোচের চেয়ারে বসা-
ইয়া আর একটি লোককে তামাক দিতে বলিল
এবং নিজে অন্তরমহলে চলিয়া গেল।

এ দিকে অপর এক ব্যক্তি গলির মোড়ে
আসিয়া, গাড়োয়ানকে বলিল, “ডাক্তার বাবু রুগীর
কাছে এখন থাকবেন; সুতরাং তুমি ভাড়া নিরে
চোলে যাও।”

গাড়োয়ান বলিল, “মেরা বানে আনেকা ভাড়া
হয়। ডবল ভাড়া দেও।”

লোকটি বলিল, “তোমার তো আর বেশী
দেয়ি হল না। দেড়া ভাড়া নেও।”

গাড়োয়ান সন্তুষ্ট হইয়া, ভাড়া লইয়া, কলি-
কাতার দিকে গাড়ী ফিরাইয়া, হাঁকাইয়া চলিয়া
গেল।

লোকটিও রোগীর বাড়ীতে চলিয়া গেল।

সেই লোকটি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অন্তর-

মহলে বাইবার পরেই, যে লোকটি শ্যামলালকে
গাড়ী করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সে অন্তরমহল
হইতে শ্যামলালের নিকট আসিয়া বলিল, “মেরেরা
আড়ালে গিরেচে, এই বার আপনি অনুগ্রহ কোরে
রুগী দেখে আসুন।”

শ্যামলাল ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাভোখান করিয়া
তাহার সঙ্গে অন্তরমহলে গেল।

তার পর সেই লোকটি শ্যামলালকে বলিল,
“ডাক্তার বাবু, আসুন, এই ঘরে রুগী আছে।”
এই বলিয়া সে শ্যামলালকে সঙ্গে লইয়া, একটা
ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

যেমন কুঠরী মধ্যে শ্যামলালের প্রবেশ, অমনি
পাঁচ ছয় জন লোকজন শুভা তাহাকে আপ্টাইয়া
ধরিল। তন্মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ একখানা গামো-
ছার বেশ করিয়া, তাহার মুখ বাধিয়া কেণিল।

শ্যামলাল অবাক, স্তম্ভিত, শঙ্কিত ও অস্থির
হইয়া উঠিল। এই অতিস্মিত ঘটনার কোন্
মাহুষ না শ্যামলালের মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়? মুখ
বন্ধ, সুতরাং চীৎকার করিবার উপার নাই—যম-
দুত্তের কঠিন হস্তে হস্ত বৃত্ত, পলাইবার পথ নাই।
শ্যামলাল ব্যুল, জুরাচোর বদমারেসুতা তাহাকে
তুলাইয়া আনিয়াছে, এখনি হরতিসন্ধি পূর্ণ করিবে
এবং প্রাণেও বা আঘাত দিবে। যথাসম্ভব
কাড়িয়া লউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু পাছে হত্যা
করে, এই ভয়েই শ্যামলাল ডাক্তার আড়ষ্ট হইয়া
কাঁপিতে লাগিল। বোড়হাত করিয়া প্রাণ তিকা
মাগিতে চাহিল, কিন্তু দুই পার্শ্বে দুই ব্যক্তি কর্তৃক
আকুট হস্ত বোড় বাধিল না। চক্ষু দিয়া গল গল
করিয়া জল পড়িতে লাগিল। “বা চাও, দিচ্ছি;
আমাকে প্রাণে মেরো না।” শ্যামলাল এই কমটি
কথা বলিল, কিন্তু গাভোয়ানী বন্ধ মুখ হইতে উহা
আদৌ ফুটিল না, কেবল “কৌ কৌ ওকৌ কৌকৌ
কৌঙা” হইয়া দাঁড়াইল।

এমন সময়ে আর একটি লোক সেই গৃহে
প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একখানি কোবরুজ
শাণিত ক্ষুদ্র তরবারি। সেই লোকটাকে দেখিয়াই

শ্রামলালের ঐশ্বর্য উড়িয়া গেল। কল্পনের উপর শত গুণ কল্পন।

সেই নবাগত লোকটি রুদ্ধ স্বরে বলিল, “আজ আমি তোমাকে কোনমতে ছাড়ছি। তুমি বিনা ওজরে আমার নিকট হ’তে কর্তব্য নিয়েচ, এই ভাবে গত ডিসেম্বর মাসের ৭ই, ১০ই ও ১৫ই তারিখ দিয়ে, তিন হাজার টাকার হাওনোট লিখে দেও।”

শ্রামলাল “ওঁ ওঁ” করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হঠাৎ মিছামিছি এত টাকার হাওনোট লিখিয়া দিতে হইবে এবং আদালতে নালিস করিয়া সেই লোকটা সমস্ত টাকা ডিফ্রী করিবে, এই ভাবিয়া শ্রামলাল ডাক্তার যেন কি এক রকম হইয়া গেল।

শ্রামলালের অনিচ্ছার ভাব দর্শনে সেই তরবারিধারী বলিল, “আর বিলম্ব কোত্তে পারি নি। এখন তিনখানি এক আনার রসিদের টিকিট আঁটা কাগজে এক হাজার টাকা কোরে তিন হাজার টাকার অনডিমাণ্ড হাওনোট লেখ এবং টিকিটের উপর নাম সহি কর। নৈলে এই তলওয়ারে তোমার মাথা উড়িয়ে দেবো।” এই বলিয়া সে তরবারি উত্তোলন করিল।

শ্রামলাল আর বিকৃতিক করিল না। হাত পাতিয়া কাগজ চাহিল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে টিকিট আঁটা তিনখানি কাগজ ও দোয়াত কলম দেওয়া হইল। মুখবন্ধ শ্রামলাল সেই লোকটির নামে তিন হাজার টাকার তিনখানি অনডিমাণ্ড হাওনোট লিখিয়া দিয়া প্রত্যেক টিকিটের উপরে নিজের নাম সহি করিয়া দিল। পাশ্বে তারিখ ও ঠিকানা লিখিয়া দিল।

তার পর সেই তরবারিধারী তিনখানি হাওনোট লইয়া নিজের নিকট রাখিল এবং সঙ্গী লোকদ্বিগকে বলিল, “তোমরা ডাক্তার বাবুর সোণার বাড়ি ও সেপার চেন কেড়ে নেও। যদি ওড়িয়ে কেলে গালির বেয়। বাকী কেওরা যদি আদং রাখার প্রয়োজন নাই। যদি ও

চেনে হ শো কাও হবে। তোমরা সেই টাকা ভাগ কোরে নিও।”

অহুসঙ্গী লোকেরা তাহাই করিল।

অনন্তর সেই তরবারিধারী, শ্রামলালকে তীব্র-বিজ্ঞপ্‌সহকারে বলিল, “কেমন ডাক্তার! আর জুয়াচুরি কোরে লোক ঠকাবে! তুমি ব্রাহ্মণ, লেখাপড়া জান, ডাক্তারি কর, তৎসমাজে সর্বদা গতিবিধি কর। তোমারই এই কাজ! হি তোমাকে! ধিক্ তোমাকে! প্রবন্ধক! তুমি না আমার বন্ধু! তুমি না অমরকুমারের বন্ধু! তোমার মত নারকী বন্ধুর মুখদর্শন কোলেও নরক-গামী হতে হয়। আমি বিনোদবিহারী বন্দ্যো-পাধ্যায় তোমার কুহকে ভুলে অত্যন্ত অর্থকষ্ট ও মনকষ্ট পেয়েচি। অর্থকষ্ট অপেক্ষা মনকষ্টই বেশী।

আজ তার কথকিৎ প্রতীকার কোলেম। প্রিয়তম বন্ধু হে! তুমি আমার বড় উপকারী! তুমি জ্যোতিষ্মরীর সহিত আমার বিবাহ দিয়ে, বার পর নাই উপকার কোরেচো। আমার কিন্তু তেমন ক্ষমতা নাই যে, তোমার কিকিৎ প্রত্যাশকার করি। তবে ‘কিকিৎ’ না হলেও ‘বংকিকিৎ প্রত্যাশকার’ করা উচিত, নৈলে ধর্মের কাছে কি বোলে জবাব দেবো?” এই বলিয়া বিনোদবিহারি বেশ করিয়া শ্রামলালের কান দুটা মলিয়া দিল। কান লাল হইয়া উঠিল। শ্রামলাল বস্ত্রগার “উঃ উঃ উঃ” শব্দ করিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

অনন্তর তাহার শ্রামলালের হস্তপদবন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। মুখ তো বাঁধা আছেই। তার পর রাজির প্রথম ভোগের সময় বিনোদবিহারী ও তাহার সঙ্গীরা হস্তপদবন্ধ শ্রামলালকে সেই দ্বিতীয় বসন্তুরীভার অন্ধকার কুঠরীতে ফেলিয়া রাখিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। তাল বাড়ীতে আর কেহই নাই, কেবল শ্রামলাল ঘোবাণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

রাত্রি প্রায় বিগ্রহর হইল।

এমন সময়ে হঠাৎ সেই বাড়ীটার ভিতরে মাহুঘের পায়ের শব্দ শোনা গেল। শ্রামলাল দিগন্তদৃষ্টি হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছিল এবং নিজ কর্ণের হাতে হাতে ফলভোগ করিতেছিল, এমন সময়ে আবার মাহুঘপদের শব্দ পাইয়া অধিকতর ভীত হইয়া উঠিল। ভাবিল, এই বার বুঝি প্রাণটাও যায়। আবার বুঝি বিনে ছোঁড়াটা তলওয়ার নিয়ে ঢুকচে। এই ভাবিয়া, আরও ছটফট করিতে লাগিল, উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু জোর পাইল না, আবার পড়িয়া গেল।

অনতিবিলম্বে প্রদীপালোকের আভা ছুটিয়া, উঠানে ফুটিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে আলোকভা আরণ্ড উজ্জ্বল হইল। শ্রামলাল বিফারিতমনে ধারবহির্ভাগে চাহিয়া রহিল। আলোকবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদশব্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটা বিকটাকার পুরুষ শ্রামলালের কুঠরীতে ঢুকিয়া পড়িল। শ্রামলাল তাহার মূর্তি দেখিয়াই আতঙ্কে আঁৎকাইয়া উঠিল।

এ দিকে লোকটা শ্রামলালকে দেখিয়া, রক্ত-মূর্তি হইয়া অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল। রক্ত চীৎকার করে বলিল, “ওরে শালা চোর! চুপ চুপ আমার ঘরে ঢুকে ভাঙা পাথর, পাথর ভাঙের হাঁড়ী চুরি কোচ্চিস্। জানিস্ নি পাথরী ব্যাটা, এ রাজবাড়ী মহারাজ জগন্নাথ বাহাদুরের। তোর এত মত আশ্পদা! এত আত্ম ভরসা, রাজবাড়ীতে চুরি! দাঁড়া, শালা!”

এই বলিয়া সে লোকটা উঠানে লাকাইয়া পড়িল।

তার কাণ্ডকারখানা ও তর্জন গর্জন শুনিয়া, শ্রামলালের আত্মপুরুষ শুধাইয়া গেল। না জানি

কি সর্বনাশ ঘটিবে ভাবিয়া, শ্রাম মনে মনে কি এক ভয়ঙ্কর ভাবনা ভাবিতে লাগিল। শ্রামের হৃৎপিণ্ডের আঘাত নির্ঘাত হইয়া উঠিল।

অনতিবিলম্বেই সেই বিকট মূর্তি অধিকতর বিকট হইয়া, পুনর্বার শ্রামলালের কুঠরীতে ঢুকিল। এবার তার বাম হস্তে প্রদীপ এবং দক্ষিণ হস্তে একটা চেলা কাঠ। যেন সাক্ষাৎ যম। দস্তে অধরাংশ সংশ্লিষ্ট, চক্ষু দুইটা ঘূর্ণিত।

শ্রামলাল অকস্মাৎ তাহার এই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া প্রাণের পূর্ণাঙ্গকার “ওঁ ওঁ কোঁ কোঁ” করিতে লাগিল। প্রাণপণে গড়াগড়ি, ছটফট ও মুখ ঘসড়াইতে লাগিল। অতিবর্ণে মুখবন্ধ গাজ-মার্জনী কতকটা সরিয়া পড়িল। শ্রামলালের মুখ ফুটিল। অমনি ভয়বিহ্বল-চিত্তে কাদিতে কাদিতে বলিয়া ফেলিল, “আঁ! আঁ! তুমি কে! হাতে কাঠের চেলা! আমি চোর নই, ডাক্তার।”

শ্রামলালের এই কাতরোক্তি শুনিয়া, কোথার সে লোকটার দয়া হইবে, না আরও রাগ বাড়িয়া উঠিল। সে তখন অত্যন্ত রাগত স্বরে বলিল, “কি কি, তুই ব্যাটা ডাক্তার! তবে তুই চোরের সন্ধার।”

শ্রামলাল বলিল, “সে কি! ডাক্তার চোর কি?”

“ডাক্তার চোর নয় তো চোর কে? আমার ছেলেকে বদন ডাক্তারই তো চুরি করেছে।”

“সে কি! ডাক্তারে ছেলে চুরি ক’রেচে?”

“বিষ ওষুধ খাইয়ে ঘেরে কেলেচে। চুরি নয় তো কি যে ভেড়ের ভেড়ে হতছেড়ে? তুই বুঝি বদনা শালায় শালা? আমার ভাঙের হাঁড়ী, ভাঙা পাথরখানাও বুঝি রাখিনি? তা হলে না বাবা! মহারাজ জগন্নাথ বাহাদুরের হাতে পায় পাক না। এই তোর চুরিবিডে হোদুটে দি। রে রে রে রে হেঁ হেঁ—চেরে রে রে রে রে—বড়াস্ বড়াস্।” এই বলিয়াই শ্রামলালের মতকে পৃষ্ঠে সবলে চেলাকাঠের আঘাত করিতে লাগিল। শ্রামলালের হাত পা দৃঢ়রূপে বন্ধ, ছুটিয়া আত্ম-রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া, যরণায় ভয়ঙ্কর

চীৎকার করিতে লাগিল। উপস্থাপিত চার পাঁচ বা
আঘাতের পর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

তখন সেই আঘাতকারী তাহাকে মৃত জান
করিয়া, তাহার হস্ত পদ ও মুখের বন্ধন খুলিয়া
দিয়া অট্টহাস্যে বাটীর বাহিরে আসিয়া লক্ষ বক্ষ
করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ে ও চীৎকারে
এ দিক ও দিক হইতে করেক জন লোক ছুটিয়া
আসিল। হুই জন চৌকিদারও আসিয়া উপস্থিত
হইল।

চৌকিদারদ্বয়কে দেখিয়া, সেই লোকটা পজ্জিয়া
বলিল, “কি হে বাবা চৌকিদার! কোম্পানির
মাইনে খেতে পার, চোর খোর্তে পার না? বাবা।
প্রকার চৌকিদারী টেক্স দেবে, আর তোমরা ডাল
কুটি ঘেঁষে পেট মোটা কোমবে। হঁ হঁ বাবা,
বুকেচি, চোরে চোরে সাজতো তাই। কেমন টিক্
না? শোন সকলে,—চৌকিদার চোর। অমাদার
চোর! দারোগা চোর। থানা পুলিশের সব
বেটাই চোর ঘুষখোর।”

তাহার এই কথা শুনিয়া, এক জন চৌকিদার
পার্ববর্তী এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, “এ
আদমিঠো কোন্ হার? বাওরা হার?”

সেই লোকটি বলিল, “হ্যাঁ চৌকিদারজী!
এ লোকটা বড় পাগল। এর নাম জগা কুমোর।”

তাহার এই কথা শুনিয়া সেই লোকটা রাগিয়া
বলিল, “কি, আমি জগা কুমোর! খবদার
এমন কথা আর বলিস্ নি। আমি মহারাজ
জগন্নাথ কুম্ভকার রায় বাহাদুর মহোদয় প্রবল
প্রতাপেশু/সাকিন্ দম্ভদমা, হাল সাকিন্ কাম্বীপুরের
এই ভার্য্য রাজবাড়ী।”

চৌকিদার হুই জন এইবার বুকিতে পারিল,
বাস্তবিক লোকটা বিষয় পাগল। এক জন
চৌকিদার তাহাকে ধমুকাইয়া বলিল, “এই পাগলা!
তুমি যেও গোলমাল লাগায়া হার?”

সে বলিল, “খালি গোলমাল নেহি বাবা।
পরামর্শ কর হার। বাড়ীর বিটবে সামাল সামাল
ডাক ডাকিয়া হার। নতি নিখে আমায় সঙ্গে

রাজবাড়ীর শ্রমকর বহলে আরকে দেখে বাও,
চৌকিদার বাবু। চোর খুন করেচি—এই তোলা
কাঠ—চার পাঁচ বা।”

খাপার কি আনিবার জন্ত হুই জন চৌকিদার
ও দশকেরা তাহার সহিত ভাড়া বাড়ীর ভিতরে
প্রবেশ করিল। সকলে দেখিল, বাস্তবিক একটা
লোক পড়িয়া রহিয়াছে—নড়িতেছে না—~~মৃত্যুবরণ~~
হুই এক স্থান দিয়া রক্ত বাহির হইয়া পাতবজ
ভিজিয়া গিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ হুই জন চৌকিদার “আঘাতের
আলো” দিয়া শ্যামলালকে বিশেষ করিয়া দেখিল—
পরীক্ষা করিল। বুকিতে পারিল, তখনও জীবিত
আছে। অতি ধীরে নিখাস প্রস্থান বহিতেছে।

জগা পাগলের এই ভয়ানক কাজ দেখিয়া
সকলে তাহার প্রতি কষ্ট হইল। চৌকিদারেরা
তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। জগা কিছু তাহাতে
অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং হাসিতে হাসিতে বলিল,
“ওর বাধন খুলে নিলুম, মোর বাধন তুলে নিলুম,
কলিকালই বটে।”

অনন্তর চৌকিদারেরা তাড়াতাড়ি একখানা
পান্ডা আনিয়া, চেতনাবিহীন শ্যামলালকে
তৎক্ষণাৎ স্থানীয় সরকারী ডাক্তারখানার পাঠাইয়া
দিল এবং জগা পাগলকে স্থানীয় থানায় ধরিয়া
লইয়া গেল। দশকেরা সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাত
হুপুরে একটা সোর গোল পড়িয়া গেল।

পঞ্চম অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বীজ।

অন্ত ১১এ কতিন। অত রাজেশ্বর বাড়ী
খরীর সহিত অনুরূপারের স্তত পরিপূর্ণতার ভার
বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় এবং ক সে দিন
কাত চট্টোপাধ্যায় বখাশাধ্য বিবাহেরন করিয়া,

করিয়াছেন। দানসামগ্রী ও বরযাত্রাগণের ভোজন-
ব্যাপারের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয় এবং পাঠিকা মহাশয়! আমাদের
উপর হয় তো বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা
ভাবিতেছেন, যে জ্যোতির্শ্রীকে লইয়া এই উপ-
ভাসের সৃষ্টি, যে জ্যোতির্শ্রী এই উপভাসের
নারিকা। এই পুস্তকখানার মধ্যে তাহার কোন
উল্লেখ নাই কেন? এই জন্তই তাঁহার
চটরাছেন বোধ হয়। কিন্তু কি করিব, জ্যোতি-
শ্রী! দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, তাহাতে এখনও সে
আবার অবিকাহিতা। এই জন্তই আমি নিরস্ত।
তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যে ক্ষুদ্র বীজ হইতে
শাখাশাখাসম্পন্ন একান্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সে
বীজটি কোথায় লুকাইয়া থাকে, কেহই তাহা
জানিতে পারে না, অথচ সকলেই তাহার সন্ধান অন্-
বেষণা করিতে পারে। জ্যোতির্শ্রী সন্দেহও তাই।
বীজ না হইলে বৃক্ষ হয় না, জ্যোতির্শ্রী না হইলে
এই উপভাস গ্রন্থখানাও হইত না। সুতরাং
সাক্ষাৎ সন্দেহ জ্যোতির্শ্রীর জ্যোতির্বিজ্ঞানের
কথানা থাকিলেও, সম্ভাব্যতাই আদি মধ্য অন্তে
জ্যোতির্শ্রীই মূল।

বাই হউক, জ্যোতির্শ্রী সন্দেহ এখানে ছই
চারিটা কথা উপস্থাপন করিবার প্রয়োজন না থাকি-
লেও কেবল পাঠক পাঠিকার মনস্তত্ত্বের জন্ত উপা-
পন করা বাউক।

জ্যোতির্শ্রী অতিমুন্দরী, বেন মানবী আকারে
দেখি।

জ্যোতির্শ্রী অমরকুমারকে বড় ভালবাসে।
যখনই অমরকুমার তাহাদের বাড়ী আসিত, তখনই
সে বেন হাত বাড়াইয়া স্বর্ণের চাঁদ বা তদপেক্ষাও
কি এক প্রাণের আশ্রয় পাইত। সে গোপনে
গোপনে আনালাগি কাঁক দিয়া কমলনরনে অমর-

কুমারকে—তান পাতিয়া তাঁহার কথা
গুরুত্বপূর্ণ মনে কি এক আনন্দ উপ-
নিবেদন করিয়া তাহুল রচনা
কিছু দিয়া, অমরকুমারের নিকট

পাঠাইয়া দিত। পরাণী হাসিত, জ্যোতির্শ্রী
লজ্জার মুখ নামাইত।

যে দিন অমরকুমার সীতার বনবাস পুস্তক
খানি দিয়া গিয়াছিলেন, সে দিন জ্যোতির্শ্রী অতি-
শয় সুখী হইয়াছিল। নিজে পরসী দিয়া পরাণীর
বাঁরা একখানি ভাল কমল ক্রয় করাইয়া আনাইয়া-
ছিল। সেই বই খানি সর্বদাই পড়িত এবং
সেই কমলে বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিত। সীতার
বনবাসখানি এক বার ছইবার নয়, এই কয় দিনের
মধ্যে পাঁচ ছয় বার আভ্যুপাখ্য পড়িয়াছে। অর্থ
পুস্তক সবেও সকল স্থলের মানে বুঝিতে পারে
নাই, তবু বেন সমস্তই বুঝিতে পারিতেছে, এইরূপ
ভাবিয়া একমনে সীতার বনবাস খানি পড়িত।
আবার এক এক বার ভাবিত, “বিবাহের পর
সীতার নিকট ভাল করিয়া এইরূপ ভাবি ভাবি বই
পড়িতে শিখিব।”

জ্যোতির্শ্রী সীতার বনবাসখানিতে আর একটি
কাজ করিয়াছিল। উহার এ পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠা করিয়া
কয়েক স্থানে উড়ুন্ পেঙ্গিলে, কাল কালিতে ও
লাল কালিতে অমরকুমারের নাম ও নিজের নাম
লিখিয়াছিল। তা ছাড়া বালিকা এই পুস্তকের
মুখপত্রের উল্টা দিকে সাদা পাত্রে বড় অক্ষরে এই
কয়টি লাইন লিখিয়া রাখিয়াছিল।

“শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার

বন্দোপাধ্যায়—রাম।

শ্রীমতী জ্যোতির্শ্রী দেবী—সীতা।

সীতার বনবাস।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চক্রধরের চক্র।

ক্রমে হৃদয় হইল।

যথুহন চট্টোপাধ্যায় এবং ককেশ্য চট্টো-

পাধ্যায় উভয়ে যথানুযায় বরদা। সাম্রাজ্যে
লেন, লখন টানাইয়া আসো আলোইলেন, ৪১

বেণীদের নিকট কোন কোন জিনিষ চাহিয়া আনিয়া অর্থাবপূরণ করিলেন।

কার্যের তিক্ত বলিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবু করেক জন ঠিকাদাস দাসী আনাইয়া ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে বাহাল করিয়া দিয়াছেন। পরাণী বি তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিল এবং নিজেও কোমরে কাপড় বাধিয়া, দোড়বাগ করিতে লাগিল। বাড়ীর মধ্যে এক স্থানে হোগলার এক ঢালা তৈয়ার করিয়া, তন্মধ্যে তিন জন পাচক ব্রাহ্মণ লুচি কচুরি তরকারি ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে লাগিল। দিনের বেলা হইতে এই সমস্ত ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বাবুর দম্ কেলিবার অবকাশ নাই। বৃদ্ধ মধুসূদন বয়সদোবে তত খাটিতে পারিতেছেন না, তবু আজ গৌড়ীর বিবাহে বেন নুতন বলে এটা সেটা করিয়া অনেক কার্য করিতে লাগিলেন। নিজীব বলকে সজীব করিবার জন্য মধুসূদন তামাক টানিতে টানিতে লোকজনকে কার্য করাইল করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি অগ্রসর হইয়া আসিল। বর আসিবার সময়ও হইল।

অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর। তিনি বরাবর তারাপুরের বাড়ী হইতে না আসিয়া, কলিকাতাহ তলীর ভগিনীপতি চন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ী হইতে বিবাহ করিতে আসিবেন। চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

এ দিকে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় বরের শুভাগমন প্রতীক্ষার রহিলেন। ক্রমে বরের আসিবার সময় হইল, তথাপি বরের দেখা নাই। কন্ডাপকীরেরা চকল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে কৃষ্ণকান্ত বাবু চিনিতেন। তিনি তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আহুন, আহুন, বর কত দূর?”

সেই লোকটি কৃষ্ণকান্ত বাবুকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া বলিল, “বরের আসতে আরও কিছু বিলম্ব আছে।”

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ও সেখানে আসিয়া সে কথা শুনিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বাবু লোকটির এই কথা শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখনও বিলম্ব কেন? এখানে সমস্ত প্রস্তুত।” লক্ষ্যদাবেশেরত সময় হইতে এলো।”

লোকটি বলিল, “তা বটে, তবে আগমনের একটা কাজ করতে হচ্ছে। পূর্বের কথামত হয় শত টাকা এবং আরও পাঁচ শত টাকা কোন লোক দিবে চক্রধর বাবুর নিকট শীঘ্র পাঠিয়ে দিন।”

তাহার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মধুসূদন ও কৃষ্ণকান্ত বাবু একসঙ্গে বলিয়া কেলিলেন, “আরও পাঁচ শত টাকা কিসের?”

লোকটি বলিল, “জাজে, তা আমি বলতে পারিনি। কিন্তু এই এগার শত টাকা চক্রধর বাবুর নিকট না পৌঁছুলে বর আসবে না।”

“সে কি। সে কি। ব্যাপার কি।” বলিয়া শিতাপুত্রে তত্ত্বিত হইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ আর কালবিলম্ব না করিয়া, কৃষ্ণকান্ত বাবু শিতার হাতে এ দিকের সমস্ত ভার দিয়া, ছয় শত টাকা সঙ্গে লইলেন। এই টাকার মধ্যে নিজের কষ্টোপার্জিত চারি শত এবং অমরকুমারের প্রদত্ত দুই শত—মোট ছয় শত টাকা।

অনন্তর কৃষ্ণকান্ত বাবু সেই লোকটিকে সঙ্গে লইয়া, এক খামা ভাল সেকেড কেলাস গাড়ী ভাড়া করিয়া, চন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ী দৌড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পিশাচ।

আজ দুই দিন হইল চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য বর জামাতার বাড়ী আসিয়াছেন। পূর্বে পুত্রের বিবাহ দিবার তার চন্দ্রনাথ বাবুর হাতে দিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন দুই শত টাকার জন্য গৃহিণীর সহিত বিবাদ করিয়া,

তাঁহার তাবাত্তর ঘটনা। পুত্রের বিবাহ দিতে নিজেই আসিয়াছেন। এখন বৃত্তিতে পারিলাম, ২০০ টাকা ব্যাপার ৫০০ টাকার বাড়াইল।

এ দিকে কৃষ্ণকান্ত বাবু ডাক্তারী পড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, “মহাশয়, একি কথা শুনেম? বাস্তবিক কি আপনি আরও পাঁচ শত টাকার আগতি তুলেছেন?”

চক্রধর বলিলেন, “দেখুন কৃষ্ণকান্ত বাবু, আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখেলেম যে, আপনার বাড়ীতে থেকে আপনার খরচে অমরকুমারের আইন পড়টার কোন প্রয়োজন নাই। সেই খরচটার বাবুদ ৫০০ টাকা অত্তই নগদ দিন।”

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণকান্তের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি অস্থির চিন্তে বলিলেন, “সে কি, মহাশয়! বলেন কি! এই অসময়ে আমি এত টাকা পাব কোথা? আমার প্রতিশ্রুত ৬০০ টাকা এনেচি। অল্পগ্রহ কোরে তাহা নিয়ে বর পাঠান। আর সময় নাই।”

চক্রধর বলিলেন, “হু শো আর পাঁচ শো এগার শো টাকা বেবাক মিটিয়ে দিন।”

“এমন সময়ে এমন কথা বলা আপনার কি উচিত হচে? আমি এখনি একবারে এত টাকা কোথার পাব? অমরকুমার বাবাভীর আইন পড়ার হিসাবে মাসে মাসে খরচ দিতে পারি, কিন্তু একবারে পারি নি। আমার আর্থিক অবস্থা আপনার তো জানাই আছে।”

এই কথা শুনিয়া চক্রধর একবার ভাবিলেন, অমরকুমার কৃষ্ণকান্তকে যে দুই শত টাকা গোপনে দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করেন, কিন্তু কি ভাবিয়া প্রকাশ করিলেন না। শেষে এই কথা বলিলেন, “কৃষ্ণকান্ত বাবু, আপনি বা বলুন, তাতে সমস্ত হস্তে পাচ্চিনি, তজ্জন্ত কিছু মনে করবেন না। কস্তার বিবাহে পিতাকে ক্ষতিগ্রস্তই হতে হয়। আপনি কি জানেন না যে, কস্তা টাকাত্তর

লোহার সিঁদুক খোলবার জীবন্ত চাবি? আর বিলম্ব কোরবেন না, এগার শো টাকা করেঙ্গি নোট হোক, নগদে হোক চুকিয়ে দিন। বিনা ওকরে বর পাঠাচ্চি।”

এইবার কৃষ্ণকান্ত বাবু বিবস্ত ও রুট হইয়া বলিলেন, “পূর্বে কি আপনার সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্ত ছিল?”

“আপনাকে তো সমস্ত টাকা দিতেই হবে। পরে না দিবে আগেই দিলেন, তাতে আর ক্ষতি কি? আমি অমরকে আমার নিকট রেখে আইন পড়াব।”

“মহাশয় বারবার ঐ কথাই বলছেন। আপনিও হিন্দু, আমিও হিন্দু, তবে বলুন দেখি, এরূপ অস্ত্রায় ব্যবহার করা কি আপনার উচিত হচে?”

“অস্ত্রায় ব্যবহার তো কিছুই নয়। টাকা নিয়ে কথা, টাকা হলেই সব মিটে যায়। আমি তো আপনার নিকট এগার শো টাকার উপর আর একটা কড়িও বাড়াই নি। তা বাড়াণে বরং অস্ত্রায় হত।”

“আপনার উদ্দেশ্য কি সত্য বলুন?”

“আমি তবে মিথ্যাবাদী?”

“আমি তা বলচি নি।”

“তবে ‘সত্য বলুন’ কথাটার মানে কি?”

“যদি আপনি এতে হোঁচ ধেখে থাকেন, তবে অল্পগ্রহ কোরে কমা করুন। এই ৬০০ টাকা নিন, বর পাঠিয়ে দিন। নৈলে আজ আমার জাত কুল সব নষ্ট হবে।”

“কেন নষ্ট হবে?”

“আমার কস্তার হস্তে মঙ্গলহত, আপনার পুত্রের হস্তে মঙ্গলহত বাধা হয়েছে। বিবাহের সমস্ত কার্যই সম্পন্ন হয়েছে, কেবল সম্প্রদান কার্যই বাকি। এখন আপনি এরূপ বেঁকে বাঁড়ালে আমার জাত কুল থাকে কই?”

“কিছু না, কিছু না, আপনি মনে কল্লই টাকা দিতে পারেন।”

“দোহাই দৈব, আমি এ অসময়ে ৫০০ টাকার

সংস্থান কহে সক্ষম নই। দোহাই আপনার, আমার আত্ম কুল ধর্ম কর্ম মান সন্তান রক্ষা করুন। আমার সর্বনাশ কোর্সেন না।”

“তবে আপনি অস্ত্র পাত্র দেখুন।”

“বলেন কি। নিশ্চয় বুঝলেন, আপনি কোন একটা গুরুতর কু অভিসন্ধির বশীভূত হয়েছেন।”

“সেটা আপনার ভ্রম।”

“তবে আপনি একজন ধনবান জমীদার হয়ে একজন গরীব ব্রাহ্মণের প্রতি এতদূর বিমুখ হচ্ছেন কেন?”

“কৃষ্ণকান্ত বাবু, যতক্ষণ আপনি বাজে কথা করে সময় নষ্ট করেন, ততক্ষণ বাকি পাঁচ শো টাকা আনবার উপায় কোলে ঠিক কাজ হ’ত।”

“আর কত বলবো? আমার দেবার শক্তি নাই।”

“তবে আমরা কোন অপরাধ নেই। আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আমি বর নিরে বাড়ী চল্লম।” এই বলিয়া চক্রধর গাত্রোথান করিলেন।

তদর্শনে কৃষ্ণকান্ত বাবু অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। বিনীত ভাবে বলিলেন, “মহাশয়, আমার প্রতি দয়া করুন।”

“আপনি অস্ত্র পাত্র দেখুন। আমিও ছেলে নিরে তারাপুরের পথ দেখি।”

“আজ্ঞা বাঁচুঘো মশায়, আর একটা কাজ করুন।”

“কি?”

“আমি আপনাকে ৫০০ টাকা র হাওনোট লিখে দিচ্ছি। বিবাহের পর অস্ত্র কৰ্জ ক’রে এক মাসের মধ্যে আপনার এই ৫০০ টাকা মার স্ত্রী সমেত চুকিয়ে দেবো।”

“আমি ও সব বুঝিনি।”

“তবে যে আমি মারা বাই।”

“কি করবো বলুন।”

“কর্তব্যবোধে গরীব ব্রাহ্মণকে পরিজ্ঞাপন করার লোকতঃ ধর্মতঃ অকর পুণ্য আছে।”

“আমি চোপ্লম।”

কৃষ্ণকান্ত দেখিলেন, চক্রধর তাঁহার হস্ত বিপদ আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না। তখন তিনি নিতীত মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, তথাপি পাবও চক্রধরের নির্দিষ্ট স্থান গলিল না। পিশাচ অন্যরাসে মহাবিপদ কৃষ্ণকান্তের অশ্রু দর্শন করিতে করিতে অস্ত্র চলিয়া গেল।

তখন কৃষ্ণকান্ত সবলে আপনার বক্ষে করাঘাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, “চক্রধর বাবু, আজ যখন আপনি ধর্মের অপমান কোলেন, তখন ধর্মই এর বিচার করবেন। হা জ্যোতিষ্মতী! আজ তোর ভাগ্যে কি ঘটলো।” এই বলিয়া চক্রধর জল মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিলেন।

কএক পদ গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। কাতরস্বরে “চক্রধর বাবু, চক্রধর বাবু” বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। পাপিষ্ঠ নরপিশাচ চক্রধর আসিল না, সাড়াও দিল না, চাঁকরের সুখ দিয়া বলিয়া পাঠাইল, এগার শো টাকা না আনলে মুখা ডাকাডাকিতে কোন লাভ নাই।

আবার কৃষ্ণকান্তের অর্ধশব্দ শুক্ হুল হুল করিয়া উঠিল। অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। গুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত “হা অগদীশ্বর!” বলিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবু, পিশাচের আমাতৃত্ববন হইতে নিজাক্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

পিতা যে হঠাৎ এরূপ ভয়ঙ্কর কার্য্য করিবেন, অমরকুমার তাহার বিশ্ববিসর্গও জানিতেন না। এখন তিনি একবারে মর্ম্মাহত ও তন্ত্রিত হইয়া গেলেন, দশ দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। একবার জ্যোতিষ্মতীকে তাহারা, একবার পিতাকে দেখিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। আজ অমরকুমারের অবস্থা আর জীবন্তদের অবস্থা অজ্ঞা হইয়া উঠিল।

অমরকুমার পিতাকে সান্ত্বন্য প্রদান করেন, সেই ক্ষণে এমন বিপদের সময়ও তিনি তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি চন্দ্রনাথ বাবুকে অন্তরালে ডাকিয়া কৃত্রিম স্বরে বলিলেন, “আপনি সমস্তই শুনলেন। এখন উপায়?”

চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, “ভাই তো, ভাই আমি অবাধ্য হয়ে গেছি।”

“আপনি পিতা মহাশয়কে বিশেষরূপে বুঝিয়ে, বলুন।”

“কথা রাখবেন কি?”

“আপনার কথা রাখবেন।”

“সম্মত।”

“না রাখবেন।”

“আজ্ঞা দেখি।”

এই বলিয়া যেমন তিনি চক্রধর বাবুর নিকট যাইবার উপক্রম করিতেছেন, অমনি অমরকুমার তাঁকে আন্তে আন্তে করেকটি কি কথা বলিয়া দিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু স্বস্তরগোচরে গমন করিলেন। অমরকুমার অন্তরালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, “কৃষ্ণকান্ত বাবু ৫০০ টাকার হাওনোট লিখে দিতে চাচ্ছেন, তাতে আপনি অমুগ্রহ কোরে সম্মত হোন।”

চক্রধর আবার চক্র ধরিল। বলিল, “না, বাবু! নগদ টাকাই ভাল। কে অত কাগজ কাগজের হাজমায় যাবে? আমি ও সব ভাল বুঝিনি। আরও বলি শোনো, কৃষ্ণকান্ত বাবু এখন সব টাকা আনবেন।”

“আজ্ঞে, তিনি পারবেন না।”

“কে বলেন?”

“অমরকুমার।”

চক্রধর চটিল। অকৃত্রিম করিয়া বলিল, “অমরকুমারই তো যত কু। ওই তো সব মাটি কোরেচে। নিজে গিয়ে পাণ্ডা দেখেচে, নিজে

ঠিক করেছে, নিজে আমার সর্বনাশের গোড়া হয়েছে। আমি অমরের কথায় বিশ্বাস করি না।”

“অমরকুমার আপনার পুত্র। যদিও অপরাধীই হয়ে থাকে, তো ক্ষমা করুন। অমরের আজ হরিবে বিবাদ।”

“অমন কুলান্ধার চুর্যোধনের ঐরূপ হরিবে বিবাদ হওয়াই উচিত।”

উভয়ে এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে কৃষ্ণকান্ত বাবু আবার সেই গাড়ীতে তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার তাঁহার সঙ্গে বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ও আসিলেন।

বৃদ্ধ মধুসূদন হস্তে পইতা জড়াইয়া কাকুতি মিনতি সহকারে চক্রধরকে বলিলেন, “এই অথর্ব বৃদ্ধের প্রতি সদয় হও, ভিক্ষা দাও, আমার জাত কুল মান সম্ময়ের দিকে ফিরে চাও। দোহাই দোহাই।”

যদিও পর্তত নড়ে, তবু চক্রধর নড়িবার নহে। নীরবে বসিয়া রহিল।

তদর্শনে মধুসূদন আবার বলিলেন, “দয়া কোরে বর পাঠাও। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার অমুরোধ রাখতেই হবে। আমরা পিতাপুত্রে ৫০০ টাকার হাওনোট সহি কোরে দিচ্ছি। আর এই ছ শো টাকা নেও। হাওনোটের লক্ষ রসিদের টিকিট এনেচি। অমুগ্রহ কোরে কাগজ কলম দেয়াত দেও।”

চক্রধর এইবার কথা কহিল। কথা বড় সাংঘাতিক। চক্রধর বলিল, “আমি নগদ এগার শো টাকা না পেলে বর পাঠাব না—পাঠাব না—পাঠাব না।”

মধুসূদন কৃষ্ণকান্তকে গভীর হৃৎকের সহিত বলিলেন, “ইনি যে তিন সত্য কোলেন, এখন উপায়।”

কৃষ্ণকান্ত পিতাকে বলিলেন, “আমি তো আপনাকে বারবার নিবেদন কোরেন, তবু আপনি এলেন।” এই বলিতে বলিতে তিনি অত্যন্ত কষ্ট হইলেন। কষ্ট হইয়া চক্রধরকে বলিলেন, “আপনি কি হিন্দু। আপনি কি ব্রাহ্মণ!”

চক্রধর রাগিয়া উঠিল। বলিল, “ভজলোকের বাড়ীতে এসে অভ্যঙ্গের মত কথা কবেন না।”

কষ্ট কৃষ্ণকান্ত আবার বলিলেন, “আপনার মত ভজলোকের সংখ্যাই আজ কাল বড় বেড়ে উঠেছে। অভিধানে আপনার ভক্ততার নতুন অর্থ করা উচিত।”

এই বলিয়া মর্দাহত বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বিবাদে বিবাদ ।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীর নিকট একজন গণ্য, মান্ত, পরোপকারী, সদাশর ও পরম হিন্দু ব্রাহ্মণের বাস। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি অকপট বিশ্বাসী। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, পূজাহিক প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কার্যে সময়ান্তিপাত করেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষার সুপণ্ডিত। সর্বদাই তাঁহার নিকট শাস্ত্রব্যবসারী পণ্ডিতগণ ও হিন্দু-ধর্মশীল ভক্তগণ আসিয়া থাকেন। দায়গ্রস্ত লোকেরা তাঁহার নিকট ভরসা পায়। সেই মহাত্মার বাসিতেও অল্প বিবাহ। তাঁহার অন্ততম পুত্রের কস্তার বিবাহ।

তাঁহার বাসিতে বর আসিয়াছে। তাঁহার পুত্রেরা এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা বরযাত্র ও কস্তা-যাত্রীগণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইতেছেন। চারি দিকে উৎসব কোলাহল।

এমন সময়ে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় উজ্জ্বলবে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহাকে আসন্ন বিপদের সমস্ত কথা জানাইলেন। তিনি শুনিয়া অবাক হইলেন। অগত্যা কি ভাবিয়া শেষে বলিলেন, “তাই তো, বড় লজ্জার কথা, নিতান্ত দুর্ভাগ্য কথা। হিন্দুর মধ্যে এরূপ পাবও ধর্মব্রতী নরপিশাচও আছে।”

মধুসূদন সহস্রাঙ্গে বলিলেন, “মুখোপাধ্যায় মহা-

শয়। অকুল পাথারে ডুবেচি। আত্মনাশ ঘটিলো নিরুপায় হয়েচি। আপনি এখন দয়া না কোন্সে হিন্দুর হিন্দুমানি নষ্ট হয়।”

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিরংকণ কি ভাবিলেন। তাঁহারা বলিলেন, “চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, কোন্স চিন্তা নাই। আমার পুত্রসংগের মধ্যে একটিকে নিয়ে গিয়ে আপনার পোজী সম্মাদন করুন।”

পরোপকারী ব্রাহ্মণের এই অপূর্ণ ~~সম্মাদন~~ করিয়া মধুসূদন ও কৃষ্ণকান্ত মৃতদেহে পুনরায় জীবন লাভ করিলেন। হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি পুত্রকে তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই অনির্বচনীয় উদারতা, কর্তব্যতা ও পরোপকারিতা দেখিয়া বাটার সমস্ত লোক ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অবিলম্বে সেই কথা পল্লীময় প্রচারিত হইল। সকলেরই মুখে “ধন্য ধন্য, মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থ হিন্দু” এইরূপ ও অন্তরূপ প্রশংসাসূচক বাক্য শুনা বাইতে লাগিল।

চক্রধরের গুপ্ত চর ছিল। সে গিন্না চক্রধরকে এই কথা বলিল। এইবার চক্রধরের চক্ষু বাঁকিয়া গেল। ঠকাতে গিয়া নিজে ঠকিল। পিশাচ আপ-শোষে বলিয়া ফেলিল, “জ্যা, বল কি! বর পেলে!”

মর্দাহত অমরকুমারও এই নির্দাকণ সংবাদ পাইলেন। পাইয়া তিনি যে কি রকম হইলেন, সে মর্দভেদিনী কথা আরও কি বলিতে হইবে? হা, অমরকুমার! আজ ভোকার হরিবে বিবাদ। তার উপর আবার অলস্ত বহুধা—বিবাদে বিবাদ।

ষষ্ঠী পরিচ্ছেদ ।

বিনামেষে বজ্রপাত ।

জ্যোতির্ষ্ময়ী আজ সমস্ত দিন কতই ~~আসন্ন~~ ভোগ করিতেছিল, কতই ভবিষ্যৎ সুখ করনা করি-

তেছিল, শৈশব সময়ে পুতুলের বিবাহ দিয়া বে
স্বপ্নের সঞ্চার হইত, আজ তাহা যেন প্রত্যক্ষ
করিতে লাগিল। আজ জ্যোতিষ্মরীর লজ্জামাখা
আনন্দ। কিসের সঙ্গে এ আনন্দের তুলনা করা
যাইতে পারে? শরৎকালের তরল জলধি-
অধিত পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে কতকটা মিলে বটে, কিন্তু
তদপেক্ষা আরও যেন কি এক বস্তুর সঙ্গে ঠিক
তুলনা হইতে পারে, অথচ সে বস্তু এই বাহু জগতে
নাই। সে বস্তু বালিকা জ্যোতিষ্মরীর কোমল
হৃদয়কন্দরেই প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে।

দিন গেল, জ্যোতিষ্মরীর আনন্দ বাড়িল। সন্ধ্যা
আসিল, আনন্দ আরও বাড়িয়া উঠিল। আর
অনেক পরেই জ্যোতিষ্মরীর আনন্দ পূর্ণমাত্রায়
ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু বাধা পড়িল—বাধা বলিয়া
বাধা, যেন এক সঙ্গে শত শত নিদারুণ বজ্র বালি-
কার গ্রন্থটোমুখ আনন্দের মস্তকে সবলে নিক্ষেপ
হইল। আনন্দ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া জলিয়া গেল।
সেই সঙ্গে জ্যোতিষ্মরীও অগাধ অনন্ত নৈরাশ্র-
সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। অভাগিনী শুনিল, তাহার
ভবিষ্যৎ শুরুর চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার আশা
তরসা ঘুটাইল—সর্বনাশ করিল—মনস্তাপের অপেক্ষা
মনস্তাপ দিল।

প্রভাতের পর মধ্যাহ্নের পরিবর্তন ততটা
বোঝা যায় না, কেন না প্রভাত ও মধ্যাহ্ন উভয়েই
আলোকের অংশ। সেইরূপ আনন্দের পর আবার
আনন্দ বৃদ্ধিরও তেমন তারতম্য করা যায় না, কেন
না উভয়েই প্রফুল্লতার অংশ। কিন্তু দিনের পর
রাত্রি এবং আলোকের পর অন্ধকার বেশ বুঝা যায়,
সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া জানা যায়। তাই জ্যোতি-
ষ্মরীরও দুইটা বিপরীত অবস্থা স্পষ্টরূপে অমুভূ-
ত হইল। বালিকার পূর্ব আনন্দ পূর্ণ নিরানন্দে
মিলিয়াছে—পূর্ণ হাড় পূর্ণ রোমন্ধে মিশিয়াছে
জ্যোতিষ্মরী নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

পাড়ার কয়েকটি জীলোকও বালিকা জ্যোতি-
ষ্মরীর নিকট আসিয়াছে। বিবাহের দিন; তাই
তাহারা বিবাহবাড়ী আসিয়া আমোদ আক্লাদ

করিতেছে। কিন্তু তাহারাও এই নিদারুণ কুসং-
বাদে অত্যন্ত অস্থির হইল, চক্রধরকে বা সুখে
আসিল, তাই বলিয়া গালি দিতে লাগিল, কিন্তু
তাতে কি অভাগিনী জ্যোতিষ্মরীর তুচ্ছদংশিত
হৃদয় স্বাস্থ্য লাভ করিবে!

অনন্তর জ্যোতিষ্মরী শুনিল, অপর একটি পাত্র
আসিয়াছেন। শুনিয়া সে কিরূপ হইল, তাহা বলা
বাধ্য। একবার ভাবিল, “ভগবান আমার
পিতার জাতকুল রক্ষা করিবার উপায় করিলেন,
খুব ভালই হইল; কিন্তু আমার পোড়া অদৃষ্টে এ
কি লিখেছিলেন!”

এই ভাবিতে ভাবিতে জ্যোতিষ্মরীর শুক মুখ-
জ্যোতি আরও শুক হইল; নয়নাশ্র অজস্র ধারে
গোলাপ-নির্মিত গণ্ডমূল বহিরা হতাশ বন্ধের উপর
গড়াইতে লাগিল। জ্যোতিষ্মরী সুলোহিত চেলীর
অঞ্চলে বারবার সেই অশ্রু মুছিতে লাগিল। সুলার
চেলী অশ্রুসিক্ত হইয়া, জ্যোতিষ্মরীর ভায় মলিন
হইল। চেলীই যেন এখন জ্যোতিষ্মরীর এক মাত্র
দুঃখসঙ্গিনী। দুজনেই নয়ন-জলে ডিম্বিতেছে,
দুজনেই সেই জলে স্নান হইতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মনের কথা।

আজ নিশাকালে বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের
বাটাতে নিরানন্দের উৎসব। উৎসব তো আন-
ন্দেরই সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। তবে আবার নিরানন্দের
উৎসব কি? বিবাহ সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারই সম্পন্ন
হইল, অথচ আনন্দ নাই, এই জড়ই ইহাকে নিরা-
নন্দের উৎসব বলিতেছি।

যে সময়ে জ্যোতিষ্মরী বরের গলদেশে মালা
প্রদান করিতে বাইবে, সেই সময়ে তাহার স্নেহ-
মল ভুললতা কাঁপিয়া উঠিল। সকলের অলক্ষ্যে
অবগুণ্ঠনের মধ্যে বালিকার কমলনির্মিত কোমল
নয়নযুগল ফুটিয়া, হহ করিয়া অশ্রু বহিতে
লাগিল। কিন্তু তখন আর মুছিবার অবকাশও

নাই, সুবিধাও নাই। অল্প চেনীর উপর টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাহা আনিতে পারিলেন; অত্যন্ত বিবর হইলেন। কৃষ্ণকান্তেরও চক্ষু হল হল করিয়া উঠিল, কিন্তু চক্ষের জল চক্ষে চাপিয়া রাখিলেন।

জ্যোতির্শ্রী ইতিপূর্বে তাহার পিতামহের কালীদাসী মহাতারত পাঠ করিয়াছিল। তাহার স্মরণ-শক্তি বেশ প্রখর; পঠিত বিষয়ের অনেক স্থলই মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে বরগলে মাল্যদান সময়ে সাবিত্রী সত্যবান উপাধ্যানের এই করটি পংক্তি হঠাৎ তাহার মনে জাগিয়া

“তুমহ জনক মম সত্য নিরূপণ।

কদাচিত্ত নয়নে না হেরি অস্ত্র জন ॥

বধন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।

জীবন মরণে সেই সত্যবান বামী ॥”

যেমন এই চারিটি পংক্তি মনে জাগিল, অমনি বালিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না। অস্থূল কান্তর শব্দে কাঁদিয়া ফেলিল। কৃষ্ণকান্ত কস্তার সেই রোরনশব্দ শুনিতে পাইলেন। সহঃখে বলিলেন, “মা গো, কাঁদিস্ কেন! এ সময়ে কি কাঁদতে আছে! অমঙ্গল হবে যে।”

জ্যোতির্শ্রী মনে মনে বলিল, “বাবা! আর অমঙ্গলের বাকি কি! আমার সমস্ত মঙ্গলই বুচেচে! এখন আমি মলেই বাঁচি।”

বিলম্ব দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “দাও মা, বরের গলায় মালা দাও।”

জ্যোতির্শ্রী পিত্রাদেশ পালন করিয়া, বরের কর্ণদেশে যেমন পুষ্পমালা প্রদান করিবে, অমনি কম্পিত হস্ত আরও কাঁপিয়া উঠিল। মালা ভূতলে পড়িয়া গেল।

ওদিকে বিদ্যাবাসিনী যেমন শব্দধ্বনি করিবেন, অমনি শব্দ তাঁহারও হৃৎস্রুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া, খানিকটা কিনারা জাকিয়া গেল।

এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া, মধুসূদন ও কৃষ্ণ-

কান্ত মনে মনে বলিলেন, “ভাগ্যে মা ভানি-কি বিপদ ঘটিবে! হরি মঙ্গল কর, মা হর্গা মঙ্গল কর!” এইরূপ বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ভাগ করিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে বিবাহের প্রত্যেক কার্য সম্পন্ন হইল। বরবার ও কস্তাখাত্তগণের ভোজন-ব্যাপার সমাধা হইল। কিন্তু ভোজনে কাহারও অণুমাত্র আনন্দ হইল না।

বখাসময়ে, অর্থনিশি কি হঃখনিশি, বলিতে পারি না, প্রভাত হইল।

পরদিন বখাসময়ে কৃষ্ণকান্ত বাবু নব জামাতার সহিত কস্তাকে স্বস্ত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। অত্যাগিনী জ্যোতির্শ্রীর অঙ্গসিক্ত নয়নবৃন্দল আরো সিক্ত হইল।

ষষ্ঠ অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূজ্যহস্তা

ক্রমে ক্রমে দিনের পর দিন ঘুরিয়া, কান্তন মাসকে টানিয়া কোথায় লইয়া গেল, খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সেইরূপ করিয়া চৈত্র মাসও সরিয়া পড়িল। ১২২৪ সালের প্রথম মাস বৈশাখ দেখা দিল। “গতস্ত শোচনা নান্তি”। তাই বৃত্তি লোকে আর গত বৎসরের বড় নানগন্ধ করিতে লাগিল না, বর্তমানের ভাবনাতেই নিত্যানাগরণে চকিত ঘণ্টা ভুবিয়া রহিল।

অমরকুমার কিন্তু বর্তমানের অপেক্ষা অতীতের চিন্তাতেই বেশী নিরস্ত হইলেন। গত বৎসরের ১২এ কান্তন তারিখটি তাঁহার পক্ষে ও বক্ষে বেশ শক্তিশেল হইয়া ছুটিয়া রহিল। দিন বত বার, বরপা তত বাড়ে। ১২এ কান্তনের দিবসের অবস-

কুমার ১৯এ ফাল্গুনের রাজিকালে সেই যে কি এক অচিন্ত্যপূর্ণ মধ্যাহ্নিক আঘাত পাইলেন, তাহার আর কোন মতে শাস্তি হইল না। এমন কি, তিনি সেই অসুস্থতম যন্ত্রণা নিবারণের জন্য এক একবার আত্মহত্যা করিতে উদ্বৃত্ত হইরাছিলেন। কেবল রায়াম্বরী জননীরা মারাতেই সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে পারেন নাই।

বলিয়াছি, অমরের পিতৃমাতৃভক্তি অতীব প্রশংসনীয়। তিনি কেবল পিতার প্রতি প্রকৃত ভক্তিবশতঃই আজ এই অসীম নৈরাশ্র-যন্ত্রণার অস্থির হইয়াছেন। অল্প ক্ষুদ্র হইলে, বোধ হয়, এতদূর অসহ্য মনোভঙ্গ সহিতে পারিত না, পিতার বাক্য দূরে টানিয়া কেদিয়া, নিজেই বিবাহ করিত। অমরকুমার কিন্তু তেমন অবাধ্য পুত্র মহেন। অমরকুমার যেনন উপযুক্ত পুত্র, চক্রধর তেমন উপযুক্ত পিতা নহে। এক যৎসামান্য অর্থের লোভে লোভিতুড়ামণি চক্রধর কুটিল চক্র করিয়া, পিতৃভক্ত পুত্রের কণ্ঠে চক্র নিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু যিনি কোটি কোটি অনন্ত কোটি চক্রধরের চক্রান্ত চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া থাকেন, সেই চক্রধর এই চক্রধরের প্রতি কিরূপ চক্র নিক্ষেপ করিবেন, তা তিনিই জানেন।

অমরকুমার দিন দিন কেমনতর হইতে লাগিলেন। আহা! সুখ নাই, নিদ্রার সুখ নাই, স্বপ্নেও সুখ নাই। এমন অপৰ্যাপ্ত বিবিধবস্ত-পরিপূরিত জগৎসংসারও যেন তাহার চক্ষে শূন্য বোধ হইতে লাগিল। কখন পিতাকে, কখন মাতাকে, কখন শ্রামলালকে ভাবনার পথে আনিয়া কি যেন বলিতে লাগিলেন। আবার সে ভাবনা এবং সে বলা শেষ হইতে না হইতেই জ্যোতিষ্মরীকে ভাবিতে লাগিলেন। তাহার সকল ভাবনার মূলই জ্যোতিষ্মরী। জ্যোতিষ্মরীকে ভাবিয়া, কখন আত্মহারা, কখন প্রাণে মরা এবং কখনও বা জীবিত হইতে লাগিলেন। অধ্যয়নে আর মন বসে না, ভ্রমণে আর পা চলে না, কোন কার্য্যে আর ইচ্ছা হয় না, কেবল উৎকণ্ঠা—কেবল

বক্ষোভেন্দী দীর্ঘনিশ্বাস—কেবল মনোভৈদিনী যন্ত্রণা—এবং তাহার ফল কেবল দুর্ভেদ্য নৈরাশ্র-অন্ধকার।

এইরূপে বৈশাখ মাসেরও কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

অনন্তর চক্রধর অমরকুমারের আবার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। পঞ্চানন ঘটক সে বার খালি জাল তুলিয়াছিল, এবার মাছ পড়িল। এবার পাত্রী আর ফুলতলার চন্দ্রমুখী নয়, হৃগলীর দয়াল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা নবমবর্ষীয়া বসন্ত-সুন্দরী। নামেও বসন্তসুন্দরী, কাজেও বসন্ত-সুন্দরী। রঙে কৃষ্ণা, চঙে উষ্ণা। দয়ালচন্দ্র নগদ তিন হাজার টাকা দিয়া এই রমণীকুলকুল-মালাকে চক্রধরের পুরীশোভার্থ্য সুবন্দোবস্ত করিলেন। বসন্তকুমারী একে তো সুন্দরী নয়, কিন্তু যদি জ্যোতিষ্মরীর অপেক্ষাও সুন্দরী হইত, তথাপি অমরকুমার নিজ ইচ্ছায় তাহাকে অর্দ্ধাসী করিতেন না; কেবল পিতার গঞ্জনার বসন্তের পাণি-গ্রহণ করিলেন।

বৈশাখের মধ্যভাগে পিতৃভক্ত অমরকুমারের স্বপ্নে এই দুর্কিসহ ভার পড়িল। অমর নীরবে স্বপ্নে তার গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে সহিতে পারিলেন না। তাড়া মন একবারে ভাঙিয়া গেল। অর্থলোভী চক্রধর তুচ্ছ অর্থের ছোভে ভয়ঙ্কর অনর্থপাতের পস্থা করিল।

বসন্তসুন্দরীলাভের পর শান্তনীর অমরকুমারের চিন্তা দিনে দিনে আরও অশান্ত হইয়া উঠিল। পূর্বের গাঢ়তর দুশ্চিন্তা বৈশাখে আরও বিকৃত, জ্যোতিষ্মরীকে তদপেক্ষা বিকৃত, আবারে পূর্ণমাত্রা ছাড়াইয়া বিকৃত হইল এবং সেই বিকৃতি অমরকুমারের বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ পূর্ণরূপে বিকৃত করিল। পিতৃভক্ত অমরকুমার একবারে উদ্ভাদ হইয়া উঠিলেন। বহু পাগলের সমস্ত লক্ষণ অমরকুমারে লক্ষিত হইল। অমরকুমার এখন কি দিন কি রাত্রি, সন্ধ্যাই শুভিত হইয়া জীবনযাপন

করিতে লাগিলেন। আহা, অমরকুমার! তোমার
ছায় পিতৃভক্তেরও কি এইরূপ পরিণাম!

চক্রধর পুত্রের আকস্মিক অতি কঠিন উদ্ধার-
রোগ উপস্থিত দেখিয়া, মোটামুটি চিকিৎসা করা-
ইতে লাগিল। কিন্তু যখন তাহাতে কিছুই
উপকার না হইয়া, আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল,
তখন পল্লীর ও গ্রামশুদ্ধ লোকের ভৎসনার নাম-
জাদা চিকিৎসকগণকে আনাইয়া বিবিধত প্রকারে
অনবরত চিকিৎসা করাইতে লাগিল। দেখিতে
দেখিতে চক্রধরের দশ বার হাজার টাকা খরচ
হইল, কিন্তু অমরকুমারের ভাগা আর ফিরিল
না। যে ভাগা একবারে দখল হইয়াছে, আর
কি তা ফিরিবে!

ধিক নরসাক্ষস চক্রধর। ভূমিই তোমার
পুত্রের এই সর্বনাশের মূল! পিশাচ, তোমার
পক্ষে অতি তুচ্ছ যৎসামান্য ২০০ টাকার জন্ত
আজ ভূমি স্বয়ং একপ্রকার পুত্রহন্তা হ'লে!
তোমাকে মরিয়া ভে নরকে বাইতেই হইবে, কিন্তু
বাঁচিয়া থাকিয়াও তোমার ভাগ্যে সেই ভয়ঙ্কর
নরকভোগ আরম্ভ হইল। ২০০ টাকার লোভে
এইবার কত হাজার টাকা উড়িয়া গেল—পরে
কত বাইবে। আর অমূল্য ধন পুত্র তো গিয়া-
ছেই!—ঈশ্বরের নিকট কারমনোবাক্যে প্রার্থনা
করি, ভূমি শতবর্ষ জীবিত থাকিয়া, এই দুঃসহ
নরকযন্ত্রণা ভোগ কর আর তোমার মত অর্থপিশাচ
পিতারা তোমাকে দেখিয়া সতর্ক হউক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

সীতার বনবাস ।

দেখিতে দেখিতে ১২৯৪ সালও চলিয়া গেল।

১২২৫ সাল দেখা দিল।

এই মূলের শ্রাবণ মাসে আর একটা অতি
শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। যাহার সহিত জ্যোতি-
ষ্ময়ীর বিবাহ হইয়াছিল, তিনি অকালে অসাধা-
রোগগ্রস্ত হইয়া, ইহলোক ত্যাগ করিলেন।
অভাগিনী জ্যোতিষ্ময়ী বিধবা হইল।

অভাগিনী জ্যোতিষ্ময়ী! বালবিধবে জ্যোতি-
ষ্ময়ী! তোমার সকল সুখ তো পূর্বেই বৃষ্টি হইয়াছে,
ছায়ার মত! যেটুকু ছিল—বলিতে হয় বলিয়া বলি-
লাম—তাহাও শুঁচিল। এখন তোমাকে কুমারী
বলিব, কি বিধবা বলিব, তাহা ভগবানেই জানেন।
অভাগিনী! আমি বেশ বলিতে পারি, বিধাতা
তোকে চিনিয়াছে, আর তুইও বিধাতাকে চিনিয়া-
ছিস। মা, আর কাঁদিয়া কি করিবি! না না,
তুই বা বলি কেন? এ জগৎ তো কাঁদিবারই
স্থান। কাঁদ মা কাঁদ তবে। জ্যোতিষ্ময়ী!
আজ তুই ব্রহ্মচারিণী, ব্রহ্মচর্য্যই তোমার এখন
জীবনব্রত। তুই এই পরম ব্রতের উপর নির্ভর
করিয়া, পরমব্রহ্ম ভগবান হরির পাদপদ্মে অঙ্গবর্ষণ
করিয়া, ভাগ্যক্রমে ঘুরিতে থাক।

আহা, জ্যোতিষ্ময়ী এক দিন বড় সাধ করিয়া
অমরকুমারের প্রদত্ত সীতার বনবাসের এক স্থলে
লিখিয়াছিল—

“শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায়—রাম।

শ্রীমতী জ্যোতিষ্ময়ী দেবী—সীতা।

সীতার বনবাস।”

আমি, সেই পুস্তকখানি পাইলে, উপরের
তিনটি পংক্তি কাটিয়া দিয়া, কেবল রাখিতাম
নীচের পংক্তিটি—

“সীতার বনবাস।”

মীরাবাই ।

(ধর্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক ।)

নাট্যোক্ত ব্যক্তি ।

পুরুষ ।

কুন্তসিংহ চিতোরের মহারাণা ।
রসকুন্ত কুন্তসিংহের সহচর ।
আকবর শাহ দিল্লীর সম্রাট ।
তানসেন গায়ক ।
শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্ত বৈষ্ণব ।

অধু } অহলাদ ।
অধু }

নাগরিকগণ, গ্রহরিকগণ, ভূতাগণ, জ্যোতিষ্মর
বালক ও গ্রাম্য বালকগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

মীরাবাই চিতোরের মহারাণী ।
চুড়া রসকুন্তের স্ত্রী ।
মুর্তিমতী হরিতক্তি ও সখীগণ

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

চিতোরনগর—পুষ্পবাটিকা ।

পুষ্পবেদিকায় মীরাবাই কবিতারচনায়
উপবিষ্টা ।

ছুই পার্শ্বে সখীগণ দণ্ডায়মানা ।

সখীগণ ।

এ টাঁদ সুখের হাসি নিয়ে

হুলের কুঁড়ি কাছে বাই ।

কচি ঠোটে মাখিয়ে দোবো,

ছুইবে কুঁড়ি, দেখবো তাই ।

জ্যোতিষ্মরীর জ্যোতি নিয়ে,

হুলের গায়ে মাখিয়ে দিবে,

খেলবো সুখে, আর না, তাই ।

মীরা । সখীগণ ! এই গানটি নূতন রচনা
ক'লেম । একবার গাই । শোনো দেখি কেমন
হোলো ।

তমাল ডালে কোকিল বঁধু

বঁধুর পানে চেয়ে আছে ।

বঁধু আবার সোহাগ-মধু

ঢালচে বঁধুর কানের কাছে ।

কি এক ভাবের ছুটছে ধারা,

বঁধু বধু মাতোয়ারা,

প্রেম শেখেনি আজো বা'রা,

যাক না তা'রা ওদের কাছে ।

১ম সখী । কবিস্বরী ! বড় সুন্দর গান
হ'য়েছে । আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয়, আমা-
দের প্রিয়তমা সখী চিতোরেশ্বরী মীরাবাই রূপে
ওপে অতুলনীর ।

২য় সখী । (প্রথম সখীর প্রতি) সখি !
আরো আনন্দের বিষয়, এ'র সখী চিতোরেশ্বর
মহারাণা কুন্ত ও কবিকুলশিরোমণি ।

সখীগণ ।

পতি কবি, পত্নী কবি, কবির সহচরী মীরা ।

নিজুই নতুন গানের ডানে

আগে ছোটে সুখের ধারা ।

নিভুই নতুন কতই শুনি,
মধুর গলে মীণার ধ্বনি,
ভাবের আবেগে বিভোর হ'রে,
হই গো সবাই আপনহারা ॥

যোগিনীবেশে মূর্তিমতী হরিভক্তির তুতল
ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থান।

হরিভক্তি।

দারুণ বিবাদে, প্রাণ মন কাঁদে,
দেখে শুনে মানব-রীতি।
দুর্লভ কবিতা, দুর্লভ গীতিকা,
যাহে জাগে হরির প্রীতি ॥
এবে সে ছুঁ' নিধি, মানব মানবী,
পার্থিব ভাবে শুধু ভাবে।
হা হরি, হা হরি, কবে নর নারি,
সে দৌড়ে তব নাম গাওে ॥
যমে ফাঁকি দিতে, কবে জীবের চিতে,
জাগিবে কবিতা, গান।
কবে জীবের প্রাণে, কবিতা-গান তানে,
উখলি' উঠিবে হরিনাম ॥

(ভূগর্ভে হরিভক্তির অন্তর্ধান)

মীরা। (চিন্তা করিয়া স্বগত) এ যোগিনী
কে? কোথা থেকে এলেন? কোথাই বা
গেলেন? কিন্তু ইনি যিনিই হোন, আজ আমাকে
একটি মহাশিলা দিয়ে গেলেন। এত দিন আমি
ভাবতাম, আমি রাজরাণী, আমার ঐশ্বর্যের অভাব
নাই, বিলাস-বস্তুর অভাব নাই, জীবনে যত প্রকার
সুখের প্রয়োজন, তার কিছুই অভাব নাই; কিন্তু
আজ আমার সে ভ্রম ভুটে গেল। ঐশ্বর্য, বিলাস-
বস্ত্র সমস্তই আমার অপেক্ষা-অসার বোধ হলো।
আমি কবি-পত্নী এবং নিম্নেও কবি। আমার
কবিতা আর গান—এতদিন ঐহিক জীবনের সুখ-
ভোগের জন্যই রচিত হচ্ছিল। একদিন আমি
ভ্রমবশতঃ এই স্বর্গীয় ও মানবজন্মের অপূর্ণ কবিতা
ও গানের প্রকৃত মর্ম বুঝে পাবি নি। আজ
দৌত্যাগ্যকবে ঐ-পূজনীয় সোণালী আমার তার

প্রকৃত মর্ম বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। দান্তরিক, এত-
কণে বুঝে পারলেন, যে কবিতা ও যে গান হরি-
নাম দ্বাই, সে কবিতা কবিতাই নয়,—সে গান
হারাই-নয়। হি-হি, আমি এত দিন ধরে এই
অপূর্ণ স্বর্গীয় আলোক হৃদিতে কেবল আমার বস্তুর
অধেষণ করে বেড়াচ্ছিলেম। আজ আমার চৈত-
ন্যের হলো—আজ আমার ভ্রম ভুটে গেল—আজ
আমার জীবনের প্রকৃত কর্ম করবার নিয়তি
হলো। (কৃতাজলিপুটে) দরামর হরি! আমি
মহাপাপিনি, আমি অজ্ঞানের দাসী, আমি ঐহিক
সুখের অন্ধ লাগারিতা, আমি এত দিন পার্থিব
প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়ে, তোমার কর্ণদারায় পাদ-
পদ্ম পূজা করি নি। আজ হ'তে তা'র প্রায়শ্চিত্ত
করবো। যাবজ্জীবন তোমার সেবাসেই কাল-
ক্ষেপ করবো। (কিষ্কিৎসিত হইয়া প্রকাশে)
দূর হও ঐশ্বর্য! দূর হও বিলাসিতা! দূর হও
পার্থিব প্রলোভন! আর তোদের এ ক্ষমের স্থান
দেবো না।

সখীগণ। (শশব্যস্তে) এ কি! এ কি! এ
কি! সখীর এ কি ভাব হলো।

১ম সখী। সখি! সহসা তুমি এ কি বলচো?

মীরা। বিলাসের বেশ, যাকনা অশেষ,

নাহি সুখ-লেশ তার।

বৈষ্ণবী হইব, হরিরে পূজিব,

নমিব তাঁহার পায় ॥

কবিতায় হরিনাম লিখিব,

হরিনাম গা'ব গানে,

হরির প্রেমে মাতি', র'ব দিবারাতি,

বিভোর হইরে প্রাণে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজকক্ষ।

কৃত ও রসকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃত। বরুণ! আজ আর একটি নতুন কবিতা
রচনা করেছি। শুনবে কি?

রস। ছারপোকা-বিড়নের মতন আপনার
কবিতা রোজ রোজ শুভে পারি নি। আমার
ছুটো বই কান নয়। ইহের মত সহস্র চকু
থাকতো, তা হ'লে যেমন রক্ত, তেমন খোঁজা
ঠিক মিলে যেতো।

কুন্ত। সহস্র চকু কি হে? তোমার চকুরও
প্রবণ-শক্তি আছে না কি?

রস। (সমজ্ঞে) ঠকেছি, রাজা।

কুন্ত। তবে কবিতা শোনো।

রস। কাজে কাজে।

কুন্ত। আকাশে দেখেছি চাঁদ পূর্ণিমার রাতে।
প্রেরণীর মুখ-শোভা কিন্তু নাই তাতে ॥
বসন্তে কোকিল-কণ্ঠ করেছি শ্রবণ।
কিন্তু নয় প্রেরণীর কণ্ঠের মতন ॥
শারদী প্রকৃতি-শোভা দেখেছি নয়নে।
কিন্তু নহে তুলনীর প্রেরণী-সমনে ॥

রস। (বাধা দিয়া)—বস—বস, ঐ পর্য্যন্ত।

কুন্ত। কেন? কি হয়েছে?

রস। হ'বে আবার কি?

কুন্ত। তবে?

রস। ভাল লাগে না।

কুন্ত। এমন আদরসের কবিতা—

রস। (বাধা দিয়া)—আঃ!—অন্তরস যা'র
শুকিয়ে থাকে, তা'র কাছে আদরস ফাঁক!

কুন্ত। অন্তরস কি?

রস। পেট।

কুন্ত। (সহাস্তে) তোমার পেটে কি ফোড়া
হ'য়ে সমস্ত রস বেরিয়ে যাচ্ছে?

রস। শত্রুর পেটে ফোড়া হোক।

মীরাবাইয়ের প্রবেশ।

কুন্ত। প্রিয়তমে! তোমার কারণ

নূতন কবিতা এক করেছি রচনা।

শুন, প্রিয়ে! করি পাঠ;—

আকাশে দেখেছি চাঁদ পূর্ণিমার রাতে।

প্রেরণীর মুখ-শোভা কিন্তু নাই তাতে ॥

মীরা। মহারাজ!

আর কাজ নাই হাই হেন কবিতার।

রস। বাস্তবিক, একতারার এক-ঘরে সুরের
মত রোজ রোজ আদরসের কবিতা আমারি ভাল
লাগে না, তা মহারাজীর ভাল লাগবে? তা'র চেয়ে,
মহারানি! আমার একটা অন্তরসের কবিতা শুধু—
লাগবে ভাল;—

বিতীর ব্রহ্মাণ্ড মোর পেট।

শুভ এবে, তাই মাথা হেঁট ॥

এ পেটে মিষ্টার ঢাল যদি।

এখনি বহিবে রস-নদী ॥

মীরা। হির হও,

ভাল নাহি লাগে কানে।

রস। (স্বগত) তবেই তো গোল! (চিন্তা
করিয়া)—ও, ঠিক হ'য়েছে। ভরা পেটের কাছে
খালি পেটের কবিতাটা আওড়ানই বুধা। কেন
না, “যোগ্যং যোগ্যোন যোজ্যতে।” যাই এখন,
কোসে লুচি কচুরি চূসে, ভরা পেটের কাছে, ভরা
ভেটের কবিতা-সুখা উপহার করবো। (প্রকাশে)
—মহারাজ! মহারানি! যাই এখন ঘরে,
আগবো খানিক পরে।

[প্রস্থান।

যোগিনীবেশে মূর্তিমতী হরিভক্তির ভূতল
ভেদ করিয়া উত্থান।

হরিভক্তি।

দারুণ বিবাদে, প্রাণ মন কাঁদে,

দেখে শুনে মানব-রীতি।

দুর্লভ কবিতা, দুর্লভ গীতিকা,

যাহে আগে হরির প্রীতি ॥

এবে সে ছহঁ নিধি, মানব মানবী,

পারখিব ভাবে শুধু ভাবে।

হা হরি, হা হরি, কবে নয় মারী,

সে দৌড়ে তব নাম পা'বে ॥

যমে কীকি দিতে, কবে ধীরে চিতে,

আপিরে কবিতা, গান।

কবে জীবের প্রাণে, কবিতা-গান-তানে,
উখলি' উঠিবে हरিনাম ॥

(ভূগর্ভে हरितকির অন্তর্ধান)

মীরা। মহারাজ ! আবার সেই দেবী আবি-
ভূত হ'রে অন্তর্হিত হলেন। এই কতকণ, ইনিই
উদ্ভানে এই অপক্লপ যোগিনী-মূর্তিতে দেখা দিবে,
অমার মনে নবজীবের আবির্ভাব কোরে দিবেছেন,
আমাকে নব জীবন দান কোরেছেন। মহারাজ !
এই মহাদেবী বোলে গেলেন,—

যমে কাঁকি দিতে, কবে জীবের চিত্তে,
আগিবে কবিতা, গান।

কবে জীবের প্রাণে, কবিতা-গান-তানে,
উখলি' উঠিবে हरিনাম ॥

অমিন ! আর পার্থিব গানে বা পার্থিব কবি-
তার প্রয়োজন নাই। আজ থেকে আমি—
যমে কাঁকি দিতে, অগা'ব জীবের চিত্তে,
অগা'ব নিজের চিত্তে কবিতা-গান।
তাহে নিজের প্রাণে, সকল জীবের প্রাণে,
উখলি' উঠিবে हरিনাম ॥

কুন্ত। রাজি—

মীরা। (বাধা-দিয়া) মহারাজ ! আপনায়
রচিত প্রণয় কবিতা কি শোনা'তে চাচ্ছেন ? ও
কবিতা ত্যাগ করুন।

কুন্ত। মহিবি ! সে কবিতা ত্যাগ করেছি।

মীরা। কখন ত্যাগ কোলেন ?

কুন্ত। যখন সেই মহাযোগিনী মধুর গভীর
স্বরে সেই মহামন্ত্র আমার কর্ককুহরে বর্ষণ
কোলেন।

মীরা। নাথ ! বোধ হয়, আপনি আমার
প্রবোধ দেবার জন্য এ কথা রোলছেন।

কুন্ত। না রাজি, সত্য বোলছি।

মীরা। তবে আপনার হস্তে ঐ পার্থিব অসার
কবিতাটা এখনও রয়েছ কেন ?

কুন্ত। আমার পার্থিব অসার বস্তুকে জগৎনা-
করবার জন্য—हरितকি শিক্ষা দেবার জন্য। এই
অসার পার্থিব কবিতার বস্তুগুলো অকল আছে,

তত লক্ষ বস্তুই বায় কোরে প্রারম্ভিত কোরবো।
বল, রাজি, কিরূপে প্রারম্ভিত আশাদের পতিগরীর
हरितকি লাভ হ'বে ?

মীরা। (সানন্দে) ওই অত লক্ষ বর্ণনায়
हरिनামিনির্মাণ, हरिमुक्तिहापन ও পরমहरितক-
গণের সহিত দিবানিশি हरिपূজা, हरिसঙ্कीर्तন।

কুন্ত। অতি উত্তম পরামর্শ ! আন হস্তেই
তা'র আয়োজন করুচি।

[প্রস্থান।

মীরা।

নব ভাবে ভরিল জীবন।

খুচিল আশার ঘোর, আলোকিত মন ॥

লৌকিক হৃত বৃত্ত,

হ'রে পেল তনুভূত,

• অলৌকিক সুখসিদ্ধি দিল দরশন ;—

हरिपদ धरि' তাহে দি গে সত্তরণ ॥

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আগ্রা—হর্গপ্রাসাদ।

আকবর শাহ ও তানসেন।

তানসেন। (আকবর বাদশাহের প্রবেশোচ্চক
গীত)

আকবর। তানসেন ! তোমার কণ্ঠস্বর আজ
আমার কর্ণে জেমন অন্তর্ধারা বর্ষণ ক'তে
পাচ্ছে না।

তান। জীহাপনা ! আমি-তো অচঞ্চল মনে
গান কোলেন, তথাপি কেন এমন হোলো ?

আক। সঙ্গীতনায়ক তানসেন ! তোমার
গীতকোশলের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নি ; কিন্তু
আজ আমার তেমন সিঁট লাগলো না।

তান্। ভারতেশ্বর! যদি আমাদের বলবার বাধা না থাকে, তবে অক্ষুণ্ণ কোরে এর কারণটি বোলে নিত্য বাধিত হই।

আক্। আমি অল্প প্রাতে বীরধনীর মুখে শুনেছি যে, মহারাণী কুন্ডের মহিষী মীরাবাই সঙ্গীত ও কাব্যশাস্ত্রে সাক্ষাৎ মনস্বতী। বনের গুহ্যস্থলীও মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাঁ'র অমৃত-কণ্ঠরব কান পেতে শোনে। তা ছাড়া আরও শুনেছি, কিছু দিন হ'তে রাজী মীরাবাই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ কোরে, রাজপুতানার শত সহস্র লোককে সেই ধর্মে দীক্ষিত কোরেছেন। তাঁ'র অমৃত-প্রসবণ কণ্ঠের হরিসঙ্গীত শ্রবণ কোরে, হরিভক্ত-গণ আহার নিদ্রা পর্যাণ্ড বিন্যস্ত হয়েছ।

তান্। তাই কি আপনি আজ অন্তমনস্ক হয়েছেন?

আক্। মহারাণী মীরাবাইএর গান শোন্বার জন্য ব্যস্তবিক আমি চঞ্চল হয়েছি।

তান্। তিনি হিন্দুরমণী, তাতে আবার মহারাণী কুন্ডের সহধর্মিণী, অতএব আপনি কিরূপে তাঁর গান শ্রবণ করবেন?

আক্। আমি শুনেছি, তাঁ'র হরিনন্দিরে হরিভক্ত বৈষ্ণবগণের প্রবেশ-নিষেধ নাই। অতএব, আমিও বৈষ্ণববেশ ধারণ কোরে, হরিভক্ত-গণের সঙ্গে হরিনন্দিরে গিরে, তাঁ'র গান শ্রবণ করবো।

তান্। বীহাগিনী! আপনি মুসলমান হয়ে, কিরূপে কাকের বৈষ্ণববেশ ধারণ কোরে, কাকের বৈষ্ণবীর গান শুনে যাবেন? সেখানে আবার কাকের দেবতা আছে।

আক্। তান্দের! আমি শূন্যে হিন্দু ছিলাম; এখন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কোরেছো; কিন্তু, সত্য বল দেখি, ধর্মত্যাগতব্য কিছু আছে কি না? সত্য বল?

তান্। হে ধর্মশীল সম্রাট! আপনি সত্য-বরূপ; অতএব আপনার নিকট সত্যই বোধগম্য। আমি হিন্দু হয়ে মুসলমান হয়েছি, সুতরাং

হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের হৃদয় মর্ম বৃত্তে পেরেছি।

আক্। হৃদয় মর্ম কি?

তান্। সমস্ত ধর্মের মূল অভিন্ন।

আক্। তুমি অজ্ঞাত। তোমারও যা মত, আমারও তাই। তবে কেন তুমি আমাকে বৃথা ধর্মজ্ঞানিতে জড়ীভূত করচো? আমার নিকটে হিন্দু মুসলমান ধর্মসম্বন্ধে সমান।

তান্। এই জন্তই আপনাকে হিন্দু মুসলমান সমানরূপে ভক্তি করে—পূজা করে। আপনি ধর্মাদর্শ সম্রাট।

আক্। তোমাকেও বৈষ্ণববেশে আমার সঙ্গে যেতে হ'বে।

তান্। আমি তো সম্রাটের চিরানুগত তৃত্য। কবে চিতোর নগরে শুভ গমন কোর্বেন?

আক্। সে কথা তবে বলবো। তুমি এখন গোপনে গোপনে ছদ্মবেশের আয়োজন কর।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজ্যোতান।

পুষ্পাধার লইয়া দুই জন উড়িয়া মালীর প্রবেশ।

(মালিহরের পুষ্পসংগ্রহ)

রসকুন্ডের প্রবেশ।

রস। ভরে চিনির বলসরা! এখনো ঠাকুর-বাড়ীতে মূল নিরে রাখনি কেন?

১ম মালী। ঠাকুরজী! চিনি হু বড়ন কঁড় কহছাতি?

রস। চিনির বলদ বেমন চিনি বর; অথচ চিনির বাদ জানে না; তেমনি তোরা দুইয়ের মুক্তি বোস, অথচ মূলগুকের মতা আমিসে রাখি।

১ম মালী। ইয়া কথা মিথ্যা নই।

রস। বা শীগির ফুল নিয়ে যা। রাণীজী গোবিন্দ-মন্দিরে আছেন। পূজার বেলা হয়ে উঠলো।

১ম মালী। দণ্ডবত। (দ্বিতীয় মালীর প্রতি) আরে মজা। ধাঁই কিড়ি ধাঁই কিড়ি মন্দির চলি চ।

[মালীদ্বয়ের প্রশ্নান।]

রস। মহারানীর অদ্ভুত ক্ষমতা, দৈন্তে দৈন্তে চিতোরনগরের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে বিকৃত্ত কোরে তুললেন। মৃত্যুগের প্রহ্লাদ কি কলিকালে নারীরূপে মীরাবাই নামে চিতোরে অবতীর্ণ হয়েছেন? আমি হেন পাষণ্ডও মহারানীর কণ্ঠে হরিগুণগান শ্রবণ কোরে, তোবামোদ প্রভৃতি পাপ-কার্যগুলো এক একবার ভুলে যাই। কিন্তু এখনে যোগ আনা ভুলতে পারিনি। এ ঠিক যেন আমার শ্মশান-বৈরাগ্য। শ্মশান দেখলে সংসার ভুলি—সংসার দেখলে শ্মশান ভুলি। আমার মত দুমনা মাহুবই জগতে পৌনে যোগ আনা। অর্থই যত অনর্থের মূল।

কুস্তের প্রবেশ।

কুস্ত। রসকুস্ত! তোমার মুখে বিরক্তিক্ত কেন।

রস। অর্থই যত অনর্থের মূল।

কুস্ত। অর্থের মারা পরিত্যাগ কর।

রস। লোভের খোঁজার পাঁচ পড়ে সব মাটি।

কুস্ত। স্থানবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে মনের ভাব পরিবর্তিত হয়। সংসকে সংভাব ও অসংসকে অসংভাব ঘটে। অতএব, তুমি বুঝা অনর্থ-মূল অর্থের লোভে হরিনামের পরমাধ হারিত না। বরজ! মহারানী পূর্বের লৌকিক ভাব পরিত্যাগ কোরে, পরম হরিতুক্ত হয়েছেন। আমি তার পরামর্শে এ হেন অতুল ঐশ্ব্যের মারা মমতা পরিত্যাগ কোরে, হরিগদ্যে মনঃপ্রাণ অর্পণ করিচি। তুমি, তাই, সামান্য অর্থের লোভ পরিত্যাগ কোতে পারছো না।

রস। বড় কছে বড় বড়ের খাচা লাগে। আপনারা রাজা রাণীরূপে বড় গাছ, সুতরাং হরিনামরূপে বড় খা কোরে লেগে গেছে। আমি একটা অর্জি কুঁড়ি লাগগাছ, সুতরাং হরিনামরূপে বড় উপর দিয়ে বহে যাচ্ছে—লাগাল-পাচ্ছিনি।

কুস্ত। তোমার সেটা নিতান্ত ভ্রম। হরিনামরূপে শ্রেমতুকানের হিলোলে ছোট-বড় সবাই দোলে। কিন্তু তুকান দেখে, অবিব্রাহে অর্থরূপ গর্তের মধ্যে সর্পের মত হুকুলে, নরকের জীব নরকেই থাকে।

রস। (স্বগত) রাজার উক্তি সার বৃষ্টি; কিন্তু “মরণ সময়ে রোগী ঔষধ না খায়”। তাই বলচি, অর্থই যত অনর্থের মূল।

কুস্ত। রসকুস্ত! চল, গোবিন্দমন্দিরে যাই। সেখানে মহারানী আছেন। আমি ভক্তকবি জয়দেব-প্রণীত “গীতগোবিন্দের” যে টীকাখানি রচনা করেছি, তা তোমাকে শোনাবো চল।

রস। চলুন, মহারাজ! (উত্তরের কিছু দূর গমন) ও হো হো, তাই তো!

কুস্ত। ব্যাপার কি?

রস। অগ্রে আপনি গোবিন্দমন্দিরে যান। একটু পরে আমি যাচ্ছি।

কুস্ত। তাইই তুমি গিরেট।

রস। (স্বগত) তা ঠিক। আমার এতগাছা ছেঁড়া পশিলা মন-বোড়া কেবল টীকারূপে বাসে বা বাসে উড়েই রাজা রাজার তাড়ারূপে মাটিতে দিকে দোকার। তুমিও গোবিন্দমন্দিরের দিকে পুঁজু করেই না। করি কি? উপর কি?

কুস্ত। কেন দিলে কোন্সে? চল না।

রস। কেন বিদ্যে কখন, বান না।

কুস্ত। তেদার নিয়ে যা ব।

রস। (স্বগত) মোহরগুলো মাটিতে পুঁতে রেখেছি, এক বার শুধে গেঁথে দেখি গে। রাজা রাণী বলেন, গোবিন্দজী মনোহর। আমি বলি, মোহরজী মনোহর। কিন্তু—কিন্তু—আঁ—আঁই তো—অর্থই বত অনর্থের মূল। আচ্ছা, এক জন সুখখোরের কাছে এ বিষয়ের মীমাংসা করে নেওয়া যাবে।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

চিতোর—একটি গা।

বৈষ্ণববেশে আকবর শাহ ও তানু-
সেনের প্রবেশ।

আক। তানুসেন! কেউ কি আমাকে বাদ-
গাহ বোলে চিন্তে পারবে?

তানু। চিন্তে পারা তো দূরের কথা, জাঁহা-
না! বরং আপনাকে এক জন পরম বৈষ্ণব
বোলে, পরম প্রজ্ঞা সম্বান কোরবে। বেশভূষাতেই
মনের সঙ্গে শরীরের ভাবান্তর ঘটে। বহুমূল্য
লজপরিচ্ছদ ও রত্নভূষণের ভাব রাজনিক এবং
মতিভুল ভক্তবেশের ভাব সাধিক। উচ্চবেশে
ধনে অহঙ্কার হয়, তুচ্ছবেশে মনে অহঙ্কার প্রবেশ
কোতে পার না। অহঙ্কারই আত্মনাশের মূল আর
বিরহঙ্কারই আত্মরক্ষার প্রধান অবলম্বন।

আক। বাস্তবিক, তানুসেন! এই জম্মাই
যোগী, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, ককির, দরবেসেরা সম্ভা-
তিরও পূজনীয়।

তানু। সম্ভাট! যখন আমি আপনাকে রাজ-
বেশে রাজসিংহাসনে বিরাজমান দেখি, তখনও
জানার মনে প্রজ্ঞা, ভক্তি, সম্মান আগরিত হয়;
জানার এখনও আপনার এই বৈষ্ণব-বেশ দর্শন
কোরে, প্রজ্ঞা, ভক্তি, সম্মান আগরিত হচ্ছে। কিন্তু
এই উত্তর বেশে প্রজ্ঞা, ভক্তি, সম্মানের তারতম্য

আছে। রাজবেশের প্রজ্ঞা, ভক্তি, সম্মানে পরকীর
ভাব, কিন্তু এই বৈষ্ণববেশে আত্মতাব আমার
অন্তঃকরণে প্রক্ষুটিত হয়েছে। এখন আমার জ্ঞান
হচ্ছে, ভারতেশ্বর আকবর বাদশাহ এবং তাঁহার
সামান্ত ভৃত্য তানুসেন! অস্তিত্ব—সমান।

আক। মিথ্যা! সত্য বলেচ। তোমারও
বৈষ্ণববেশ দর্শন কোরে, এখন আমি, তোমাতে
আমাতে বতর জ্ঞান কচ্ছি না। ইশ্বরের রাজ্যে
সকল জীবই যে সমান এবং সকলেই যে তাঁর
প্রীতির সমীপে এক সম্মান, তা অস্ত্র আমাদের সম-
বেশে প্রত্যক্ষ হল। চল, মিথ্যা, এইবার চিতোর-
নগরে গমন করি।

তানু। জাঁহাপনা! সর্বদা আপনি রত্নমণ্ডিত
সুবর্ণ শকটে ইত্যন্ত ভ্রমণ করেন, আজ এই
বৈষ্ণব-বেশে পদব্রজে আপনার চিতোরযাত্রার না
জানি, কত কষ্টই অসুভব কচ্ছেন।

আক। না, তানুসেন! আমার কোন কষ্টই
হয় নি। বেশগুলো রেশ নষ্ট হয়েছে। চল এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর—গোবিন্দমন্দির।

সিংহাসনে গোবিন্দজীর মূর্তি বিরাজিত।

মীরাবাই ও জ্রীপুরুষ হরিভক্তগণ।

সকলে।

(হরিসঙ্গীতন)।

জয় গোবিন্দ, চিদানন্দ, নন্দগোপনন্দন।

কালীরদমন, মদনমোহন, সুরনরগণবন্দন।

মধুর মুরলী অধরে বাজে,

মধুরপুচ্ছ চূড়ান্তে সাজে,

বাসে রাধারাণী রাজে,

অগ্রে বিজলীসাহন।—

ভক্তজীবন, পাণিপাবন, হর হরি ভববন্ধন।

ছদ্মবেশে আকবর শাহ ও তানসেনের প্রবেশ ।

আক্। মহারানি ! আমরা অনেক দূর থেকে
আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আমাদের ঐকা-
ত্বিক বাসনা, আপনার কণ্ঠে হরিগুণগান শ্রবণ
করি।

মীরা। (সানন্দে অভিবাদন করিয়া) আজ
আমার নিত্য সৌভাগ্য যে, হৃদয় দূরদেশবাণী
পরম বৈষ্ণবকে হরিনাম শ্রবণ করা'ব। আপনারা
কি শ্রীকৃষ্ণাবনধাম থেকে শুভাগমন করেছেন।

আক্। শ্রীকৃষ্ণাবনধামের নিকটবর্তী স্থান
হ'তে আগমন করেছি। শ্রীকৃষ্ণাবনে যমুনা নদী
প্রবাহিতা, আমাদেরও বাসস্থানে যমুনা নদী প্রবা-
হিতা।

মীরা। ধন্ত ধন্ত !

(গীত)

নীলসলিলা, লহরীলীলা, ওগো যমুনা তটিনী ।
তোর শ্রামতটে শ্রামের বাশরী,
বাজিত দিনযামিনী ॥
ও তোর নীল কোমল গার,
ছলিত শ্রামের নীল কার,
নীলে নীলে নিখিল ধরনী হইত নীলবরণী ;—
তুনিরে মুরলী, উহলি উহলি,
হ'তিস্ উজানবাহিনী ॥

আক্। ধন্ত মা মহারানি, ধন্ত আপনার কণ্ঠ-
স্বর।

তান্। আপনি যে সূক্ষ্ম সন্ন্যস্তী দেবী,
তা'র সন্দেহ নাই।

মীরা। পূজনার বৈষ্ণব মূল ! আমি সামান্য
মানবী, আমাতে কেউ গুণই নাই।

আক্। যিনি সীতা দীপক-গুণগানে আশ্রয়
হ'য়ে, সকলকে সুখে আনয়ন করেন, তিনি
সর্বগুণগুণের অধিকারিণী। (তানসেনের প্রতি
অন্যভাবে) কেমন তানসেন !

তান্। (অন্যভাবে আকবরের প্রতি) পৃথি-
নাথ আমি তো পূর্বেই বলেছি, মহারানি মীরাবাই
সাক্ষাৎ সন্ন্যস্তী।

আক্। মহারানি ! আমি গোবিন্দজীকে কিঞ্চিৎ
পূজা দিতে ইচ্ছা করি। এই যৎসামান্য মুক্তামালা
বিগ্রহের কণ্ঠদেশে সংলগ্ন ক'রে দিন। (মুক্তামালা
অর্পণ)

মীরা। (সানন্দে) এ তো যৎসামান্য মুক্তামালা
নয়, এ যে বহুমূল্য মুক্তামালা। এর মূল্য অন্যান্য
দশ লক্ষ মুক্তা। আপনারা তিস্তক বৈষ্ণব, এ অমূল্য
মালা কোথায় পেলেন ?

আক্। রাজি ! যমুনার স্নান করবার সময়
কুড়িয়ে পেরেছি। সেই ভক্ত দেবতাকে অর্পণ
কছি। আপনি গোবিন্দজীর কণ্ঠে পরিচয় দিন।

মীরা। (তজ্জব করিয়া) গোবিন্দজীর প্রসাদ
গ্রহণ করুন। (আকবর শাহ ও তানসেনকে
প্রসাদ অর্পণ)

আক্। এক্ষণে বিদায় হই।

তান্। (গীত)

সোহি ধন্ত, সোহি মাত,
অগতর ওয়াকো কীরতি ধাতরে।
যোহি অস্ত, চিত্তা ভিন্ন,
প্রেমতর প্রভু-মহিমা গাতরে ॥
ওয়াকো না রহে পাপলেশ,
তাপদাপ হোরত শেব,
প্রেমপূর্ণ স্বরগ দেশ,
তু'পর ওহি তকত পাতরে ॥

[সকলের প্রশংসা।

পঞ্চম দৃশ্য ।

চিতোর—রাজকক্ষ ।

রসকুন্তের প্রবেশ ।

রস। লোকে কথায় বলে, "মরি তো হাতী
মুটি তো ভাতার" আমার মুটোই উপস্থিত। হাতী

মেয়েটি, ভাগ্যেরও মুষ্টিটি। হাতী কে?—রাণী
মীরাবাই। ভাগ্যের কি?—আকবর বাবিশাহের
দশ লক্ষ টাকার মুক্তার মালা। একবার মহা-
রাণাকে পেলে হন। “ভক্ত নীত্ৰম্” হৃদয় তাঁর
কাছে যাব কি? উ’হ—যাব না। “ভক্ত
বটে, কিন্তু নেহাৎ তাড়াতাড়িতে নয় সরসে মনসব
হাসিল হয় না। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) এই
য়ে মহা... আসছেন। আমিও কাদপাতা মূর্তি
ধারণ কোরে দাঁড়াই। (বিস্ময়প্রকাশসূচক মূর্তি
ধারণ।)

কুস্তুর প্রবেশ।

কুস্ত। এ কি, বয়স! এ কি মূর্তি?

রস। (নিরুত্তর।)

কুস্ত। কি দেখে এমন হতভম্ব হয়েছ?

রস। (নিরুত্তর।)

কুস্ত। কথা ক’ছ না যে?

রস। (নিরুত্তর।)

কুস্ত। উৎকট কুধারণ বজ্রাসাতে কি নির্জীব
হয়েছ?

রস। না, মহারাজ! কিদে তেঁরা এ জন্মের
মত বিদেয় নিয়েচে।

কুস্ত। ব্যাপার কি?

রস। ভয়ে বলবো, না অতয়ে বলবো?

কুস্ত। অতয়ে বল।

রস। তবে বলা হ’ল না।

কুস্ত। তাই, তুমি আজ এ কি পরিহাস
কোঁকো?

রস। না, মহারাজ, পরিহাস নয়। বীর রূপ
খাই, তাঁর গুণ গাই।

কুস্ত। ব্যাপার কি বল দেখি?

রস। এত দিনে আপনার মান, সম্মান, খ্যাতি,
প্রতিপত্তি, গৌরব-সৌন্দর্যসম্বন্ধই ঘুটলো।

কুস্ত। (বিস্ময়ে) সে কি! কেন?

রস। না, মহারাজ, বলবো না! ভয় হয় বড়।

কুস্ত। কোম ভয় নাই। যদি পরিহাস না হয়,
নিউয়ে বল।

রস। এত দিনে আপনি অকুলকলকসাগরে
ডুবলেন।

কুস্ত। (সবিস্ময়ে) সে কি! হয়েছে কি?

রস। ষাঁকু, মহারাজ, শুনে কাজ নাই।
আমি যাই।

প্রহ্লাদোদ্যোগ।

কুস্ত। (হস্ত ধরিয়া) আমার শপথ, বল।

রস। ইচ্ছা করে বলবো না, কিন্তু সেই ভূতাই
বর্ধার ভূতা, যে প্রভুর মঙ্গলকামনা করে। আর
সেই প্রভুও বর্ধার প্রভু, যিনি প্রভুতত্ত্ব ভূত্যের
মঙ্গলময় সংসারার্থ প্রবণ করেন।

কুস্ত। আঃ, তোমার গৌরচন্দ্রিকা রাখ।
কি হয়েছে বল?

রস। (চতুর্দিক দেখিয়া) মহারাজ! এখানে
দেওয়ালেরও কান আছে। অন্তরালে চলুন।

কুস্ত। জড় পদার্থ দেওয়ালের আবার কান
কি? তুমি বল।

রস। আমি নিজে নিজেরই কানকে বিশ্বাস
করি নি, তা দেওয়াল।

কুস্ত। তা তুমি এমি বিশ্বাসের পাত্রই বটে!

রস। পরিহাস রাখুন। আমুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

মীরার প্রবেশ।

মীরা। অটল হরিভক্তি হ’লে অটল মঙ্গল
হয়। নইলে অত দূরদেশ থেকে ছ’জন পরম
বৈষ্ণব এসে, প্রভু গোবিন্দজীকে কেন দশ লক্ষ
টাকার মুক্তাহার পূজোপহার দিয়ে যা’বেন
আমার হরিসেবা খড়া! আমার হরিভক্তি খড়া!
আজ মহারাজকে এই স্তবত সংবাদ দিয়ে, আমার
জন্মের আনন্দপ্রকাশ করবো।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চিতোর—কারাগার।

বন্ধনাবস্থায় রসকুন্তকে লইয়া

কুন্তের প্রবেশ।

কুন্ত। (সরোবে) ধিক্ পাণিষ্ঠ! আমি দুঃখান করিয়ে তোর মত কালসপকে গৃহে পরিপোষণ কোচ্ছি। রে দুঃখতি! তোর সঙ্গে পরিহাস করি বোলে, তুই একেবারে আমার মন্তকে আরোহণ ক'তে ইচ্ছা করেছিলি?

রস। (সভরে) আমি সত্য কথা বোলে মহারাজের নিকট অপরাধী হ'লেম, এই দুঃখ আমার বন্ধে যেন শূলতুল্য বিদ্ধ হ'চ্ছে।

কুন্ত। এখনো লোহ-শূল বাকি।

রস। (সভরে) দোহাই মহারাজ চিতোর-পতি! আমি আপনার চিরন্তনাকাজী।

কুন্ত। তাই পতির সম্মুখে পরীর অবস্থা ঘোরতর নিন্দা। নরাধম! আমার অঙ্গে তোর এতদূর দুঃসাহস হ'বে, তা স্বপ্নেও জানুতেন না। নিন্দা ব'লে নিন্দা, এ নিন্দার অপেক্ষা আর কি নিন্দা আছে?

রস। মহারাজ! শূলে দিতে হয় শূলে দিন, বন্ধন শূলে দিতে হয় শূলে দিন, কিন্তু আমি নিম্নক নই। সত্যই আমার প্রাণ।

কুন্ত। আচ্ছা, এখন এই কারাগারে অবরুদ্ধ থাক। তার পর প্রমাণে তোর প্রাণের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণিত হ'বে। (কারাগার মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া তালাদ্বারা দ্বাররুদ্ধ করিতে করিতে স্বগত) আমাকে একবার গোবিন্দ-মন্দিরে গিয়ে মুক্তামালা দেখতে হ'চ্ছে। পাণিষ্ঠ আমার পরম পতিব্রতা হরিতকিমতী মহিষীর প্রতি বৈরূপ বৃথা দোষারোপ করেছে, তা'র প্রতিশোধ এই দুঃসাহসের প্রাণদণ্ড।

[বেগে প্রস্থান।

রস। (সকাতরে) হা গোড়া কপাল রে! হিতে বিপরীত হ'ল! মুক্তোর মালাছড়াটার

লোভে পাণটা গেল! তা আর এখন ভেবে কি হ'বে! যেমন কর্ম তেমন ফল! পাপ ক'লেই ভুগতে হয়। পরের মন্দ ক'তে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়। ভগবান হরির উপর আমার বিশ্বাস নেই। আমি হরিতকির তত্ত্বামি ক'রে যেমন পাপ দ্বার্ষ সাধন কোত্তে বুক ঝেঁঝেছিলেম, হাতে হাতে, মুখে তেরি চূণ কালি পড়লো—শূলের হুলে প্রাণটা গেল! কেন ছাই, এমন কথা রাজাকে বোলেম। ছাই কেন? আমি তো ঠিক ব'লেছি। আমার দোষ কি? বড় দোষ রাজার। কেন রাজা আমার অন্তর দিলেন? অন্তর দিলে শেষে কি এমি কোরে ভর দেখায়? না দেখাবেই বা কেন? “বড় পিরীতি বালির বাধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।” তা এ হাতে দড়ি হ'লেও বাঁচুতেন, কিন্তু হাতে দড়ি নয়, তাতে শূল! (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া অত্যন্ত ভরে) ঐ যে আমার কালপুরুষ আবার এল। যে মুক্তোর মালাকে পূর্বে আমি প্রাণের মালা ভেবেছিলেম, সেই মুক্তোর মালা এখন আমার পক্ষে কাঁসীর দড়ির মত রাজার হাতে ছলচে। হার হার, কি হ'বে! মলেম—গেলেম!

মুক্তামালা-হস্তে কুন্তের পুনঃপ্রবেশ।

কুন্ত। বরষ! আমি তোমার প্রতি অভ্যাস ব্যবহার করেছি। তুমি অপরাধী নও—আমিই অপরাধী। আমার সন্দেহ ভঞ্জন হয়েছে।

রস। (স্বগত) এর নাম কি শূলে দেখার সাধনা!

কুন্ত। তোমার কারাগার হ'তে মুক্ত ক'লেম। বাস্তবিক তুমি আমার পরমহিতৈষী।

রস। (স্বগত) সাথে কি বলছিলেম, “বড় পিরীতি বালির বাধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।” গতকাল কিন্তু ভাল নয়।

কুন্ত। (কারাগারের দ্বারোন্মোচন করিয়া) বেরিয়ে এস।

রস। (তথাকরণ)

কুন্ত। এই মুক্তামালা তোমাকে পুরস্কার দিলে।

রস। মহারাজ! মরাকে আর মারেন কেন?

কুন্ত। না, বরষ, তা নয়। তোমার কথাই রাস্তাবিক। এই দেখ মুক্তাহারের পদকে আমার পরম শত্রু যবন আকবর শাহের পাপ নাম খোদিত আছে। তোমারই কথা সত্য, আমার পত্নী কলঙ্কিনী। হিন্তুকি তা'র কলঙ্কপসরা। আমি নিতান্ত দ্বৈধ, তাই তা'র কথার বিশ্বাস কোরে হরিভক্ত হয়েছিলাম। আজ হ'তে আর আমি হরিভক্ত নই! হরি আমার দেবতা নয়। থিক্ তুলসীমালায়! থিক্ তিলকরেখায়! (কণ্ঠস্থ তুলসীমালা ছিন্ন করণ ও ললাটস্থ তিলকরেখা মুছে)

রস। মহারাজ গরীবের কথা বাসি হলেই মিষ্টি লাগে।

কুন্ত। বাও, তুমি এই মালা নিয়ে প্রস্থান কর। আমিও কলঙ্কমোচনের উপায় করি।

✽

[বেগে প্রস্থান।

রস। (স্বগত) প্রাণ পর্যন্ত পণ, তবে মেলে এ ছেন রতন! কেমন খেলা খেললাম, দশ লাখ টাকা মারলাম। কিন্তু, মহারাজি পাগে নেই, পাগে আমিই। কলিকালে ঠিক্ বিপরীত; পুণি যে করে, আগ সে মরে। যে করে পাপ, সে দশ লাখ টাকার বাপ। কলিকালে আবার ধর্ম্ কর্ম, হরি ফরি! কেবল স্বার্থসাধনের জন্ত পাগের জাল ফেল, ক্ষেপে ক্ষেপে বড় বড় রুই কাহ্না প'ড়বে। যদি মহারাজির ঘাড়ে এই ভয়ঙ্কর দোষটা না চাপাত্তেম, তা হ'লে নিজেই ঠকতাম। কলিকালে পরকে না মারলে, টাকা হয় কই? তবু একটু দুঃখ হ'চ্ছে। না জানি, মহারাজি আজ কি সর্বনাশ ঘটবে। তা কি করবো বল? রাজা বেঁচে থাকলে অমন ডের ডের রাগি ঘটবে।

[প্রস্থান।

বেগে মীরার প্রবেশ।

মীরা। শুনলেন, মহারাজ না কি হঠাৎ ক্রোধাক্ত হয়ে, নিরীহ রসকুন্তকে কারাগারে বদ্ধ করবার জন্ত এনেচেন? কই? কারাগার তো শূন্য। ব্যাপার কি, কিছুই তো বুঝতে পাচ্চি নি। এখনো, বোধ হয়, আসেন নি। এলে আমি মহারাজকে অহরোধ কোরে গরীব বেচারাকে মুক্তি দান করবো। আমার পরমপুজনীয় স্বামী মহারাজ চিতোরপতি আমার ইষ্টদেবতা; তিনি হরিভক্ত; তবে কি এ নিষ্ঠুর কার্য করা তাঁর উচিত? আজ অবশ্যই হরির কৃপায় রসকুন্ত রক্ষা পাবে।

বেগে কুন্তের প্রবেশ।

স্বামিন্! আপনি না কি রসকুন্তকে কারাকুন্ত কর্তে উত্তত হয়েছেন? আপনার চরণে ধরি, তাঁকে ক্ষমা করুন।

কুন্ত। (রোষে স্বগত) পাপিষ্ঠে, কুলকলঙ্কিনি! তাঁকে ক্ষমা ক'রেচি, কিন্তু তাকে ক্ষমা করবো না। রে ঘিচারিণি! তাকে তোর পাপকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল দেবো।

মীরা। মহারাজ! আজ আপনার অভ্যস্ত ক্রোধোদয় হয়েছে, তাই এখনো আপনার বাক্য-ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছে না। স্বামিন্! নিরীহ রসকুন্তকে ক্ষমা করুন। তাঁকে অস্ত্র কোন স্থানে কি রক্ত কোরে রেখেছেন? চলুন, স্বামিন্, তাঁকে মুক্ত করবেন চলুন।

কুন্ত। (স্বগত) আর এ পিশাচীর মুখ দেখতেও ইচ্ছা করে না। জটোর মুখদর্শনে পাপ হ'বে। অবিলম্বে পাপিষ্ঠার পাগের প্রারম্ভিত করা উচিত।

[বেগে প্রস্থান।

মীরা। (সবিস্ময়ে) তাই তো, এমন ক্রোধ তো এর কখনও দেখিনি। আহা, নিরপরাধীর আজ, না জানি, কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ঘটবে। (কৃতজ্ঞলিগুটে)

(গীত)

হে ভরতজন, রোবরিপুগজন,
কুক নীলজিন রাখায়জন।
সকট ঘোরে, ডাকি তোমারে,
কর, প্রাণদান, বাধাতজন।
অন্ন মুরারে, অন্ন মুরারে,
অন্ন মুরারে, শ্রীমধুসূদন ॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—দেবোস্থান।

অনু ও জম্বু কোদালীদ্বারা একটা বৃহৎ
গর্ভধননে ও ঝুড়ীদ্বারা মৃত্তিকা
উত্তোলনে নিযুক্ত।

অনু। ভেইয়া অনু হো! মট্টরা বড়িয়া কড়া
হো। কুদারী টুটে, তব্ভি মট্ট ন কাটে। কর-
সন্ করব্ হো?

জম্বু। ভেইয়া অনু হো! জোর সে কুদারী
মারো, টোকরী ভরো, ঝট্টসে গহড়া করো।

অনু। আরে খত্তরা! তু তো চকুম হাসিল
করব বা, লেকেন্ চকুম তামিল্ কোন্ করব্ বে?
সারে বদনমে পশিনা ভরল্ বা রে বাপ্। হাম্‌কো
টোকরী দে, তু কুদারী লে।

জম্বু। লাও ভালা। দেখ্ মেরা তাকব্।
(অনুর হস্ত হইতে কোদালী লইয়া, তাহাকে ঝুড়ী
দিয়া, গান গাইতে গাইতে তালে তালে কোদালীর
আঘাত করিয়া মৃত্তিকানখনন)

(গীত)

মট্টমে সব হরা (হো হো হো হো)

মীরা পক্ষ সোণা চাকি পিতল তামা লোহা ॥

অনু অন্ অন্ গন্ মট্টমে সব্ কোই,
হাতী ঘোড়া চিড়িয়া তেড়া রাজা উজীর যিকো।
কেন্ মট্টমে সব্ গিয়া ॥

অনু। বস্ কর। হো গিয়া। অব্ চন্ ভেইয়া,
উমা পেড়াক আড়ে দন্ লেট'।

[উভয়ের প্রস্থান।

পুষ্পচয়ন করিতে করিতে সখীগণের
সহিত মীরার প্রবেশ।

সকলে। (গীত)

অচল হো রে সচল পওঅন,
ফুলফুলভি ন কর ইরণ;
ফুলভিহীন ফুলফুল ডারি,
করসে পূজব হরিকি চন্দন ॥
গুন গুন ফুলফুলারি, ছিপক ছিপক রহ রে,
লোভী পওঅন আওত ধাই,

সোরভ নহি দিহ রে;—

হন্ ফুলনারী, তুহ্ ফুলনারী,
মান, রে গোৱি, মোরি বারণ ॥

[সখীগণের প্রস্থান।

অনু ও জম্বুর পুনঃপ্রবেশ।

উভয়ে। (মীরাকে প্রণাম)

মীরা। কি সংবাদ?

অনু। মহারাগী জী! মহারাজকা এক পর-
ওয়ানা।

মীরা। কিসের পরওয়ানা?

অনু। আপিকে। এহি লিভিরে, পড়িরে।

মীরা। (পরওয়ানা পাঠ করিয়া গভীর দুঃখে
স্বগত) হা বিনামেখে বজাবাত! স্বপ্নের অগোচর
বটনা। মীরার প্রাণদণ্ড! হা অদৃষ্ট!—হা মীরা!
তুই হরিপুরা কোরে, শেষে এই পুরকার পেলিন্;
বোধ হয়, অবশ্য তোর হরি-সেবা যথাবিধানে সাধিক
ভাবে হয় নি, তাই তোর মহারাজের আদেশে
ভূগর্ভে জীবিত অবস্থায় প্রেরিত হ'তে হবে। মহা-
রাজ—দুঃখিনী মীরার সান্নিধ্য—জীবনসর্বস্ব! আমি
কিসে ফুলকলঙ্কিনী, লট্টা, ফুলটা হয়েছি, তা এখনো
বুঝতে পারিনি। ভগবান্ সর্বস্বান্ হারিই জানেন,
আমি লট্টা কি পতিব্রতা। কে আপনার নিকট

আমার বিরুদ্ধে এমন ভয়ঙ্কর অপবাদ রয়েছে ? সে যে হোক, হরি তাকে ক্ষমা করুন। অথবা যদি আপনিই স্বতঃপ্রসূত হয়ে আমাকে এরূপ নীচজ্ঞান কোরে থাকেন, তা হলেও দয়াময় হরি আপনার ক্ষমা করুন। স্বামিন্ ! আমি হরির শপথ কোরে বলছি, আমি আপনি ব্যতীত অন্য পুরুষকে জানি না। মহারাজ ! আপনিই আমার স্বামী ; অন্য পুরুষ আমার ঈর্ষ প্রভৃত্য। তবে যদি, আমি প্রাণত্যাগ কোলে আপনি শাস্তি লাভ করেন, আমি অবিলম্বে আপনার আদেশ প্রতিপালন করবো। পতি বই পত্নীর গতি কৈ ? পতিই পত্নীর সর্বস্ব—পতিই নারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অতএব পতির আদেশ পতিব্রতা নারীর অবস্থা গালবীর। (অম্বু ও জম্বু প্রতি প্রকাশে) আমি অস্তিত্ব সময়ে একবার মহারাজার পাদপদ্ম দর্শন ক'ত্তে বাসনা ক'চ্ছি। আমাকে নিয়ে চল। তিনি এখন কোথায় ?

অম্বু। রাণী জী ! মা জী ! পরওয়ারানামে—

মীরা। বটে, বটে, পরওয়ারানার মহারাজ লিখেছেন, আর আমার মুখদর্শন ক'রবেন না। আচ্ছা, আর আমি বা'ব না। এখন আমি মহারাজার আদেশে এই গর্তমধ্যে বাঁপ দিচ্ছি। তোরা আমাকে মাটি চাপা দিয়ে বধ কর। কিন্তু আমার একটি শেব কথা তোদের রাখতে হবে।

অম্বু ! হুকুম কিজিরে, মা জী !

মীরা। আমি গোবিন্দজীর বৈকালিক পূজার জন্য দেবোত্তানে পূজার্যন ক'ত্তে এসেছিলাম। এই সাজীভরা ফুলে তাঁর পাদপদ্ম পূজা করবো, কিন্তু আর তাঁর বিপদভঞ্জন চরণমূল দেখে পাব না। এখন উদ্দেশে এই ফুলগুলিতে একবার সেই বিশ্ববিধাতা সর্কাস্তর্যামী ত্রিহরির ত্রীশাদপদ্ম পূজা করি। তোরা একটু অপেক্ষা কর।

অম্বু। যো হুকুম, রাণী মাই !

মীরা। (স্বস্ত)

(হরি!) তোমার চরণ, করিয়ে সরণ,

চরণ মরণ প্রাণে।

ছার তম্বু প্রাণ, করিব প্রদান,

তব কৃপালাভ-আশে ॥

(আমার তুমি বই আর কেউ নেই,

তুমি অগতির গতি হরি হে)

তব পদযুগে, তক্তি অচুরাগে,

শেব ফুলকুল ঢালি।

কর হে গ্রহণ, মদনমোহন,

ব্রহ্মরাজ বনমালী ॥

(দাসীর প্রতি দয়া কোরে,

রাখ দাসীয়ে ঐ চরণতলে)

(পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে গর্তমধ্যে সম্প্রদান)

(অম্বু ও জম্বু কর্তৃক মৃত্যিকার নিক্ষেপে গর্ত

পরিপূর্ণ করণ)

অম্বু। চল, জম্বু, মহারাজকো খবর দেউ।

[উভয়ের প্রস্থান।

কিয়ৎকাল পরে কুন্তের প্রবেশ।

। কই ? কই ? এই যে মৃত্যিকা-স্তূপ। কলকিনী এই গর্তমধ্যে, মৃত্যিকারশিতে শাসন করছে। প্রাণত্যাগ ক'রেচে। পাপের উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। পিশাচি ! অনন্তকাল এই নরককূলে তুই তোর পাপ আত্মার সহিত কণ্ঠকল ভোগ কর। ভ্রষ্টা দিচারিণি !

মীরা। (গর্তমধ্যে হইতে) স্বামিন্ ! হরি সাক্ষী, মীরা ভ্রষ্টা দিচারিণী নয়।

কুন্ত। (সবিস্ময়ে স্বগত) এ কি ! মীরার কণ্ঠের না ? না না, সে পাপিষ্ঠা তো ঐ গর্তমধ্যে জীবন্ত প্রোথিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। এ আমার মনের ভ্রম ! অথবা তা'র কণ্ঠের অস্বাভাবিক ক'চ্ছি। যাই এইবার জান কোরে পবিজ হই। (সহসা গর্তোপরি জ্যোতিঃপ্রকাশ ও কৃতান্তলিপুটে মীরার উত্থান। তদর্শনে অধিকতর বিস্ময়ে স্বগত) কি আশ্চর্য ! এ কে ! এ কে ! সেই কলকিনী মীরা না ? পাপিষ্ঠা জীবিতা, না প্রেতমোদিপ্ৰাপ্তা ? (প্রকাশে) কে তুই ?

মীরা । (কুন্তের পদমূলে পতিত হইয়া) দাসী
চিতোরপতি মহারাজার ধর্মপত্নী অভয়গিনী মীরা ।

কুন্ত । তুই জীবিতা না মৃত্যু ?

মীরা । দাসী জীবিতা ।

কুন্ত । না, তুই প্রেতযোনি ।

মীরা । না, বাসিন্ ! দাসী জীবিতা ।

কুন্ত । তুই জীবিতা আছিস্ কিরূপে ?

মীরা । (গীত)

বুঝি বুঝি বুঝতে নাছি

কেমনে পেরেছি প্রাণ ।

কি এক নীল জ্যোতি এনে

কোরে গেল জীবনদান ॥

আধারে মাটির মাঝে,

জ্বলেছি মৃত্যুপূর বাজে,

লোহিত বরণ মৃগল চরণ,

আমার পানে ধাবমান ;—

সেই চরণ ধোরে, মরণ ঘোরে

পেরেছি, নাথ, পরিপ্রাণ ॥

কুন্ত । (স্বগত) এ ভো দেবুছি গোবিন্দজীক
পাদপদ্ম । তিনিই মীরাকে মৃত্যুশুখ হ'তে উদ্ধার
করেছেন । এতক্ষণে বুঝলেন—এতক্ষণে আমার
সন্দেহ নিরাস হ'ল, মীরা ব্রতী নহ্ন । ব্রতী রমণী
কখনই এরূপে নিদারুণ মৃত্যুশুখ হ'তে রক্ষা পেতে
পারে না । আমি পূর্বে যা ভেবেছিলাম, তাই
সত্য—হুয়ায়ী রসকুন্তই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরোধী ।
তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছি । (প্রকাশে) পরি !
আমি তোমার প্রতি বৃথা দোষারোপ ক'রেছি ।
মহুয়া সন্দেহের কৃতদাস, তাই তোমার নিদারুণ
বরণা দিয়েছি । এক্ষণে তার ভক্ত নিতান্ত অনুতপ্ত
হয়েছি । আমাকে ক্ষমা কর ।

মীরা । ভগবান্ হরি আপনার অবধা সন্দেহ
বিনাশ করেছেন, ভক্তজ্ঞ আমি তাঁর পাদপদ্মে
কোটি কোটি প্রণাম করি ।

কুন্ত । আমিও ভগবান হরির পাদপদ্মে কোটি
কোটি প্রণাম করি । তাঁরই কৃপায় আমি আমার

হারানিধি আবার পেলেম । মহিষি ! তোমাকে
আমার একটি অনুগ্রহ রাখতে হবে ।

মীরা । আদেশ করন ।

কুন্ত । আমার মকে অস্তঃপুত্র চল ।

মীরা । দাসী আপনার চিরাধিনী । আপনি
কারা, দাসী হারা । কারা ব্যতীত হারা কখন
বতর থাকতে পারে না ।

কুন্ত । (স্বগত) আমাকে শিক্ ! আমি এমন
হরিতক্ক বতী লক্ষী সহবংশীকে নিদারুণ শারী-
রিক ও মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছি ।

উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

চিতোর—রাজ প্রাসাদের সিংহদ্বার ।

রসকুন্ত, অম্বু ও জম্বুর প্রবেশ ।

রস । ক হাত গর্ত করেছিলি ?

অম্বু । চওড়া তিন হাত, লম্বা পাঁচ হাত,
গহেড়া নও হাত ॥

রস । গহেড়া দশ বার হাত কোতে পড়িল নি ?

অম্বু । ভক্তরায় পানী উঠলো ।

অম্বু । ককৎ বালু আউর ককর ।

রস । হাঁ, রাজপুতানা যে বালী কাকরেরই
দেশ । তা বাক, মাটিচাপা দেবার পর রাণীজী কি
হট্ কট্ করেছিল ?

অম্বু । আলী ভাল, চাপা মাটিকা নীচু ক্যা
ভেরা আউর ক্যা ন ভেরা, করসন বাতাউ ?

রস । চাপা মাটি ভেঁপে উঠেছিল কি ?

অম্বু ও অম্বু । ন কীপলবা ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

রস । (স্বগত) তবে দেখছি, বানীকে হট্
কটাতে হয় নি । যেই পড়া, সেই মরা । আমি
এবার হাঁক ছেড়ে কীলোম । মনের বুক খেঁক
ভরের কাঁটা বেরিয়ে গেলো । রাণী বেঁচে থাকলে

আমাকেই হেঁটে কাটা উপরে কাটা করে মাটির গর্বে দম আটকে মোহতে হতো। আমার জালি-রাও, চাতুরী জুয়াচুরি সব ধরা পড়তো। এবার মহারাজের আর একটা বিবাহের যোগাড় করি। ভৃত্যের উচিত, প্রভুকে বিরহানলে আহতি দিও মত না কেন! একটাকে ঘেরে দশ বাথ টাকার মুক্তোর মালা লাভ কর্লেম, আবার একটাকে মহা-রাজকে ছুটিছে, দিবে উচ্চনের বকসিস্ মাঝবো। এ কাঠামোর শরীর এই ব্রত;—বেন ভেন প্রকা-রেন বোদরং পরিপূরয়েৎ।

বেগে কুন্তের সহিত অম্বু ও জম্বুর পুনঃপ্রবেশ।

কুন্ত। (অম্বু ও জম্বুর প্রতি) শীঘ্র দুরাত্মকে বন্ধন কর।

রস। (ভয়ে ও বিস্ময়ে) অ্যা অ্যা অ্যা! মহা-রাজ!

কুন্ত। শীঘ্র বন্ধন কর।

(রসকুন্তকে অম্বু ও জম্বুর বন্ধনকরণ)

রস। (সত্যের স্বগত) অ্যা অ্যা। এ আবার হ'ল কি! বাড়িকে ঘোড়া ছুটছে যে! এই হাঁক ছেড়ে প্রাণ বাঁচলো; আবার যে হাঁক লাগলো! আমার পাপ চাতুরী ধরা পড়লো না কি? (প্রকাশে) দোহাই, মহারাজ!

কুন্ত। বা, দুরাত্ম পাণিষ্ঠ নরাধম কুতর পিশা-চকে ইকারার নীচে কেঁদে দিবে বধ কর।

রস। (অত্যন্ত ভয়ে) দোহাই—দোহাই প্রভু—দোহাই দয়াময়—দোহাই গরীবের মা বাপ। (কুন্তের সম্মুখে পতিত হইয়া রোদন)

কুন্ত। পিশাচ! তোর কথাবলোকন ক'ত্তে নাই। তুই বৎসামাত্র অর্থের লোভে আমাকে আর আমার পক্ষীকে কলঙ্কী ক'ত্তে চেষ্টা করে-ছিলি। আমি তোমি ক্রমকে প'ড়ে নিরপরাধিনী সতী সাক্ষীকে বিবাহ করেছিলাম, কিন্তু ভরসান্ গোবিন্দকী তাঁকে রক্ষা করেছেন। তোর কিন্তু আর রক্ষা নাই।

রস। আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্চিনি।

কুন্ত। মহারাজে, যমের দিকট বোঝ গিয়ে। যা তোরা শীঘ্র এই কুন্তরকে কুপমধ্যে নিক্ষেপ কর।

রস। আর এমন কর্ম করবো না। ক্ষমা করুন, মহারাজ!

কুন্ত। আমার দৃষ্টিপথ হতে দূর হ।
(রসকুন্তকে বন্ধনদশায় লইয়া অম্বু ও জম্বুর গমনে—
ভোগ ও রসকুন্তের আর্দ্রনাদ)

সহসা বেগে মীরার প্রবেশ।

মীরা। (কুন্তের প্রতি) স্বামিন্! স্বামিন্! আবার দাগী ভিকা প্রার্থনা কর্ছো। কুপা কোরে নির্বোধ রসকুন্তকে ক্ষমা করুন।

কুন্ত। হে কি, মহিষি! যে তোমার বৃথা কলঙ্ক বোষণা কোরে, তোমার মৃত্যুযুখে নিক্ষেপ করিয়েছিল, সেই স্ত্রীঘাতক নরপিশাচকে ক্ষমা কোত্তে অম্বরোধ কর্ছো!

মীরা। মহারাজ! ধর্মপথে থাকলে, হরিপদে মতি রাখলে কা'র সাধ্য, কে কা'র অনুমাত্রও অনিষ্ট সাধন কোত্তে পারে? আগনি একে ক্ষমা করুক, ধর্মরূপী হরি আপনাত আর আমার মঙ্গল বিধান কর্বেন।

কুন্ত। না, মহিষি! এ হেন নীচ কুন্তরকে ক্ষমা করা কখনই উচিত নয়। (অম্বু ও জম্বুর প্রতি) বৎসপাশাকে নিমেষ মধ্যে কুপে নিক্ষেপ কর।

রস। (অত্যন্ত রোদনে মীরার প্রতি) দোহাই, মহারাজি! দোহাই অসুগত ভৃত্যের জীবনদায়িনি! আগনি কই আর আমার রক্ষে নেই। গরীব আজ কুণ্ডর তলার প'ড়ে ধড়কড়ির মরবে। আপ-নার পায়ে পড়ি, আমাকে প্রাণদান করুন। ভগ-বান হরিম পাপ কোরে বল্চি, আমি কোনদোরে দোষী নই। ধর্মই আমার গুরুমন্ত্র। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!! অর গোবিন্দজী—অর গোবিন্দজী! হরিবোল!—হরিবোল!

মীরা । (কুস্তুর প্রতি) মহারাজ ! দাসীর
মিনতি রাখুন, একে পরিত্যাগ করুন, মৈলে প্রভু
হরি আমাদের উপর রাগ করবেন ।

কুস্ত । মহিষি ! প্রভু হরি রাগ করবেন ?
আচ্ছা, আমি তোমার অহরোধে নরনাথকে মুক্তি-
দান কল্লম । (রসকুস্তুর বন্ধনমুক্ত হওন)

মীরা । (রসকুস্তুর প্রতি)

(গীত)

পরের মন্দ কোত্তে গেলে মিষ্টের মন্দ আগে হয় ।
পরের মন্দ আর কোটরা না, সদাই বেশ মনে রয় ॥

বুজি হৃদয় তত্ত্ব প্রাণ,

হরির পদে কর দাম,

থাকবে সুখে, সদাই সুখে,

কর হরিনামের গান ;—

ধর্মপথের হও গে পথিক,

মৈলে আবার ষট্বে তর ॥

[কুস্ত ও মীরার প্রস্থান ।

রস । (স্বগত) রাণী মরে নি ! কাণ্ডটা কি ।
কিছুই বুঝতে পাচ্চিনি । বোর গোলোক-ধাধা !

অম্ব । (সবিস্ময়ে রসকুস্তুর প্রতি) ইরা করসন্
ভেইলু বা ! কোনা দেওকা ভোজবাজী !

রস । (অধোমুখে) দেও.না রে দেও.না,—
ভূত !

অম্ব । (সতয়ে) ওহি বাত ঠিক । হাস
আপনা দোনো, আধমে রেখা—আপনা হাতমে
কুদারি পকড়কে গহড়া মৈ রাণীজীকো উপর
মট্ট ডার । ফিন্ উনুহে কাঁহাসে কটসে বাহারমৈ
আই । বড়া তালব হো !

রস । ভূত পেদ্রীর কাণ্ডকারখানাই ওই !

অম্ব । তব্ তো বড়া জুলুম হোজব । হাস
দোনো তো ষট্বে মারা বাঅব ।

অম্ব । আরে কহে মারা বাঅব । রাণী জী
ভূত-প্রেত নেহি ভই হো । হরনামকে জোরসে
বঁচ গই । ভূত হোনেসে অতি ভো রসকু ঠাকু-
রজী মারা বাত । ৷ রাজা জী ভো ইনুকা কান্

লেনেকে | হকুম দিন্ থা, ককৎ রাণী জী মারা
দিহিন্ । ভূত কতি এইসন্ কাম করংবা হো ?

অম্ব । এহি বাত ঠিক ।

রস । দূর বেটারা দূর—পীলা—দূর হ ।
(প্রস্থান)

[অম্ব ও জম্বুর বেগে প্রস্থান ।

অ্যা হ'ল কি । কলৈ কি ! করি কি । মীরা-
বাই ম'রে বেঁচে উইলো ! না বাঁচবে কেন ? সে
তো পাপে নেই—পাপে আমি । কিন্তু ব্যাপারটা
নেহাৎ সুবিধে গোছের নয় । রক্ষা কখন যে কি
কোরে বোসবেন, তা'র ঠিক নেই । আমাকে এক-
বার স্বর্গে তুলচেন—একবার নরকে ফেলচেন ।
পুরুষের দশ দশা—রাজাতে আমাতে তা'র এক
একটা সুর হয়েচে । কথা কিন্তু জাল নয়—ব্যাপার
সহজ নয় । “আত্মানং সত্যতং রক্ষৎ”, সত্যতাং
আট ষাট বেঁধে আত্মরক্ষা করা চাই । মীরাবাই
টেকে—হ—আচ্ছা দেখা যাক ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

চিতোর—নদীতট ।

গোবিন্দজীর মূর্তি সমেত সিংহাসনসঙ্কে

মীরা ও সখীগণের প্রবেশ ।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ তত্ত্ব স্ত্রী ও পুরুষগণের

বাদ্যযন্ত্রবাদনসহ প্রবেশ ।

সকলে ।

(গীত)

যমুনার জল, উছল উছল,

চল চল মিলে সকলে যাই ।

প্রাণের বতনে, শ্রামরতনে,

নবনী মাথারে সুখে নাওয়াই ॥

নীল নীলে, নীলমণিরে, চল সখী রে রাধি,

নীলে নীলে, মিলে মিলে, হইবে মাধামাধি ;—

দেখিব নয়ন ভরি',
 নাজিবে কেমন হরি,
 'চল চল ধীরে ধীরে নীল বসুনাভীরে ;—
 নীল অঙ্গে, নীলকমলে,
 নিরধিবে আজি যৌবাবাই ॥

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর—পথ।

রসকুন্ডের প্রবেশ।

রস। রসকুন্ডের কলে জিব্বন টলে, তা কুন্ড
 তো কুন্ড। আমার হাতে সন্দেহের ভুড়ী-বাকী।
 আশুন লাগলে কি আর রক্ষে আছে? ভয় ভয়
 কোরে সন্দেহের ফুল কাটে। মহারাজ কুন্ডের
 মন তাঁর মধ্যে একটা ফুল। এইবার বে জাল
 করেছি বিস্তার, জন্মের মতন পাইব নিস্তার। মাগী
 এলেই ঠিক কোরে নি। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া)
 এই বে আমার লক্ষী আসছেন। যেয়ে মাহুবগুলো
 গহনার লোভে অন্ধকার রেতেও বন জঙ্গলে ভুতের
 ভয় করে না। স্ত্রীলোকের দ্বারা যদি কোন দুর্ঘট
 ঘটনা ঘটতে চাও, তো বসন্তভূষণের লোভ
 দেখাও, নিশ্চর কার্যসিদ্ধি।

চুড়ার প্রবেশ।

চুড়া। বলি হাঁপা, তুমি কেমনতর নোক।

রস। অপরাধ?

চুড়া। এই চম্চমে রেতে আমাকে একলা
 কেলে পৌ পৌ কোরে এগিয়ে এলে।

রস। তবে দেখি তোমার কপালে অমূল্য
 সূক্তার মালা ঘটলো না। একলা পথে আসতে
 এত ভয়, তবে সেই জঙ্গলটার কি কোরে একলা
 ছ বাকী চোক বুজে কুবের ঠাকুরের পূজা কোরবে।
 কুবের হচ্ছেন ভগবতীর ভাণ্ডারী। তিনি প্রত্যহ

সেই জঙ্গলে আসেন। সুত্তরাং সেখানে একলা
 তাঁর আরাধনান ক'লে গহনা পাবে না—পাবে
 না—পাবে না—পাবে না। চল, বাড়ী ফিরে
 চল।

চুড়া। না না, পারবো—পারবো। তুমি তো
 কাছে থাকবে?

রস। একলার মানে কি আমি কাছে
 থাকবো?

চুড়া। তুমি আমার সোয়ামী, আমি তোমার
 ইত্তিরী। অক্ষ অক্ষ কি না, তাই বলি, তোমাতে
 আমাতে এক সঙ্গে থাকলেও একলা।

রস। উহঁ, এখানে ধর্মশাস্ত্রের সে বিধিতে
 খাটে না। ইত্তিরীর কাছে মিত্তিরী থাকলে কুবের
 ঠাকুর দস্তুরী দেন না।

চুড়া। (ভাবিয়া) আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা—
 একলাই জঙ্গলে বোসে চোক বুজে পূজা করবো।

রস। আর একটা কথা শোনো। হয় তো
 তোমার পূজার ক্রটি হ'লে কুবের ঠাকুর প্রথমে
 চোটে লাল হ'বেন; যা ইচ্ছে তাই বোলে গাল
 মন্দও দেবেন।

চুড়া। আমি তাঁর পূজা করবো, তিনি গাল
 মন্দ দেবেন, এ কেমন কথা?

রস। তিনি যে কুবের। 'কু' অর্থাৎ খারাপ,
 'বের' অর্থাৎ মুখ—খারাপ মুখ। তাই বলি,
 তাঁর গাল মন্দই ভক্তের পক্ষে বরদান।

চুড়া। বটে—বটে; তা বেশ—তা বেশ।
 তিনি যা ইচ্ছে মুখ খারাপ কোরে আমার গাল-
 মন্দ দিন, আমি কান পেতে সব সহিবো। কিন্তু
 যদি ভেড়ে এসে ধোরে কেলেন, তবেই তো—

রস। (সহাস্যে) ভয় নেই—ভয় নেই।
 কুবেরের সঙ্গে এক জন্ম সহচর থাকে। যদি
 তোমার দিকে তাড়াহড়ো পড়ে, সেই সহচর অরি
 কুবের ঠাকুরকে খপ্ কোরে ধোরে টেনে রাখ-
 যেন। টান লাগলেই—বস—ঠাণ্ডা।

চুড়া। আচ্ছা। আমি তবে চলেম।
 এইখানে থাকবে তো?

রস । ঠিক এই বড় গাছটার গোড়ার বোলে থাকবে ।

চুড়া । বড় অন্ধকার, পা টিপে বাই, নইলে ফুল নৈবিস্তি প'ড়ে যাবে ।

রস । আর একটা কাজ কর । (বৃক্ষান্তরাল হইতে একটা বুচকী আনিয়া) দেখেচো ?

চুড়া । কি ?

রস । গোপিত বস্তু ।

চুড়া । গোপিত কি ?

রস । আজকালকার ভাবাবিদেৱা এইরূপ শব্দ ব্যবহার করে । ব্যাকরণে তাদের উৎকট দখল ।

চুড়া । একটা বুচকী না ?

রস । হ' । বুচকীটে খোলো ।

চুড়া । এতে কি ?

রস । বুচকীই জবাব দেবে ।

চুড়া । বুচকী খুলিয়া সবিস্ময়ে) অ্যা ! এ যে দামী দামী পেশোয়ারা, সলুকা, ওড়না দেখ্চি । (অভ্যুচ্চ হাস্তে) আমার আজ তোমার রাজরাণী সাজাবে না কি ? পরবে কি ?

রস । (সহাস্তে) তাই তো এনেচি ।

চুড়া । (সহাস্তে) আচ্ছা, পরচি যেন, কিন্তু পুজো কোত্তে এ বেশ কেন ?

রস । আরে অবোধা নারিনি ! যে দেবতা খুব ধনী, তার কাছে একটু জাঁক জমকের পরিচ্ছদ না পোলে অর্থলাভ হয় না । কলিকালে ধনীরা, তেলা মাথার ঢালে তেল—কথু মাথার ভাঙে বেগ ।

চুড়া । তবে মাথার দি তেল ।

রস । রাস্তার মাঝে সেটা ভাল নয় । বুচকী নিয়ে যাও, সেই জঙ্গলে পোরে পুজোর বোসো ।

চুড়া । কুবের ঠাকুর আজি কি গহনার সিদ্ধক দেবেন ?

রস । আজ নয়, তিন দিনের দিন শোবার বঁচী আগুনা আগুনি একটা মন্ত সিদ্ধক এসে রকী হয় হবে । এক একটা গহনা তিন তিন স্ট

বাজুর ওপর বাজু, তার ওপর বাজু ; হারের ওপর হার, তার ওপর হার ; মলের ওপর মল, তার ওপর মল ; নখের ওপর নখ, তার ওপর নখ, সীঁথির ওপর সীঁথি, তার ওপর সীঁথি ; চন্দ্রহারের ওপর চন্দ্রহার, তার ওপর চন্দ্রহার ; কুম্ভকোর ওপর কুম্ভকো, তার ওপর কুম্ভকো ; এমি বরাবর ওপর ওপর তর বেতর গহনা ।

চুড়া । আর তবে দেরি করবেনা,—বাই ।

বুচকী ইত্যাদি লইয়া চুড়ার প্রশ্নান ।

রস । (সহাস্তে) রসকুন্তের খেলা—চাক ভৌরির মেলা । এমন বুদ্ধি না হলে কি জরলাভ হয় ? সকলে দেখুক, রসকুন্ত যে সে লোক নয়—সাক্ষাৎ কলির কল । বাই এইবার কাজ হাসিল করিগে । (করতালি দিতে-দিতে) এইবার মেরেচি—মেরেচি—মেরেচি ।

[প্রশ্নান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

চিতোর—রাজকক্ষ ।

কুন্তের প্রবেশ ।

কুন্ত । এ আবার কি ! গভীর জটিল সমস্তা । উরদ্ধর শূণ্ডপত্র ! মীরা কি বাস্তবিক ডাকিনী । প্রতি অমাবস্তার গভীর রজনীতে অরণ্যে গিরে মারণমন্ত্র জপ করে—মানাবিধ মারাবিষ্ঠার আলো-চনা করে—আমার মাননাশ ও প্রাণনাশ তার মূলমন্ত্র ? এ কথা কি সত্য ? এ শূণ্ডপত্র কে আমার লিখলে ? সে কে হোক, সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী । আজ তেঁা অমাবস্তা—রাজিও গভীরা । এই সময়ে আমি গোপনে গোপনে সেই অরণ্য মধ্যে গমন করি । আজ নিশ্চয় সন্দেহভঞ্জন কোত্তে হবে । আচ্ছা, মীরা এখন শয়নকক্ষে নিদ্রিত আছে কি না, অগ্রে একবার দেখে আসি ।

[প্রশ্নান ।

কিয়ৎকাল পরে পুনর্ব্বার কুণ্ডের প্রবেশ ।

কুণ্ড । (সবিস্ময়ে) মীরা তো শয়ন-কক্ষে
নাই । গুপ্তপত্র মিথ্যা নয় । মীরা আমার মান-
প্রাণ-বিনাশিনী । ওঃ, আমি কি দ্বৈধ । কি
নির্কোষ ! পিশাচীর মায়ী-কোশলে একেবারে
অন্ধ হইতে গেলি । আর না, এখনি এর প্রতীকার
করি ।

[প্রস্থান ।

মীরার প্রবেশ ।

মীরা । গুপ্তপত্রখানি যে লিখেছে, সে আমার
পরমহিতৈষী । সে পত্রে লিখবে—

“মহারাজি ! আপনার স্বামী মহারাজ কুণ্ড
আপনার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছেন । এক্ষণ
হইবার প্রধান কারণ, তিনি এক্ষণে বিরুদ্ধমস্তক ।
সুতরাং আপনি আর বিলম্ব করিবেন না । অস্ত্র
অমাবত্তা, অস্ত্র রাজিকালে বিপ্রহরের পূর্বে
আপনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবেন না । রাজ-
বাটীর একটি নির্জন স্থানে অতি গোপনে সন্ধ্যার
পর হইতে বিপ্রহর পর্য্যন্ত একাকিনী হ্রির আরা-
ধনা করিবেন । তাহা হইলে আপনার স্বামী সুস্থ
হইবেন । ইহার অস্ত্রাধা করিলে, নিশ্চয় আপনার
স্বামীর ও আপনার জীবন-সংশয় ঘটবে । সাবধান,
এ গুপ্তপত্রের মর্ম্ম কাহারও নিকট প্রকাশ করি-
বেন না ।”

এই তো পত্রাভ্যাসে আমি বিপ্রহর পর্য্যন্ত
নির্জনে হরিনাম জপ কোরে এলেম । তুলসীপত্র
এনেছি । মহারাজ নিদ্রিত আছেন, গোপনে
গোপনে তাঁ'র মস্তকে স্পর্শ করিয়ে দিগে ।

[প্রস্থান ।

কিয়ৎকাল পরে পুনর্ব্বার মীরার প্রবেশ ।

মীরা । (সবিস্ময়ে) মহারাজ শয়নকক্ষে তো
নাই । কোথায় গেলেন ? এমন সময়ে কখনও তো

তিনি অস্ত্রাধা থাকেন না । মহারাজ কোথায় গেলেন ?
(ভাবিয়া) গুপ্তপত্রের কথা তবে তো সত্য ।
(কৃতান্তলিপুটে) হ্রি ! আমার স্বামীকে স্বাহ্যদান
কর । অস্ত্র অস্ত্র কক্ষে অস্ত্রসন্ধান করি

[বেগে প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

চিতোরের পার্শ্ববর্তী অরণ্য ।

পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ও নৈবিদ্যাদি
লইয়া চুড়ার প্রবেশ ।

চুড়া । বিজিরি অন্ধকার, হেঁটে আসতে পারে
পাঁচ সাতটা হোঁছোট লেগেছে; দুটো তিনটে
কাঁটাও ফুটেছে । তা লাগুক গে—ফুটুক গে । এক
সিঁদুক গরনা—কম নয় ; কাঁটা তো কাঁটা, কেউটে
সাপে কামড়ালেও বিষ ঝেড়ে ফেলবো । এই
ঠাইটে বেশ পরিষ্কার । এইখানে উত্তরমুখী হয়ে
কুবের ঠাকুরের পূজা করি । আবার চক্ষু বুজিয়ে
পূজো । যে দেবতার বেমন বিধেন, তা না কোলে
অঙ্গহীন হবে যে । (উপবিষ্ট হইয়া মুদিতনেত্রে
পূজাকরণ)

কিয়ৎকাল পরে চুড়ার পশ্চাতে

রসকুন্তের প্রবেশ ।

রস । (স্বগত) এই যে আমার ইষ্টদেবতা
চক্ষু বুজিয়ে গহনার স্বপ্ন দেখছেন । সাবাস মাগীর
বুকের পাটা ! না হবে কেন ? কেমন লোকের
মাগ ! আমি এইবার আস্তে আস্তে ওই ঝাউ
গাছটার উঠে বসি । বোধ হয়, আজি আমার
ছথানা গুপ্তপত্রের কল ফলবে । না ফলে—পরে
ফলাব । রাজা আমার তাড়িয়েছেন, আবার তাঁকে
হাত করবো ।

[প্রস্থান ।

দূরে বৃক্ষশ্রেণীমধ্যে কুস্তুর প্রবেশ ।

কুস্ত । (স্বগত) এই যে পিশাচী । গুপ্তপত্র-
লেখক ঠিক সন্ধান বলেছে । পাপিষ্ঠার কুহকে
প'ড়ে আমি একবারে আত্মহারা হয়েছি । এতক্ষণে
বৃক্শলম, মীরা মানবী আকারে দানবী । এর
হরিপূজা, হরিভক্তি কেবল মায়াখেলা । মায়াবিনী
মায়াবলেই সেই একটা যোগিনীমূর্তি সৃষ্টি কোরে,
ভূগর্ভ হ'তে তাকে উত্থান করিয়ে, আমার হরি-
ভক্তিতে ভ্রমারূপ করেছিল এবং রুদ্ধ গর্ভ হ'তে নিজ
বহির্গত হয়ে, আমার বিশ্বাস উৎপাদন করেছিল ।
ওঃ পিশাচী ! এই কি তোর পতিভক্তি ! এই কি
তোর পাত্তিব্রত ! এই কি তোর হরিপূজা ! তুই
আমার পত্নী হয়ে আমারি সর্বনাশ কর্তে উদ্ভতা !
এখনি এর প্রতিফল দিচ্ছি । কুলটাকে জীবিত
রাখা আর আত্মহাতী হওয়া সমান । এখন এখানে
একে কিছু বলবো না । থাক, পিশাচি ।

[প্রস্থান ।

রসকুস্তুর পুনঃপ্রবেশ

রস । (স্বগত) হ' হ' ! আশুন অলোচ ।
আর বার কোথা? এইবার মীরা গেলো—আমার
রাজবাড়ী চোখবার পথ হলো । তা তো হোলো,
কিন্তু মাগীটে আজ ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণে বেঁচেচে ।
এখন যদি রাজা এটাকে কেটে টুকরো টুকরো
কত্তো, তা হলেই আমি গৃহশৃঙ্গি হয়ে পড়তাম ।
ভাতে আর আসে বার কি ? এক মীরা গেলে
কুস্তুর দশ মীরা হবে—আমারো এক চুড়া গেলে
দশ চুড়া হবে । তা বোলে এক চুড়ার আশায়
তো আমার মন-চুড়াকে খোঁড়া কত্তে পারি নি ।
বাই আবার ঝাউ গাছটার উঠে আমার চুড়ামণিকে
কুবের ঠাকুর সঙ্গে দৈববাণী শুনিয়ে দি ।

[প্রস্থান ।

চুড়া । (স্বগত) তাই তো গা, অনেকক্ষণ
চোক বন্ধিরে আছি, কুবের ঠাকুর কই ঠাকুর
দেবতাও কি মানুষের মত গুটি গুটি হাটে ! আর

খানিক দুপ কোরে কুবের ঠাকুরকে মনে মনে
ডাকি ।

নেপথ্যে রসকুস্ত । (বিকৃত স্বরে) আরে চুড়ে !
পুড়ে মরতে কেন এখানে এলি ?

চুড়া । (সত্যে স্বগত) ঐ গো ! এয়েচে ।
পুড়িয়ে মারবে বলে যে ! অ্যা !

নেপথ্যে রসকুস্ত । আজ তোর পেট চিরে
নাড়ী ভুড়ীর সঙ্গে লোভ টেনে বাক কচ্চি, দাঁড়া
মাগী ।

চুড়া । (অত্যন্ত ভয়ে উঠিরা পড়িরা) ও মা,
বলে কি গো ! নাড়ী ভুড়ি টানে কো-কাজ নি
মা আমার গরনার সিন্ধুকে । বরং আমি জন্ম জন্ম
রাঁড় হয়ে খালি হাতে থাকবো, তবু নাড়ী ভুড়ীর
টানাটানি সহিতে পারবো না মা !

নেপথ্যে রসকুস্ত । তুই কি চান ? গরনার
সিন্ধুক ? আচ্ছা, দেবো, কিন্তু একবার তোর হাম
খাবো ।

চুড়া । (সত্যে স্বগত) ও মা, কি ধোরা !
হাম খাবে কি গো ! আরি কি কচিখুঁকী ! পালাই
মা ! (পলারনোত্তোগ)

নানাবিধ স্বরে চীৎকার করিতে করিতে
বেগে রসকুস্তুর পুনঃপ্রবেশ ।

(দেখিরা অত্যন্ত ভয়ে) ও বাবা রে ! সারলে
রে ! হাম খেয়ো না, বাবা ঠাকুর ! খেয়ো না বাবা
ঠাকুর ! তুমি আমার বাবা ! মেয়েকে ছুরো না
বাবা !

রস । দূর কাণা মাগী ! কাকে কি বলিস,
জান নেই ?

চুড়া । ওগোঃ আমি ঠিক বলছি, তুমি আমার
বাবা !

রস । তোর বাবার বাবা !

চুড়া । (রসকুস্তকে দেখিরা চিনিতে পারিরা)

ও মা, কি নজা ! তুমি !—অ্যা !—হি !

রস । তা বাক । কুবের ঠাকুর কি ব'লে ?

চুড়া । হাম খেতে চান ।

রস । ঘর খেতে চারনি তো ?

চুড়া । তাও খায় না কি ? কেমন ঠাকুর গো ?

রস । আমি তো আগেই বলেছি । 'তা যাক্ গহনারি লিন্দুক'।

চুড়া । দেবে বলেছে ।

রস । তবে আর কি ? তুই তো মার দিয়া কেলা ।

চুড়া । (নিজপে) "তুই তো মার দিয়া কেলা", কিন্তু যে হাম । বাপ্ রে ! এখনো ঠক্ ঠক্ কোরে বুকটো কাঁপছে ।

রস । তবে ঘরে চল, গজেন্দ্রগামিনি ! রেড়ির তেলে চোনা মিশিয়ে বুক মালিস্ কোরে দিগে ।

চুড়া । উঁ ! মা গো ! যে গজ !

রস । তা কি করবে বল, ভূষণ-বর্কসে ! এক লিন্দুক গয়না যে !

চুড়া । তুমি আমার হাত ধর ।

রস । দুটো না একটা ?

চুড়া । একবার এটা, একবার ওটা ।

রস । পা দুটোও ধরবে কি ?

চুড়া । আবার হাম খাবার জুজু আসবে কি ?

রস । একবারেই এত, আবার ।

চুড়া । তবে পা ধ'রে দরকার নেই ।

[একবার দক্ষিণহস্ত একবার বামহস্ত
ধরিয়া টানিতে টানিতে চুড়াকে
লইয়া রসকুস্তের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

চিতোর—মীরার শয়নকক্ষ ।

পর্যাক্ষোপরি মীরা নিদ্রিতা ।

কিয়ৎকাল পরে ধীরে ধীরে কুস্তের
প্রবেশ ।

কুস্ত । (সরোবে স্বগত) এই যে পাণিষ্ঠা আমার

অগ্রেই এসে পর্যাক্ষোপরি নিদ্রিতা হয়েচে । জী-
লোক হয়ে যখন পুরুষের অগ্রে এত শীঘ্র আসতে
পারে, তখন এ প্রকৃতই ডাকিনী । ছি ছি, যাকে
আমার হৃদয় দান ক'রেছিলেম, সেই আমার হৃদ-
য়ের রক্তশোষিণী । কোটি কোটি কালভূজদী কি
আমায় দংশন করবার জন্ত সুন্দরী রমণী আকার
ধারণ করেছে ? জীচরিত্র দেবতারও বোঝবার
শক্তি নেই, তা মানুষ তো কোন্ ভুলে জীব । ক্রমে
ক্রমে সমস্ত রহস্যই ভেদ হল । আহা, আমি আমার
হিতকাজী বিশ্বাসী ভৃত্য রসকুস্তকে কতবারই
নির্ধাতন কলেম, অথচ যে হৃৎচারিণী আমার সর্ব-
নাশের মূল—ভয়ঙ্কর কলঙ্কের আকাশভেদী
পর্কত—ক্ষোভ ও লজ্জার ষড়ীর সমুদ্র, সেই
নিশাচরী মীরাকে পরমবিশ্বাসিনী ভেবে নিশ্চিত
রয়েছিলেম । দিক্, পাণিষ্ঠা মীরা ! দিক্,
কুস্তসিংহের জীবন্ত নরক ! আজ এই তীক্ষ্ণ
তরবারমুখে এই নিদারুণ নরক-জালা নিবারণ
কচ্চি । (মীরার নিকট আগ্রসরণ) রে মর্ষঘাতিনি !
রে পতিঘাতিনি ! এই কি তোর মতীধর্ম ? এই কি
তোর ধর্মবিশ্বাস ? এই তোর বিশ্বাসজীবন ? আজ
তোর পাপ জীবনের সঙ্গে তোর মর্ষস্বথ, আমার
মর্ষস্বথ নিঃশেষ করি । (অসি উত্তোলন) ছিছি,
না না, এ আমি কি কচ্চি ? আমি কি উন্মত্ত ? তা
নইলে কি জন্ত, একে নারী, তাতে নিদ্রিতা, এমন
হর্ষল জীবকে হত্যা কন্তে উন্মত্ত হচ্চি ? জাগরিত
করি । না, তাও করবো না ; কসে এই ভূজদীর
বন আমার দৃষ্টিকে নিশ্চয় জর্জরিত করবে ।

নারীর দৃষ্টিই সাক্ষ্য মৃত্যুঘার, নইলে আমার আজ
এ অবস্থা হবে কেন ? আজ আমি জীবন্ত হব
কেন ? অতুল রাষ্ট্রোপাধায়ের অধিপতি হয়ে পথের
ভিখারী হব কেন ? সুস্থ বলিষ্ঠ হয়ে হৃষ্টকিংশ
ব্যাদিগ্রস্তের ভায় হব কেন ? কুস্তসিংহের কিছুরই
অভাব নেই—কেবল এক অভাব—সেই অভাব
অনন্ত অভাব—আমার সমস্ত সম্পদ, সমস্ত আনন্দ,
সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসা,
সমস্ত বিশ্বাস, সেই এক অভাবেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে

উৎসন্ন হয়েচে ! ওঃ সে অতাব কি ? সে অতাব এই । (পৰ্য্যটকোপরি নিজিতা মীরার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ)

মীরা । (স্বপ্নোক্তিতে) মহারাজ আজ এখনো কোথায় আছেন ? আমি চার দিক খুঁজে বেড়াচ্ছি, তবু দেখতে পাচ্ছি নি ।

কুন্ত । (স্বগত) পিশাচী মীরা নিজার ঘোরে স্বপ্ন দেখেচে—স্বপ্নোক্তিতে বলচে—আমার চতুর্দিকে অন্বেষণ কচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে না । কিন্তু, আরে পিশাচি, তুই আমার না দেখতে পাস, আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি । তোকে একবার দেখছি সেই নিবিড় অরণ্যে, আবার দেখছি এই পৰ্য্যটকোপরি । তোর সে মূর্তি আর এ মূর্তি উভয়ই আজ কুন্তসিংহের পক্ষে ভীমা ভয়ঙ্করী—আলাময়ী বহুগা—উৎকর্থা—মৃত্যুস্বরূপা ! আর না, আজ তোর শেষ । মনে করেছিলেম, নিজিতা নারীকে বিনাশ করবো না, কিন্তু এ পাণিষ্ঠা, কি জাগরিতা, কি নিজিতা, উভয় অবস্থাতেই আমার প্রাণবিনাশে পাণপণে চেষ্টিতা, নৈলে স্বপ্নেও কেন বলবে, আমাকে চারদিকে অন্বেষণ কচ্ছে, তবু দেখতে পাচ্ছে না ? আমার অন্বেষণ ? রাজিকালে অন্ধকারে অন্বেষণ ? কেন ? অরণ্যমধ্যে—অন্বেষণ ? কি জন্ত ? বুঝেছি আমার প্রাণবিনাশ । পৈশাচিক মন্ত্রবলে, ডাকিনী আমার রক্তপানের আশায় লোল-রসনা হয়েছে । সুতরাং এর নিজা জাগরণ উভয়ই সমান । এমন জীবনশতকে এখনি শত-খণ্ড করি । (সরোবে অসি উত্তোলন, কিন্তু সহসা মুষ্টিচ্যুত হইয়া ভূতলে অসিপতন)

মীরা । (অসিপতনশব্দে সহসা জাগরিত হইয়া সশব্দে) এ কি ! আমি কি স্বপ্নে অসিপাতের শব্দ শুনলেম ? (রাজাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া) না, স্বপ্ন নয়, সত্য ঘটনা,—এই যে মহারাজ—ঐ যে অসি ! (কুন্তের পদমূলে পতিত হইয়া) আমি ! আমি !

কুন্ত । (সরোবে) সাবধান, ডাকিনি ! আমার পদস্পর্শ করিসনি ।

মীরা । (স্বগত) গুপ্তপত্র সত্য, মহারাজ

উন্মাদগ্রস্ত ! হা, এ কি হল ! (একাশে) মাথ ! কেন দাকীকে এমন রক্ত কথা বলচেন ? যদি আপনায় পানপণে কোন অপব্যয় কোরে থাকি, নিজগুণে ক্ষমা করুন ।

কুন্ত । তোর দোষ ক্ষমাবোধ্য নয় । তুই ভ্রষ্টা, তুই ডাকিনী ।

মীরা । (মর্মাহত হইয়া) হা ভাগ্য ! আবার সেই মর্মভেদী বজ্রপাত ! (রোদন)

কুন্ত । পিশাচি ! অস্ত্র এই গভীর রজনীতে একাকিনী অরণ্যে গিয়ে কি মন্ত্র জপ করছিস ?

মীরা । (সবিম্বরে) অরণ্যে গিয়েছিলেম । না, মহারাজ ! দাকী এমন খেচ্চাচার কার্য্য কখনই করেনি ।

কুন্ত । আমি স্বচক্ষে দর্শন করেচি ।

মীরা । না, মহারাজ ! কিকরী অরণ্যে বার নি ।

কুন্ত । তবে আমি মিথ্যাবাদী ?

মীরা । কেন এমন কথা বলছেন, আমি ?

কুন্ত । থিক্ অবিখাসিনী নারি ! ততোধিক্ থিক্ তাকে, যে তোর মত বিশ্বাসঘাতিনী খেচ্চা-চারিণী নারীকে বিশ্বাস করে ।

মীরা । মহারাজ, কিসে আমি বিশ্বাসঘাতিনী ?

কুন্ত । শুধু বিশ্বাসঘাতিনী নয়, আমার জীবন-ঘাতিনী ।

মীরা । (সরোদনে) হা গোবিন্দ ! হা নারা-য়ণ !

কুন্ত । আর তোর দেবনার উচ্চারণে কোন প্রতীকার হবে না । কুন্তা ডাকিনীর পাপজিহ্বার আক্রমণে দেবতা প্রায় হন না । বিশেষতঃ তোর মত পাণিষ্ঠার পাপমুখে দেবনার উচ্চারণে দেবতা অপবিজ হন ।

মীরা । (সরোদনে) আমি !

কুন্ত । আমি তোর স্বামী নয় । কুন্তার স্বামী মহারাজ কুন্তসিংহ ? থিক্ আমাকে !

মীরা । (সরোদনে) আমি !

কুন্ত । আবার, পিশাচি,—আবার !

মীরা। হায়! ভাগ্য! স্বামীকে স্বামী বলবার অধিকারিণী নই। এ হুঃখ রাখবার স্থান নাই। হিহি, তবে আর এ জীবনে, কি প্রয়োজন? বাতে আশ্রয় স্বামী শান্তিলাভ কতে পারেন, তাই করি। মহারাজ! দয়া কোরে ভূতল থেকে অসি উত্তোলন করুন—দয়া কোরে এই অসিতে আমাদের উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

কুন্ত। না, পাপিষ্ঠা! তোকে বিনাশ করবো না। বিনাশ কতেন, কিন্তু বধন অসি মুষ্টিচূত হয়ে বাধা সংঘটিত হয়েচে, তখন তোকে হত্যা করবো না—বাধা হয়, এতে তোর পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কেন হবে না, তাও বুকেছি, তুই মায়াবিনী; মায়াবলে পুনর্বার জীবন লাভ করবি। সুতরাং তোকে পরিত্যাগ কলেন। তোর যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর। আমার রাজ্যের কোন স্থানে যেন তোর পাপ পদচিহ্ন দৃষ্ট না হয়—আমার কর্ণ যেন তোর পাপ কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ না করে—চক্ষু যেন তোর পাপমুর্ত্তি দর্শন না করে—মন যেন তোর পাপ কাঙ্ক্ষাকলাপ চিন্তা না করে। পাপিরসি! এই মুহূর্ত্তেই—এই ঘোর অন্ধকার রজনীতে আমার দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ কোরে—আমার অন্তঃপুর পরিত্যাগ কোরে দূর হ—দূর হ। (গমনোত্তোগ)

মীরা। (বাধা দিয়া) স্বামিন্। আপনার পাদপদ্ম বই দাসীর বিতীয় স্থান নাই। চিতোর-পতি মহারাজ! কুন্তের পট্টমহিষী স্বামী ত্যাগ কোরে কোথায় যাবে, নাথ!

কুন্ত। অরণ্যে বাবার সময় এ কথা মনে জেগেছিল কি?

মীরা। নাথ! আর কেন হৃদয়ভেদ করেন? ভগবান হরি সাক্ষী, আমি এখনও বল্টি, অরণ্যে বাই নি।

কুন্ত। আচ্ছা, এইবার বা।

মীরা। (সরোদনে) কোথা যাবো নাথ! রাজার রাণী হয়ে, কোথায় যাব, নাথ!

কুন্ত। এখনই দূর হ।

মীরা। তার চেয়ে আমার মস্তকচ্ছেদন করুন। রাজার রাণী রাজার পাদপদ্মে শান্তি লাভ করুক।

কুন্ত। আর কোন কথা শুনতে চাই নি। শোন, নিশাচরি! বিশ্বাসঘাতিনি! দ্বিচারিণি! ডাকিনি! আর তুই আমার পত্নী নহিস। ধর্ম সাক্ষী, মীরা কুন্তসিংহের পরিত্যক্তা। দূর হ, শিশাচি! (গমনোত্তোগ, মীরাকর্তৃক বাধাপ্রদান, কিন্তু মীরাকে ধাক্কা দিয়া কেলিয়া দেওন)

[কুন্তের বেগে প্রস্থান।

মীরা। (গীত)

ওরে অভাগিনী মীরা! এখনো মরিলিনি রে।
গেল না কঠিন প্রাণ কঠিন হৃদয় চিরে ॥
পতির দারুণ রেবে, দোষী হ'লি বিনা দোষে,
পদে পদে অপবাদ, ডুবিলি কলঙ্ক-নীরে।
রাজার মহিষী হ'রে, বজ্রের আঘাত স'রে,
কি সাথে করিস সাধ বাঁচিতে প্রাণে,—
সুরা'ল জীবন-খেলা, জুড়া'ব প্রাণের আলা,
ডুবিব যমুনা-নীরে ঝাঁপ দিয়ে বজ্রতীরে ॥

[সরোদনে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রসকুন্তের বাটীসম্মুখ।

(বাটীর মধ্যে রসকুন্ত ও চুড়ার বিবাহ-কোলাহল)
বেগে রসকুন্তের প্রবেশ।

রস। ভাল ব্যাঙের পড়েচি বা! হোক! একা মাগী একশোর ধাক্কা। বাপ, চোঁচোনেটিতে কাপে তাল লাগলো—নাথা ধরলো। বোড়ার ডিম মলেই বাঁচি। হাড় আলাতন—প্রাণ পোড়াতল—খড় চিড়িতল! হয় তুই মর, নয় মর তুই। ইস, দরদরিয়ে ঘাস গড়াচে। এখানেও একটুকু হাওরা নেই; যত হাওরা 'মাগীর গলায় আঙ-রাজে'। পড়তা খারাপ হ'লেই সবাই বিগড়োর রে—সবাই বিগড়োর! (নেপথ্যে কোলাহল শুনিয়া) এই মশো, আবার তুফান এলো। (দর-

জার উঁকি পাড়িয়া) ও বাবা, যেন ধূলা স্নাতক
ছুটে বে!—চম্পট দি, নৈলে ঝটচম্পটে ওকম
হব। (পলারনোভোগ)

বেগে বাটার বহির্দ্বার দিয়া সম্মার্জনী
হস্তে চূড়ার বাহিরে আগমন ও রস-
কুস্তের কাছা ধরিয়া আকর্ষণ ।

চূড়া । ও ড্যাগরা ! ও হতচ্ছাড়া ! ও হাড়-
হাবাতে ! ও পোড়ারমুখো ! ও ছেঁড়া জুতো !
ও বিছানার মতো ! পালাবি কোথা ? তিন
দিন ছেড়ে ছ দিন হলো যে । কই তোর গরনার
সিন্দুক ?

রস । (বিনয়ে) ভদ্রে ! সদর দরজার একটু
ভদ্রতার খাতির রাখ ।

চূড়া । (সরোবে) রেখে দে তোর ভদ্রা
সুভদ্রা । গরনার সিন্দুক দিয়ে তবে কথা ক ।

রস । হে সুভদ্র ! ধৈর্য্য ধুক, কৃপাং কুক,
অহং গুরু ।

চূড়া । ঝেঁটিয়ে ছাল তুলবো সাতপুর ।
(ঠোনা মারণ)

রস । দোহাই তোমার, তেহাই তোমার,
চোহাই তোমার ! মরাকে মেরো না । কাঁছা ছাড়,
চূড়ামণি !

চূড়া । ছাড়বো বই কি কাঁছা ? বরং গলার
দেবো গামছা । ভাল চান্স তো গরনার সিন্দুক
দে ।

রস । চূড়ে ! বড় লজ্জার কথা বে, ঠাকুর দেব-
তাও মিথ্যে কথা কর ।

চূড়া । আর তোর মত জুওচোর মানুষে সত্যি
বচন কর ।

রস । মহাভারত—রাধেমাধব, আমি জুও-
চোর ? এত তোমার বদনাম হবে যে রসকুস্ত-
তজ্জিনি ।

চূড়া । তা হয় হোক । গরনার সিন্দুক দে—
সিন্দুক দে—সিন্দুক দে ।

রস । (সরোবে) কি ! মেয়ে মানুষের মুখে

তিন সত্যি ! যত কিছু বলচিনি, তত কিছু বাড় !
ছাড় কাঁছা, ছাড় । (সর্বলে কচ্ছ ছাড়াইয়া লওন)
চূড়া । (সরোবাভিমানে) কি ! পুরুষের বাতে
মেয়ে মানুষের অপমান ! তবে রে ধানথেকে !
(রসকুস্তের উত্তরীর আকর্ষণ করিতে করিতে পুনঃ-
পুনঃ ঠোনামারণ)

রস । (সচীৎকারে) মা গো ! মা গো !
গেলেম গো ! ওরে মাগী ছাড়—ছাড়—ছাড় !
ও বাবা রে, মলেম রে ! ঠোনা নয় তো যেন অষ্ট-
বজ্রর । গাল কাটলো ! ভাল কাটলো ! অসামান
—পরমাল—বদমাল—ছাড়—ছাড়—ছাড় !

চূড়া । সিন্দুক দে—সিন্দুক দে—সিন্দুক দে ।

রস । দুই তোর সিন্দুক ! যতই গোবেচার
হচ্চি, ততই আম্পর্ক বাড়চে । ঝাচামুখি—নজ্জারি
—আমানীখাকি—বেরালচোখি । বা, দুই হ !
আজ থেকে তোকে পরিভ্যাগ কলেম । তুই আমার
মাগ ন'স । বেরো আমার বাড়ী থেকে । (সবলে
চূড়াকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বাটার মধ্যে প্রবেশ
ও দ্বার রুদ্ধ করণ)

চূড়া । (সকাভরে) মা গো, গেলাম গো !
স্বভাগ নুছোর ভির্শি লাগলো গো । একে কেতো
শরীর, তার আছাড় ! উহহ ! (সরোদনে) ওরে
বাবা চণ্ডরব ! তুই কোথা গেলি রে ! একবার
তোর অভাগিনী মায়ের দশা দেখে বা রে বাবা ।
আমার মুখপোড়া মিলে ঠেঙিয়ে খুন কল্লো রে
বাগধন ! (ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বারে আঘাত করিতে
করিতে) খিল্ খোল্ রে কালামুখো !

রস । (ভিতর হইতে) কতি নেহি গুলেজে ।
তেরা বাহা খুনী, চলা বা হারামজাদী, শূওরকা
বাচ্চী, উল্লুককা নাংনি !

চূড়া । (অত্যন্ত রোবে) কি, আমি হারাম-
জাদী ? শূওরকা বাচ্চী ? উল্লুককা নাংনী ?
আচ্ছা, থাক তুই । তোর সন্ধান কনবো—
কনবো—কনবো ।

[বেগে প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

নদীতট।

মীরার প্রবেশ।

। (সহঃখে) এই যে অন্ধকারের কীণা-
লোকে অভাগিনী মীরার শাস্তিরাজ্য দেখা যাচ্ছে।
এই শাস্তিদায়িনী তরঙ্গীগীতে প্রাণ বিসর্জন করি,
সর্বসম্পদ—দারুণ যন্ত্রণা বুচে যাবে। (সরোদনে)
মহারাজ! আপনার সর্বস্বনাশিনী-মীরা নদীজলে
নয়নজল মিশিরে, আপনার পাদপঞ্চে চিরবিদার
নিচ্ছে। আপনি নিকটে নাই, আপনাকে দেক্তে
দেক্তে মত্তে পেলেম না; স্মৃতরাং মরণেও আমার
তৃপ্তি হ'ল না। তা না হোক, কিন্তু আমি ম'লে
আপনার তৃপ্তি হবে, সেই আমার পরম তৃপ্তি।
সমীরণ। তুমি আমার হৃৎকের রোদন শুনো।
তুমি সর্বগামী, তাই বলছি, একবার এই চির-
হৃৎখিনীর প্রতি দয়া কোরে চিতোরনগরে যাও।
আমার স্বামীকে বল,—মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত
হোন, আপনার কিকরী মীরা নদীনীরে বাঁপ দিয়ে,
জীবনবিসর্জন করেছে। তা হ'লে রাজা স্থির
হ'বেন, আমিও মরণের কোলে স্থির হ'ব
(নদীতটে উত্থান করিয়া) দয়াময় হরি! হত-
ভাগিনী মীরাকে তোমার রাঙা পাশ হান দাও
(সম্প্রদান)

(সহঃনীলজ্যোতিঃপ্রকাশ ও শূন্য হইতে

জ্যোতির্ময় বালকমূর্তিদারী হরির

নদীজলে প্রবেশ ও মীরার হস্ত-

ধারণ করিয়া উত্তোলন)

বালকমূর্তিদারী হরি। (গীত)

কি সেয় তরে, বিবাদতরে, নদীর নীরে মরবি ডুবে

ভক্ত মোলে, ভ্রমওলে

আর কে হরির নাম গাহিবে ॥

মরবি কেন না, বৃন্দাবনে বা,

দেখবি সেখা, মুক্তিদাতা হরির চরণ ভক্তিভাবে।

ও মা রাজার রাণি, রাখ গো হেলের বাণী,

মা মোলে, কাঁদবে ছেলে,

চোখের জল কে মুছিয়ে দেবে ॥

ছেলে ফেলে মরবে মাতা,

কালের ছেলে থাকবে কোথা,

ব্যথার উপর বাড়বে ব্যথা,

ক্ষীর নবনী কে খাওয়াবে ॥

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর—রাজপথ।

ঘোষধ্বজবান্দন করিতে করিতে ঘোষ-

যন্ত্রবাদক, মাগরিক স্ত্রী পুরুষগণ ও

বন্ধনাবস্থায় মুণ্ডিতমস্তক রস-

কুন্তকে ধরিয়া প্রহরিগণের

প্রবেশ।

(রসকুন্তের হৃদশাকাণ্ড)

বেগে সশস্ত্রে কুন্তের প্রবেশ।

কুন্ত। (রসকুন্তের প্রতি) ধর্মের জয় চিরকাল,
এই জন্ত তোরই পত্নীর মুখে তোর সমস্ত পাপ
কুটিলচক্র ভেদ হ'ল। আমি নিতান্ত নির্দোষ, তাই
বুঝেও বুঝিনি। পাপিষ্ঠ! পিশাচ! তোরি দোষে
আজ হতভাগ্য কুন্তনিহে মীরাহারী! তোরি দোষে
আমার পরমপতিব্রতা পত্নী নিরুদ্দেশ! হা মহাবি!
তুমি কি জীবিত আছ। না, মীরা জীবিত নাই।
যদি, তাই-ই হয়, মীরা আমার যে কৃত্যের দোষে
প্রাণত্যাগ করেচেন, মীরার পবিত্রাত্মা আজ স্বর্গ
হতে সেই নরাধম কৃত্য রসকুন্তের শিরচ্ছেদন
দর্শন করুক। (উর্ধ্বে তরবারি উত্তোলন)

বেগে সরোদনে চূড়ার প্রবেশ।

চূড়া। (কুন্তের পদতলে পতিত হইয়া অত্যন্ত

রোদনে) মহারাজ! মহারাজ! ভিক্ষা।

কুন্ত। তুমি আবার এ সময়ে এখানে কেন?

চূড়া। আমিই আপনাকে আমার ঘোষামীর

পাপকোশলের কণা বোলে দিয়েচি। যে যেমন কন্ম করে, সে তেঙ্গি ফল ভোগও করে। আমার ষোড়শমীর পাপের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। এখন দয়া কোরে একটি ভিক্ষা দিতে অনুমতি হয়।

কুন্ত। কি চাও ?

চূড়া। হাজার হোক, ইনি আমার ষোড়শমী, আমি এঁর পত্নী। আপনি হেন দয়াময় রাজা। ছাখিনীকে বিধবা করবেন না, এই ভিক্ষা।

কুন্ত। এ ভিক্ষা দিতে আমি অক্ষম। আর কিছু প্রার্থনা কর।

চূড়া। তবে ছাখিনীকেও বিনাশ করুন।
(রোদন)

কুন্ত। (ভাবিয়া) আচ্ছা, তোমার অমুরোধ রক্ষা কল্লেম। কিন্তু শোনো, চূড়ে! তোমার নর-পিণ্ডাচ স্বামী জীবিত রইল, বাবজীবন কারাগারে।

চূড়া। (সরোদনে) দোহাই, মহারাজ!
দোহাই, মহারাজ!

কুন্ত। না, আর কোন উপরোধ শুনবে না।
(প্রহরিগণের প্রতি) ছরায়াকে কারাগারে অব-
রুদ্ধ কর।

[প্রস্থান।

রস। (চূড়ার প্রতি) ও চূড়ামণি! আর একবার দৌড়ে গিয়ে মহারাজের পায়ে হাতে ধর না। হার হার, বাবজীবন কারাগারে! তোমার যে আর দেক্তে পাব না, চূড়ামণি!

চূড়া। তোমার দেখার মুখে আশ্বন, তোমা-
রও মুখে আশ্বন। আমার যদি সে দিন অন্ধকার
রেতে রাণী ভেবে রাজা কেটে ফেলতো, তবে কি
হোতো, রে ড্যাকরা? ভাতার হয়ে মাগকে যে
খুন করবার ফিকির করে, তেমন ভাতারকেই খুন
কোলে ঠিক কাজ হয়। তবুতো তোর প্রাণদান
কল্লেম। অস্তি মাগ হলে এখনি রাজার হাত
থেকে তলোয়ার নিয়ে, নিজের হাতে তোর খড়
মুড় ফাড়ফোড় কোতো। পোড়ার মুখো কিপ্টে!

তোর টাকাই কি এত ইচ্ছা? যে, ইস্তিরীহত্যে
কন্তে গিয়েছিলি?

রস। তোমারও তো গরনার লোভ

চূড়া। (বাধা দিয়া সরোবে)। সাথে কি গর-
নার লোভ হয়? কোন্ জন্মে আমার বিয়ে
করেছিল, দেড় কুড়ি হু কুড়ি বচ্ছর ঘুরে গেলো,
আজো অঙ্গে এক খানা গোণাও ছোঁরাতে
দিলিনি। ছগাছা রুলী পরেই এয়াং রাখি।—
তবে বল দেখি, পোড়ার মুখো মিলে, কার দোষ?
মা গো! কি ঘোরার কথা, গরনার লোভ করে-
ছিলুম বোলে, ফিকির কোরে আমার রাণী
সাজিয়ে, রাজার তলোয়ারের তলায় বসিয়ে রেখে-
ছিল গা!

রস। তাই আমার যেমন কন্ম তেঙ্গি ফল।
আমাকে দেখে আমার মত পাপিষ্ঠেরা সাবধান
হও।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রাণ্য পথ।

বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ। (গীত)

খেলার ছলে হরি ঠাকুর

গড়েছে এই জগৎখানা।

চান্দিকে তাই খেলার মেলা,

খেলার খালি আনাগোনা ॥

খেলেতে খেলা ভেবের বাসে,

কোথেকে সব মানুষ আসে,

খানিক খেলে, খেলনা ফেলে,

কোথায় পালায় যায় না জানা ॥

১ম বা। দেখ, তাই, রাজার মেয়ের মত কেমন
একটু ভিখিরীর মেয়ে আসচে।

২য় বা। জাহা, ও কেঁদে কেঁদে আসচে।

১ম বা। তাই! এই যে, এই দিকেই
আসচে।

মীরার প্রবেশ ।

মীরা । (গীত)

কে কোথায় আছ, বল গো আমার,

কোন দিকে গেলে ব্রজ পাইব ।

সেখানে আমার, প্রাণের হরির
পদ ছ'টি আঁখি-নীরে ধুইব ॥

(আহা, সুরধুনী ধায় যে রাঙা পায়,

শির লুটাইব আমি গো তায়,

বোলে দে বোলে দে মোরে,—

কাঙালিনী আমি, ভিখারিণী আমি,

বোলে দে বোলে দে মোরে) ;

পথ যে চিনি না, কিছুই জানি না,

এ পথে সে পথে কত ঘুরিব ?

কত দিন ধোরে, এত কত দূরে,

আরো কত দিনে ব্রজে যাইব ॥

(আমি, ব্রজের ধূলি মাখিব গায়,

মরম-যাতনা জুড়া'ব তায়,

বোলে দে বোলে দে মোরে,—

এ দাসীয়ে হরি দেবে না কি দেখা,

বোলে দে বোলে দে মোরে) ।

১ম বা । (মীরার প্রতি) হ্যাঁ গা, তুমি ব্রজ-
ধামে যাবে ?মীরা । হ্যাঁ বাবা, জগদীশ্বর স্নেহককে দর্শন
কোঁতে ব্রজধামে যাব ।

৪র্থ বা । হ্যাঁ গা, তুমি কে ?

মীরা । ভিখারিণী ।

১ম বা । না, তা ককুণি নয় । তুমি রাজ-
রাণী । ভিখারীর কি এমন রূপ, এমন মিষ্টি কথা
হয় ? তোমার মা বোলে ডাক্তারে ইচ্ছে করে ।মীরা । (সরোমনে) বাছা রে ! কাঙালিনীকে
মা বোলে ডাকলে কি হবে ?২য় বা । মা গো ! তোর মত কাঙালিনীকে
মা বোলে ডাকলে মা বলা সাধক হবে । তোকে
মা বোললে যে আনন্দ হয়, আপনার মাকে মা
বোলে ডাকলেও তেমন আনন্দ হয় না ।

১ম বা । হ্যাঁ গা কাঙালিনী মা ! তোর দেশ

কোথা ?

মীরা । গরীব দুঃখীর দেশ বাড়ী ঘর কিছুই
নেই, বাবা ।৩য় বা । ওবে তুই বড় কাঙালী । তুই খিদে
সময় খেতে পাস্নি বোধ হয় । মা, এখন তোর
বড় খিদে পেয়েচে—না ?

মীরা । না, বাবা, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই ।

৪র্থ বা । উহঁ, তুই নজ্জার বল্চিস্ নি ।
আমাদের কাছে ফল আছে, খাবি মা ?

মীরা । না, বাবা ! তোমরা খাও ।

১ম বা । তবে তুই হাতে কোরে খাইয়ে দে ।

(মীরাকর্তৃক বালকগণের কলভকণ)

মীরা । বাবা, তোমরা ব্রজধামের পথ জান ?

২য় বা । খুব জানি ।

মীরা । কোন্ দিকে ? কত দূরে ?

১ম বা । এই দিকে, খানিক দূরে । এখেন
থেকে চার পাঁচ কোশ ।মীরা । আশীর্বাদ করি, সকলে দীর্ঘজীবী
হও । এখন আসি, বাবারা ।১ম বা । চল মা, তোকে আগবাড়িয়ে রেখে
আসি ।

বালকগণ । (গীত)

মা চলে ধীরে ধীরে,

ছেলেরা চলে ঘুরে ফিরে,

আগে পাছে মাকে ঘিরে,

নেচে নেচে পায় পায় ।

এ দিক পানে রোদের তাপ,

নাচতে গেলে লাগবে হাঁক,

ও দিক দিয়ে যাই চল মা,

তমাল গাছের ছায় ছায় ;—

দেখ চেয়ে মা, ছেলের নাচন,

শোন মা ডালে পাখী গায় ॥

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বৃন্দাবনধাম—শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দীর কুটীর ।

মীরার প্রবেশ ।

মীরা । এই তো আমার পরমারাধা দেবতা
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাভূমি ব্রজধামে উপস্থিত
হলেম । কিড কোথার অবস্থান করি ? আহা,
এই যে একটি মনোহর কুঞ্জকুটীর ! বোধ হয়,
এখানে কোন পরম বৈষ্ণব বাস করেন । ডাকবো
কি ? না, ডাকবো না । যদি তিনি এখন কৃষ্ণপূজার
নিযুক্ত থাকেন, তবে তাঁর পূজার বাধা পড়বে ।
বরং এখানে অপেক্ষা করি ।

মীরার পশ্চাত্তাণ্ডে দূরে শ্রীকৃষ্ণ

গোবিন্দীর প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । (জ্যোতিবশতঃ বিরক্তভাবে) হ্যাঁ রে
গোকুলদাস, জীলোকের বেশ ধারণ করেছিস্
কেন ? এ দিকে আর দূরত্ব বালক ! আজ তোকে
প্রহার করবো । সে দিনও তুই এইরূপ করেছিলি ।
শুষ্কর সঙ্গে পরিহাস ?

মীরা । তাই তো ইনি কে ? কাকে তাড়না
কচ্ছেন ? শুনেছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীকৃষ্ণ
গোবিন্দী জী জীলোকের প্রতি বড় বিরূপ । ইনিই
কি তিনি ?

শ্রীকৃষ্ণ । বলি, এখানে যুগ্ম ফিরিয়ে রইলি বে ?
দেখি তবে ?

মীরা । (শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দীর দিকে ফিরিয়া)
আমি গোকুলদাস নই, প্রভু ।

শ্রীকৃষ্ণ । (অল্প দিকে মুখ ফিরাইয়া বিষয়ে
স্বগত) তাইতো বাস্তবিক একটি জীলোক ।
(প্রকাশে) কে তুমি ?

মীরা । প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দী কি আপনি ?

শ্রীকৃষ্ণ । হাঁ ।

মীরা । (প্রণাম কারয়া) আপনার শিষ্য হ'তে
আমার নিতান্ত বাসনা ।

শ্রীকৃষ্ণ । (বিস্ময়ে) শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দীর শিষ্য
জীলোক ! তা কখনই হতে পারে না ।

মীরা । কেন, পিতা, এরূপ বলছেন ?

শ্রীকৃষ্ণ । না, তা কখনই হতে না ।

মীরা । কিছু বাধা আছে কি ?

। কিছু কি ? সম্পূর্ণ বধা ।

মীরা । কি সে বাধা ?

শ্রীকৃষ্ণ । জীলোক সাক্ষাৎ মনের ঢাকলা ।

মীরা । একটি কথা নিবেদন করতে ইচ্ছা করি,
যদি অসম্মতি করেন

শ্রীকৃষ্ণ । কি বল ?

মীরা । এই শ্রীবৃন্দাবনধামে কেবল একমাত্র
নিরাকার পুরুষ সাক্ষাৎ পুরুষরূপে বিরাজমান
আছেন, তিনি মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ । বাকি এখান-
কার সকলেই জীলোক । আমিও জী, আপনিও
জী ।

শ্রীকৃষ্ণ । (সচেতন ভাবে) মা ! কে তুই ?

মীরা । মীনদীনা ভিখারিণী ।

শ্রীকৃষ্ণ । না, মা ! তুই সামান্য নারী নহিস্ ।
আমি বেশ বলতে পারি, বরং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
আমার চিত্তভ্রম বিনাশ করবার জন্য, আজ তোকে
আমার নিকটে পাঠিয়েছেন । প্রকৃত পরিচয়
দে মা ।

মীরা । আমি আপনার অমুগত শিষ্য ।

শ্রীকৃষ্ণ । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষী, তুই আমার
ভ্রমসংহারিণী শিষ্য । শুষ্ক উচিত শিষ্যকে বন্ধ-
দান করা । কি-বর প্রার্থনা করিস্ ?

মীরা । এই ভীষণরূপে ব্রজমাকে শ্রীকৃষ্ণের
মন্দিরে অবস্থান-কোরে আপনার মুখে সর্বদা ভগব-
দ্ব্যাহাওয়া প্রবণ করি ।

শ্রীকৃষ্ণ । ভগবান্ । চল, মা তোকে হরিনামের
নিরে ঘাই । সেখানে সর্বদা তুই ভগবানের পাদপদ্ম

।

চলুন, শুকদেব

তীক্ষণ ।

(গীত)

চল মা তোকে রেখে আমি,
 রাজা পায়ের ছায়ার কাছে ।
 তানিও প্রাণে শান্তি দিতে,
 সেই ছায়া বই আর কি আছে ।
 সেই ছায়াতে কি এক ছায়া,
 উঠছে কুটে লুটিয়ে কারা,
 সেই কারাতে ছুটছে দয়া,
 সেই দয়াতে জগৎ বাঁচে ;—
 বাঁচার পরে আবার বাঁচে,
 এখন জগৎ যিশার পাঁচে ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অরণ্য-পথ ।

কুন্তের প্রবেশ ।

কুন্ত । হাঁ মীরা ! হা নিষ্ঠুর কুন্তসিংহের
 অভাগিনী মহিবি ! কোথায় তুমি ? এই সুবিশাল
 পৃথিবীর কোন অজ্ঞাত স্থানে তুমি অবস্থান
 কোচ্ছো ? রাণি ! তুমি নরলোকে, না পরলোকে !
 হা, মীরা জীবিত নাই—নির্মম কুন্তসিংহের জীবন্ত
 জীবন মীরা জীবিত নাই ! হা, নিষ্ঠুর হা কঠিন
 কুন্তসিংহ ! তুই রাজা হয়ে, রাজবৃদ্ধি ধারণ কোরে,
 নিতান্ত নিকোঁথের ভাস—নিতান্ত চঞ্চলচিত্তের জায়
 কি সর্বনাশ কোলি—মনীর পুতলীকে মৃত্যুরূপ
 অগ্নির করাল প্রাণে নিক্ষেপ করি ! হা হৃৎগা !
 আমার অসুখ রক্ত কোঁথায় হারিয়ে গেলো ! আজ
 কত দিন ধোরে দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে
 গ্রামে, বনে বনে, শৈলে শৈলে সেই হারানিধির
 অনুসন্ধান করি, বিধি তো সদয় হচ্চেন না । কেন
 তিনি সদয় হবেন ? আমি যেমন পিশাচের—রাক্ষ-
 সের কার্য করেছি, তেমনি ফলভোগ করি । কিন্তু
 আর যে সহ্য হয় না, এ অসহ্য অদ-
 কাল সহ্য করবো ! মীরা—মীরা !

নিষ্ঠুর, কিন্তু তুমি তো সাক্ষাৎ করুণার প্রতিমূর্তি ;
 তবে তুমিও কেন এমন নিষ্ঠুর হলে ! যিনি পরম
 দয়াল হরির পরমভক্ত, তাঁর কি দয়ামাহীন হওয়া
 উচিত ? উচিতই বা নয় কেন ? সুকোমল কুন্তম-
 তীক্ষ্ণধার কণ্টকে ছিন্ন ভিন্ন হলে নিতান্ত কাতর হয়,
 তাই আজ আমার দয়াবতী মীরা আমার বিক্লপ !
 কিন্তু, মীরা ! আমার পাপের পূর্ণপ্রায়শ্চিত্ত হয়েছে ।
 দশে তুণখণ্ড ধারণ কোরে, কৃতজ্ঞলিপুটে তোমার
 করুণাকণা ভিক্ষা করি, একবার দেখা দাও ।
 (চুতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সরোদনে)
 কই—কই—কই মীরা ? হা, মীরা আমার নাই !
 (হতাশভাবে ভূতলে উপবেশন)

হরির বালকবেশে প্রবেশ ।

বালক । (গীত)

খুঁজো কাকে, কাকে কাকে,

অশ্রু কেন নয়ন-কোণে ।

অধীর হয়ে, বিবাদ সরে,

ঘুচ্ছো কেন পাগল-মনে ॥

পথ না চিনে অস্ত্র পথে,

ঘুরলে খালি দিনে রেতে,

আর কি তুমি পারবে পেতে,

যুঁটি পেতে হারাধনে ॥

পথ বোলে দি তোমায় আমি,

শোনো মীরার নিষ্ঠুর স্বামী,

রাজার রাণী ভিখারিণী,

ভিক্ষা মাগে বৃন্দাবনে ॥

কুন্ত । (সবিস্ময়ে ও সকাঁতরে) বালক রে !
 কি বোলি, রাজার রাণী ভিখারিণী ! ধিক্ কুন্ত-
 সিংহ ! ধিক্ নির্দয় পিশাচ ! তুই তোর পরম
 পতিব্রতা পত্নীকে পরের কণার কলঙ্কিনী কোরে,
 নিজেই অগাধ কলঙ্কসাগরে মগ্ন হলি ! সত্যের
 অপমানের প্রতিশোধ অবজ্রই হয় । (কিরংক্ষণ
 ভাবিয়া) আচ্ছা, বালক, তুমি কিরূপে জানলে,
 আমি কুন্তসিংহ, আমার পত্নী মহারানী মীরা ?
 বালক । আপনায় ভাবগতি দেখে—আপনার
 কথা শুনে ।

কুন্ত। তা ছাড়া?

বালক। চোখের জল দেখে।

কুন্ত। বাস্তবিক কি এই কঠিন কুন্তের কঠিন চক্ষু কুটে জল পড়ে?

বালক। আশ্রমের তাপে কঠিন লোহা ধলে, যনতাপে কঠিন হৃদয় গোলে চোক কুটে উৎসল বেহরায়।

কুন্ত। বৎস! মীরা আমার বৃন্দাবনে আছে, তুমি কিরূপে জানলে?

বালক। তীর্থযাত্রী ভিখারী বোষ্টমদের মুখে শুনেছি।

কুন্ত। তারা কি বোলেচে?

বালক। মহারাণী মীরাবাই নিজেই জানিতে দিয়ে দৌহা রচনা কোরে, বৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে গান করেন।

কুন্ত। বালক, আমি তোমার কথায় এখনি, বৃন্দাবনে চলেম। তুমিই আমার অকূল শোকসাগরের কুলপ্রদর্শক কাণ্ডারী। তুমি কি চাও?

বালক। রাণীর যদি সন্ধান দিতে না পার্তেম, তবে কি দিতেন?

কুন্ত। বোধ হয়, কিছুই না।

বালক। তবে এখনো তাই।

কুন্ত। না, বৎস! তুমি আমার কণ্ঠের মুক্তামালা লও।

বালক। ওতে আমার দরকার নেই।

কুন্ত। (স্বগত) অবোধ বালক মুক্তামালার মূল্য বুঝতে পাচ্ছে না। কিন্তু এই বালকের অপেক্ষা আমি আরও নিরোধ, নৈলে অরক্ষকটি মুক্তামালার অপেক্ষা তার মূল্য অধিক, আমার এ হেন ধর্মপত্নী মীরাকে পরিভ্রাণ করবো কেন? বোধ হয়, এ বালকটি অবোধ নয়, এ নিরোধ কুন্তসিংহের জ্ঞানদাতা। (প্রকাশে) তুমি কিছুই নেবে না?

বালক। না, রাজা।

বেগে বালকের প্রস্থান।

কুন্ত। মহারাণী মীরা ভিখারিণী, হৃদয় আমার কেও ভিখারীবেশে তাঁর নিকট যেতে হবে। ভগবান হরির কৃপায় মীরাক অমুমুখ্য পেলেন, এইবার ধর্মের লাভ কতে পেলেনই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। হে ভগবৎ হরি! তোমার তত্ত্বপূর্ণ শ্রীবৃন্দাবন বেল মীরাশুভ না দেখি।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবনধাম—শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরদ্বার।

দ্বারদেশে মীরা উপবিষ্টা।

মীরা। (দৌহা)

“মিত্র নহনে সে, হরি মিলে তো, জলজন্তু হেই।

ফল মূল থাকে হরি মিলে তো, বাহুড় বাঁধরাই ॥

ভিরণ ভৎসকে, হরি মিলে তো,

বহত যুগী অজা।

জী ছোড়কে, হরি মিলে তো,

বহত রহে হার খোজা ॥

হৃৎ পিকে, হরি মিলে তো,

বহত বৎস বালা ॥

মীরা কহে, বিনা প্রেমসে, না মিলে নন্দলাল ॥

ভিখারী ছদ্মবেশে কুন্তের প্রবেশ।

কুন্ত। কে তুমি কোকিলকণ্ঠরবে বৃন্দাবনের হরিমন্দির পরিপূর্ণ কোচো?

মীরা। আমি দীনহীন ভিখারিণী।

কুন্ত। ভিখারিণী?

মীরা। হাঁ, মহাশয়! আপনি কে?

কুন্ত। ভিখারী।

মীরা। আপনি কি এই ব্রজপুরে থাকেন?

* সুপ্রসিদ্ধ কুলসিদ্ধাস, কবীর প্রভৃতি ভক্তগণের দ্বারা মহারাণী মীরাবাইরচিত অনেকগুলি চানোপদেশক দৌহা প্রচলিত আছে। এই দৌহাটি এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত।

কুন্ত। নম্রতি এসেছি। তোমার নিকট কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করি।

মীরা। তিথারিণীর নিকট ভিক্ষা! আপনি ধনীদেব কাছের ভিক্ষা প্রার্থনা কোলে কৃতকার্য হবেন। (অভিবিররে) তিথারিণীর কি আছে যে, ভিক্ষা দেবে?

কুন্ত। প্রকৃত তিথারীকে ধনীরা ভিক্ষা দেয় না,—প্রকৃত তিথারীকে প্রকৃত তিথারীই ভিক্ষা দেয়।

মীরা। যদি অসম্ভব আর আমার পক্ষে সাধ্যা-ভীত না হয়, প্রার্থনা করুন।

কুন্ত। ক্ষমাতিক্ষা।

মীরা। (যবিস্বরে) ক্ষমাতিক্ষা! আপনি আমার নিকট কিম্বে অপরাধী?

কুন্ত। যে অপরাধের আর অস্ত্র প্রারম্ভিত নাই, কেবল তোমার ক্রমা।

মীরা। আমি যে কিছুই বুঝতে পারি নি।

কুন্ত। (অত্যন্ত মনোর আবেগে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া) মীরা! মীরা! মহিষি! এই তবে বোঝো—আমি সেই পত্নীপীড়ক নরাদম কুন্ত-সিংহ।

মীরা। (শব্দবাক্যে সাক্ষরনরকে) মহারাজ! আমিই! দাসীকে কি মনে পড়েছে! (কুন্তের পদতলে পড়ন)।

কুন্ত। (মীরাকে উত্তোলন করিয়া) জীবিতেশ্বর! পুনর্বার তোমার দর্শন পাবার আশায় এত দিন জীবন ধারণ কোরে আছি। দেশে দেশে, তীর্থে তীর্থে ছদ্মবেশে তোমার অনুসন্ধান কোরে ভ্রমণ করি, কিন্তু কিছুতেই এত দিন কৃত-কার্য হতে পারি নাই। আজ বৃন্দাবনধামে ভগ-বান হরির রূপায় আমার হারানিধি আবার পেলেম।

মীরা। মহারাজ! আমিও সেই দিন প্রাণ-ত্যাগ কতেন, কিন্তু নদীতলে বাঁপ দিয়ে পড়বার সময় কোথা থেকে একটি কিশোরবরক ভ্রমর-বালক এসে, আমার বাধা দিয়ে বোলে,

হরিভক্তের আত্মহত্যা কতে নেই। হরিভক্ত আত্মহত্যা কোলে ভগতে কে আর হরিপুত্র! ও হরিসংকীর্ণন কোরবে? তুমি বরাবর শ্রীবৃন্দাবন ধামে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ দর্শন কোরে আমাকে শান্তি দান কর।" মহারাজ! তাই আজ আপ-নার অহুগতা দাসী জীবিত।

কুন্ত। রাজি! হরির রূপায় আজ আমাদের পুনর্জন্ম-মঙ্গল।

উভয়ে। ধন্ত হরিলীলা!

বেগে চূড়ার প্রবেশ।

চূড়া। (মীরার পদতলে পতিত হইয়া) মহা-রাণি! একটি বিশেষ ভিক্ষা।

মীরা। (বিস্ময়ে) আবার ভিক্ষা! কে তুমি?

চূড়া। আপনাদের পাশিষ্ট ভৃত্য রসকুন্ডের পত্নী।

মীরা। তুমি কি প্রার্থনা কর?

চূড়া। পতির কারামুক্তিভিক্ষা।

মীরা। রসকুন্ড কারাগারে? (কুন্তের প্রতি) মহারাজ! আবার কেন তাকে কারাগারে রেখে-ছেন?

কুন্ত। রাজি! মীরাবিদ্যর্জনের মূলকারণ সেই চুরাচার। সে—

মীরা। (বাধা দিয়া) থাক, তার কোন কথা শোনবার প্রয়োজন নাই। আমার অহুরোধে তা'কে আবার দয়া কোরে মুক্তিদান করুন।

কুন্ত। তা হলে আবার হয় তো তোমার আমার কষ্টতোষ কোতে হবে।

মীরা। ভগবান্ হরি, যাদের ভরসা মহার, তাদের আবার কষ্ট কি? যদিই প্রথমে কোনরূপ কষ্ট হয়, সে কষ্ট কষ্টই নয়—পরিণামে অনন্ত সুখ। তার থাকি, আজ আমরা উভয়ে।

কুন্ত। আচ্ছা, মহিষি! তোমার অহুরোধে আবার যেই পাগলাম্বাকে মুক্তিদান কল্লেন। (চূড়ার প্রতি) আমি আমার স্বাক্ষরিত আদেশ-পত্র লিখে দিচ্ছি। তুমি সেই পত্র আমার কারাধ্যক্ষকে

দেখালে, সে তৎক্ষণাৎ তোমার কুতর দ্বারীকে
কারাগার হতে মুক্ত কোরে, আমার রাজ্য থেকে
দূর কোরে দেবে।

চুড়া। জয় হোক, মহারাজ! জয় হোক
মহারানি!

কুন্ত। আচ্ছা, চুড়ে! আমি এখানে এসেছি,
কি রূপে জানলে?

চুড়া। (কৃতান্তলিপুটে) মহারাজ! আমিও
ছদ্মবেশে বরাবর আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এসেছি।
ছদ্মবেশ ত্যাগ কোরে মহারানীর নিকটে এসে তিক্কা
প্রার্থনা কল্লেম। আপনাদের মঙ্গল হোক।

[প্রস্থান।

মীরা। মহারাজ! আজ আমরা বই দিনের
পর বার অপূর্ণ দয়ার একত্র হলেন, ঐ দেখুন,
মন্দিরমধ্যে সেই পরমারাধ্য ভগবান্ গোবিন্দজী।

(সহসা পটপরিবর্তন)

চিত্র-বৈচিত্র (PANORAMA) দৃশ্য।

লতাকুঞ্জমধ্যে সিংহাসনে গোবিন্দজীর
মূর্তি বিরাজিত।

শ্রীপুরুষ হরিতকুগল। (গীত)

শ্রোমের হরির শ্রোমের খেলা,

এই বেলা আর, আর দেখে যা।

(এ শ্রোম) যে জন বোঝে, সে জন মজে,

সে জন ভজে ঐ রাঙা পা॥

হরির শ্রোমের হারার হারা দেখে-যারা পার,

কোটি স্বর্গ, চতুর্দর্গ আর কি তারা চার,

শ্রোমের হরির শ্রোমের লাগি,

হর গো তারা শ্রোম-যৌগিনী-যৌগী,

শ্রোমের তিথারী হয়ে গো তারা,

শ্রোমের সাগরে ভাসার গা॥

[সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ।



ডাক্তার বাবু।

(প্রহসন।)

প্রহসনোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

গৌর জনৈক দোকানদার।
নিতাই গৌরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
জর ডাক্তার জনৈক চিকিৎসক।
ভজহরি ধবস্ত্রি জনৈক কবিরাজ।
কালীচরণ গৌর ও নিতাইএর আশ্রয়।
একজন টহলদার বৈষ্ণব, ছইজন রোগী ইত্যাদি।

স্ত্রী।

নিত্যরীণী গৌরের স্ত্রী।
একটি স্ত্রীলোক, একটি বালিকা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গ্রামপুর—নিতাই মুদির দোকান।

নিতাই মুদি দোকানে উপবিষ্ট।

এক জন টহলদার বৈষ্ণবের প্রবেশ।

ট-বৈষ্ণব। (করতাল বাজাইয়া নাম গায় করিয়া) হরি তোমার মঙ্গল করুন, বাবা! বাবা-জীকে বিদেয় কর।

নিতাই। এই নাও বাবাজী ছটি পরস।

(পরস দেওন)

ট-বৈষ্ণব। ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক। জর হোক বাবা।

একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রীলোক। আধ পরসার হুন, দেড় পরসার ঘি, পোন পরসার নারকেল তেল, সিকি পরসার পাঁচ ফোড়ন দাও।

নিতাই। নগদ না ধার?

স্ত্রী। পরন্তু পরসা দেবো।

নিতাই। আমি ধারে বেচি না।

স্ত্রী। (ঈষৎ ক্রোধে) কেন? আমি জুওচোর না কি?

নিতাই। না, তুমি খুব সাধু, তাই সাড়ে সাত পরসা দেড় মাসেও আদার কোত্তে পারলুম না।

স্ত্রী। মর মিসে, যা মুখে আসে, তাই বলিস্ যে; নিস্ তোঁর পরসা। তোঁর সাড়ে সাত পরসা না শুধে আমি জলটুকুও মুখে দেবো না এই দিবি কল্পম

একটি বালিকার বেগে প্রবেশ।

বালিকা। (স্ত্রীলোকের প্রতি সাবদারে) মা!

মা! থিদে পেয়েচে, মুড়ি কিনে দে না মা।

স্ত্রী। (ক্রোধে) দূর হ মুখপোড়া মেয়ে, আমি রে জলটুকুও মুখে দেবো না দিবি কল্পম।

নিতাই। ভালা যা হোক। উনি জলটুকুও মুখে দেবেন না, তো মেয়ে পর্যন্ত তকিয়ে থাক্। বা রে দিবি।

স্ত্রী। (সরোষে) এ আমার পেটের মেয়ে, না তোঁর পেটের মেয়ে? মা মেয়ে কি তঁফাং রে মিসে? তোঁর মুড়ি মিইয়ে থাক্, পাখপক্ষীতেও যেন না ধার।

নিতাই। ধারে কিনতে এসে এত অভিলাপ!

[প্রহসন। না জানি নগদ কিনলে এতক্ষণ ভস্ম কোরে ফেল-

তিস্! আমার মুড়ি নিইরে বাক্, তবু খেন তোর
মত খেরো খন্দের পেটে না যায়।

বালিকা। দে না মা মুড়ি কিনে।

স্ত্রী। ওলো মুড়ীপুড়ীর মেয়ে, মুড়ি খেয়ে কাজ
নি লো কাজ নি, ঘরে পাস্তা ভাত আছে দিইগে
চল।

বালিকা। ঘরে ছুন নেই বে।

স্ত্রী। ও মা, তাও তো বটে, (আবদারে নিতাই-
য়ের প্রতি) ও নিতাই, বলি আমার ওপর কি রাগ
কতে আছে? না হয় আধ পরসার ছুন ধারে দে।
সেই সাড়ে সাত পরসা আর এই আধ পরসা, মোট
আট পরসা আমি বাটী বাধা দিয়ে নিশ্চয়ই দিয়ে
যাব।

নিতাই। তোর সে সাত-পুরুষে ভাঙা পাখর-
বাটী কে বাধা রাখবে রে মাগি?

স্ত্রী। (সরোবে) আ-মর মিলে! যা ইচ্ছে তাই
বলচিস্ বে। আচ্ছা এছুরি আমি তোর পরসা
এনে দিচ্ছি।

[বেগে প্রস্থান।

খঞ্জনী, বেহালা ও মন্দিরা লইয়া একদল
নেড়া নেড়ীর প্রবেশ ও উপবেশন
করিয়া গীত

নিতাই। এই নাও চারিটি পরসা। (পরসা
দেওন)

নেড়ানেড়ীগণ। অর হোক্, অর হোক্।

নেড়া নেড়ীগণের প্রস্থান।

নিতাই। (বালিকার প্রতি) তোর মা চোলে
গেলো, তুই বে পাড়িয়ে রইলি?

বালিকা। (সাবদারে) ছুটি মুড়ি দাও না।

নিতাই। নেহাৎ মুড়ি না খেয়ে ছাড়বি নি?
আচ্ছা তুই আমার এক মুড়ি পাকাচুল তুলে দে,
মুড়ি দোবো।

বালিকা। তোমার মাথায় যে কাঁচা চুলই
খালি, কাঁচা চুলই তুলে দেবো?

নিতাই। খুঁজলে পাকাও পাবি।

বালিকা। আচ্ছা। (চুল তোলন)

• কালীচরণের প্রবেশ।

নিতাই। কি হে কালীচরণ, কেরমি আই?
কখনু এলে?

কালী। আমি আহি ভাল, কিড—

নিতাই। বলতে বলতে চুপ করলে বে?
তোমার বাড়ীর সব ভাল ত?

কালী। আমার বাড়ীর সব ভাল বটে, তোমার
দাদার বড় শক্ত ব্যারাম হয়েছে, এখুনি তোমার
আমার সঙ্গে যেতে হবে।

নিতাই। (শশব্যস্তে) আঁ, সে কি, দাদার
ব্যারাম! কি ব্যারাম?

কালী। ব্যারামটা কেউ ঠাওরাতে পাচ্ছে না।

নিতাই। কে দেখচে?

কালী। অর ডাক্তার।

নিতাই। (বালিকার প্রতি) নে নে, তুই মুড়ি
নিয়ে যা। (মুড়ি প্রদান)

[বালিকার প্রস্থান।

কালী। এ গাঁয়ে ভাল কোব্রেরজ আছে কি?

নিতাই। আছে। ভজহরি বন্দি সাক্ষেৎ ধব-
স্তরি।

কালী। চল তবে, সেই কোব্রেরজকে নিয়ে
এখুনি দোকান বন্দ কোরে বাড়ী চল।

নিতাই। তুমি একটু বোসো, আমি কোব্র-
রেজের কাছে বাই। ঐ চক্ষুকাতে টিকে তামাক
আছে, সেজে খাও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভামপুর—ভজহরি কবিরাজের কঠিনগুপ।

ভজহরি কবিরাজ ও রোগিদের প্রবেশ।

প্রথম রোগী। আমার সকাল বেলা ডান-
দিকের মাথা খরে, আর বিকেল বেলা বাঁ দিকের
মাথা খেঁয়র।

রাজকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী ।

ভজ। আর রেভের বেলা ?

১ম রোগী। বেঙ্গতেলোটা দপদপার।

ভজ। (গভীরভাবে) হুঁ, এ দেখছি গুরু-
রাজ-অবিপাতিকের লক্ষণ। এ রোগে যমদণ্ড-
প্রহার মোদক ব্যবস্থায়।

২ম রোগী। সে কি কোব্রেজ মশার, আপন-
কার কাছে রোগ সারাবার তরে এলুম, আপুনি
যমদণ্ড বল কি গো ?

ভজ। ওরে বাপু, আমি যে সে কবিরাজ
নহি, আমার হাতে রুগী পড়লে একবারে সেরে
যায়। যমদণ্ডপ্রহার-মোদক আমার প্রধান ঔষধ।
এর অপর নাম সর্পজীবন।

১ম রোগী। তবে তাই দেও। দামটা পড়বে
কত ?

ভজ। হাতের রেখে বোলবো, না ঠিক বলবো ?

১ম রোগী। হাতে রেখে কি, মশর ?

ভজ। ওরে বাপু! কবিরাজ, বৈজ্ঞ, ডাক্তার,
হাকিমেরা টিপ রেখে রোগীর চিকিৎসা করে।
যে রোগটা এক তিল, তাকে তাল কোরে রোগীর
অর্ধ শোষণ করে। আবার যে রোগটা আট আনা
বা এক টাকার ঔষধ খেয়ে সাত দিনে সেরে যেতে
পারে, সে রোগটাতে তিন চার মাস ঔষধ খাইয়ে
হুগার হুগার টাকা লোটে, একেই বলে চিকিৎ-
সকের হাতের টিপ।

১ম। এজ্ঞে আমি বড় গরীব, আমাকে অমন
টিপ দিও না।

ভজ। আচ্ছা, তুই এক টাকা পাঁচ আনা দে,
তোর রোগের মত ঔষধ দি। (মূল্য লইয়া ঔষধ
প্রদান)।

দ্বিতীয় রোগী। আমার একবার হাতখানা
দেখুন।

ভজ। তোর কি হয়েছে ?

২য় রোগী। আজ তিন দিন ধোরে আমার
ডান পায়ের গাঁটুটা ফুলেচে।

ভজ। তবে হাতের নাড়ী টিপলে কি হবে ?
দেখি তোর ডানপা। (পা টিপিয়া দেখিতে

দেখিতে) বাপু, ও বাপু, তুমি দৈএ ঘোল মিশিয়ে
খেয়েছিলে ?

২য় রোগী। এজ্ঞে না, ছুদে জল মিশিয়ে খেয়ে-
ছিলুম।

ভজ। ওরে বাপু, ও একই কথা, এক গরুর
বাঁট খেকেই ঘোল, দই, ছুধ নিজান্ত হয়।

২য় রোগী। তবে উপায় ?

ভজ। বিষম বিষমোষধম্। এবার ছুদে
ঘোল মিশিয়ে খাওগে, আর এই একটা বড়ী দিচ্ছি,
এর নাম পজুচুড়ামণি। এই বড়ীটি, শুকনো শাল-
পাতার রস বার কোরে, তাতে বেশ কোরে মেড়ে
খেয়ে ফেলো গে।

২য় রোগী। এজ্ঞে, শুকনো শালপাতার রস
বার করবো কেমন কোরে ?

ভজ। হু আনার পরসা দে, আমিই দিচ্ছি।

২য় রোগী। (সান্ধর্ষ্যে) আপুনি শুকনো
শালপাতার রস বার কোন্তে পারো ?

ভজ। ওরে বাপু! শ্রামপুরের ভজহরি ধবস্ত-
রির বকষ্মে কিসের রস না বেরোর ? শুকনো
শালপাতা তো শুকনো শালপাতা, আগুনের রস
পর্যন্ত চৌ চৌ কোরে বেরোর, বাপু।

২য় রোগী। (প্রণাম করিয়া) এজ্ঞে, আপুনি
সাক্ষেৎ শিব।

বেগে নিতাই মুদির প্রবেশ।

নিতাই। (নমস্কার করিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়-
মান)

ভজ। (স্বগত) ওঃ, লোকটা ছুটে এসেচে।
তবে দেখুচি একটা বড়গোচের দাঁও পট্টলো।
মুখখানা শুকনো, চোখ দুটো হলহল, অসংবাদ
বটে। (প্রকাশে) তুমি কি চাও, বাপু ?

নিতাই। আজ্ঞে আপনাকে ?

ভজ। (বিস্ময়ে) আমাকে ?

নিতাই। আজ্ঞে আপনাকে এখনি আমার
সঙ্গে জগৎপুরে যেতে হবে।

ভজ। কেন ?

নিতাই। আমার দাঁদায় বড় ব্যারাম হয়েছে।

ডাক্তার। কি ব্যারাম?

নিতাই। কেউ ঠাওরাতে পাচ্ছে না।

ডাক্তার। পো-বন্দি, গো-ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করালে কি রোগ ঠাওরানো যায়, বাপু? আমি ভিন্ন অন্য কে তর তর কোরে রোগ ঠাওরাতে পারে?

নিতাই। আজ্ঞে তাইতো আপনাকেই চাই।

ডাক্তার। তা যেন হলো, এখন ওদিগের ব্যাপারটা কি?

নিতাই। কত নেবেন? কিন্তু একটু বিবেচনা করবেন, আমি বড় গরীব।

ডাক্তার। আচ্ছা তার অল্প চিন্তা কি? অল্পে পুরো বোল আনা দেয়, তুমি পোনে বোল আনা দিও।

নিতাই। আজ্ঞে আরও কিছু কম—

ডাক্তার। (বিরক্ত হইয়া) তবে কোন হাতুড়ের কাছে যাও।

নিতাই। আজ্ঞে তার কাজ নেই, বা লাগে দেবো, আপনিই চলুন।

ডাক্তার। এখান থেকে জগৎপুর আট ক্রোশ, তোমাকে স্বতন্ত্র পাকীতাড়া দিতে হবে, তা ছাড়া আমাকে দর্শনী ও ঔষধের খরচ দ্বয়ে জড়িয়ে পোনেরোটি টাকা দাও।

নিতাই। আজ্ঞে আপনার ওষুধে সারবে তো?

ডাক্তার। (সহাত্তে) তার কচ্চ কেন, বাপু? আমার ওষুধ, কি রোগী কি অরোগী সকলকেই মারে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জগৎপুর—গৌর মুদির গৃহ।

রোগশয্যায় গৌর মুদি শায়িত।

পার্শ্বে নিস্তারিণী উপবিষ্টা হইয়া পাখা লইয়া গৌরকে বাতাস করণে নিযুক্ত।

গৌরের বস্ত্রপ্ৰকাশ।

নিতাই। (সরোদনে) হার, হার, কি হলো, আজ যে রোগ বেড়ে উঠলো, ডাক্তার বাবু কখন আসবে?

গৌর। (কাতরবচনে) জল—হাওয়া—

গেলুম—মলুম—মলুম—পুড়ে গেল—অলে গেল!

নিতাই। (মুখে জল দেওন ও বাতাস করণ)

মেগফোনের ডাক্তার। গৌর, কেমন আছ এখন?

নিতাই। (উনিয়া) ঐ যে ডাক্তার বাবু এনেচেন, আমি একটু আড়ালে বাই। (অস্ত্রালে গমন)

জর ডাক্তারের প্রবেশ।

জর। ও গৌর, গৌর, কেমন আছ?

গৌর (মুখভঙ্গিয়ারা বস্ত্রপ্ৰকাশ)

জর। (স্বগত) এই যে আমার ওষুধ লেগেছে,

এ রকম না হলে, কখনো কি কার্যসিদ্ধি হয়?

যে রকম ওষুধ খাইয়েছি, রোগী মরবে না বটে,

কিন্তু মরার বাড়ী। এর এ অবস্থা দেখে, এর স্ত্রী

নিস্তারিণী অবশ্য ভয় পেরেছে। ঐ যে ও ঘরে

বোসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এইবার ও

আমার কাছে পড়েছে। ধন্য আমার ডাক্তারী

শিক্ষা! ধন্য ইংল্যান্ডের মেডিকেল কলেজ হাণ্ডল!

ধন্য আমার এল, এম, এম ডিগ্রিডুশন, সার্বাস

মেট্রিক্স মেডিক। সার্বাস সার্বাস। সার্বাস

বোটানি। সার্বাস এনট্রি। সার্বাস ক্রিমিও

লজি। সার্বাস এলোপেথিক ট্রিটমেন্ট। সার্বাস

ইন্টেলেকুয়াল। ততোহিক সার্বাস কুরো-মাস-

ভরা, শিশির কোলে জলপোরা, ডাক্তারকুলের
জল-জীৱন্ত ফাঁদ ডিসপেন্সারি! এই বার ছুঁড়ীটেকে
আঁৎকে তুলি। (ঘড়ি মিলাইরা হাত দেখিতে
দেখিতে মুখ পিট্কাইরা) ইস, তাইতো, বড় গোল-
সোগ ঘে। ওগো ও ঘরে আছ তো পোনো, খত্বিক
বড় ভাল নয়, এই এখন যত্নো, বোধ হয় নটা
দশটার মধ্যেই—তাইতো আছা, লোকটা বড় ভাল
ছিল। আমি চলেম। (কিঞ্চিদূর গমন)

নিতা। (বেগে সরোদনে আসিয়া ডাক্তারের
পদমূলে পতিত হইয়া) ওগো ডাক্তার বাবু! কি
হবে গো, কি হবে গো, কেলে যেয়ো না, ভাল
ক'রে দেখ গো! আমার সোয়ামীকে আরোগ্য
কর গো। গুরিবকে দয়া কোলে খর্থ হবে, ডাক্তার
বাবু।

জয়। (স্বগত) ওঃ ছুঁড়ী কি সুন্দরী, যেন
অঙ্গুরী। মুখখানি যেন ঢলঢলে পদ্মকুল, ঘোমটা
ফুটেও আভা বেরুচ্ছে; চোক দুটি ফুটে জল
বেরুচ্ছে, আমার চোকে বোধ হচ্ছে যেন ফোটা
পদ্মে শিশির-বিন্দু। এই নিত্যারিণী—আমার
নিত্যারিণী। ঠিক সময় পেয়েচি, এইবার মুখ ফুটে
বলি। (বলিবার উত্তোগ কিন্তু বলিতে না পারিয়া)
ওঃ মুখ যে কোটে না, বুক যে কাটে, দূর ছাই, আর
না বোলে থাকতে পারি না, বোলে ফেলি, যা থাকে
কপালে। (প্রকাশে) বলি ওগো, শোনো গো—
বলি ওগো শোনো।

নিতা। বলুন, ডাক্তার বাবু।

জয়। আর একটু এ দিকে সোরে এস
দিকিনি (উভয়ের কিঞ্চিদূর গমন) বলি বলি
তা,—বলি বলি তা—বলি বলি তা—বলি বলি
তুমি বড় সুন্দরী, আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি,
তুমি যদি আমাকে তার শতাংশের একাংশও ভাল-
ল আমি আকাশের চাঁদ হাত বাড়িয়ে
পাই।

নিতা। (সতরে ও সরোদনে) ওগো ডাক্তার
বাবু, এ কি বল! আমি তোমার মেয়ে, তুমি
আমার বাবা।

জয়। না, জয়ডাক্তার-অরকারিকী, আমি তোমার
গোলাম।

নিতা। হি, ডাক্তার বাবু, অমন কথা বলতে
মেই, তুমি আমার বাবা।

জয়। না, সুন্দরি, আমি তোমার প্রেম-
ভিখারী।

নিতা। ওগো তুমি ভক্তনোক, নেখা পড়া
জানো, ও কথা বলতে নেই, আমি তোমার মেয়ে।

জয়। তুমি আমার মনোমোহিনী।

নিতা। হি! হি! ভগমান! আজ এ কি
শুনি! পিঙ্গুথিৱী লোকাক হও, আমি তোমার
কোলে হুকুই। সোয়ামী গেল, আমিও যাই।

জয়। সুন্দরি! এখনি তোমার সোয়ামীকে
ভাল কোরে দেবো, কোন হুঃখ নেই, আমার হুঃখ
দূর কর। (হস্তধারণে উত্তোগ)

নিতা। (অত্যন্ত ভয়ে সরোদনে) ওগো কে
কোথার আছ, রক্ষে কর, রক্ষে কর, আমার জাত-
কুল মাজে। ভগমান! ভগমান! ভগমান!
হরি! হরি! রক্ষে কর, রক্ষে কর। (চতুর্দিকে
দৌড়িতে দৌড়িতে পতন ও মুচ্ছা)

জয়। (স্বগত) এ কি হলো! এও মলো না
কি! শেষে যে খুনের দায়ে পোড়ে মারা যাই
দেখচি।

নেপথ্যে নিতাই। বড় বৌ! ও বড় বৌ!
আমি নিতাই এসেচি। (সঙ্গীদের প্রতি) আহুন
কব্বেরক মশর! এস কালীচরণ! ওরে বেহরার,
একটু দাঁড়া; আমি বাঙীর ভিতর থেকে এসে
জলখাবার দিচ্ছি।

জয়। (স্বগত শব্দব্যস্ত ও সতরে) ও বাবা!
গৌরের তাই নিতাই যে, এইবার খেলুন, এইবার
সারলে—পানের ফল হাতে হাতে ফলো, কোথা
যাই, কোথা পালাই, আর যেখানাই, দোরগোড়ায়
নিতাই! (চতুর্দিকে দৌড়িতে দৌড়িতে) ও যে
আমার যম এসে পড়লো রে। গৌরের তত-
পোষের নীচে হুকুই, (তক্তপোষের নিয়ে লুকায়িত
হওন)

বেগে নিতাই, কালীচরণ ও ভজহরির প্রবেশ।

নিতাই। (শশব্যস্তে) বড় বৌ, বড় বৌ, কৈ বড় বৌ কোথা? দাদা কোথা? (বেগে গমনোত্তোগ ও পদে নিস্তারিণীর প্রাঙ্গম্পর্শ) এ কি! কে এখানে! (দেখিয়া) তাই তো, বড় বৌ বে; ও বড় বৌ, বড় বৌ। তাই তো দাদা নেই বে, (নাকে হাত দিয়া) নিখেন আছে। কালীচরণ, শীগুণির জল আন।

কালীচরণের প্রস্থান ও জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

নিতাই। (জল দিতে দিতে) বড় বৌ, বড় বৌ!

নিতা। (চেতনা লাভ করিয়া নিমীলিত নেত্রে সতয়ে) ডাক্তার বাবু, তোমার পায়ে পড়ি, আমার ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি তোমার মেরে, তুমি আমার বাবা।

নিতাই। (স্বপ্নত) বড় বৌ এ কি বোলচে, এ বে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নি, ব্যাপার কি? (প্রকাশে) আমি নিতাই।

নিতা। (সরোদনে) কে? ঠাকুর-পো! আমার রন্ধে কর, বমের হাত থেকে আমার রন্ধে কর।

নিতাই। যম কে বড় বৌ?

নিতা। অর ডাক্তার।

নিতাই। সে কি!

নিতা। সে আমার জাতকুল মারতে এসেচে—

নিতাই। (সরোদে) কৈ সে শালায় ব্যাটা শালা!

নিতা। এই যে এখানে ছিল, তবে বুঝি পালিয়ে গেছে।

নিতাই। না, পালাবে কোন পথে? আমরা যে সদর দরজার ছিলুম।

কালী। শালা কি হাওয়ার নিশে ধেল?

ভজ। ও বড় আশ্চর্য্য নয়, বাপু। ডাক্তার-

থেকে হাওয়া বার কতে পারে, ওখন নিজেরাও যে বেয়াবুন হাওয়ার নিশে বাবে, তার সম্বন্ধ কি?

নিতাই। বল কি, কব্বেরজ মশর? ডাক্তার-গুলো কি বাহকর?

ভজ। শুধু বাহকর কেন, বাপু? সময়ে সময়ে ওরা আবার মধুকরও হয়। আজকের ব্যাপার দেখে বুঝ্চো না?

নিতাই। গোদবেটা শালা পাখী গেল কোথা? একবার গেলে শালায় কাড়ের রক্ত চুবে খাই।

ভজ। (তক্তপোষের নীচে থাকিয়া ইঁচিয়া কেলন)

নিতাই। দাদা, আহ কেমন? তুমি ইঁচিলে? (নিকটে গমন ও পুনর্বার তক্তপোষের নীচে ইঁচির শব্দ শুনিয়া) না না, এ ত দাদার ইঁচি নয়, এ বে তক্তপোষের নীচে। (তক্তপোষের নীচে দেখিয়া সরোদে) পেরেচি পেরেচি, কালীচরণ, শালা কোলা ব্যাঙের মত তক্তপোষের নীচে বুলুড়ে আছে। ঠাড়া শালা! তোক বুলুড়ে দিচ্ছি, শালা শাঙড়ে? এস, কালীচরণ, হুজনে মিলে শালাকে টেনে বার কোরে পাটা ছেঁড়া করি।

ভজ। আমিও ব্যাটার দুটো কান ধোরে টানি। বেটা চিকিৎসকগুলোর কলক, লম্পট, কাহুক, পাঞ্চ, নাস্তিক, তও, অকালকুমাও! এগুলি ব্যাটাকে ধোরে লওতও খওখও কোরে ফেল।

(কালীচরণ ও নিতাই অর ডাক্তারের কাছে হাতে ধরিয়া এবং ভজহরি কান ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া, পালি পালায় ও প্রহার)

ভজ। (অত্যন্ত ব্যগার) মোহাই নিতাই, আমার বাট হয়েছে। আমার মাক্ কর, আর এমন কর্ম করবো না। আমি জান হাতে কোরে ও খেরেচি।

নিতাই। চোপ্ রাত শালা! জেদের মত কুলাকারদের মোবেই বাপু মাকে পাল খেতে হয়,

জয় । নিতাই, তুমি বা বলো আমি তাই, গৌরকে বাবা বল, নিতাইকে খুড়ো বল ।
 আমি আর এতখোঁ হব না । কালী । আর আমাকে বোনাই বল ; নৈলে
 নিতাই । কখনই ছাড়ব না, তাকে খুন এখনি গলা টিপে মারবো ।
 কোরে ফাঁসি দাব । জয় । (সভয়ে) আচ্ছা বল্টি, গৌর আমার
 জয় । (সভয়ে) তোমার পারে পড়ি, নিতাই, বাবা, নিতাই আমার খুড়ো, আর তুমি আমার
 পারে পড়ি, আমার খুন কোরো না । বোনাই । এইবার দাঁড় রেহাই, আমি পালাই,
 নিতাই । আচ্ছা, আমার দাদাকে আরোণি দৌড়াই দৌড়াই !
 কর, নাচক কানে থৎ দে, দাদার বউকে মা বল । নিতাই । দূর হ, শালায় ব্যাটা শালা, দূর হ !
 জয় । আচ্ছা, আমার কাছে ওয়ুধ আছে, (জয় ভক্তারের প্রতি সকলের পদাবাত)
 খেলে এখনি তোমার দাদা ভাল হবে । (ঔষধ- জয় । আজ আমার যেমন কর্ম তেহি ফল !
 প্রদান) আর এই নাচক থৎ দিচ্ছি (তথাবিধ- সতীর অপমান যারা করে, তাদের ভাগ্যে এইরূপ
 করণ) । তোমার দাদার স্ত্রী নিস্তারিণী আমার পদাবাত ! আমার মতন যারা, তারা সাবধান-
 থর্ডধারিণী মা । হও !
 জয় । এখনো বাকি আছে, রে গাধণ্ড !

সম্পূর্ণ ।



জগা পাগলা ।

প্রাথমিক নাট্যরঙ্গ ।

[A FARCICAL COMEDY.]

প্রাথমিক নাট্যরঙ্গোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ ।

জগা পাগলা ... জনৈক ভাবুক পাগল ।
হরি ভট্টাচার্য ... জনৈক পুরোহিত ব্রাহ্মণ ।
বন ময়রা ... জনৈক দোকানদার ।
জীবন ময়রার ভ্রাতৃদ্বয় ও পুত্রচতুষ্টয় । ভূত ।

স্ত্রী ।

পার্বতী জগা পাগলার মাতা ।
দনমণি জীবন ময়রার পত্নী ।
পঞ্চ পত্নী ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—জগা পাগলার খোড়োবাড়ী ।

সময়—অপরাহ্ন ।

এক তড়পা খড় মস্তকে লইয়া

জগা পাগলার প্রবেশ ।

জগা । (ভূতলে খড়ের তড়পা ফেলিয়া) শালার
নো খড়ও এত ভারি । শালার হাওয়ার ওড়ে,
শনে পোড়ে তবু এত ভারি ! তা ঠিক বটে,
কিছু সার নেই, সেই এখনকার দিনে ভারি
আর বার সার আছে, সেই হালুকি । তার
এই দেখ না—খালি জালা ঠং ঠং ঢং ঢং
ধেয়াকা চীৎকার করে, কিন্তু বলভরা জালা,
আন্তে-ইক্ ইক্ ইক্ ইক্ শব্দ করে ।

মাটির জালায় মত মাছবজালাও ফের দেখছি,
বাবা । মাটির খালি জালাগুলোর ঠং ঠংনিয় জালা
বরং সর, কিন্তু মাছবজালাগুলোর জালা সর না
আমার । এইবার টিল মেয়ে সে গুলোর পেট
হেঁদা কোরে দেবো । দাঁড়াও টিল কুড়িয়ে আনি ।
(গমনোত্তোগ)

পার্বতীর প্রবেশ ।

পার্বতী । ও বাবা লগু, কোথা বাচ্চিস্ ?
জগা । কোথাও না, মা ।
পার্বতী । টিল কুড়ুতে বাচ্ছিলি মি ?
জগা । বজ্র মনে কোরে দিগেচো মা । তাই
বটে ।

পার্বতী । টিল কি হবে ?
জগা । পেট হেঁদা কোরবো ।
পার্বতী । কার পেট ?
জগা । জালায় পেট ।
পার্বতী । (সরোবে) ও মুখপোকা ! কুলে
একটি কানাভাঙা জলের জালা ঘরের কোণে আছে,
তাও তোর সহিলো না রে ভাঙ্করা ।
জগা । দূর বোকা বেটি ! সে জালায় পেট
কাটালে তেঁটার মারে পোরে ছাতি কেটে মারবো
বে গো ।
পার্বতী । তবে আবার কোন্ জালা ?
জগা । বেজালা জালায় বড় ।
পার্বতী । সে আবার কোন্ জালা ?
জগা । কব্বাস মারব-জালা ।

জয়। নিতাই, তুমি বা বলো আমি তাই, গৌরকে বাবা বল, নিতাইকে খুড়ো বল।
 আমি আর এখানে হব না। কালী। আর আমাকে বোনাই বল; নৈলে
 নিতাই। কখনই ছাড়ব না, তাকে খুন এখনি থালা টিপে মারবো।
 কোরে ফাঁসি দাব। জয়। (সতরে) তোমার পারে পড়ি, নিতাই,
 পারে পড়ি, আমার খুন কোরো না। বোনাই। এইবার দাও রেহাই, আমি পালাই,
 নিতাই। আচ্ছা, আমার দাদাকে আরোপিত দোহাই দোহাই।
 কর, নাকে কানে খৎ দে, দাদার বউকে বা বল। নিতাই। দূর হ, শাশুর ব্যাটা শালা, দূর হ!
 জয়। আচ্ছা, আমার কাছে ওষুধ আছে, (জয় ভক্তারের প্রতি সকলের পদাঘাত)
 খেলে এখনি তোমার দাদা ভাল হবে। (ঔষধ- জয়। আজ আমার যেমন কর্ম তেমন ফল!
 প্রদান) আর এই নাকে খৎ দিচ্ছি (তথ্যবিধ- সতীর অপমান যারা করে, তাদের ভাগ্যে এইরূপ
 করণ)। তোমার দাদার জী নিস্তারিণী আমার পদাঘাত! আমার মতন মার, তারা সাবধান-
 খড়খড়ি না। হও!
 জয়। এখনো বাকি আছে, রে পাণ্ডু!

সমাপ্ত ।



জগা পাগলা ।

প্রাথমিক নাট্যরঙ্গ ।

[A FARCICAL COMEDY.]

প্রাথমিক নাট্যরঙ্গোক্ত ব্যক্তি

পুরুষ ।

জগা পাগলা ... জনৈক ভাবুক পাগল ।
নরহরি ভট্টাচার্য্য ... জনৈক পুরোহিত ব্রাহ্মণ ।
জীবন ময়রা ... জনৈক দোকানদার ।
জীবন ময়রার ভ্রাতৃদ্বয় ও পুত্রচতুষ্টয় । ভূত ।

স্ত্রী ।

পার্কীতী জগা পাগলার মাতা ।
মদনমণি জীবন ময়রার পত্নী ।
পঞ্চ পত্নী ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—জগা পাগলার খোড়োবাড়ী ।

সময়—অপরাহ্ন ।

এক তড়ুপা খড় মস্তকে লইয়া

জগা পাগলার প্রবেশ ।

জগা । (ভূতলে খড়ের তড়ুপা কেলিয়া) শালায়
ওকুনো খড়ও এত ভারি ! শালায় হাওয়ার ওড়ে,
আঙুনে পোড়ে তবু এত ভারি ! তা ঠিক বটে,
যার কিছু সার নেই, সেই এখনকার দিনে ভারি
ভারি, আর যার সার আছে, সেই হালুকি । তার
সাকী এই দেখ না—খালি জালা ঠং ঠং ঢং ঢং
কোরে ধেরাড়া গীংকার করে, কিন্তু অলতরা জালা,
আন্তে আন্তে—ইক্ ইক্ ইক্ ইক্ শব্দ করে ।

মাটির জালায় মত মানুষজালাও ছের দেখছি,
বাবা । মাটির খালি জালাগুলোর ঠংঠংনির জালা
বরং সর, কিন্তু মানুষ-জালাগুলোর জালা সর না
আমার । এইবার টিল মেয়ে সে গুলোর পেট
হেঁদা কোরে দেবো । দাঁড়াও টিল কুড়িয়ে আনি ।

(গমনোত্তোগ)

পার্কীতীর প্রবেশ

পার্কীতী । ও বাবা জগু, কোথা ব্যক্তিসু ?

জগা । কোথাও না, মা ।

পার্কীতী । টিল কুড়ুতে ব্যছিলি মি ?

জগা । বড্ড মনে কোরে দিইরেচো মা । তাই
বটে ।

পার্কীতী । টিল কি হবে ?

জগা । পেট হেঁদা কোরবো ।

পার্কীতী । কার পেট ?

জগা । জালায় পেট ।

পার্কীতী । (সরোষে) ও সুখগোড়া ! কুন্নে
একটি কানাতাঙা অলের জালা ঘরের কোণে আছে,
তাও তোয় সহিলো না রে ভ্যাক্রা ।

জগা । দূর বোকা বেটি ! সে জালায় পেট
কাটালে তেঁষ্টার মারে পোয়ে ছাতি কেটে মারবো
যে গো ।

পার্কীতী । তবে আবার কোন্ জালা ?

জগা । বে-জালা জালায় বড় ।

পার্কীতী । সে আবার কোন্ জালা ?

জগা । কুব্বান মাহুক-জালা ।

পার্কী। তা যত পারিস্ পেট কাটা। (খড়ের তড়পা দেখিয়া) হ্যা রে জগা! এক তড়পা খড় কেন আনলি? গরু কই?

জগা। (আশ্চর্য হস্ত দিয়া) এই—এই।

পার্কী। যুগে আগুন, যুগে আগুন।

জগা। ওগো মা, খড়ে ঘরের চাল ছাইবো।

পার্কী। ছাওয়া চাল বেচাল কোরে ছাইবি না কি?

জগা। আমি নিতুই নতুন ভালবাসি। রোজ রোজ চালের খড় বদলাবো।

পার্কী। তোর আগার আর পরসা কড়ি থাকবে না। আমি ধান ভেনে, ঘুঁটে বেচে, বা কিছু পরসা কড়ি জমাই, তুই উড়িয়ে দিস্।

জগা। (সহাস্তে) আরে আবাগের বেটি! পরসা কড়ি, টাকার কাড়ি তো চিরকালই উড়ে বেড়ায়। এগুলোও যে পাখী।

পার্কী। দূর সুখপোড়া! পরসা টাকা আবার পাখী!

জগা। যে সে পাখী নয় মা, পরসা টাকা লক্ষীর বাহন পেঁচা পাখী। অস্ত্র পাখী দিনে ওড়ে, দেক্তে পাই; পেঁচা রেতে ওড়ে, চোখে মালুম হয় না। টাকা পরসাও তেরি। এগুলো এরি বেমালুম ওড়ে, কার সাখ্যি আটিকার? টাকা পেঁচা, পরসা পেঁচা, হরদম্ চৌচা ওড়ন উড়চে।

পার্কী। না, আমার নকী বাবা, তুমি আর মিছিমিছি উড়িও না।

জগা। তোর নকী বাবার সাখ্যি কি যে নকী মার পক্ষী আটকে রাখে।

পার্কী। তবে আর তোকে পিঠে গোড়ে খেতে দেখো না।

জগা। ও বাবা! পিঠে না খেলে পেটের যেটে শুকিয়ে যাবে যে। আচ্ছা, এইবার থেকে, টাকা পেঁচা আর পরসা পেঁচাকে বাঁচার পুরে, কিপ্টের মলে নাম লিখিয়ে চেষ্টে চেষ্টে বলবো।

পার্কী। তা হলে শেষে সুখ পাবি।

জগা। যে করে সুখের আশ, হুঃখু তার রায়ো

মাস। লোকে দেতো হাসি কেবল হাসে, মনের চোখে কেঁদে কাসে। (কণেক ভাবিয়া) ও মা, একটা মস্ত সমিজে মনে পড়লো।

পার্কী। কি সমিজে?

জগা। সে দিন গঙ্গাগোলপুরের টোলে পণ্ডিতরা বলহিলো—সুখ ছিল অসুখ, সন্ধি হল অসুখ। অসুখসুখ শুনে আমি সার ভেবেচি, অসুখসুখ কি না বার নাম অসুখ, সে শুখা। তাই বলচি মা, হুনিয়ার কি আর অসুখ আছে? সুখ শুখিয়ে গেছে। কেবল হুঃখু—হুঃখু—হুঃখু। এ যে না বিবেচন করে, সে হুঃখু—হুঃখু—হুঃখু। (কণেক পরে) মা, আমার ভারি খিদে পেয়েচে।

পার্কী। পরসা নষ্ট কোরে খড় এনেচিস্, খাবার দাবার তোরের কোরো। কিসে? খিদে পেয়েচে, ছাই খা।

জগা। তবে খড়গুলো গুড়িয়ে দে।

পার্কী। যুগে আগুন, সুখ-পোড়া! মর মর, এখনি মর।

[প্রস্থান।

জগা। মাতৃবাক্য অবশ্য পালনীয়। আমি নিশ্চয় মরবো। পণ্ডিতের বলে, পিতা মাতার কথা যে না শোনে, সে মহাপাতকী নরাদম। সুতরাং কেন মহাপাতকী নরাদম হব? অস্বিস্তি মরবো। মা! শেষ বিদায়, এই তোর সুবোধ ছেলে জগা চলো ম'তে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হান—গ্রাম্য পথ। সময়—সন্ধ্যার পূর্ব।

এক দিক্ দিয়া নরহরি ভট্টাচার্য্য ও অপর দিক্ দিয়া জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। পেয়াম গো ভট্টাচার্য্য মশায়!

নর। বেঁচে থাক্, জগা, বেঁচে থাক্।

জগা। কোন্নে কি ঠাকুর, এমন আশীর্বাদও কোন্নে আছে? বড় সবটে কেসে, যে ঠাকুর!

নর। লকট কি, রে জগা ?

জগা। তোমার আশীর্বাদ নিতে গেলে মাতৃ-
বাণী লঙ্ঘন করা হয়, আবার মাতৃবাণী পালন
কোত্তে গেলে তুমি হেন ব্রাহ্মণের বাণী হেলন
করা হয়।

নর। তোর মা কি বোলেচে ?

জগা। তুমি যা বোলে আশীর্বাদ কোলে,
তারই ঠিক উঠে।

নর। ম'ন্তে বোলেচে ?

জগা। হ্যাঁ ঠাকুর মশায়। আমি ম'ন্তে
যাচ্ছি, তুমি মাঝে থেকে "বৈচে থাক্" বোলে
বাগড়া দিলে। তোমার পেরাম কোরে বড় আহা-
স্থকিই কোরেচি।

নর। ওরে পাগল! তোর মা তোকে গাল
দিয়েচে। নতুবা মাতা কি কখনও পুত্রকে সত্য
সত্য ম'ন্তে বলে ?

জগা। তবে কি মা আমাদের মধ্যে মধ্যে
ম'ন্তে বোলেচে ?

নর। তা বই কি ?

জগা। তবে তুমিও মধ্যে মধ্যে "বৈচে
থাক্" বোলে আশীর্বাদ কোলে ?

নর। তুই ঘোর পাগল। তোর সঙ্গে কথা
গুণগোল ক'ন্তে পারিনে, বাপু। আমি চ'ল্লেম।

জগা। তা চল, কিন্তু টোলে-গিয়ে তোমার
শ্রদ্ধতত্ত্বের পুঁথিখানা ভাল কোরে একবার দেখো,
তাতে সেই বিধিতে লেখা আছে কি না।

নর। কোন্ বিধি ?

জগা। জ্যোন্তে মরার শ্রদ্ধবিধি।

নর। মৃতেরই তো শ্রদ্ধ হয়, জীবন্তের
অর্থাৎ জ্যোন্তে মরার আবার শ্রদ্ধ কি ?

জগা। তোমার কথার জীবন আর মায়ের
কথার মরণ, হুতরাং আমি জ্যোন্তে মরা। তারি
শ্রদ্ধ।

নর। দুঃ পাগল।

জগা। পাগলে ঠাকুর, তা পাগলে কি
আমি মাতৃবাণী আর ব্রাহ্মণবাণী দুইই প্রতি-
পালন কোরবো। জীবন্ত অর্থাৎ জ্যোন্তে মরা
হব। একবারে বাঁচবও না, কিবা একবারে ম'র-
বও না, দুই-মিশিরে হব জ্যোন্তে মরা।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—নদীতটে শ্রশান। সময়—সন্ধ্যার পর।

জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। এই যে আমার সাধের স্থান।
এখানে সবাই আসে,—মরা আসে, জ্যোন্ত আসে,
জ্যোন্তে মরা আসে। জ্যোন্তে মরা কে ?—জগা
পাগলা। জগা পাগলা কে ?—আমি। শ্রশান
বড় স্থানের স্থান। শ্রশানে দুটো খুব লম্বা লম্বা হুড়ক
আছে। একটা হুড়ক দিবে যাওয়া যার স্বর্গে আর
একটা দিবে নরকে। যে পাপ করে, সে যার নর-
কের হুড়কে; যে পুণ্য করে, সে যার স্বর্গের
হুড়কে। ও জগা! জাখ্ জাখ্, ইস, নরকে বাবার
হুড়কটার ভিতরে ভিড় জাখ্—অসংখ্য পাগীর
ভিড় জাখ্। কিন্তু, জগা, স্বর্গে বাবার হুড়কটা
খালি ব'লেই হয়; হু একটা পুণ্যাত্মা লোক যাচে।
হার হার, ছনিয়াতে পোনে বোল আনা নরনারী,
নরকে যাওয়ার হুড়কের অধিকারী। জগা! তোর
কপালে কোন্ হুড়ক ? ভগা জানে। আমি মাতৃ-
বচন, বিপ্রবচন করেচি পালন, পেয়েচি মরণে জীবন—
জীবনে মরণ—অর্থাৎ জ্যোন্তে মরা। এতে যদি
পাপ হয়, বাব নরকে; যদি পুণ্য হয় বাব স্বর্গে।
ভয় কি, জ্যোন্তে মরা জগা ? মরা কোরে পায়নাজ
হয়ে চিত্তের কয়লার উপর চিৎ হয়ে ওয়ে পড়।
এখনি দেখে পাবি, তোকে বিহ্বল হুতে টানে, কি মম-
দুতে টানে—তুই স্বর্গের হুড়কে ঢুকিস, কি নরকের
হুড়কে ঢুকিস। এই শরে তুলে জগা পাগলা
জ্যোন্তে মরা। (একটা নির্দোষ চিত্তের উপর নেত্র

একটা শূণ্য কলস লইয়া নরহরি
ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ ।

নর । অতঃপনিবার অমাবস্তা । অতঃই দিলীপ
রাজিতে শ্রীমতী হেমাদিনী দেবীর স্বামী শ্রীকৃষ্ণ
দাবু খণ্ডেনাথ বন্যোপাধ্যায়ের বশীকরণক্রিয়া
কোত্তে হবে । সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হয়েছে । এই সময়
এই শশানসংলগ্ন নদী হ'তে এই নূতন মৃৎকলসে
জল গ্রহণ করি । (নদীজলে কলসী পূরণ করিয়া)
এইবার বাই । (সহসা হতে বেদনা অনুভব করিয়া)
উহ উহ, হতে হঠাৎ কঠিন বেদনা হল বে । ভয়-
নক কষ্ট, অলপূর্ণ কলসী যে আর তুলতে পাচ্ছি না ।

কি করি ? কাকেই বা ডাকি ? এ নির্জন শশানেই
বা কে আছে ? আচ্ছা, একবার ডাকি, যদি কেউ
থাকে তো সাড়া দেবে । (উচ্চৈঃস্বরে) কেউ এখানে
আছে কি ? বলি কেউ এখানে আছে কি ?

জগা । (সহসা চিত্তা হইতে লক্ষ্যপ্রদান করিয়া
নরহরির সম্মুখে গিয়া) আছি বই কি ।

নর । (সন্তরে ভুলে কলসী রাখিয়া) ওরে
বাবা রে ! ভূত রে ! রাম রাম রাম রাম ! (পলার-
নোভোগ)

জগা । (নরহরির পা জড়াইয়া ধরিয়া) পালাও
কোথা ? ডাকলে কেন ?

নর । দোহাই ভূত ! দোহাই ভূত !

জগা । এখনো ভূত হয় নি ।

নর । হী বাপু, তুমি ভূত ।

জগা । উহ, আমি জ্যাতে মরা ।

নর । জ্যাতে মরা কি ?

জগা । জগা পাগলা ।

নর । না, তুমি ভূত ।

জগা । না, আমি ন-ভূত ।

নর । ন-ভূত—ন-ভবিষ্যতি । ন-ভূত হবে
না, হুতরাং তুমি ভূত ।

জগা । মায়ের হুকমে ম'রে ভূত হতুম, কেবল
তোমার আশীর্ব্বাদে বেঁচে ম'রে আছি—অথাৎ
জ্যাতে মরা হয়ে, ন-ভূত হ'য়ে আছি । ভট্টাচার্য্য
শশার, বিক্রেণবেলার আশীর্ব্বাদটা সন্ধ্যের পরেই

ভুলে গেলে ? বায়ুণের এত ভুল, তাই তো আশী-
র্ব্বাদ কলে না ।

নর । পা ছাড়, বাপু ভূত !

জগা । (বিরক্ত হইয়া) কেন বলি ভূত ভূত
বোলবে, তো পা ভেঙে দেবো ।

নর । আচ্ছা বাপু, তুমি ভূত নও, দেবতা ।
দেবতার কি উচিত মায়ের পা ধরা ?

জগা । তবে যাড় ধরি । (দণ্ডায়মান হইয়া)
কেমন, ধরি যাড় ?

নর । (জগা পাগলার মুখ দেখিয়া) আরে তাই
তো, জগাই যে ! তুই এমন ভর সন্ধ্যার সময়
শশানে কেন ?

জগা । আমি যে জ্যাতে মড়া । মরা মড়া
হলে এককণ পুড়ে ভস্ম হয়ে যেতুম, কিন্তু জ্যাতে
মড়া বোলে চিতের চোড়ে খড়কড় কচ্ছিলুম ।
তোমার ডাক শুনে উঠে এলুম । তা বাবু, এখন
জ্যাতে মড়ার একটা গতিমুক্তি কর ।

নর । তোমার গতিমুক্তির উপায় ভেবে রেখেছি ।
এই জলের কলসীতে মাথায় কোরে আমার সঙ্গে আর ।

জগা । মজুরী ?

নর । আমার উত্তরীয়খানার পাঁচটা কলার
একটা ছড়া বাঁধা আছে, তাই দোবো ।

জগা । আগে দাও ।

নর । এর পর দিলে হবে না ?

জগা । না, হবে না ।

নর । কেন ?

জগা । “কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরলে
পাজী ।” জলের কলসী মাথায় ব'য়ে নিয়ে গিয়ে,
শেষে কি পাজী হবে ?

নর । আচ্ছা, বাপু, অগ্রেই, কলসী গ্রহণ কর ।
(কলসী প্রদান)

জগা । এই আমিও মোট তুলি । (মস্তকে
কলসী উত্তোলন)

নর । চল এইবার ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—পথ। সময়—সন্ধ্যার পর।

নরহরি ভট্টাচার্য্য ও কলসীমস্তকে জগা

পাগলার প্রবেশ।

নর। শীত শীত চল।

জগা। একটা লঠন জেলে এনে, ও কথা বোলে শোভা পেতো। একে অমাবস্তে, তাতে রাত্তির, তাতে আবার মিশমিশে অন্ধকার। আন্তে আন্তে চল, ঠাকুর! নৈলে ঝড়া শুকু ঝাড়মুড় খুঁড়ে প'ড়ে যাব।

নর। তবে তাই চল, বাপু।

জগা। (স্বগত) এইবার আমার বড় মজা। যা তো পরসা কড়ি আর দেবে না, অথচ আমার পরসা না হলে চলবে না; এই বায়ুণ পাঁচটা কলা নিয়েচে। একটা খাবো, চাটে হাটে বেচে একটা পরসা পাবো। সেই একটা পরসা পুঁজী কোরে ব্যবসা শুরু কোরবো। কোলকাতা গিরে, এক পরসার পঁচিশটে ছুঁচে কিন্বো; গায়ের এসে এক এক পরসার পাঁচটা কোরে বেচুবো, পঁচিশটে ছুঁচে, পাঁচটা পরসা হবে। তার পর, মিথে হাতীর কাছে পাঁচ পরসার একটা, মাদী ছাঁসের ছেনা কিন্বো। মাস কএক সেটা বড় হয়ে, রোল রোল এক একটা কোরে ডিম পড়বে। দিন দিন ডিম বেচে কিছু দিনে অনেক পরসা জন্মবে। তার পর, একটা ছাগলী কিন্বো। সে তিন চাটে কোরে, দফার দফার বাচ্চা বিওবে, বাচ্চাগুলোকে আচ্ছা পাটা পাঁচি কোরে, বেচে টাকা জমাবো। টাকা কুড়ি হলেই একটা আট-দশ-সেরা দুধ-ওয়ালী গাই কিন্বো। সেই গোরের দুধ-ভো-বেচুবাই; তা ছাড়া, তার দুধ-নই হবে, অথর হবে, পীর হবে, ছানা হবে, খোল হবে, বি. হবে। এই সব গব্য বেচে টাকার আঙুল হবে। তখন আর আমার পার কে? আমিই বা কে, আর আমাদের গাঁয়ের খগেন্দ্র বাড়য্যে জরীদারই বা কে? তখন খগা

তাই। হাতে কীড়ি কীড়ি টাকা জমায়ে একটা অতি সুন্দরী রাত্রী-টুকুকে বৌ করতলপত কর। যেহেতু যেহেতু কিছুকালে আমার অনেক বেহলে ঘেরে স্মৃতি হয়। তখন আমার সোনার সংসার। আমি দার-মাকীর বোটোঁকখানার ডাক্তার, চৈন্য নিয়ে টানা-পাখার হাওয়া খাবো; ছেলেরা আমাকে তাত খাবার তরে ডাক্তার আসবে। তখন কি টানা-পাখার ঠাণ্ডা হাওয়া হেঁড়, পরম তাত খেতে যাবো? কখনই না—কখনই না। হেলে, গুলোকে ধোম্কে এরি কোরে বাড় নেড়ে বোলবো—হাম্ নেহি তাত খারেনে। (সকলেরে বাড় বাড় ও মতক হইতে জনপূর্ণ কলসী ছুতলে পতিত হইয়া ভয় হওন)

নর। (তদর্শনে রুট হইয়া) আরে, কমি-কি ব্যাটা! কলস ভেঙে ফেলি!

জগা। আমার ছেলেরা কেন টানা-পাখার হাওয়া খাওয়ার সময় আমার ডাক্তার খেতে ডাক্তার এলো?

নর। (বিস্ময়ে) পথে টানা-পাখা! হেলে!

জগা। তবে কি আমি মিছিমিছি কলসী দিলুম কেলে?

নর। ভাল পাগলের পালার পড়বে যে। কিরে দে আমার কলা।

জগা। সাথে, কি বোলছিলুম,—“কাঁজের বেলায় কাঁজী, কাজ করলে পাঁজী”।

নর। বেশিক ব্যাটা! ভাল চাস্তো দে কিরে কলসী।

জগা। এই বুড়ো আঙুলের কলা।

নর। (গৈরোবে) তবে কে পাঁজর ব্যাটা? আমাকে বুড়ো আঙুলের কলা? পাঁজর পাঁজী! (প্রহার);

জগা।। মাজে দে, ঠাকুর?

নর। আমার মারবে।

জগা। বটে! বড় বাড়িবাড়ি যে। কি বলবো। তুমি চন্ডাকাটা হতো গলার দিয়েছে, নৈলে চোচ-

নর। আমাকে চরকী ধোরাবি, ব্যাটা! কে
চরকী ধোরে তাৎ। (পুনঃপুনঃ প্রহার)

জগা। উঃ, বাপ্ রে! ছেরান্দর চালকলা
চটুকানো হাতের চড় এত শক্ত! রোসো, তোমা-
রও অন্ত ছেরান্দর বরাদ্দ কচ্চি। তুমি ব্রাহ্মণ,
তোমার উত্তমাদে আশাত কোরে পাগ হবে, অধ-
মাক টেনে মারি আছাড়। (নরহরির পা টানিরা
তুতলে নিক্ষেপ)

নর। (তুতলে পড়িয়া কঠে) বাবা রে! খেঁচি
রে! উহ, ব্যাটা এমি পাক্সাট আছাড় দিবেচে,
একবারে জ্যাংতে মরা ক'রে কেলেকে।

জগা। কি, ঠাকুর, তুমিও জ্যাংতে মরা! তা
হল ভাল, জ্যাংতে মরা একটা ছিল, ছোটো হল।
এখন তুমি এক পথে বাও, আমিও এক পথে বাই।
প্রস্থান।

মর। হা নারায়ণ! আর বে দাঁড়াতে পাচ্চি
নে। পা ছুঁখানা অবশ হয়ে গিয়েচে। আবার যদি
পাংলা ব্যাটা ছুটে এসে ঠেঙার, তবেই জ্যাংতে
মরার পর মরা। তার চেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পালাই।

[গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য ।

স্থান—নিবিড় অরণ্য। সময়—মধ্যরাত্রি।

পঞ্চ পরীর প্রবেশ।

পঞ্চ পরী। (গীত)

খেঁচলো সজনি, নিরুন্ম রক্তনী,
বিকিমিকি করে আকাশে তারা।

এ ধারে ও ধারে, আঁধারে আঁধারে,

ওঁকি পাড়ে যেন স্নহুখী পারা।

আঁধারে বহিছে মলয় বার,

মৃদল মৃদল শাসিছে গার,

আঁধারে কুহব হুکیয়ে হাসে,

ছড়ারে সুরতি আমোদ-ভরা।

সুরতি লখিরে খুঁজিরে খুঁজিরে,
ফোটা ফুল তুলি বাছিরে বাছিরে,
গাঁথি চারু মালা ছুঁয়াব গলে,
খরিয় পড়িবে মধুর ধারা ॥

দূরে জগা পাংলার প্রবেশ।

জগা। (উপবেশন করিয়া, ছড়া হইতে পাঁচটা
কলা তাড়িয়া তুতলে সাক্ষাইয়া) আজ বড় মজা,
আচ্ছা মজা, তারি মজা, এক আধটা নয়, পাঁচ
পাঁচটা। একটা খাবো—ছোটো খাবো—তিনটে
খাবো—পাঁচটা খাবো। হুঁহু, আজ বড় মজা
পাবো। বাবা, এক আধটা নয়, পাঁচটা খাবো।

১ম পরী। (সতয়ে জনান্তিকে) ও সই! ওটা
কে লো! বলে কি লো! পাঁচটা খাবে বলে যে!
আমরাই তো পাঁচ পরী।

২য় পরী। তবেই তো, সই, বড় বিপদ হলো
দেখচি।

৩য় পরী। এত খাবার জিনিষ থাকে ও
খাবে কেন?

৪র্থ পরী। এখন উপায়?

৫ম পরী। নিরুপায়।

জগা। হুঁহু, এক আধটা নয়, পাঁচ পাঁচটা
সাবাড় কোরবো। তারি মিষ্টি ভারি সুষ্টি। পাঁচ-
টাই কপাকপু গিলবো।

২য় পরী। (১ম পরীর প্রতি জনান্তিকে) ও
সই! খেলে যে! খেলেম যে!

১ম পরী। অন্ত ভয় কোরো না, স্থির হও।
ওকে কিছু সগাদ দি। তা হলে ও আমাদের পাঁচ
পরীকে খাবে না। এ লতাকুলে আমি একটা
ভেঙ্কিমগ আর ছোটো লাঠি হুকিয়ে রেখে এসেছি;
তাই এনে ওকে দি।

২য় পরী। দৌড়ে গিয়ে আন।

জগা। এই বাই পাঁচটা।

২য় পরী। যাও বাও, দৌড়ে বাও।

প্রথম পরীর বেগে প্রস্থান।

জগা । এই খেলুম, আর দেবি মর না—

২য় পরী । একটু ধামো । খেও না খেও না ।

জগা । তা কখনই হবে না, এখনি ধাবো, এই খেলুম ।

ভেকি-মগ ও ছুইটা লাঠি লইয়া বেগে প্রথম পরীর পুনঃপ্রবেশ ।

১ম পরী । ও সই, শুণ্ডিতে ঠিক মিলবে তো ?

২য় পরী । একবার শুণ্ডে দেখ ।

১ম পরী । (নিজেকে বাদ দিয়া অপর চারি পরীকে গণনা করিতে করিতে) এক, দুই, তিন, চার । (সভয়ে) ও মা, চার জন বে ! এক জনকে খেয়ে ফেলে না কি !

২য় পরী । আচ্ছা, আমি শুণ্ডে দেখি । (পূর্ববৎ গণিয়া) এক, দুই, তিন, চার । (সভয়ে) হাঁ হাঁ, তাই তো ! কাকে খেলে গো ! দেখে পেলুম না, বেমানুম গিলে কেলে !

৩য় পরী । আচ্ছা আমি শুণ্ডি । (পূর্ববৎ গণিয়া) এক, দুই, তিন, চার । (সভয়ে) একটাকে খেয়েচে ! কি হবে !

৪র্থ পরী । ভাল, আমিও শুণ্ডে দেখি । (পূর্ববৎ গণিয়া) এক, দুই, তিন, চার । (সভয়ে) পাঁচটা তো হলো না ! কাকে গিলে গো !

৫ম পরী । সবাই তো শুণ্ডে আমিও শুণ্ডি । (পূর্ববৎ গণিয়া) এক, দুই, তিন, চার । (সভয়ে) ও মা ! নিশ্চয় একটা পরীকে খেয়েচে ।

জগা । এইবার আমার গণবার পালা । (পঞ্চ পরীর প্রতি) এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ ।

৬ম পরী । তবে তুমি ঠাণ্ডা কি ? বেশ কোরেচে । খেও না—খেও না । এই ভেকি-মগ আর ভেকি লাঠি বোড়া নেও ।

জগা । এতে কি হবে ? আমার কি পেট হবে ?

১ম পরী । ভয়কে, ভয়বে ! তুমি ভেকি-মগের কাছে যে খাবার চাইবে, এ তৎক্ষণাৎ তোমার

জগা । সত্যি ?

১ম পরী । সত্যি ।

জগা । দূর ! নিখোঁ কখা । খাদি-বগ, এর ভিতর কিছুই বেই । (উপকৃত করিয়া নাড়িয়া ছাড়িয়া) আমাকে কীকি ।

২য় পরী । কীকি নয়, তুমি চাও না ?

জগা । আচ্ছা চাই । ওরকম ! আমাকে মুঠো মুঠো মুড়িমুড়কি দাও দিকি না, কই, দেব না কেন ?

১ম পরী । ঢাকা খুল হাত গুরে দেখ, মুড়িমুড়কি পাবে ।

জগা । (তজ্জপ করিয়া) আরে বাব্বা ! তাই তো ! এই বে এক রাশ মুড়িমুড়কি ! জগা ! তগা তোকে সদর হজরচে । (মুড়িমুড়কি খাইতে খাইতে) বেড়ে টাটকা মুড়িমুড়কি তো ! আচ্ছা, এই লাঠি ছটোর কি হবে ?

১ম পরী । রাঙা লাঠিতে জুঁরে চুকলে, একটা মস্ত ভূত মাটি হুঁড়ে বেরিয়ে আসবে । যাকে ঠেঙাতে বোকাব, ভূত তাকেই ঠেঙাবে । আবার শাদা লাঠিতে যেমন জুঁরে চুকবে, ভূত অগ্নি পাতালে চোলে যাবে ।

জগা । আচ্ছা, একবার পরখ করি । (ভূতলে রাঙা লাঠির আঘাত ও সহসা ভূতল তেজ করিয়া একটা ভূতের উত্থান)

জগা । ওরে বাব্বা ! এ বে তুই কোড় পাহাড়ে ভূত । আচ্ছা, ভূত ভায়া ! তুমি এই পাঁচ পরীকে ধোঁড়াও ।

২য় পরী । সে কি ! কে দেখালে তু, তাকেই তু ।

জগা । তোকে ছাড়া এখানে আর তো কেউ নেই, কার উপরে ঠেঙানির পরখ করি ? ঠেঙাত, ভূত !

(পঞ্চ পরীকে ভূতের প্রহার ও পরীসমূহের আর্জনার)

২য় পরী । বস বস আর না । জুঁরে শাদা লাঠি ঠোকো হাঁস, হাঁস, সকলে জ্যাতে মরা

জগা। মাঠে মাঠে। হুটো জ্যাতে মরাছিল,
হুটো আর পাঁচে সাঁতটা হল। হুটোটি খায়ে মাটি।
(তরুণ সুর ও তুড়কে তুড়কে প্রবেশ)

১ম পরী। হি হি, তুমি তারি নিরুৎসাহ।

জগা। কোড়া অস্ত্র কোরকো ডাকাত কি
নিরুৎসাহ হয়?

১ম পরী। তুত ভেলিরে হেঁচামোর বাঘ তুমি
কোড়া অস্ত্র?

জগা। খোজে গেলে তাই বটে। তা স্বক,
তোমরা কিছু মনে কোরো না। আমি তেজি-
মগ লাঠি নিয়ে চলুম।

[প্রস্থান।

২য় পরী। আ, বাচ্চলম নই! দাম দিরে
জর হাকলো। এপ্রতি আমাদের পাঁচটার দফারকা
কোরেছিলো। সাপে ব্যাঙ গেলার মত কপ্ কপ্
কোরে গিলে ফেলতে।

৩য় পরী। তুড়ের ঠেঙানিতে কিছু জ্যাতে
মরা হয়ে পড়েচি।

১ম পরী। তবু পুরো মরার চেয়ে লাভ অনেক
ভাল। চল এখন এখান থেকে অস্ত্র মনে পালাই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—পশ্চিমার্ঘ্যে মরার দোকান। সময়—প্রজাত।

দোকানে জীবন মরার উপবিষ্ট।

তেজি-মগ ও ঘোড়া লাঠি লইয়া জগা
পাগলার প্রবেশ।

জগা। ওহে জীবন! তোমার দোকানেই
তো জীবের জীবন। হুড়ি বল, হুড়কি বল, সতরঙ্গ
বল, বাতাগা বল; চিঁড়ে বল, ছোলা বল; শুক
বল, পাঁড় বল, হেন বল, তেল বল, সবজি
জীবের জীবন।

জীবন। তাতে ভোর কি?

জগা। আমিও তো ককের জীব, কিংকি

দান কর। জীবকে জীবনদানে মহাপ্রণি় হবে,
দাদা।

জীবন। এ তো আর তরুণের দোকান নয়
বে, বিনি মূলে থাকে তাকে জীবন দান করবো।

জগা। দাদা, নিরাকার ভগবানকে কেউ
দেখে পার না। তুমি দাকার ভগবান। বড়
বিদে, কর জীবনদান।

জীবন। কেন মিছে সকাল বেলা সকাল
বকার বকচিস? পাগলামীর কি আর আরগা
পেলি নি?

জগা। যে জানে না গোলামী, তারই কাছটা
পাগলামী। তুমি এ হুটোর কোন্টা ইচ্ছে কর?

জীবন। ভাল আপদে পোড়ুম বেগা। এ
আটকুড়ীর ব্যাটা মরে না।

জগা। দাদা, ম'রে বেঁচে আছি। আমি
কাল থেকে জ্যাতে মরা। এখন জ্যাতে মরা
জীবটেকে বংকিকি জীবন দানে জ্যাস্ত কর,
জীবন দাদা। আশীর্বাদ কোরে মরে চোলে যাই।

জীবন। পাগলের আবার আশীর্বাদ।

জগা। আচ্ছা, এস তবে করি বিবাদ।

জীবন। তুই তো তারি উদ্ভাদ।

জগা। এখনও বাকি প্রমাদ, নৈলে পুরাও নাখা।

জীবন। দে দাম, পুরোই মনকাম।

জগা। রাম রাম, রাম রাম।

জীবন। তবে কি অরি ঠকিরে মেঠা মণ্ডা
গিলবে?

জগা। দাদা! জীবন! তোমার ঠকায় কোন্
জন? আমি তো একটা জগা পাগলা—হ্যাঁ হ্যাঁ,
হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি আমার তোমার
ঠকায়? দাদা যে, তুমি পলকে পলকে বলক
বলকে চৌদ-ভুবন ঠকবুকে জর কোজো। কত
শত সরল লোক তোমার কাটা লাড়ি, বটা বা
খারার গোলোক-ধাধার পোড়ে আধার দেখে
তোমার মত আবার এই হনিয়ার এই রকম ব্যব
দার, দোকানদার, কারবারদার ঠক মাহব অণ্ডতী
অণ্ডতী।

জীবন। কের দমি এমন কোরে যা ইচ্ছে,
চাই বলিস, তবে খামার খোরে নিরে বাব।

জগা। আমার তুমি মাহবের খানার দিগে
দাবে, ওদিকে বসন্ত এসে মনের খানার তোয়ার
টেনে হিছু'ড়ে নে গে হিছু'ড়ে কেনবে। দাদা হে,
একবার মনে কর,—“শেবের সে দিন তরুণ!”

জীবন। ওরে আমার তরুণগীশ। দুই হ
খানার বোকান থেকে।

জগা। দুইই আছি; তোমার গারে বেসে
ধাক্লে এখনি তোমার ঠকানি-গুণের বিশ গুণ
আঙুলে ঝলসে গুড়ে ম'হুভেন। তেমন মরা ম'হুভে
আমার ব'রে গেচে। আমি-জ্যাক্তে মরা।

জীবন। দাবি নি?

জগা। একুশি বাব, দাদা। গণ্ডা কতক
বাতাসা কেলে দাও, খেয়ে মজা কোরে ধরের ছেলে
ঘরে বাই।

জীবন। মাঠে বোসে বাতাস খেগে যা;
বাতাসা খায় না।

জগা। আচ্ছা, তুমি না দাও বাতাসা, আমি
বরং তোমার গণ্ডা গণ্ডা দিচ্ছি। জীজলা পাতো।
ঝগুঝগে মগ! (মগ দেখাইয়া) এর মধ্যে কি
আছে?

জীবন। কই কিছুই তো নেই। বোড়ার
ডিম্!

জগা। উ'হ, ওড়ের ডিম্। মগ! দাও তো
বাতাসা। (মগ উপুড় করণ ও তদ্রূপ হইতে
খড়মড় করিয়া বাতাসা নির্গত হওন) কেমন জীবন
দাদা! বোড়ার ডিম্, না ওড়ের ডিম্!

জীবন। (সবিস্ময়ে স্বগত) জ্যা, তাই তো!
এ যে বড় তাজব ব্যাপার! খালি মগের ভিতর
থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি বাতাসা বেরিয়ে পড়লো!
(প্রকাশে) ওহে অগবজ!

জগা। এখন অগবজ বল কেন, দাদা? জগা
বল। লোডের মিটি রসে তোমার কটকটে কথা
মিটি হল নাকি?

জীবন। গোবিন্দ গোবিন্দ! লোড কোডে

আজ্ঞে? (স্বগত) বাতাসা ব্যাটারে ঠকিয়ে দাও।
দায়সাৎ কুরি (প্রকাশে) ম'হু আর কি গোড়া
জগা। যা চাক, তাই থাকে। এক বটী

মধ্যে ভোঁয়ার এই দাদারের সেরকীনের মত ম'হু-
খানার বোকানি সাজিয়ে দিতে পারবে।

জীবন। বলিস কি অগবজ!

জগা। আচ্ছা তোমার রসালানে কাল-মাই।
আমি বাই; পুতুরবাটে বোঁদে বাতাসা খাই।

জীবন। আরে তাই, রাগ কোডে আছে কি?
আর আর, এই চাটাইখানা পেড়ে বোসা হাত
মুখ পা টা দো। সারারাত বোধ-হর, ভোঁর মুখ
হর মি—না?

জগা। হ্যাঁ, তারি মুখ আগুচে।

জীবন। তবে শো-শো! তার পর বাকী
দাস।

জগা। (স্বগত) খাতিয়টা একবার দেখ,
জামাই-আদর কোথায় লাগে। হুমিরার মাহবের
কাণ্ডই এই। বার্ষে যদি পড়ে যা, বলে খান্দা;
বার্ষ যদি সাধন হয়, বলে বাবা। হাতের হুমিরা!
হুতোর মাহব! পাশ পেড়ে মাহব কবাই কর,
তুঁরে না রক্ত পড়ে।

জীবন। দাঁড়িয়ে কি রিক্, বিড্, ককিস্?
আমিই চাটাই পেতে দিচ্ছি। আহা, ছেলে মাহব,
সারা রাত সুখোর নি, চোক হুটো বেন টাট্কা
কোটা রক্ত জবা, মুখখানি তকিরে পেচে। আর
ওরে পড়, আমি বাতাস ককি।

জগা। (স্বগত) ব্যাটা জামাই-আদর ছেড়ে
এইবার পতিতক্তি দেখাতে আরম্ভ করেছে।
লোডের কি বিডিক্, বাবা! তিডিক্ তিডিক্—
টিডিক্ টিডিক্—পিডিক্ শিডিক্। জীবনের আমার
ডেকি-মগের কাছে তর বেতর খাবার মেগ-মেগে
বোলে কেমন মনমজানে বাবতান দেখাচ্ছে।

জীবন। আর না তাই, শো না।

জগা। আমার খানার নিরে বাবে না?

জীবন। (কুশির হাতে) আমার নামে কথা।

জগা। আচ্ছা না, কাদের কথা।

জী-পন্নী। (সকাতরে) ও ভূত বাবা! আমি
ন যেসে গব্ভবতী, গব্ভপাত কোরো না, বাবা।

জগা। মার মার—পেট না ফাটে—মার মার।

জী-ভ্রাতৃবর। (সকাতরে) নাকে কাণে খৎ,
তোমার পায়ে পড়ি, জগু ভাই। ভূত ছাড়াও।
হু ভেরেই অসামাল হয়েছি। (জীবনের প্রতি)
বড় দাদা! তুমিও কি?

জীবন। আমি ভাই আবার সামাল সামাল
অসামাল। সব মাল পরমাল।

জী-পুত্রচতুষ্টয়। জগুর ও খাই, ছাড় ভূত
ভাই। মলুব, মলুম।

জী-১ম পু। ও বাবা! জগুর মাগ ফিরে
দাও, বাঁচাও বাঁচাও।

জগা। মাগ কি রে পাজী। মগ—মগ।

জী-১ম পু। মগের মলুকের ভূতের হাতে
প'ড়ে মাগ মগ একসা হ'য়েচে। ও বাবা, মগ
দাও, মগ দাও; রগ গেল, রগ গেল।

জীবন। একটু স'য়ে থাক বাবা। ভূতের
হাতে ব্যথা হলেই ভূত আপনি ছাড়বে।

জী-পন্নী। পেট ফাড়বে, ভুঁয়ে পাড়বে, তবে
ছাড়বে। ও মিলে নোভ ছাড়্ মগ রগ কি
নিয়েচিস্ ফিরে দে—আমার মাথার কিরে, দে
ফিরে, নৈলে ভূতে ফেলবে চিরে।

জীবন। মিনিট পাঁচেক কিল খেয়ে কিল চুরি
ক' পাগলি।

জগা। জীবন, এইবার হাগলি। ভূত! জীব-
নের পেটে দেও পা, নৈলে মগ বেরবে না। (ভূতের
তদ্রূপকরণ-চেষ্টা)

জীবন। না, জগবন্ধু! তুমি দীনবন্ধু, দয়ালু,
মারা-ইন্দু, ছারা-বিন্দু! পেটে পা দিলে, হাঁ দিরে
দশ হাত জিব বেরিয়ে পড়বে। পেট ফাটলে পট
কোরে ম'য়ে বাব।

জগা। দে তবে।

জীবন। তা আর বলতে হবে? এই আনুচি।

জগা। আমিও সঙ্গে বাব; নৈলে পালাবি।

[বেগে উত্তরের প্রস্থান।]

বেগে পার্বতীর প্রবেশ।

পার্বতী। (শশব্যস্তে) অ্যা অ্যা, কই আমার
ছেলে কই! আমার ছেলে কই! জীবনে ময়রা
তাকে না কি মেয়ে খুন করেছে। কই আমার
জগু কই! (ভূতকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রহারিত
হইতে হইতে সকাতরে) ও মা গো! গেলুম গো!
এ কে গো! ও জগা! জগা রে! তোকে খুঁজতে
এসে তোর মা ম'লো রে। তুই আগে গেচিস্, আমি
শেষে গেলুম রে। জীবনে মিলে ভূত সেজে ঠেঙিয়ে
সারলে রে, বাবা!

বেগে মগহস্তে জগা পাগলা ও শূন্যহস্তে

জীবন ময়রার পুনঃপ্রবেশ

জগা। (স্বীয় মাতাকে ভূতকর্তৃক প্রহারিত
হইতে দেখিয়া শশব্যস্তে) ও ভূত! ও ভূত ভাই! এ
বে আমার মা। মেয়ো না, মেয়ো না, ছেড়ে দাও।

পার্বতী। ওরে জগা। এ আসল ভূত নয়,
জীবনে ময়রা ভূত সেজে ঠেঙিয়ে সারলে!

জগা। না রে বেটি না, জীবনে ময়রা নয়,
আসল ভূত।

পার্বতী। (সত্যরে) ও মা, তবে কি হবে!
আসল ভূতে ছুঁলে মাছুষ বে বাচেহা।

জগা। ভয় নেই, সাত জন্ম বাঁচবি। পালাও
ভূত! (ভূতলে শাদা লাঠির আঘাত ও ভূতল-
মধ্যে ভূতের প্রবেশ)

সকলে। বাপ! ভূতের কি দাপ!

জীবন। জগু! এই তোমার মনে ছিল, ভাই!
আমার ভূত সেলিয়ে দিয়ে জ্যাতে মরা ক'জে!

জগা। সাতটা ছিল, আটটা হল।

জী-পন্নী। আমিও জ্যাতে মরা গো!

জগা। নটা হল!

জী-১ম ভ্রাতা। আমিও।

জগা। দশটা।

জী-২য় ভ্রাতা। আমিও।

জগা। এগারটা।

জী-১ম পুত্র । আমিও ।

জগা । বারটা ।

জী-২য় পুত্র । আমিও ।

জগা । তেরটা ।

জী-৩য় পুত্র । আমিও ।

জগা । চোদ্দটা ।

জী-৪র্থ পুত্র । আমিও ।

জগা । পনেরটা ।

পার্কতী । আমিও রে, আমিও ।

জগা । ওমা ! তুই বেটীও জ্যাঙ্গে মরা !

আচ্ছা, তবে সব শুদ্ধ হল ষোলটা । এখানে তো তুই, আমি, নরহরি ভট্টাচার্য, পাঁচটা পরী আর ময়রারা আটটা, মোট ষোলটা জ্যাঙ্গে মরা পাওয়া গেল । কিন্তু এ তো অতি সামান্যি, এই ছনিয়াতে সবাই জ্যাঙ্গে মরা । আমার সাথে (দর্শকগণকে লক্ষ্য করিয়া) যারা এই জ্যাঙ্গে মরা দেখে হান্-চেন, ওরাও সবাই জ্যাঙ্গে মরা । বাইরে হান্চেন, ভিতরে কাঁদচেন । অন্ততঃ একটা না একটা

ঘটনা-ধাক্কার দাপটে ছনিয়ার মানুষ মাজেই জ্যাঙ্গে মরা । আমি দেখে শুনে, ঠেকে ঠেকে এতক্ষণ বেশ বুঝলাম, এ ছনিয়া জ্যাঙ্গর জন্তেও নয়, মরার জন্তেও নয়, কেবল জ্যাঙ্গে মরার জন্তে । ও মা, মা ! ছনিয়া-ভরা জ্যাঙ্গে মরা ! যদি এই জ্যাঙ্গে মরার সত্যের জীবন চাও, তবে একবার সকলে মিলে ভক্তিভরে বল হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

পার্কতী । হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

জগা । জীবন দাদা ! চোরেরা হরি বলে,

না,—না ?

জীবন । হরি না বোললে চোরের মুক্তি কই ?

জগা । তবে চূপ করে দাঁড়িয়ে আছ যে ?

জীবন । এখনও ভূতের ভয় বার নি ।

জগা । আর ভয় দেই, চোরের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে । এইবার বল হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

সকলে । হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

সকালের প্রস্থান ।

সম্পূর্ণ ।



টোটকা টোটকা ।

(প্রহসন)

প্রহসনোক্ত ব্যক্তি ।

হেমচন্দ্র ... কালেক্টর জর্জের ছাত্র ।
মাধব ঘোষ ... জর্জের কৃষক ।
নিমাইচাঁদ ... জর্জের বালক ।

স্ত্রী ।

চন্দ্রমুখী ... মাধব ঘোষের যুবতী স্ত্রী ।

প্রথম দৃশ্য ।

চণ্ডীপুর গ্রাম—মাধব ঘোষের বাড়ী ।

মাধব ঘোষ ও চন্দ্রমুখী ।

মাধব । (পাট কাটিতে কাটিতে) বলিস্ কি বোঁ ?

চন্দ্রমুখী । সত্যি গো সত্যি, হেমা বামণটার মত হতভাগা পাঞ্জী নছার আর আমাদের চণ্ডীপুর গাঁয়ে কেউ নেই । চন্দাবতী নদীর ঘাটে জল আনতে যাওয়া তারি ঝাঠা হয়েছে ।

মাধব । খালি তোকেই জালাতন করে, না আর অন্নি অন্নি বাড়ীর ঝি বোকেও জালায় ?

চন্দ্র । আমাকেই বেশী ।

মাধব । (জোরে ঢেরা ঘুরাইয়া) দাঁড়া বামণা শালা ! এই ঢেরা-ঘুরণির মত তোরেও ঘুরঘুরণি ঘুরবো । তার পর, বোঁ ?

চন্দ্র । আমার জল আনতে যাওয়া বন্ধ ।

মাধব । (বাধা দিয়া) বড় আছে, তার খসে আছে, ছোটর সঙ্গে হুটিখুটি কেন ?

চন্দ্র । সে আবার বিয়ে করে, না বিয়ে পড়ে কোলকাতার কেলাজে ।

মাধব । তবে এমন করে কোন্ লাভে ? ওর কেলাজে পড়ার ল্যাজে আগুন দিচ্ছি রও ।

চন্দ্র । ওগো, একে টাকা, তার হুটুমি, তার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করা আমাদের কি সাজে ? তার চেয়ে ভিটে ছেড়ে অগ্নি গাঁয়ে বাস করিগে চল ।

মাধব । কিসের লেগে ভিটে ছাড়বো ? বরং সে ব্যাটারই ভিটের ঘুঘু চরাবো । ভয় কি বোঁ ? তুই আমার মংলব মত কাজ কর ; হুট ব্যাটা খুব জব্ব হবে ।

চন্দ্র । কি কোরবো ?

মাধব । তুই আজ বিকেল বেলা নদীকে জল আনতে যা । ঘাটে অক্সিজি সে ব্যাটা থাকবে । তোকে যখন ঠাট্টা তামাসা কোরবে, তখন তুই বলিস্, বাবু ! তুমি আজ রেতের বেলা আমাদের বাড়ী কেও । আমার সোয়ামী কদমপুরে কুটুমবাড়ী নেমন্তন্ন রাখতে গেছে ; দু চার দিন আসবে না ।

চন্দ্র । (সলজ্জে) ও মা ! কি নজ্জা ! আমি মেয়ে হয়ে পরপুরুষকে ও কথা বোলতে পারবো না ।

মাধব । তা না বোলো, ছুঁচো ব্যাটাকে দোরোস্তো কোত্তে পারা যাবে না । আমি নদী-ঘাটে আগে গিয়ে, ঝোপের আড়ালে ছুকিয়ে থাকবো । তার বাবার সান্থি কি যে, তোর গায়ে হাত দেয় ।

চন্দ্র । আমার বড় ভয় করে ।

মাধব । আমি ভয়সা হয়ে থাকবো । তোকে বোলতেই হবে । বোলো জাত কুল থাকবে, না বোলো যাবে ।

চন্দ্র। আচ্ছা, বোলবো, কিন্তু তুমি আমার রন্ধে কোরো।

মাধব। রন্ধের তরই তো এই অরন্ধের কাজটা কোত্তে হচ্ছে। সোয়ামী রন্ধ না হোলে, ইস্তিরী রন্ধে পার না। জানিস্ তো, গরমের কাছে সবাই অরন্ধ; মানুষ তো মানুষ, শক্ নোঙা পর্যন্ত ছুঙে যায়। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) ও বোঁ, নিমে ছোঁড়া আসচে। ওর সঙ্গে যুক্তি আঁটি। তুই হেঁশেল-বরে গিয়ে রান্নার যোগাড় কর।

[চন্দ্রমুখীর প্রস্থান।]

নিমাইচাঁদের প্রবেশ।

নিমাই। ঠাকুদা! নাতিকে দেখে এত ডরাও কেন? আমি কি চিল্ যে, ঠান্দিদিকে ছোঁ মারবো।

মাধব। নাতি! তুমি আমার চিল্ নও, চাল।

নিমাই। দাবার না দাবার?

মাধব। দাবার। আজ তোকে, ভাই, দাবার পিলুড়ী চালে চেনে, এক ব্যাটা বদমাসকে দাবাবোঁ ভাবাবো—গাবাবো—ডোবাবোঁ।

নিমাই। এ গাঁয়ে তো আমিই বদমাস্।

মাধব। তুই নিরিমিষ্টি বদমাস্; সে ব্যাটা আমিষি বদমাস্।

নিমাই। কে সে আমিষি? বল তো, হবিষি কোরে ফেলি।

মাধব। অবিস্ত্রি অবিস্ত্রি। তার নাম হোচে হেমা বাম্ণা—খাম হোচ্ছে এই চতীপুর।

নিমাই। পাকী ব্যাটা কেলাজে ছুটী পেন্ডর লক্ষ্যদণ্ড কোত্তে এয়েচে! ছুঁচোটোর আলার গাঁয়ের শি বউড়ী ভরে ধড়কড়িরে মরে—মর থেকে ঘাটে যেতে চার না।

মাধব। আমি ব্যাটাকে ঘাট মানিরে, কি বউড়ীর ঘাটে যাওয়ার পথ খোলোঁ কোরবো। তুই এলি, ভাল হোলো। নিমে নাতি মোনেক বাতি উজল করে আঁধার রাতি।

নিমাই। আমি, ঠাকুদা, সে ব্যাটার ছাওছাও মাড়াইনি। আমাকে দেখলেই ব্যাটা বলে, চাবুক লাগায়েদী। এগ্নি শালা দাবাবাজ হারামজাদ।

মাধব। চাবুক লাগায়েদী বার কোরে ভবে ছাড়বো। আমিও শালাকে পরজার লাগায়েদী।

নিমাই। বল কি, ঠাকুদা! তুমি কি পার্গল হোলে? সে কুস্তাটা যে ধনী।

মাধব। ধনীকে গাধার ধনি ডাকাবো—তুলোধোনা কোরে ছাড়বো। তুই ছোঁড়া, ছুঁড়ী সাক্তে পারবি?

নিমাই। (মহাভে) পরচুলী কাঁচুলী কই?

মাধব। যোগাড় কোচ্চি। আমার সঙ্গে আর।

[সুকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চতীপুর—গ্রাম্য পথ।

হেমচন্দ্রের প্রবেশ।

হেম। (গীত)

ভোঁমরা আমি, ফুলবাগানে

নিতুই নিতুই করি খেলা।

দেখলে কতই সোহাগ করি মধুভরা ফুলবালা ॥

ফুলের হাসি ভালবাসি,

ফুলের প্রেমের অভিলষী,

ফুলের স্নেহে দিবানিশি হলে থাকি ভাবে তোলা ॥

বারো মাস যদি তেকেশন হয়, তা হলে সোণার সোহাগা। তবু মন্দের ভাল, দেড় মাস সমার তেকেশনের ছুটি হয়েচে। এই দেড় মাস বাড়ী বোসে, কোসে হুঁসে আমোদ বুটবো। ফুলে চার দিন হলো, এখনো তের দিন থাকি। ফুলেরে এক বাক্স ত্যাগী এনেছি; লম্বা ছুটিটে ভরপুর আমোদে কেটে যাবে। বিকেল বেলা চন্দ্রাবতী নদীর ঘাটে গিরে, গোলাপী মেসার গোলাপ ফুল-

দেব সঙ্গে রক্তকর কোরবো। শাদা চোখে রঙ
ফোটে না—রাঙা চোখেই রঙ ফোটে।

(গীত)

শাদা চোখে-শাদাগুলো প্রেমকে কাদা করে।
রাঙা চোখেই রঙ লেগে যায়, প্রেমের স্রাব করে ॥
মস্তপানে মস্ত মজা,
গম্ব পদ্ম বাস্ব বাজা,
ফুলফুলেরে প্রেমের পলক ওড়ে রসের ভরে ॥

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

চণ্ডীপুর—মাধব ঘোষের বাড়ী ।

মাধব ঘোষ ও জীবেশে নিমাইচাঁদের
প্রবেশ ।

মাধব। নাতি! তুই ঠিক যেয়েমাহব হোলি
কি না, একবার পরখ কোরে দেখি। আমি তোর
সঙ্গে রগড় করি। তুই বেশী কোরে ঘোমটা
টেনে ঠিকরে বেড়া। তোর ঠান্দিদিকে ডাকি।
ও বৌ—বৌ—ও বৌ!

নিমাই। তাকে ডাকচো কেন?

মাধব। পরীক্ষে—পরীক্ষে। (নেপথ্য পদ-
শব্দ শুনিয়া) ও বৌ আস্চে। এইবার তাকে
নিরে রগড় করি। (বিবিধ ভঙ্গিচক্ষে নিমাইচাঁদের
প্রতি) বলি, ও স্নানরিষি। হে ঘোমটাটানিনি! রে
মুচ্কিহানিনি! ভো পদ্মমুখিনি! হা বক্ষিমচোখিনি!
আমি তোমার অনঙ্গশরে অরঙ্গর অঙ্গ, একবার
সঙ্গে ভঙ্গে, ব্যঙ্গে ভঙ্গে, আমার সঙ্গে, বিচ্ছেদ-
উচ্ছেদ, প্রথম পরিচ্ছেদ সংঘটন ঘটুও—ঘোমটা
উঠাও—খাম্কাটা ফুটাও—প্রথমতুকান ফুটাও—দগড়
কাটাও—রগড় ফুটাও।

বেগে চন্দ্রমুখীর প্রবেশ ।

চন্দ্র। (দেখিয়া বিস্ময়োবে) ও মা! কি
প্রেম! বলি এ হচ্ছে কি? তুমি যে দেখচি হেমা
বাম্ণার বাবা!

মাধব। তাই তো বটে!

চন্দ্র। ছি ছি। তুমি বুঝ্‌দার হয়ে, কোন্
সাহসে, কার মেয়েকে বাড়ীতে এনে, দিন দুপুরে
বিভিকিচ্ছি ঢং কোচ্ছো?

মাধব। রাগিস কেন পাখলি? নতুন সতীন
হন অতি যতনের ধন। একে হুটো মিটি কথায়
তুই কর—কষ্ট হয়।

চন্দ্র। (রোষে) কাষ্ট-মেয়ে কষ্ট হরি। (জী-
বেশী নিমাইচাঁদের প্রতি) বলি, ই্যাংলো হারাম-
জাদী বাদী! তোর কি বুকের পাটা! আমার
ভাতারকে হাত কোত্তে চাস! আমারি সাম্নে,
আমার বুকে বোসে, আমারি ছাড়ি ওপুড়াতে
চাস!

মাধব। (সহান্তে) মেয়ে মানুষের দাড়ী!

চন্দ্র। (সরোষে) চুপ্ কর, বুড়ো ধাড়ী!
দাঁড়াও, চুলো থেকে পোড়া কাঠ আন্‌চি, হুটোরি
মুখ পোড়াচ্ছি। (গমনোচ্ছোং)

মাধব। (হস্ত ধারণ করিয়া) আর পোড়া কাঠ
আন্‌তে হবে না, পরীক্ষা হয়েছে। হেমা বাম্ণা
কাঁদে পোড়েচে। (নিমাইচাঁদের প্রতি) ওহে আমার
চন্দ্রমুখীর সতীন! এইবার ঘোমটা খুলে বৌকে
হাঁটা কর!

নিমাই। (ঘোমটা খুলিয়া সহান্তে) ঠান্দিদি!
পোড়া কাঠ এনে নাতির মুখটো পুড়িয়ে দাও!
রসের ঠাকুদাকেও ছেড়ে না!

চন্দ্র। (সগল্লে) ও মা, কি নজ্জা! নিম্নে!

[বেগে প্রস্থান ।

মাধব। নাতি! এইবার কাঁদে পোড়েচে-
হাতী। ঝুঝ কোত্তে বোলেচি, সব মনে আছে
তো?

নিমাই। ঝুঝ মনে আছে।

মাধব। চল, এখন শোবার ঘরে পরচুলী,
কাঁচুলী, শাড়ী, মল, বালা খুলে রাখবি। সন্ধ্যার
পর আবার গোরে, বাহার দিয়ে, ঘর শুদ্ধকার
কোরে বোসবি। হেমা বৌটাকে ঠকাতে পারে
তোকে আমি ধুতি উড়ুনি কিনে দেবো। কিন্তু

নিজে যদি ঠকিস, তবে তোর ছ গালে চার চড়
মারবো ।

নিমাই । ঠাকুদা ! মদা যখন মাদী, তখন
হেমার কপালে বিধি বাদী ।

মাধব । (সানন্দে) ভালা মোর ভাই ! তুই
শোবার ঘরে যা, আমি হৈশেল-ঘরে বাই । তোর
ঠান্দিদিকে যা যা কোত্তে হবে, বোলে দিগে ।

[দুই দিক দিয়া দুই জনের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

চণ্ডীপুর—চন্দ্রাবতী নদীতটস্থ ঘাট ।

গাহিতে গাহিতে হেমচন্দ্রের প্রবেশ ।

হেম । (গীত)

“নেসাতে ঢুলু ঢুলু করিছে নয়ান ।

কোথায় রহিল আমার সে বিধুবয়ান ॥”

কলসীকক্ষে কএক জন যুবতীর প্রবেশ ।

(দেখিয়া সানন্দে) মন্দ কি, টাদের বদল তারার
হার ! বাহবা কি বাহার ! “একচন্দ্রভ্রমো হস্তি
ন চ তারাগণৈরপি” তা হোক, তবু তো যুবতী,
আমার আঁখার-হৃদয়ের মোমের বাতি । গারে
ফুল কেলে, ফুলবতী ফুলমণিদের অকুল প্রেমে
আকুল করি । (যুবতীদের সঙ্গে ফুল নিক্ষেপ
করিয়া সহান্তে) শিরীষ কুসুম সম কোমল শরীর,
বকুল কুসুমে কি হে হইল অধীর ?

১ম যুবতী । (অপর যুবতীদের প্রতি সভয়ে)
ওলো, এ কি সর্বনাশ ! কোলকাতার কালেজ বন্ধ
হয়েচে ?

২য় যুবতী । (সভয়ে) তা জান্লে কোন্ বেটা
ঘাটে আসতো । চল বোন, জলে কাজ নি, খালি
ঘড়া নিয়ে ঘরে পালাই ।

(যুবতীগণের পলায়নোত্তোগ)

হেম । Don't fear my beautiful young
ladies ! Don't fly. Look at me, I am
not a tiger, but a honey fly.

১ম যুবতী । ওলো ইন্দুবালা ! ও ইংরিজিতে
কি বোলচে ?

২য় যুবতী । গারে হাত দেবে বোদ্ধা

১ম যুবতী । ও মা, কি বেগা ! হেমা মুখ-
পোড়া যে সখকে আমার পিন্ততো ভাই হয় লো ।

২য় যুবতী । তাই মদ খেয়ে, মামাতো বোনের
গারে হাত দিলে, সখক পাকাতো চার ।

১ম যুবতী । রাম রাম রাম ! পালাই চল ।

অস্তিত্ত যুবতীগণ । কি বেগা, ছিছিছি, রাম
রাম রাম !

[যুবতীগণের বেগে প্রস্থান ।

হেম । রাম রাম কেন বাবা ! তোমাদের-
হেমচন্দ্র কি ভূত ! যা পেত্রী শালীরে ! হাম পেত্রী
নেহি মাঙতা, মাধবপত্নী মাঙতা । (স্বরে) “নেসাতে
ঢুলু ঢুলু করিছে নয়ান, কোথায় রহিল আমার সে
বিধুবয়ান” । (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) কে আস্চে
না ! নরম পায়ের মধুর শব্দ । (নেপথ্যের দিকে
দেখিয়া) এই যে, “মেঘ না চাইতেই জল ।” আমার
চিত্তহারিণী চন্দ্রমুখী !

দূরে কলসীকক্ষে চন্দ্রমুখীর প্রবেশ ।

চন্দ্র । (স্বগত) এই যে বিটলে বামুন ষেটেল
হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ।

হেম । (গীত)

মাইরি প্রিয়ে, আকুল হয়ে,

বকুলভলার দাঁড়িয়ে আছি ।

অকুল পাথার, প্রেমের সীতার,

শিথিলে দিলে, তবেই বাঁচি ॥

সামে এসে, যুচুকি হেসে,

কও না কথা কাছে খেসে,

তুমি আমার প্রেমভরা রথ,

আমি তোমার রথের কাছী ॥

তোমা বিনে তিন ভুবনে,

আঁখার দেখি ছই নয়নে,

আঁখারভরা হৃদয়গনে,

তুমিই আমার চাঁদ—

চাঁদের আমি চকোর চাকর,

চাঁদের সুধার পেটুক মাছী ॥

চন্দ্র । (অবনত মুখে) বাবু । আমাকে দেখলে
আপুনি এমন কর কেন ?

হেম । তোমার চমৎকার রূপ, চাঁদপারা মুখ
আমায় পাগল করেছে । সুন্দরি ! আমার ভারি
ইচ্ছে হচ্ছে, নিজেই বোসে হুজনে প্রেমালাপ রসা-
ভাষ করি । ভগবান কি এমন সুদিন দেবেন ?

চন্দ্র । দেবেন ।

হেম । বল কি ! কোথায় সে নিজেই হাম ?

চন্দ্র । আমাদের বাড়ীতে ।

হেম । তোমার ভর্তা আছে যে ।

চন্দ্র । তিনি আজ সকালে কদমপুরে কুটুম-
বাড়ী নেমস্তর রাখতে গেছে । তিনি চার দিন
আসবে না ।

হেম । (সানলে) অ্যা, এমন মহেজ্জবোগ
উপস্থিত । তা খুব ভাল হল, মাধব গেছে কদম-
পুর, হেম যাবেন কদমতলায় । চল, সুন্দরি,
তোমার সঙ্গে সঙ্গেই যাই ।

চন্দ্র । এখন না, বিকেল বেলায় পথে ঘাটে
অনেক নোক, রেলের সময় যেও । আমি শোবার
ঘরের জানালায় কাছে থাকুবো ।

হেম । আমি শিশু দিলে তুমি কপাট খুলে
দিও—কেমন ?

চন্দ্র । দেবো ।

হেম । হতাশ হয়ে ফিরে আসবো না তো ?

চন্দ্র । না ।

হেম । তোমার মুখে কুল চন্দন পড়ুক । আমি
এখন চোলেম । এখানে থাকা ভাল নয় ; কেউ
যদি দেখতে পায় তো যাওয়া ঘোড়বে না । আসি
রূপসি ! good-bye for a few moments only.

[প্রস্থান ।

চন্দ্র । হতভাগা পাজী বাম্পার কথা শুনলে
গা । নোভে পাপ, পাপে মিত্তা ।

মাধব ঘোষের প্রবেশ ।

মাধব । কি বোলে ?

চন্দ্র । তুমি শোনো নি কি ?

মাধব । ঝোপের মাঝ থেকে কতক শুনেছি,
সব ভাল বুঝতে পারিনি ।

চন্দ্র । আজ রেলের বেলা যাবে ।

মাধব । বস, এইবার শালার ঘুরঘুরনি ভাঙবো ।
তুই রহুই-ঘরে এখন থেকে বরাবর থাকবি ; আমি
না ডাকলে, বেরুই নি বো ।

চন্দ্র । তা থাকবো । আচ্ছা, জিজ্ঞেসা করি,
যদি এখন আমার একলা পেয়ে হেমা আমার গায়ে
হাত দিতো, তবে—

মাধব । (বাধা দিয়া) মাধব তাকে থাকতে
দিতো না ভবে । ঘোপ ছেড়ে মেরে লাফ, হেমাকে
বলাতুম তাকে মা, মোকে বাপ । যা তুই জল
নিয়ে ঘরে, আমি গা ঢাকা দে বেলাটা কাটাই ।

[দুই দিক দিয়া দুই জনের প্রবেশ ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

চতুর্থ—মাধব ঘোষের বাড়ী ।

জীবনেশে নিমাইচাঁদ উপবিষ্ট ।

নিমাই । অরি লর, ধুতী উড়ুনী বকসিস্ ।
হে ভগবান, আজ যেন আমার মুখ রক্ষে হয়, ঠাকু-
দার মান রক্ষে হয় । সন্ধ্যা উৎরে গেছে, ঠাকুদা
কই ? এই যে আসচে ।

মাধব ঘোষের প্রবেশ ।

মাধব । নাতি ! সব ঠিকঠাক, খুব সামলে
থাক । শালা শিশ নিয়ে ইসেরা কোন্‌বে বোলেচে ।
শিশ শুনেই দোর খুলে দিবি । আর যা যা কোন্‌বে
হবে, মনে আছে তো ?

নিমাই । আওড়াবো ।

মাধব । দরকার নেই । আমি চল্লম । এখন
দোরে হড়কো এঁটে দিয়ে আসবি আর ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

নিমাইচাঁদের পুনঃপ্রবেশ।

নিমাই। লম্বা ঘোমটা টেনে বসি। হাঁহঁ, আজ
ভারি মজা, ঘোমটার ভেতোর খামটা নাচ হবে।

(নেপথ্যে শিশের শব্দ)

(শুনিয়া) এই ফাঁদে যুগু পড়লো !

(পুনর্বীর শিশের শব্দ)

এইবার দোর খুলে দিগে।

[প্রস্থান।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেমচন্দ্রের সহিত স্ত্রী-
বেশী নিমাইচাঁদের পুনঃপ্রবেশ

হেম। প্রিয়ে অবগুষ্ঠনবতি! আজ তুমি
আমার কেনা-গোলাম কোলে—ইংরিজিতে যাকে
বলে slave। এখন আমার কাটতে পার—
রাখতে পার—মারতে পার—সব কোন্টে পার।
হুন্দরি! জলের ঘটা দেখিয়ে দাও, আমি তোমার
পাদপদ্ম ধোত কোরে দি। দোর খুলতে গিয়ে
তোমার অঁচরণকমলে ধুলো কাদা লেগেচে।

নিমাই। (স্বগত) শালার কামকুটকুটুনি দেখ।

হেম। প্রিয়ে! হেঁটে যেতে আসতে তোমার
অঁচরণে ব্যথা হয়েছে, পদ প্রসারণ কর, টিপে দি—
হাত বুলিয়ে দি—জন্ম সার্থক করি।

নিমাই। (স্বগত) জন্ম-লর, একুনি মিত্য
সাথক হবে।

হেম। চক্ৰ! ঘোমটারূপ মেঘ সরাও, নৈলে
চক্রে কলঙ্ক হর যে। চাঁদমুখখানি এইবার আশ
মিটিয়ে নিরীক্ষণ করি। দেখ, হুন্দরি! তোমার
ঘোবন ভরস্তু জোয়ার, আমি হেন শুবনো খড়-
গাছটি সেই জোয়ারের জোর টানে পোড়ে বো-
বো কোরে ভেসে বেড়াচ্ছি; আমার ধর। (বেহাগ
গিগীতে) “সখি রে, আমার ধর ধর। সখি রে
আমার ধর—ধ—

(এমন সময়ে সহসা নেপথ্যে “বো—বো—ও বো

দোর খোল” শব্দ)

শুনিয়া) সখি রে! ও কে!

নিমাই। (স্ত্রীলোকের ভার কজিম কঠে)
সখা হে, ও আমার সখা।

হেম। জ্যা, তোমার আরও সখা আছে?
তবে তুমি মোমাছিনী, নতুন নতুন ফুলে টুলে
পড়।

(নেপথ্যে “ও বো, খপকোরে দোর খুলে দিসে
আর” শব্দ) (শুনিয়া বিরক্ত ভাবে) আরে মোলো!
এতো ভারি বেয়াড়া সখা দেখছি হে। ওকে
হাঁকিয়ে দাও, হুন্দরি!

নিমাই। (পূর্ববৎ কঠে) ওরি বর, ওরি
দোর, ওরি আমি, ওকে হাঁকাবো কোথায়।

হেম। (শলব্যাক্তে) কে তবে ও? মাধব?

নিমাই। ইয়া বাবু! (স্বগত) (স্বগত)

হেম। (ভরে) জ্যা! বলকি! সত্যি?

নিমাই। ইয়া সত্যি। (স্বগত) (স্বগত)

হেম। (ভরে) তবে যে ঘোর বিপত্তি! আমার
শুকিয়ে গেলো স্ত্রি! উপার?

নিমাই। তাই তো বাবু, নিরুপায়।

হেম। (ভরে) হার হার, প্রাণ বার! এই
বুন্নি আমার মাথা বার! তুমি যে বোলেছিলে,
মাধব তিন চার দিন পরে ফিরবে না?

নিমাই। যেমন শুনেছিলুম।

(নেপথ্যে পুনর্বীর “বো—ও বো—
ময়েচিন্ কি” শব্দ)

নিমাই। বাবু, আমি গিয়ে দোর খুলে দিগে
আসি। (পুননোন্তোগ।)

হেম। তবেই আমার গলায় ফাঁসী! তোমার
পায়ে পড়ি, গড় করি, যেও না—যেও না—যেও
না। মাধবের দাবানীতে হেম হিমাক্ত হবে, প্রাণ
যাবে।

নিমাই। দেরি হোলে সন্দ কোরবে।

হেম। দোর খুলে দ্য খোটবে। তুমি যেও
না—যেও না—যেও না। আগে আমার একটা
সহপায় কর, তবে যাও। আমার মাথা খাও—
মরা মুখ দেখ, যেও না, কাছে থাক।

নিমাই। যুগধরা কপাট-জোড়েকুবো

হেম। হার রে! এতো কপাটে খুণ মর, আমার ললাটে খুন।

নিমাই। তর নেই, তুমি আমার মা বোলে ডাকো, ডান দেখলে মনে কিছু সন্দ কোরবে না।

হেম। ওটা ছাড়া আর কোন একটা সন্দক পাতালে হবে না?

নিমাই। উঁহ, শিরে সংক্রান্তি! মা বল বাঁচবে যদি।

হেম। জিব দে বেরুচ্ছে না যে।

নিমাই। তবে, বাবু, আমার দোষ নেই কিন্তু। আজ তোমার দোষে আমিও খুন হব। তার চেয়ে দোর খুলে দিগে। (পুনর্গমনোত্তোগ)

হেম। (বাধা দিয়া) আচ্ছা, এক কাজ কর, আমি তো তোমার মা বোলে জিব খুলতে পাচ্চি নি। তুমি না হয়, আমার ছেলে বল। তবেই খুন মাপ।

নিমাই। আচ্ছা, তুমি আমার ছা, আমি তোমার মা।

(নেপথ্যে পুনর্বার “ও বো” ইত্যাদি শব্দ)

হেম। (ভয়ে) বেরাড়া ধাক্কা! কপাট ভাঙলে বুঝি! গতিক ভাল নয়; ভারি তর। আর জিব চাপতে পাচ্চি নি, কপাট খোলার সঙ্গে আমার জীবও খুললো। ও প্রেয়সি!—উঁহ, ও মা! মা! মাধব আমার বাবা! আমি তোমাদের ধনপুত্র।

নিমাই। তা বেশ হোলো, কিন্তু বাবু—

হেম। (বাধা দিয়া) আঃ, বাবু কেন? ছেলে বল।

নিমাই। কিন্তু ছেলে, স্বপ্ন কোরে তুমি ঐ মাহুর খানা গারে মুড়ে, গোড়ে থাকো। তবেই রকে।

হেম। হার রে কপাল! নাগর হোতে এসে, ছেলে হয়েও নিস্তার নাই! শেষে মাহুরমুড়ি।

নিমাই। ও হেম বাবু—উঁহ—ও হেম ছেলে! স্বপ্ন কোরে মাহুর মুড়ি দাও। তোমার বাবা এলো!

হেম। (সহঃ স্বগত) ছি ছি, মরুকো

শিরীত স্বকুমারি—পরের ঝি বউড়ীর সঙ্গে রক করা আর ডান হাতে কোরে ও খাওয়া সমান! (প্রকাশে) বো মা! এই দিলেম মাহুরমুড়ি! (মাহুরমুড়ি দিয়া ভূতলে শয়ন)

নিমাই। (স্বগত) এখন মাহুরমুড়ি! এর পর নারকেলমুড়ি! ঘাই দোর খুলে দিগে।

[প্রস্থান।

হেম। (মাহুর হইতে মুখ বাহির করিয়া) হা অমৃষ্ট! কি কষ্ট! এখন ষষ্ঠ আন্তো থাকলে বাঁচি। ছুঁড়ী তো দোর খুলতে গেলো, আমারও দফারফা হোলো! ঐ যে হু যোড়া পায়ের শব্দ, হলেম জল! মাহুরে মুখ ঢাকি। (তরুণ করিয়া অবস্থিতি)

মাধব ঘোষের সহিত নিমাই চাঁদের পুনঃপ্রবেশ।

মাধব। বো! মনে কোরেছিলুম, তিন চার দিন আসবো না, কিন্তু পথে যেতে যেতেই পেটের ব্যামো হোলো। ছব্বার খানার ধারে পুরুষপাড়ে বাছে বোসেচি। আর কথা কইতে পাচ্চিনি। শোবো, বো, শোবো।

নিমাই। ঘরের ভেতোর চল।

মাধব। আর পা চল না—গা অচল। এই যে একখানা মাহুর জড়ানো আছে, এইটেই পেতে শুই।

হেম। (ভয়ে স্বগত) ও বাবা! পেটে দিলে পা! (প্রকাশে) ও বো মা! ও মা! মরে ছা! বাঁচা—বাঁচা!

মাধব। (কৃত্রিম বিষ্ময়ে) ও বো! মাহুর কথা কর যে! মাহুরে কি ভূতের আবির্ভাব!

হেম। (ভয়ে স্বগত) এইবার মাধবের হাতে ভূতের ভিরোভাব। মা কালি! রকে কর—বোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেবো। (চাকল্যপ্রকাশ)

মাধব। বো! শুড়ুনো মাহুর নড়ে কেন? একবার দেখতে হোলো।

হেম। (অত্যন্ত ভয়ে স্বগত) হেমাও মোলো!

মাধব। (মাহুর খুলিয়া কেলিয়া) আরে এ কি! হেম বাবু যে।

হেম। মাধব! তুমি আমার বাবা! আমি তোমার ছেলে!

মাধব। তার কি? আচ্ছা, বাবু, মাহুরের মধ্যে ঢুকে আছ কেন।

হেম। মাধব বাবা! ছোট লাট সাহেব আমাদের কৃষিবিভাগে শেখবাবুজী সঙ্গে একটা নোটসি জারি করেছেন, চাষকান না শিখলে খিঁ এ, পাস দিতে দেবেন না। তাই তোমার বাড়ী সন্ধ্যার সময় এসেছিলুম। তুমি চাষবাসে বড় পাকা, তোমার কাছেই যাবে শেখা। কিন্তু মাধব বাবা! আমার ভারি ব্যতিক্রম, যখন তখন ধরে। এখনিই কম্প দ্বিগে ধোরচে—হুৎকম্প হোচে।

নির চোটে, এই মাহুরখানা মুড়ি দে শুয়ে পোড়েছি। তা মাধব বাবা! তুমি এলে, ভাল হোলো, ছেলেকে চাষা কর।

মাধব। তার কস্তে ভাবনা কি, বাবু? আমরা যেতে চাষা, তোমরা ব্যাভারে চাষা! জম্মচাকার চেয়ে কমচাষা, খুব নীরেট! শেষে তোমার চাষামি শেখাবো, আগে তোমার পণ্ডি বাইজর সেরে দি।

হেম। ও আপনিই সেরে যাবেন।

মাধব। উহঁ, আবার কঁাক পেলেই ধোরবে। হেম বাবু! তোমরা ডাক্তারি ওষুধ খাও, কিন্তু বাই সারে না। আমার কাছে “টাটকা টোটকা” আছে, পাঁচ সাতটা খেলেই জন্মের মত সেরে যাবে।

হেম। আচ্ছা, তবে “টাটকা টোটকা” দাও।

মাধব। (নিমাইচাঁদের প্রতি) যা তো, বো, রূপ, কোরে “টাটকা টোটকা” নিয়ে আর তো।

[নিমাইচাঁদের প্রস্থান।]

হেম। টাটকা টোটকার বোটকা গন্ধ নেই তো, মাধব বাবা?

মাধব। বেশ গোলাপী নারিকেল তৈলের আমেজ আছে।

লুকায়িতভাবে কাঁটা লইয়া নিমাই-

চাঁদের পুনঃপ্রবেশ

নিমাই। এনেচি।

মাধব। তবে লাগাও টাটকা।

নিমাই। এই ভাঙলো বেয়ের মটকা

(পুনঃপুনঃ হেমচন্দ্রের গুঁঠে ঝাঁটা শব্দ)

হেম। (অত্যন্ত কাতরে) বো মা! তুমি

হেমের গর্ভধারিণী। আর না, থামো মা! খুব টাটকা টোটকা। বাই তো বাই, পিভি পর্যন্ত ছুটে গেছে। থামো মা!

নিমাই। আমি তোমার মা নই, নিমে বাবা।

(ছদ্মবেশ পরিভ্যাগ করিয়া পুনর্বার ঝাঁটা মারিতে মারিতে) ও হেম বাবু! আমার চাবুক মারবে না!

হেম। প্যাঁজ পরজার ছই হয়েচে। বস—আর না। গলায় কাপড় দে—নাকে কানে খৎ দে, ষাট মান্টি, এমন কর্ম আর এ জন্মে কোরবো না। মাধব বাবা! নিমাই বাবা! কমা কর—ছেড়ে দাও, পালাই। আজ রেতেই বরাবর কোল-কাতার বাই। আর কোন্ ব্যাটা এ জন্মে বাড়ী আসবে—আমার ভিটের ঘুঘু চরুক।

মাধব। ছিছি! কি লজ্জা! তুমি তদর নোকের ছেলে, কেলাজে ইংরিজি নেখা পড়া শিখুচো, ভাল সহবতে থাকুচো, তোমারি এই কাজ! তোমার কি মা বোন্ ইত্তিরী নেই? পরের বউড়ী ঝিউড়ী দেখে পাঁঠা অবতার হও কেন, বাবু? ধিক্ তোমাকে! ইকুল কেলাজের ভাল ভাল সচ্চরিত্র ছাত্রেরা তোমার মত কুত্তা গাধার আচরণে আর স্বভাবদোষে মিহিমিহি নোকের কাছে বদনামের ভাগী হয়। তোমার মা বাপ আটকুড়ো হলে চণ্ডীপুর গাঁ রক্ষে পায়।

হেম। আমার যেমন কর্ম, তেয়ি কল। ধর্ম কখনও মাহুরের পাপকর্ম সন না—অবজ্ঞ তার বিধিতে শাস্তি দেন—তাই আমার ভাগ্যে এই “টাটকা টোটকা” আমার মত আর বড়ি কেউ থাক, তবে মনে রেখো—এই “টাটকা টোটকা”।

[সকলের প্রস্থান।]

কলির প্রহ্লাদ ।

“হরিনামে মত্ত সত্যযুগের প্রহ্লাদ ।”

মদপানে মহামত্ত কলির প্রহ্লাদ ॥”

কএক বৎসর গত হইল, আমার প্রথম ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা উহা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উহার মধ্যে “উৎকট বিরহ—বিকট মিলন বা আগমনী—বিজয়া” নামে একখানি ঔপহাসিক হাস্যনাট (A Parodical Comedy) দেখিয়াছেন। ঐ পুস্তকখানি বহুকাল গত হইল রচনা করিয়াছিলাম। সেই সময়ে একখানি ব্যঙ্গনাটক লিখিবারও ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু অশ্রান্ত কার্যে ব্যাপৃত থাকাতে লিখিয়া উঠিতে পারি নাই।

অনন্তর গত বৎসর বৌগারঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, এই সময় “কলির প্রহ্লাদ” নামে একখানি ব্যঙ্গনাটক লিখি। কিন্তু একাকী সমস্ত কার্যের ভার গ্রহণ করিতে আরও অবকাশভাব ঘটিয়া উঠিল। লিখি লিখি করিয়াও লিখিতে সময় পাইলাম না। এক্ষণে অবকাশ পাইয়া আমার সেই পুরাতন আশাকে কার্যে পরিণত করিলাম। “কলির প্রহ্লাদ” ব্যঙ্গনাটক রচিত হইল। ইহা দ্বারা জনসাধারণের যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেও আমার পরিশ্রম সফল হইবে।

কলির প্রহ্লাদ ব্যঙ্গনাটকে প্রধানত তিনটি

বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে;—মদ, বেস্তা, থিয়েটার। এই তিনটি মূলচিত্রের সহিত আনু-
ষঙ্গিক অশ্রান্ত চিত্রও শাখা-প্রশাখারূপে আবির্ভূত হইয়াছে। একরূপ হইয়াই থাকে। একটা ছবি আঁকিতে গেলে পাঁচটা রঙের প্রয়োজন হয়।

ইহাতে মদ, বেস্তা ও থিয়েটার প্রভৃতি সম্বন্ধে যেক্রূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, উহা কল্পিত নহে। ঐ সকল বিষয়ের ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণের হৃদশা দেখিয়া ও তন্মধ্যে কাহারও কাহারও নিজ নিজ মুখে শুনিয়া, সেক্রূপ চিত্র সমূহ প্রতিকলিত হইয়াছে। তবে সাজাইয়া লইতে যতটুকু মালমসলার প্রয়োজন, তাহা দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমি কোন কোন থিয়েটারের ম্যানেজার ও অভিনেতাদের মুখে শুনিয়াছি যে, “পূর্বে যত দিন থিয়েটারে বেস্তা লওয়া হয় নাই, তত দিন আমরা ভাল ছিলাম। কিন্তু যে দিন হইতে এই ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই বিষক্রিয়ারও সঞ্চার হইয়াছে। সেই বিষক্রিয়া এক্ষণে পূর্ণ-মাত্রায় চড়িয়াছে—আমাদিগকে নাস্তানাবুদ করিতেছে। আমাদের মধ্যে এমন কয়জন ইঞ্জিয়-বিজয়ী ও ধীরপ্রকৃতি লোক আছেন যে, বরাবর বেস্তাসংসর্গে থাকিয়া, অবিচলিত চিত্তে থাকিতে পারেন? আশ্বনের কাছে যি থাকিলে গলিবেই গলিবে। এইরূপ জীলোকের কাছে পুরুষ থাকিলে টলিবেই টলিবে। আমরা টলিতেছি

আর জানিয়া গুনিয়াও অন্ধের মত হইয়া, নিজের নিজেই পায়ে কুঠারাঘাত করিতেছি। বিদেশে এই সকল একট্রেসকে লইয়া গিয়া যৎপরোনাস্তি হুন্দসা ঘটে। সেখানে সঙ্গে বেস্তা দেখিলে আমাদিগকে ভেড়ুয়া ও নোটো বলিয়া নাপিতে খেউরি করে না—খোবার কাপড় কাচে না—বেহারার পাকীতে তোলে না, আবার মফঃসলের কোন কোন চতুরঙ্গ কামুক জমীদার আমাদের সঙ্গিনী একট্রেসদের মধ্যে কাহাকে পছন্দ হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে লোক পাঠাইয়া লইয়া যান। আমরা ভাবাগঙ্গারামের মত হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকি, কিন্তু একক্লান্তি আপত্তি করিবার বোটি নাই। মফঃসল হুন্দা সদরেও অনেক লাহুনা ভুগিতে হয়। সর্বদা বিবাদ বগড়া, মাতলামি, রেবারেবি প্রভৃতি নানা প্রকার কেলেকারি ভুগিতে ভুগিতে জালাতন হইয়া উঠি। আমাদের মধ্যে পোনে বোল আনা অভিনেতা একট্রেসদের সঙ্গে সঙ্গে মিশিয়া একেবারে পিশিয়া যাইতেছেন। তাঁহার অভিনয় করিয়া যা কিছু উপার্জন করেন, তাহার সমস্তই একট্রেসপুত্র ও মদের মজাতেই শেষ করেন; পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিকে ভরণপোষণ করেন না। একট্রেস লইয়া আরও যে কতরূপ ভোগ ভুগিতে হয়, তাহা বলিতে গেলে একখানা বড় পুথি হইয়া পড়ে। ফলকথা, থিয়েটারগুলি এক্ষণে এক একটি প্রকাণ্ড বিষবৃক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহিরের সাধারণ দর্শকেরা থিয়েটারে আসিয়া, যৎকিঞ্চিৎ দর্শনী দিয়া, ছ চার ঘণ্টা দর্শনসুখ, প্রবণসুখ উপভোগ করিয়া যান, কিন্তু আমাদের কর্মভোগের বিষয় যদি একবার দয়া করিয়া ভাবেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। কিন্তু সে দিন কি হইবে ?

আমরাও এই সকল বিপন্ন ম্যানেজার ও অভিনেতাদের হইয়া বলি, রঙ্গভূমির অভিনয়-দর্শক মহোদয়গণ কি দয়া করিয়া এ বিষয়ে একটুও মনোযোগ করিবেন ?

এস্থলে সুপ্রসিদ্ধ “নয়ন” সংবাদপত্র হইতে

“নাট্য-সমাজ” নামক প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তৎপাঠে পাঠক মহাশয়গণ আধুনিক থিয়েটার সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

“নাট্য সমাজ ।

নিত্য নৃতনে মানব-মন পরিতুষ্ট হয়। এই নৃতনত্ব প্রবণতা স্বাভাবিক, ইহার ব্যতিক্রম কুজাশি লক্ষিত হয় না। চিরকাল এককিছুই ভাল লাগে না। এমন যে সুখ, তাহাও একটানা বহিলে তাহার সুখকরত্ব থাকে না। দুঃখ না থাকিলে, সুখের আনন্দ বৃদ্ধিতে পারা যায় না, বিরহ না থাকিলে, মিলনে সুখোদয় হয় না। কেবল দিবাভূত ভাল লাগে না, কেবল যোরাহ্নকারী বা রক্তত-কৌমুদী আভরণা নিশিতেও মন স্নিগ্ধ হয় না। সুখ দুঃখ, বিরহ মিলন, দিবা যামিনী হই চাই।

নিরবচ্ছিন্ন সংসারের কঠোরতায়, শোণিত শুককর বৈবয়িক চিন্তায় মানুষ মগ্ন থাকিতে পারে না। যিনি হস্ত পদ বাধিয়া, মনের গলায় দড়ি দিয়া অহনিশি সাংসারিক ব্যাপারে ভুবিয়া থাকেন, তাঁহার জীবন কি রূপ, আমরা বলিতে পারি না। ব্যায়াম বৈক্লপ শারীরিক বলাধান করিয়া থাকে, বিশ্রাম ও আমোদও তরুণ মানসিক বল রক্ষা করিয়া থাকে। এই জন্তই লোকে আমোদাগারের অব্বেষণ করে। এই আমোদের জন্ত নানাদেশে নানা প্রকার আমোদের যন্ত আছে। আমরা অবিগুদ্ধ আমোদের আলোচনা করিতেছি না, বিগুদ্ধ আমোদের কথা বলিতেছি। বিগুদ্ধ আমোদ কোনক্রমে নিন্দনীয় নহে, বরং স্পৃহনীয়।

আমোদ অনেক প্রকার আছে। অসভ্য বস্ত্র-জাতি বাহাতে আমোদ উপভোগ করে, তাহা হয়ত সভ্য জাতির বিরক্তিকর, আবার সভ্য জাতির আমোদ সভ্যতম জাতির পরিহার্য হইতে পারে। কি একপ্রকার আমোদ আছে, বাহাতে সকল জাতিই অহুঃসাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতে কে কবে বীতরাগ বল ? “ন বিভ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।”

নৃত্যগীত সকলের মধ্যেই প্রচলিত আছে। উল্লাস হইলে আপনা আপনি নৃত্যগীতের অবতারণা হয়। গীতে বনের পুষ্প বশ হয়, যাদুঘর ত দূরের কথা।

সত্য জাতিবিশেষের মধ্যে এই গীতবাহ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। সকল প্রকার সাংসারিক কার্যের যেকোন বিভাগ আছে, আমোদের জন্যও তদ্রূপ একটা একটা বিভাগ আছে। আমাদের দেশে যাত্রা, নাট্যরঙ্গ, পাশ্চাত্য প্রদেশে নৃত্য, নাট্যরঙ্গ আছে। নাট্য-সমাজে নৃত্যগীত আছে, আবার তৎসহ সামাজিক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জীবন্ত ভাবে চক্ষের সম্মুখে প্রদর্শিত হয় বলিয়া, সত্য দেশে নাট্য-সমাজের এত আদর। নাট্যাঙ্গনে একেবারে দুই বিষয় প্রদর্শিত হয়। এক দিকে লোকচরিত্র, অপর দিকে সঙ্গীত সাধন।

নাট্যাঙ্গন লোক-শিক্ষার অন্যতম স্থল। এখানে সহজে আমোদসহ বেজ্ঞান জন্মায়, তাহা অন্তর্য জন্মায় না। বিজ্ঞানগণে শিক্ষক বেত্রহস্তে কথং শিক্ষা দিতে পারেন বটে, কিন্তু জীবন্ত লোকচরিত্র শিক্ষা দিতে পারেন না। কিন্তু নাট্যাঙ্গনে সে শিক্ষাটুকু লাভ করা যায়। কারণ নাট্যাঙ্গনে লোক-চরিত্র অতি পরিষ্কৃত ভাবে চিত্রিত হইয়া সাধারণে উপস্থিত করা হয়। যে সমাজে নাট্যাঙ্গনের স্থিতি হয় নাই, সে সমাজ এখনও সত্য সমাজের পর্যায়-ভুক্ত হয় নাই।

আমোদের সহিত শিক্ষালাভ বড় সামান্য ব্যাপার নহে। যাহারা এই গুণ শিক্ষা দিতে সক্ষম, তাহারা প্রকৃত অভিনেতা নামের যোগ্য। অভিনয় করা সোজা কথা নহে। সংসারে থাকিয়া সমাজের চিত্র ত দেখিতেছি, তবু নাট্যাঙ্গনে যাইয়া মানবচরিত্র লব্ধে কিছু নূতন শিক্ষা লাভ করি, তাই নাট্যাঙ্গনের প্রয়োজন ও মান। যিনি দর্শকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে পারেন, তাহার অভিনয়-কৌশল জানা আছে বলিতে হইবে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অভিনয় করা লোভা কথা নহে। অভিনেতা যে অংশ অভিনয় করিবেন,

ঠিক সেই চিত্র দর্শকের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিবেন, আপনি আশ্চর্য্য হইয়া ঠিক সেই ব্যক্তি হইয়া যাইবেন, দর্শক যে অভিনয় দর্শন করিতেছেন, তাহা বিশ্বিত হইয়া, প্রকৃত চরিত্র চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছেন, এইরূপ মনে করিবেন। তবে অভিনয়ের উৎকর্ষ, তবে দর্শকের মনস্তৃষ্টি। নতুবা আমাদের আধুনিক নাট্যসম্প্রদায়ের উপর সাধারণের ঘৃণার উদ্ভেদ করিয়া দেওয়া হয়।

নিরবচ্ছিন্ন সংসারজালাগার ছটফট করিলে, উন্মাদ-প্রাপ্ত বা অস্ত্র দিবসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাই লোকে আমোদ অশ্বেষণ করে। নানাই লোকে নানারূপে আমোদ করে, কিন্তু শিক্ষার সহিত আমোদ লাভ, উপকারের সহিত উল্লাসপ্রাপ্ত হইতে হইলে নাট্যাঙ্গনই প্রধান স্থান। এ হেন উচ্চ শিক্ষার স্থান যদি বানরের নৃত্যাগার হয়, কু শিক্ষার কেন্দ্রভূমি হয়, তাহা হইলে তাহা কি কম পরিতাপের বিষয়? কিন্তু আমাদের অদৃষ্টদোষে এ দেশের অধিকাংশ নাট্যাঙ্গনই ঐরূপ হইয়াছে। যে বালক নাট্যাঙ্গনে অভিনয় করিতে প্রবেশ করে, তাহার চরিত্র কলুষিত হয়, মন্বলোকের সহবাসে সে একটা পশুস্বভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। অভিভাবকেরা সে বালকের আশা একবারের ত্যাগ করেন। ইহার মূল কারণ, আমাদের দেশে আজ কাল নাট্যাঙ্গনে চরিত্রবান্ পুরুষের অভাব।

বর্তমান সত্যতার আঁকর পাশ্চাত্যদেশে যাও, নাট্যাঙ্গনের কিরূপ উৎকর্ষ হইতে পারে, তথাক্ত তাহা দেখিতে পাইব। ইয়ুরোপে, অনেক বড় লোক, অনেক সমাজ সজীৱ সম্মী অভিনয় করিয়া থাকেন। অবশ্য তাহারা পেশাদারী নাট্যাঙ্গনে যোগ দেন না। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে, তথাকার পেশাদার নাট্য-সম্প্রদায় কুচরিত্র ব্যক্তিতে পূর্ণ। তথার অধিকাংশই পেশাদারী অভিনেতা সচরিত্র। ইয়ুরোপের নাট্যাঙ্গনা ও আমাদের দেশের নাট্যাঙ্গন্যের মধ্যে বর্গ মত প্রভেদ। এই অধ্যাপিত দেশে সকলই বিপরীত। এ দেশের পেশাদারী নাট্য-সমাজের

অনেক অভিনেতা নষ্টেরিড। কেহ হয়ত বেস্তা-
সক্ত, কেহ হয়ত মদে বিভোর, কেহ গজিকার চুর।
ইহাদের দ্বারা নাট্যাঙ্গনের উন্নতি সম্ভাবনা
কোথায় ?

অভিনেতাগণ ও এইরূপ, আবার অভিনীত
পুস্তকও তজ্জপ। আজকাল ধর্ম্মমূলক নাটক অভি-
নয়ের চেউ উঠিয়াছে। ধর্ম্ম-মূলক নাটক একে
ও নষ্টেরিড ব্যক্তিদ্বিগের দ্বারা স্তোত্ররূপে অভিনীত
হওয়াই স্বকঠিন, তত্শুণি অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণ
গ্রহকর্তা হইয়া, কিছুত কিমাকার একটা ছাঁদে যে
সকল নাটক লিখিতেছেন, তাহাতে অভিনেতা
অভিনয় আরও বিসদৃশ করিয়া তুলে। নাটকে না
আছে নাটকত্ব, না আছে চরিত্রের পরিষ্কৃতি, না
আছে তাবা বা মার্জিত রুচি। ইহাতে উপকার
হইবে কোথা হইতে ?

* *

এ দেশের রঙ্গালয়ের একটা মহৎ দোষ এই যে,
কাহাকে কোন অংশ সাজাইলে মানার, তাহা কেহই
দেখেন না। মানান (Suit) করা অভিনয়ের
একটা প্রধান অংশ। কিন্তু এ কথা অভিনেতার
বুঝেন না। তাহার পর অংশ বিতরণ। এ সম্বন্ধেও
বড় গোলযোগ। আমরা এ গোলযোগ এদেশের
সকল থিয়েটারেই দেখিয়া থাকি। বাহার বাহা
সাধ্য, তাহার তাহাই করা কর্তব্য। বাঙ্গালী বীরত্ব
কাহাকে বলে জানেন না সেই জন্তই বীররাংশের
অভিনয় করিতে হইলেই দস্ত কিটমিট, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ,
উদ্গাদের দ্বার রঙ্গমঞ্চে পরিভ্রমণ প্রভৃতি বিসদৃশ
একটা কাণ্ড করিয়া বসে।

নাট্যালয় যখন সমাজের বিশেষ হিতকারী
বিভাগ, তখন নাট্যাঙ্গনের উৎকর্ষ সাধনে সকলের
বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। নাট্যসমাজের উন্ন-
তির সহিত সমাজের উন্নতি সাধিত হইবে। সুতরাং
এই উন্নতিসাধন কি বাঞ্ছনীয় নহে ?

বাঞ্ছনীয় নিঃসন্দেহ। তবে বর্তমান রঙ্গালয়-
গুলির অভিনেতৃশ্রেণীর লোকের দ্বারা হইবে না।
এদেশে রঙ্গালয়ের অধিকাংশ অভিনেতা নিরক্ষ

সামান্য শিক্ষিত। বাহারী চিরকাল বঙ্গমাদেশী
করিয়া লাল কাটাইল, বাহারী কাশ্মিন ধরিয়া
বাবুর মোসাহেবী করিয়া বেড়ায়, বাহারী সুরার
মত্ত, বাঙ্গালীর একখানা পত্র লিখিতে বাহাদিগের
গলদমর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাদিগের দ্বারা নাট্যাঙ্গল
পরিচালিত হইলে, নাট্যাঙ্গলের উন্নতি কখন হইবে
না। রঙ্গালয় ও আজ কালের রঙ্গ করিবার আল-
মই হইয়াছে। আমরা আমাদের দেশের নাট্যা-
ঙ্গলের এবিধ দুরবস্থা দর্শনে বাস্তবিক মর্ষাহত
হইয়াছি। মৃত বাবু কেশবচন্দ্র সেন এ কথা বুঝি-
রাছিলেন, তাই তিনি রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া একটু
বাতাস ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি
আর কিছু দিবস বাঁচিয়া থাকিলে, এ বিষয়ে কথ-
ঞ্চিৎ কৃতকার্য হইতেন। এখানে রঙ্গমঞ্চে বাবু এ
শ্রোত ফিরাইবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়া-
ছিলেন, কিন্তু দেশের কৃতবিত্তগণ জনসাধারণ
তাহাকে উৎসাহ সাহায্যদানে রূপগতা করিতে
তিনিও ভগ্নমনোরথ হইয়াছেন। আমরা আশা
করি, দেশের লোকের দৃষ্টি এ দিকে পতিত হইবে,
নাট্যাঙ্গলের উন্নতি সাধনে সকলোই সাধ্যানুসারে
সচেষ্টিত হইবেন।—সময় নই তাজ, ১২৯৫।

এইবার আর একটি কথা বলিয়া দীর্ঘ বিজ্ঞাপন
শেষ করা বাউক। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়া
থাকেন, সমাজের মধ্যে কুসল ফলিলে তাহা নষ্ট
করিবার যে করটি উপায় আছে, তদ্ব্যতীত প্রধান
হইতেছে তিনটি—মুদ্রাযন্ত্র, বেদি ও রঙ্গভূমি
(Press, Pulpit and Theatre)। মুদ্রাযন্ত্র হইতে
ভাল ভাল সহপদেশপূর্ণ গ্রন্থ, সাময়িক পত্র ও
সংবাদপত্র—বেদি হইতে জ্ঞানবান্ বক্তার হিতৈ-
ষী বক্তৃতা এবং রঙ্গভূমি হইতে সংস্কার ও সঙ্গী-
তিপূর্ণ নাটকভিনয় দ্বারা সমাজের বিবদ্বৎগুলিকে
সম্মুখে নষ্ট করে। কিন্তু বড় পরিভ্রাণের বিষয়,
অধুনা অনেক মুদ্রাযন্ত্র, বেদি ও রঙ্গভূমিতে দুর্গন্ধ-
ময় পদ জমিয়াছে। তগবানের কুপার কবে ইহার
বিহিত হইবে ?

সংবাদপত্র সম্পাদকদের মধ্যে অনেককে বুঝেন

রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী ।

না, অনেকে বুঝিয়াও বুঝেন না এবং অনেকে
বুঝিতে চাহেন না। এমনও অনেক সংবাদপত্র-
সম্পাদক আছেন, বাহাদের মনের ভিতর ভণ্ড
বাবাজীদের অঙ্গের চতুর্দিকের ছাপার ছায়, “হাম্
বডা”র ছাপা বুড়ি বুড়ি হিড়িমিড়ি করিতেছে।
আবার এমনও অনেক সংবাদপত্রসম্পাদক আছেন,
তাহারা ধামাধরা মাত্র। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া
কে না বলিবে যে, সংবাদপত্রসম্পাদকদের অতি
শীঘ্রই হৃদয়ের বল ও কর্তব্যজ্ঞানের নিত্যন্ত প্রয়ো-
জন হইয়াছে? ইহাদের পরামর্শানুসারে যখন
সকলকে চলিতে হয়, তখন অগ্রে ইহাদের নিজের
নিজের চলাটা সোজা দিকে হওয়া বড় দরকার।
বড় সূত্রে বিবর যে, সম্প্রতি বর্তমান থিয়েটার ও
অভিনয়ের ভালমন্দের দিকে কাহার কাহার দৃষ্টি
পড়িয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ নববিভাকরদ্বারা সংবাদ-
পত্রের সম্পাদকীয় স্বত্তে “থিয়েটার ও অভিনয়”
নামক একটি প্রাক্ক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার
একস্থলে লিখিত আছে,—

“সমাজ-মধ্যে থিয়েটার একটা খুব সোরগোল
তুলিতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু সমগ্র সমাজের যাত্রা
কীর্তনের মত তত্ত্ব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে
নাই। তত্ত্ব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার একটা “মহা
ব্যাবসায়” আছে। বিনা বারবনিতায় এক্ষণে
থিয়েটার জমান দুর্ধট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বার-
বনিতা লইয়া যে কাজ করিতে হয়, তাহাতে কারদা
কারণের বিশেষ আঁটাআঁটি চাই—চলাচল
করিলে বিভ্রাট ঘটে। খেমটা ও বাইজীবৃত্তি
উভয়ই বারবনিতা দ্বারা চলিতেছে। খেমটা-
ওগারা খেমটাওগালীগণের কারদাকারণের আঁটা-
আঁটি তেমন করে নাই বলিয়া খেমটাবৃত্তির মধ্যাদা
নাই। * * * থিয়েটারে অভিনেতা ও অভিনেত্রী
মধ্যে বিশেষ কারদাকারণের আঁটাআঁটি থাকা
চাই।* কারদাকারণের ক্রটির জন্তই থিয়েটারে

অনেক চলাচল হয়। তাহা হইতে থাকিলে থিয়ে-
টারের সমাজ মধ্যে শ্রদ্ধা তত্ত্ব হইবে না।”—
১২ই ভাদ্র, ১২৯৫ সাল।

আমরা আশা করি, হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান,
ইংরেজ প্রভৃতি সমস্ত সংবাদপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা
উল্লিখিত লেখাটি পাঠ করিবেন এবং বাহাতে
সমাজমধ্যে থিয়েটারের প্রতি সকল লোকের শ্রদ্ধা
তত্ত্ব হইতে পারে, তাহার দিকে মনোযোগ
করিবেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

বীণারঙ্গভূমি।

৩৮নং মেছুয়াবাজার রোড—ঠান্ডেনে—কলিকাতা।
১৫ই ভাদ্র, ১২৯৫

ব্যঙ্গনাট্যকৌতুক ব্যক্তি ।

পুরুষ ।

হিরণ্যকশিপু...রাজা। মৃতি ও পরিচ্ছদাদি—
বালক ; বড় কাঁচা দাড়ী, গোপ ও চুল ; রাজ-
পরিচ্ছদ
প্রহ্লাদ...হিরণ্যকশিপুর পুত্র। মৃতি ও পরিচ্ছ-
দাদি—সুগাকার ও প্রৌঢ় ; বড় গোঁপ ; নাকে
বড় নোগক ; মাথায়, চুলের চূড়াবাধা খুঁটা ;
খুঁটাতে রূপার বা সোণার ছইটা বড় পুঁঠে ;
কাণে হল বা চাঁপা ; গলায় মুড়কি মাহুলির
মালা ; কপালে নক্সা করা সিন্দুর ও চন্দনের
তিলক ফোঁটা ; পরনে ষড়ী ও পিঠা-স্ত্র ; পায়ে
নুপুর।

অভিনেত্রী না হইলে একরূপ কারদাকারণের বিশেষ
আঁটাআঁটি থাকিবে কি? শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়

* এই ব্যঙ্গনাট্যকের প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্বে
হিরণ্যকশিপুর সহিত অণ্ডকুম্ভাভের কথোপকথনের
সহিত এই পঙ্ক্তিগুলির সারাংশের সহিত সামঞ্জস্য
আছে। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

* ইয়ুরোপ, আমেরিকাদি দেশের অভিনেত্রী-
দের জায় কেবল থিয়েটারের অভিনয়ার্থ একচেটে

অঙ্কুরাণ্ড...হিরণ্যকশিপুর মোসাহেব। মূর্তি ও
পরিচ্ছদাদি—বড় লম্বা গোঁপ; মাথায় গাধার
টুপী; পরণে সঙের পোষাক; হাতে ছড়ি।

যণ্ড...প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরু। মূর্তি ও পরিচ্ছদাদি
—বালক; পাকা দাড়ী গোঁপ; পরিচ্ছদ পেণ্ট-
লন্, চাপকান, পাট করা উড়ানী, সামলা
পাগড়ী, মোজা, ইংরাজি জুতা; হাতে বেত।

অমরক...যণ্ডের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রহ্লাদের শিক্ষা-
গুরু। মূর্তি ও পরিচ্ছদ—বালক; নেড়া মাথায়
ফুলবিষপত্র বাঁধা; কাঁচা চৈতনচুটকি; কাঁচা
গোঁপ; গলায় পৈতা; পরণে শাদা মলমলের
ধুতী; গায়ে লংকুথের মোটা চাদর বা মলমলের
উত্তরীয়; পায়ে তালতলার চটা; ট্যাকে
নশ্তাদানী; কপালে দীর্ঘ কোঁটা; হাতে বাঁশের
লম্বা লাঠী।

ওলকচু থিয়েটারের ম্যানেজার...মূর্তি ও পরিচ্ছ-
দাদি—প্রোচ; কাঁচা পাকা দাড়ী গোঁপ;
পরণে চওড়া কালা পেড়ে কোঁচান ধুতী, রেশমী
চায়না কোট, কালাপাড়ওয়ালা পাতলা উড়ানী;
পায়ে জাপানবাগিস্ ফুল ও বগলসদার জুতা;
হাতে রেশমী রুমাল ও আইভরি ছড়ি; মাথায়
টেড়ী।

জুবিলি বোডিং ইন্সুলের ছাত্রগণ...মূর্তি ও পরিচ্ছ-
দাদি—বড় ছোট সকল রকম; কতকগুলির
গোঁপ, কতকগুলির গোঁপ দাড়ী; এক রকমের
কোট পেণ্টলন ও টুপী; পায়ে উড়ে চটা

দৈত্যগণ...হিরণ্যকশিপুর ভৃত্য। মূর্তি ও পরিচ্ছ-
দাদি—বালক; বড় বড় দাড়ী গোঁপ; লাল
কাপড়ের মালকোঁচা, লাল চাদর বুক বাঁধা,
মাথায় লালপাগড়ী; হাতে ঢাল সড়কী; গলায়
কঙ্কী।

সার্কন...মূর্তি ও পরিচ্ছদাদি—প্রোচ; পরিচ্ছদ
প্রকৃত সার্কনের জায়।

দারোগা...মূর্তি ও পরিচ্ছদাদি—বৃদ্ধ; পরিচ্ছদ
প্রকৃত দারোগার জায়।


পাহারওয়ালগণ...মূর্তি ও পরিচ্ছদাদি—যুবা ও

প্রোচ; পরিচ্ছদাদি প্রকৃত পাহারওয়ালার
জায়।

করাণু...হিরণ্যকশিপুর মহিষী। মূর্তি ও পরিচ্ছ-
দাদি—মহাছুলা, বিকটদন্ডা, মুকুটধারিণী;
নাকে বড় নথ, পায়ে মোটা মোটা ৮ গাছা
মল, মুখমণ্ডলে উকী আদি নানাবিধ চিত্র,
কণ্ঠাদিতে নানাবিধ ভূষণ, পরিধানে বেনারসী
শাড়ী।

যণ্ডপত্নী...মূর্তি ও পরিচ্ছদাদি—বৃদ্ধা, মাথায়
পাকা চুল, নাকে নোলক, কাণে হল, হাতে
শাঁখা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরণে কাল পাছা-
পেড়ে শাড়ী।

রমণীগণ...অভিনেত্রীগণ। মূর্তি ও পরিচ্ছদাদি—
যুবতী, প্রোচা ও বৃদ্ধা। কাহারো গোঁপ,
কাহারো দাড়ী ও কাহারো গোঁপ দাড়ী;
কাহারো নাকে নথ, কাহারো বেসর ও
কাহারো নোলক; মাথায় সীঁথি; পায়ে গোছা
গোছা মল বা যুঁঙুর; পরণে রকম রকম
পেশোয়াজ, সলুকা ও ওড়না।

 উল্লিখিত জীপুরুষগণের মূর্তি বৃষ্টিয়া
কাহার কাহার লম্বা নাক হইলে আরও ভাল হয়,
অভিনেতার স্ববিধা মত উল্লিখিত ব্যক্তিগণের
পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে অন্তরূপ বন্দোবস্তও করিতে
পারেন এবং অভিনয়কালে সময়ের স্বল্পতার প্রয়ো-
জন হইলে এই পুস্তকের কোন কোন স্থল বাদ দিয়া
অভিনয় করিতেও পারেন।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা, ৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোড—
বীণা-রঙ্গ-ভূমি ।

দুই জন অভিনেতার প্রবেশ ।

১ম অভি। বলুন দেখি, আজ কোন্ বিষয়ের অভিনয় করা উচিত ?

২ অভি। “কলির প্রহ্লাদ” নামে একখানি নূতন ব্যঙ্গনাটক রচিত হয়েছে; সেই খানির অভিনয় করা যাক্ ।

১ অভি। ব্যঙ্গনাটক কি ? প্রহসন ?

২য় অভি। ঠিক প্রহসন নয়, তবে প্রহসনের সঙ্গে কতকটা মিল আছে। প্রহসনকে ইংরেজিতে Farce (ফার্স্) বলে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে হাস্য-রসের সহিত স্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা ক’রে লোকসমাজকে নীতিশিক্ষা দেওয়া ।

১ অভি। আর ব্যঙ্গনাটক ?

২ অভি। ব্যঙ্গনাটকের অস্ত্র নাম ব্যঙ্গহাস বা প্রহাসিকা। ব্যঙ্গনাটক, ব্যঙ্গহাস বা প্রহাসিকাকে ইংরেজিতে Burlesque (বর্লেক্) বলে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অভূত ও হাস্যরসের সহিত স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও পরিহাস্যক ঘটনার অবতারণা ক’রে লোকসমাজকে নীতিশিক্ষা দেওয়া। ফল কথা, প্রহসন ও ব্যঙ্গনাটকের উদ্দেশ্য একই, কেবল ঘটনা ও রচনাপ্রণালী স্বতন্ত্র ।

১ অভি। “কলির প্রহ্লাদ” ব্যঙ্গনাটকের ঘটনা ও রচনা কিরূপ ?

২ অভি। তা দর্শক মহাশয়দের কাছে অগ্রে ভাঙবার প্রয়োজন নাই। অভিনয় ক’রে দেখাই আসুন ।

১ অভি। তবে তা’ই হোক ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

হিরণ্যকশিপুর বাঘমারির বাগান

মদের বোতল ও গেলাসহস্তে প্রহ্লাদের
প্রবেশ

প্রহ্লাদ । (নৃত্য করিতে করিতে গীত)

তোর নাম রেখেছি মদবোতলা ।

মনের সাথে ও আমার মন,

খেল্ না মদের ঢালা গেলা ॥

মদে মেখে চাটের কুটি,

গড়্ না শুঁড়ির চরণ হু’টি,

আর হু’জনে সেই চরণে,

পরিষে দি নোট টাকার মালা ॥

বেগে কয়াদুর্ প্রবেশ

কয়াদু। (সকাঁতরে) হায় হায়, এ কি রে বিভ্রাট ! কি হেতু বলিস্ মদ চাট ?

যদি শোনে মহারাজ, আস্তো কি রাখিবে আজ,

গোস্তো তোর খাওয়ারে কুকুরে

মস্ত ভুঁড়ি হাঁসাইবে, আম্রো গোঁফ উপাড়িবে,

কাঁদিবি রে ডুকুরে ডুকুরে ॥

প্রহ্লাদ । (সাহসে তাল ঠুকিয়া কীর্তনের
সুরে)

মদের নামে মাতাল গলে,

মা গো, আমার কিসের ভর ?

যখন বোস্‌বো গিয়ে পিতার কোলে,

চাল্‌বো মা মদ বোতল খুলে,

তখন পিতাও আমার—ও মা !—

মদের নামে বাবে ভুলে ।

কয়াদু। (সবিস্ময়ে) মাইরি ?

প্রহ্লাদ । মাইরি মা !

কয়াদু। মদের নামে তোর বাবাও ভুলে

বা’বে ?

প্রহ্লাদ । আমার বাবা তো বাবা, আমার
মাও ভুলে বা’বে ।

। কলির প্রহ্লাদ ।

করাধু। (সাহ্লাদে) অ্যা—অ্যা—অ্যা! আচ্ছা, এক গেলাস দে দিকিন্।

প্রহ্লাদ। (গেলাসে মদ ঢালিয়া) চোক বুজে চক্ কোরে গিলে কেল মা!

করাধু। (মদিরা পান করিয়া মুখভঙ্গী সহকারে) বাপ্! বাই রে! ইস্, বাই রে! মলুম রে—গেলুম রে—বাবা রে—বুক পুড়ে গেলো রে—গেলো রে! (ভুতলে পতন)

প্রহ্লাদ। মাঠে: মাঠে:।

করাধু। (সরোবে) দূর আঁটকুড়ীর ব্যাটা! মা ভাই মা ভাই কি রে ড্যাকরা? মাকে ভাই বলচিন্? মুখ খোসে যা'বে—জিবে পোকা প'ড়বে।

প্রহ্লাদ। দূর আবাগের বিটি! সংস্কৃত ভাষাটা কেন শিখলি নি। মাঠে: হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ; এর অর্থ হচ্ছে ভয় নেই।

করাধু। রেখে দে তোর বাঁড়কুত্তো শব্দ! অঁমরি যে বুক গন্ত হ'য়ে গেল। বুক গেল রে—পেট গেল রে—বাপ!

প্রহ্লাদ। যা'বে না, যা'বে না। “বিবস্ত বিমমোবধম্।” আর এক গেলাস্ টান দেখি, তন্ন হয়ে যা'বে।

করাধু। তা হ'লেই জান্ নিকলবে রে বাপ্!

প্রহ্লাদ। কভি নেহি, কভি নেহি। বরং জান্ গুলজার হ'য়ে। মা, তুমি কি জান না—“যে আগুনে পোড়ে হাত, তা'তেই লাগাও তাত”?

করাধু। জানি। আচ্ছা, বাবা! মদেও কি ভাই?

প্রহ্লাদ। ই্যা বাই!

করাধু। তবে দে খাই

(পুনর্বার সুরাপান)

প্রহ্লাদ। মা, এবার?

করাধু। কষ্ট কম্।

প্রহ্লাদ। তবে আর এক দম্।

করাধু। গাঁজা না কি?

প্রহ্লাদ। উহ্। মদ মদ।

করাধু। গাঁজারি তো দম্। মদেরো দম্ আছে?

প্রহ্লাদ। দম্ সকলেরি আছে।

করাধু। সে কিরূপ, একবার প্রকাশ কোরে বল্।

প্রহ্লাদ। আলুর দম্, পটোলের দম্, কপাঁরাজের দম্, থিয়েটারের এক্টোরের দম্, এইসের দম্, ডেসারের দম্, সিপ্টারের দম্, ট্রেজ্ ম্যানেজারের দম্, সুপারিন্টেন্ডেন্টের দম্, ডাইরেক্টোরের দম্, গ্যাস্ফিটারের দম্, চুলওয়ালার, পোসাকওয়ালার দম্, কণ্ট্রাক্টোরের দম্, মোশনমাষ্টারের দম্, মহাজনের দম্, জমিদারের দম্, বজুর দম্, শক্তির দম্, অভিয়েন্সের দম্, সেক্রেটারীর দম্, দরওয়ানের দম্, বেহারার দম্, কলার্টপার্টির দম্, এমন কি, থিয়েটারের মশামাহী ছারপোকারও দম্, থিয়েটারের সব দম্। তা ছাড়া, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে জজের দম্, সর্জজের দম্, মাজিস্ট্রেটের দম্, ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের দম্, সবডেপুটির দম্, কৌন্সিলির দম্, বারিস্টারের দম্, এটর্নির দম্, উকিলের দম্, মোস্তাফারের দম্, পেস্তারের দম্, নাজিরের দম্, এমন কি চাপরাশী পেরাদারও দম্। ইকুল কালেজ পাঠশালে প্রিন্সিপালের দম্, প্রোফেসরের দম্, মাষ্টারের দম্, পণ্ডিতের দম্, ছাত্রের দম্, গুরুমশায়ের দম্, পড়ুরার দম্। আপিসে বড় সাহেব, ছোট সাহেবের দম্, হেড্ ক্লার্কের দম্, কেরানীর দম্, সাখারাজারে শুড়ির দম্। বড়বাজারে চীনেবাজারে দোকানদারের দম্, পথে ঘাটে ফিরিওয়ালার দম্। ঘরের মাঝে দম্পতীর দম্। ডাক্তারখানায়, ডিস্পেন্সারিতে ডাক্তারের দম্। বাজারে মেছুনির দম্, ফোড়ের দম্। ইংলেও হাউস্ অব্ কমন্স—হাউস্ অব্ লার্ডের দম্। ভারতে ইংরেজের দম্। বাজারায় বাজারির দম্। মেছোবাজার সোণাগাহী হাড়কাটার গলিতে ছুঁড়ী বুড়ী বেজার দম্। বেলেবাটা হাটখোলার মহাজনের দম্, দালালের দম্। হাউসে হাউস্ওয়ালার দম্, সুগুদ্রির দম্। দিনে

জুওছোরের দম্, রেতে চে'রের দম্। গ্রহকারের
দম্, গ্রহবিক্রেতার দম্। সকল ভাষার খবরের
কাগজওয়ালার দম্, খবরের কাগজের গ্রাহকদের
দম্। নেড়ে-ডোরান উড়েবেহারার দম্। ঝাঁক-
মুটের দম্। রেলওয়ে কোম্পানির ও ট্রামওয়ে
কোম্পানির দম্। সব দম্—সব দম্, খোড়কে
কাঠি থেকে হিমালয় পর্বতের দম্।

করাধু। তবে আর কি, মদেও দম্। দে এক
গেলাস রম্। (পুনর্বার সুরাপান)

প্রহ্লাদ। মা, এবার ?

করাধু। একবারেই কম্।

প্রহ্লাদ। তাইতো বলছিলুম—“বিবস্ত্র বিক-
মৌবধম্।”

করাধু। বাবা পেলাদ ! তুই বেঁচে থাক্।

কি স্থা করা'লি পান, আনন্দে মোহিল প্রাণ,

ব্রহ্মানন্দ খেলে মোর চিতে।

চক্ষু যে মেলিতে নারি, বোসে আছি, গুরে পড়ি,

বাগানের গরম ধুলিতে ॥

প্রহ্লাদ। (বোতল নাড়িতে নাড়িতে) ঐ
যা, এখন মদ পাই কোথা ? মা বেটা যে সবটা খেয়ে
কেলেচে। তাইতো আমি কি খাই ? কেন, ভয়
কি ? শু'ড়ির দোকানে যাই।

[প্রস্থান।

অণ্ডকুমারের সহিত দূরে হিরণ্যকশিপুর
প্রবেশ।

হিরণ্য। রাণি ! ও রাণি, রাণি ! ওহে অণ্ড-
কুমার ! রাণী কোথায় ?

অণ্ড। তাই তো মহারাজ ! বড় মুকিল
তো।

হিরণ্য। (চারিদিকে দেখিয়া) ওটা কি
পোড়ে হে ?

অণ্ড। বড়ো বুদ্ধি বাগানের একটা পাতরের
পরী ভেঙে পোড়ে গেচে।

হিরণ্য। এগিরে দেখে এস—অলুদি বাও।

(করাধুর নিকট অণ্ডকুমারের গমন)

অণ্ড। ও মহারাজ ! পাতরের পরী নয়, ইনি
আপনারি পরী।

হিরণ্য। (সরোষে) আরে মূৰ্খ অণ্ডকুমার !
তোয় এত দূর আশ্পর্ক ! আমার পরী ধূল্যপরি ?
কখনই না। ওটা তোরি অণ্ডকুমারী !

অণ্ড। (সহাস্তে) আহা, তা হ'লে তো বাচ-
তেম্ ; স্বর্গের চাঁদ হাতে পেতেম।

হিরণ্য। আঁা, বল কি, বয়স্ত ! তবে উনিই
কি আমার জীবিতেশ্বরী করাধু রাণী ?

অণ্ড। আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ !

হিরণ্য। (করাধুর নিকটে গিয়া সহঃখে)
হায় হায়, এ কি দেখি, কেন নিমীলিত আঁখি,
কেন ধুলোমাখা মাখি স্ফুল্ল শরীরে ?
কি হেতু ভুঞ্জি'ছ হুখ, তোল তোলোপারা মুখ,
ছানিপড়া চোকে, রাণি, চাও ফিরে ফিরে ॥

হইয়া তোমার স্বামী, গোদাপদে ধরি আমি,
ছমোণী-নিতম্বে ! তুমি বইস উঠিয়া।

ছাড় মান, মানময়ি ! গুমান করিয়া ॥

করাধু। (সরোষে) Beware you rascal !
Don't you be braying like that. Be off,
be off you noisy ass !

হিরণ্য। (সত্যে) ওহে অণ্ডকুমার ! মহা-
রাজী এ কি ভাষা উচ্চারণ ক'ছেন ? রাণী কি
বাগানে এসে ভূতপ্রস্তা হ'য়েছেন ?

অণ্ড। আজ্ঞে না, দৈত্যরাজ ! রাজী ভূত-
প্রস্তা নন—মদপ্রস্তা !

হিরণ্য। (সবিস্ময়ে) সে কি, সে কি ! বল
কি !

হিরণ্যকশিপু অহর্জর,
ইনি পরী হ'য়ে তাঁ'র,
মদপ্রস্তা হইলা কিরণে ?

(সক্ৰোধে)—

কখনই না—কখনই না—কখনই না।

নিখা কথা উচ্চারণ করি'

বুধা দোষ দিস্ তুই রাজীয়ে আমার।

রে তও অণুহুয়াও !

তওমি পণ্ডিত তোর মুণ্ড খণ্ড করি' ।

(অসিনিক্কাশন)

অণ্ড । (সতরে)

ছাড় রোষ, দৈত্যপতি !

এ অণুহুয়াও কভু মিথ্যা নাহি কহে ।

যে বোল বলিছ আমি,

প্রতি ইক্ষি সত্য তার ।

হিরণ্য । প্রমাণ বিহনে

না করি বিশ্বাস তোর ভাষে ।

অণ্ড । প্রমাণ তো হাতে হাতে ।

মহারাজ ! আপনার মহিবীর মুখে

কুখে কুখে ইংরিজি বচন

যেই কালে হইল বাহির,

তখন জানিও স্থির,

পেটে না ঢুকিলে মদ,

এ হেন ইংরিজি গদ নাহি বাহিরায় ।

বিশেষতঃ ইংরিজির ইং

নাহি জানে মহিবী তোমার ।

তবে বল,

কার বলে এ বোল বলিলা ?

হিরণ্য । ভাল ভাল, দেখি মুখ স্ব'কে ।

(তদ্রূপ করণ)

করাধু । (সরোবে) O you villain ! Who are you ? O ho, you are thief—a robber ! Parrawallah—Parrawallah, catch him—prosecute him !

অণ্ড । সক্রন, মহারাজ ! সক্রন সক্রন । বড় বেগতিক । এখনি রাণী লাগি ছুড়বেন । একে আপনার ফড়িঙের মত ক্রীণ শরীর, তা'তে ও লম্বা পল্লভের ঠেলা ! বাপু ! একবারেই উচ্ছেপটল-তোলা !

হিরণ্য । তাই তো ইয়ার ! উপায় কি ? মুখে বেচারি মদের গন্ধ ! (সরোবে) হিহি বড় লজ্জা—বড় দ্বগা—গেল মান—রাণী মোর করিরাছে সুরাপান !

অণ্ড । মহারাজ, বা, হ'বার হ'রেছে, আর মিহিমিহি, চোঁচাচোঁচি ক'রবেন না । বাগানের গাছে পাঁখ পক্ষী আছে, শুন্তে পা'বে, উড়ে গিলে যা'কে তা'কে ক'বে । এক কাণ্ড করুন, ঠেলা গাড়ী-কোরে উন্নতিনী রাজমহিবীকে অন্দর মহলে পাঠিয়ে দিন ।

হিরণ্য । বন্ধো ! বোধোদয় করিলে আমার ।

লহ এই মুক্তাহার পুরস্কার ।

অণ্ড । (স্বগত) রাজরাণি,

মদ তুমি খেয়ো বায়বার,

তোমার প্রসাদে রোজ রোজ পা'ব পুরস্কার ।

হিরণ্য । (উচ্চৈঃস্বরে)

আরে আরে গাড়ীঠেলা দৈত্যগণ !

ঠেলাগাড়ী দৌড়ে নিয়ে আর ।

• ঠেলাগাড়ী লইয়া দৈত্যগণের প্রবেশ ।

১ম দৈত্য । ক্যা হকুম, মহারাজ ?

হিরণ্য । রাণীয়ে তুলিয়া ঠেলাগাড়ীর উপরে,

অবিলম্বে নিয়ে যাও মোর অন্তঃপুরে ।

১ম দৈত্য । (অণুহুয়াওের প্রতি) বাবুজী !

মহারাজীজীকি ক্যা হুয়া ?

অণ্ড । কুস্তক-যোগ হুয়া । জলদি গাড়ী পন্ড উঠাও ।

(দৈত্যগণের তদ্রূপ করণোচ্চারণ)

করাধু । (উখিত হইয়া সরোবে)

আরে আরে লম্পটের দল !

রাজার বরগী আমি, তাহে কুলবধু,

আমারে ছু'ইবি তোরা ?

নাথি মেয়ে শু'ড়াইব মাথা ।

(পদোত্তোলন ও দৈত্যগণের পলায়ন)

(হিরণ্যকশিপুকে দেখিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ ! কে ও ! প্রাণনাথ যে ! বাহবা ! এক গেলাস মদ দাও ।

হিরণ্য । হি হি, রাণি, এ কি বাণী ?

করাধু । যাও যাও, তোমার কন্ড নর । অণ্ড-কুম্ভে ! তুই এক গেলাস দে ।

অণ্ড । রাজরাণী ! এ কি তব, লীলা ?

করাধু। হুঃশালা হুঃশালা! ভোদের কা'রই
কম নয়। পেলাদ কই? ডাক্ তা'কে। তিন
গেলাস দিয়েচে সে। আরও তিনতিরিঙ্গে ন
গেলাস থা'বৎ বাছা পেলাদ চিরজীবী হয়ে বেঁচে
থাক্। (পুনর্বার তুতলে শয়ন)
হিরণ্য। ওঃ! এতক্ষণে বুঝিলাম আমি।

পাষাণ কুমার মোর কৈল হেন কাজ।

উপযুক্ত শাস্তি দিব তা'হর।

অণ্ড। মহারাজ! বাপ মার আবদারের
চোটেই ছেলে মাটি হয়। ছেলেবেলার ছেলেকে
লেখাপড়া না শেখালে, বাপ মাকে এই রকম
আলাতন হ'তে হয়। বিশেষতঃ বড় মাহুষের ঘরে
আপনার পেলাদের মতন আল্লাদে এঁড়েই ঢের।
আমরা গরিব গুরোঁ, ছেলেপিলেকে অত কুঁচকি-
কণ্ঠা নাই দিই না। বাপু! এ যে দেখছি বিটকেল
ছেলে, মাকে পর্যন্ত মদ খাওয়ালে।

হিরণ্য। আমাকেও বা খাওয়ার। কি হ'বে
হে অণ্ডকুমার!

অণ্ড। ভয় নেই, মহারাজ! অণ্ড থাকতে
আপনাকে লগুও হ'তে হ'বে না।

করাধু। আরে আণ্ডা! ডাক্ না পেলাদকে
আমার কোমল গলা শুকিয়ে গেলো যে। রাজাকে
অভয় দিচ্ছি, আর আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস?

হিরণ্য। মহিষি! দোহাই তোমার, চুপ কর।

করাধু। চোপ রও!

হিরণ্য। ওহে বসন্ত, বড় বাড়াবাড়ি বে।

অণ্ড। ঠেলাগাড়ীতে তুলে বাড়ি পাঠান।

হিরণ্য। আচ্ছা, তা পাঠাচ্ছি। কিন্তু এখন
পেলাদে বেটাকে চিট্ করি কিসে?

অণ্ড। বগামর্কের জুবিলা বোর্ডিং ইন্সুলে দিন্

হিরণ্য। ঠিক বোলেছো, বন্ধু। তা' হ'লে
ব্যাটা আর বাড়ী আসতে পারবে না। দিনরাত
সেখানে থেকে বিত্তে শিখবে। এক দণ্ডও আর
বেরুতে পা'বে না।

অণ্ড। তবেই বস্। মদ্ ফল্ আর খেতে
পাবে না।

হিরণ্য। মাস দুজারের মধ্যেই শুধরে যা'বে—
কেমন?

অণ্ড। ঐবম্।

হিরণ্য। তবে তুমি আজিই পেলাদটাকে
বগামর্কের বোর্ডিং ইন্সুলে ভর্তি কোরে দিয়ে
এসো।

অণ্ড। যে আজ্ঞে।

(উভয়ের প্রস্থানোত্তাপ)

করাধু। বটে, এক ব্যাক্স পৃথক্ ফল। আমি
রইলুম পোড়ে, তোমরা পালাও উড়ে।

হিরণ্য। না, রাগি! তুমি চল ঠেলাগাড়ী
চোড়ে। উঠে পড়—চড় চড়। (ঠেলাগাড়ীতে
করাধুর শয়ন) ওহে অণ্ড! ধর কোসে রজ্জুখণ্ড!

অণ্ডকুমার ও হিরণ্যকশিপু। (শকটরজ্জু
ধরিয়া) হেঁইয়া—হেঁইয়া মারিচ্ছন্ন—হেঁইয়া।
মাগী বড় ভারি—হেঁইয়া—ঝোরে টান্ হেঁইয়া—
হেঁইয়া।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

বাধমারি—হিরণ্যকশিপুর বৈঠকখানা।

ওরকে রাজসভা।

হিরণ্যকশিপু ও দৈত্যগণের প্রবেশ।

হিরণ্য। আজ হাম খেটার কা তামাসা
দেখলো। মেরা শহরমে কোন্ খেটারপে আচ্ছা
হার?

১ দৈত্য। রুম্মুখী থিয়েটার, মহারাজ?

হিরণ্য। হাতেরি উন্নু! উস্মে রেণী
নাচতা গাতা নেহি; কুল্ মরদ লোগোঁ হ্যার।
যেরে মাক্ বড়ে আদমি সমজদার, কচিদার,
খবরদার, বারবরদার, হকুমদার, হাওলদার, কোজ-
দার, চোগদার, মজুমদার তরফদার হোরকে ককৎ
বেটা ছেলিয়াকা খেটার দেখে পা? হুহু—হুহু—
হুহু!

২ দৈত্য । ঠিক বাৎ—ঠিক বাৎ । থুথু—
থুথু—থুথু ।

অণ্ডকুশ্মাণ্ডের প্রবেশ ।

অণ্ড । (২ দৈত্যের প্রতি) দেখো বাবা, লাব-
ধান, আমার গায়ে যেন থুথু ফেলো না ।

হিরণ্য । পেলাদেকে বোড়িং ইন্ধুলে রেখে
এলে ?

অণ্ড । সহজে কি যায়, রাজা ? হাতে দিয়ে
মো, তবে ছেলে খো । আমার সাড়ে সাত আনার
মুড়কি-মোরা খরচ হ'য়েছে ।

হিরণ্য । তবু নেই, শুদশুদ্ধ ধোরে দিচ্ছি ।
এই নেও একটা গোটা আধুলি !

অণ্ড । এমন না হোলে আর রাজা ? একটা
ডবল পরমা এক দমেই খয়রাৎ, বাবা !

২ দৈত্য । এমন দাতাকর্ণ কি আর আছে ?

অণ্ড । তা আর বোলতে ? এই দেখ না,
ভায়া, চোক চেয়ে, সে দিন চাইতে না চাইতে
লডুদফারাগীর কান্দে এক লাক টাকা । অমুক
আশু-এসেছেন-এ পকাশ হাজার । গোমেব কিরি-
দ্বির মাগ বিউতে পারেনি ওনেই অমি মেদিকল
কালেকের পরীক্ষোত্তীর্ণ গজেন্দ্রবদনা ধাত্রীকে
মজুরি পাঁচ শ, বখসিস্ হাজার, একেবারে ডেড়
হাজার টাকা । ভারতবর্ষের বায়ুকোণ আটকা-
বার অস্ত্রে লাট সাহেবের হাতে এক কোটি টাকা
পোন্তোদানার মত ছড়িয়ে দিলেন । কর্ণমণি বাইকে
এক দিন গাইরে পনের লাক টাকা পাইয়ে দিলেন ।
সাহেব-ভোজে—বিশেষতঃ বিবির ভোজে মাসে
মাসে যে কত টাকা দিচ্ছেন, তা কুড়িতে সরকার
খাতার আজো খোতেন কোরে উঠতে পাচ্ছে না ।
আর এই অলজীরত চেয়ে দেখ—আমি চাইতে
না চাইতেই আমার ডাগো একেবারে হু হুটো
পরমা ।

হিরণ্য । (সহাস্তে) এটা কি আগার ঠাট্টা ?

অণ্ড । আজ্ঞে না, আগার খাটা !

হিরণ্য । ওহে সখে ! তুমি তো সকল-খাটা ।

মেয়েমাহুগুয়লা থিয়েটার খাসা, না বেটা-মাহুগু-
ওয়লা-থিয়েটার খাসা ?

অণ্ড । আমার বোধ হয়, বেটা-মাহুগুয়লা
থিয়েটারই খাসা ; কারণ, ভগবত্তিমূলক নাটক-
দ্বির অভিনয় দেখবার সময় মনটা চকল হয় না—
বাগ বেটাতে, বাগ মেয়েতে, ভাই ভগ্নীতে, পতি
পত্নীতে এক সঙ্গে বোসে মেয়ে-মাহুগুয়লা থিয়ে-
টার দেখে লজ্জা পায় । তাই বল্টি, বেটা-মাহুগু-
ওয়লা থিয়েটারই খাসা ।

হিরণ্য । হাদ্দুর ব্যাটা চাখা ! থিয়েটার কি
ধম্মের গোয়াল ?

অণ্ড । না না, মহারাজ ! থিয়েটার এঁড়ের
গোয়াল ! তাই কিমেলী থিয়েটারে জায়গা হয়
না, আর মেলী থিয়েটারে জায়গা যায় না ।

হিরণ্য । ওহে অণ্ড ! তবে তুমিও বণ্ড !

অণ্ড । আজ্ঞে, আর 'ও'র অল্পশ্রাস হ'তে
পারিনি । লণ্ড তণ্ড পণ্ড হোরে পোড়েছি ।

হিরণ্য । তা বোঁলে কি হয় ? তুমিও তো
এঁড়ের গোয়াল কিমেলী থিয়েটারে হু শনি রবি
বুধবার যাও । বণ্ড মানে এঁড়ে, তবে তোমার
দেবো কি ছেড়ে ? রেখে দাও তোমার মেলী
থিয়েটার মাঝ গঙ্গায় গেড়ে ।

অণ্ড । (সহাস্তে) তা ঠিক, রাজা বাহাহুর
মহাপ্রভু ! থিয়েটারে রুটির কুঁচি—ধম্মের খুঁচি—
নীতির মুচি কেবল নামে, কিন্তু কামে আগাদা,—
খেমের হাঁচি—মল চারগাছি—আড়নরনে চাইলে
বাঁচি—গড়ন কাঁচি—নাহলে নাচি—চার চোকেতে
বাছাবাছি—এ সকল রগড় কি মেলী থিয়েটারে
পাবার বো আছে, রাজা ?

হিরণ্য । পথে এসো বাবা, এই বার । কিমেলী
থিয়েটার না হ'লে কি এমন চামেলী মজা পাওয়া
যায় ? এই দেখো দিকি, সে দিন চামটিকে থিয়ে-
টারে গিয়ে গুলুগুলা ছুঁড়ীটেকে লুপে নিয়ে এলুম ।
অনেক ব্যাটা ভেড়ো তো বাঁচি আগলে দাঁড়িয়ে-
ছিলো, কোন্ শালা আমার গাফী আটকাতে
সাহস কোরে ?

অণ্ড। গুলুগুলী বিবি কেমন একট্রেন্স বলুন দিকি। কিবে ভাব—কিবে ভঙ্গী—কিবে চাটনি—কিবে গাউছি-

হিরণ্য। আরে, তাইতো তা'কে 'পোশাক-পরা'ওক গাড়ীতে ভোরে মজা কোরে নিয়ে এলুম।

অণ্ড। তা বটে, কিন্তু আমি না যোগাড় কোলে, সে দিন আপনি কি তা'কে পেতেন?

হিরণ্য। তা তো জানি, বিভীষণ না হ'লে কি রাবণ মরে? তুমি তখন ছিলে চামচিকে থিয়েটারের এক জন এক্টর, গুলুগুলুন্দরী এক জনা একট্রেন্স। সুতরাং ঘরে না যোগাড় কলে কি পরের হাতে সে রক্ত পড়ে হে? তুমি আমার আদিত্যের পরম হিতৈষী বন্ধু। তুমি আমার সেই মহৎ উপকার করাতে তোমায় আমার পারিষদ কোরেচি।

অণ্ড। আমি যেন জন্ম জন্ম এইরূপে মহারাজ হিরণ্যকশিপুর পারিষদ হ'তে পারি।

হিরণ্য। তথাস্ত। এখন বাও, খুঁজে পেতে একটা ভাল রকম আন্ত ছুঁড়ীওয়ালা থিয়েটার নিয়ে এস। গাড়ী কোরেও যেতে যদি দেরি হয়, তবে এখনি তেল-গাপ কর।

অণ্ড। তেল-গাপ কি? টেলিগ্রাফ?

হিরণ্য। আরে হী রে বাপু!

অণ্ড। তবে ওলকচু থিয়েটারের ম্যানেজারকে টেলিগ্রাফ করি।

[প্রস্থান।

হিরণ্য। বাও দৈত্যগণ! আমার বড় বাগানের বৈঠকখানা সাজাও। আজ সন্ধ্যার পর ওলকচুর পেলে হ'বে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

থিয়েটার রোড—বণ্ডামার্কের জুবিলি বোর্ডিং ইন্সুল।

প্রহ্লাদের সহিত প্রকাণ্ড ছাত্র-

গণের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। ওহে ছাত্রগণ! এ বোর্ডিং ইন্সুলের মাষ্টারের নাম কি?

১ ছাত্র। বণ্ড মাষ্টার।

প্রহ্লাদ। পণ্ডিতের নাম?

১ ছাত্র। অমল পণ্ডিত।

প্রহ্লাদ। তারা কারা?

১ ছাত্র। তারা দুজন যমজ ভাই

প্রহ্লাদ। তবে একজন মদ খেলে দুজনেরই নেসা হয়। সিঙ্গেল খরচায় ডবল আমোদ

১ ছাত্র। তুমি কি বোল্‌চো—ছি!

২ ছাত্র। সার এলে বোলে দেবো।

প্রহ্লাদ। রেখে দে তোর সার'কে সে ছবেটাই অসার।

২ ছাত্র। অসার কেন?

প্রহ্লাদ। যদি মদ না টানে।

২ ছাত্র। আর যদি টানে?

প্রহ্লাদ। তা হলে খুব সার। সে সারে ফুলকপি খুব ফুলে উঠে।

১ ছাত্র। ফুলকপি! আধা ইংরিজি—আধা বাংলা!

প্রহ্লাদ। সে আবার কি?

১ ছাত্র। Fool মানে মূর্খ আর কপি মানে Monkey। সবটা ইংরিজি হলে হবে Fool monkey, আর সবটা বাংলা হলে হবে মূর্খ কপি।

প্রহ্লাদ। আদু:শালা ইংরিজি-বাংলা ডিক্সনারি!

১ ছাত্র। তুমি মিছিমিছি গাল দিচ্ছ কেন? মাষ্টার মশার আর পণ্ডিত মশার এলে আমি নিশ্চয় বোলে দেবো।

প্রহ্লাদ। আমিও নিশ্চয় বোলে দেবো যে,

এরা সম্মাই মিলে আমাকে ভুলিয়ে চিনির পানা
বোলে মদ খাইয়েছে ।

১ ছাত্র । ও কথা বোলেই তো সার আর
বিশ্বাস কোর্কেন না । মুখে মদের গন্ধ একজামিন্
কোর্কেন । তা হলেই তোমার মিথ্যে কথা ধরা
পোড়বে ।

প্রহ্লাদ । রাজা হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ-
চন্দ্র কখন মিথ্যা কথা কয় না—জানিস্ তা ?
তোদের সারকে—পণ্ডিতকে মুখ সোঁকাব, মদের
গন্ধ পাওয়াব ।

১ ছাত্র । আচ্ছা কই আমাকে মুখ সোঁকাও
দিকিন্ ?

প্রহ্লাদ । সোঁক্ তবে সোঁক্ ।

(প্রহ্লাদের মুখব্যাদান করিয়া ব্যাঘ্রের জায়
অবস্থিতি)

১ ছাত্র । (মুখ স্ফঁকিয়া সবিস্ময়ে) অ্যাউট !
ভাই তো, মুখে বড্ড bad smell !

প্রহ্লাদ । Don't say bad smell. It is
sweetest smell from the Parijata flower
of the Nandana Kanana of Indra.

২ ছাত্র । Very well, good boy, let me
also try once.

প্রহ্লাদ । O yes, take then a volume
of my mouth-gas as much as you can.

২ ছাত্র । (মুখ স্ফঁকিয়া) উঁহ উঁহ, উঁ, it is
nothing but a moving hell !

প্রহ্লাদ । O you new fangled urchin !
are you joking me ? See the result then.

(ছাত্রগণকে প্রহার)

ছাত্রগণ । (চতুর্দিকে ছুটিতে ছুটিতে রোদন)

প্রহ্লাদ । কেমন-গাখা ব্যাটারী ! আর আমার
ধোঁটাবে ? বাবা ! এ চোঁড়ার কাছে বড়াই করা নয়,
জাত কেউটের বাচ্চা ; এক ছোবলে সব শালায়ই
দফারকা কোরবো । বল, আর আমার বদনপদ্মকে
নরককুণ্ড বলবি ?

১ ছাত্র । না, নরককুণ্ডকে বদনপদ্ম বোলবো !

প্রহ্লাদ । Turn, you dogs, turn !

১ ছাত্র । পেলাদ—পেলাদ, মাপ কর । আমরা
সব ছুঁদের ছেলে, কথা কইতে জানিনি । ভাইকে
শালা বোলে ফেলি, শালাকে ভাই বলি । এখনো
আমরা সাহেব বিবিদের মত Sanskrit and Bengali
language-এর philologyতে পারদর্শী হইনি ।

প্রহ্লাদ । আচ্ছা, আমি পারি মাপ-কোতে,
যদি তোরা শুনিষ্ আমার একটুকু কথা ।

১ ছাত্র । নিবেদন কর ।

প্রহ্লাদ । সকলে এক এক গেলাস মদ খা ।

১ ছাত্র । ওটা ছাড়া ।

প্রহ্লাদ । কেন ? ওটা কি অল-বিছুতি ?

১ ছাত্র । শাস্ত্রে লিখচে—“মত্তমপের মদের-
মপ্যগ্রাহম্ ।” অর্থাৎ মদ পানের অযোগ্য—দানের
অযোগ্য—গ্রহণেরও অযোগ্য ।

প্রহ্লাদ । Never, never, never, বরঞ্চ বল্—

“A bottle is a very good thing,
With a good deal of good wine in it.”*

১ ছাত্র । ও যে বিলিতি ।

প্রহ্লাদ । মদ আবার দিলী বিলিতি কি ? আমার
সঙ্গে ভণ্ডামি ? Fy fy to your hypocrisy !
Remove your mask ! তোরা তো তোরা,
তোদের বাপ ঠাকুরদাদারা পর্যন্ত বিলিতীর বিলি-
বলোবস্তের অস্ত্র ছদ্মবেশে from morning to
next morning ব্যস্ত । আমি অনেক শালা
Hypocriteকে দেখেছি, শালাদের সঙ্গে সঙ্গে
Hypocrite সেজে তাদের ময়লাভরা মনের আয়রন্
চেই্ট্ খুলে বস্তা বস্তা Hypocrisy রূপ বদ মাল বার
কোরে নিয়েছি । এই মাগের কর্দ দেখ্—(পকেট
হইতে একখানি কাগজ লইয়া) ১ নং হিপোক্রিট্—
বাবাজী ; লক্ষণ বধা ;—কপালে তিলক—হাতে
কুঁড়োজালী—গলায় তুলসীমালা—পরণে ধোয়া মল-
মলের ধুতীচাদর—ভ্রমণ চিৎপুর রোডে—দর্শন বারা-

* O'keefe's farce of the “Sprigs of
Laurel.” হইতে গৃহীত ।

তার উপর বেস্তাবদন। ২ নং হিপোক্রিট—দল-পতি; লক্ষণ যথা—পরের দোহে প্রমাণ ছদ্ম ধোরে Civil war করা, ওদিকে নিজের পক্ষতপ্রমাণ দোষ ভোগে উড়িয়ে দেওয়া—কে একটা হাঁসের ডিম খেয়েছে বা ব্যারারানের সময় health improve করার জন্যে Chicken-broth খেয়েছে, তার জাত মেয়ে একঘ'রে করা—আর নিজের বেলায় উইলসনের বাড়ীর ডিস্ ডিস্ শূণ্য গরু নিজের জঠররূপ মহাকটাহে হজম কোরে বাংকশ্বের জায় পবিত্র টেকুর তুলে দলপতিত্ব পাকারূপে খাড়া করা—স্নেহ যবনের খাওয়ারূপ তেঁতুলে নিজের মোর্চেপড়া হিঁহয়ানী সাফ করা। ৩ নং হিপোক্রিট—ব্রাহ্ম ভায়া; লক্ষণ যথা;—নারীসঙ্গ—রস-রঙ্গ—দাড়ী চসমায় জড়াজঙ্গ—কাছিম অঙ্গ—ধর্ম—চং—কর্ম সং—মুখোস্ রং—মনে ডং*। ৪ নং হিপোক্রিট—আমার বাবা হিরণ্যকশিপু; লক্ষণটা আর বলবো না, কারণ পুত্রের মুখে পিতৃনিন্দা মহাপাপ। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আমার বাবা ব্যাটা বা বা করে, আপনি বেরুবে ছুদিন পরে। বেলা বেড়ে যাচ্ছে, নৈলে হিপোক্রিটের আরও চের চের জলজীরন্ত ছবি আমার বক্তৃতারূপ ফটো-গ্রাফের ক্যামেরাতে তুলে দিতেম।

১ ছাত্র। সবাই কি হিপোক্রিট?

প্রহ্লাদ। Never. কতক হিপোক্রিট, কতক অহিপোক্রিট। তবে কলিকালে আগেরটাই দে/১৯৮=

২ ছাত্র। তা হলে এক ক্রান্তি অহিপোক্রিট?

প্রহ্লাদ। Certainly.

১ ছাত্র। তবে আমরাই সেই এক ক্রান্তি।

প্রহ্লাদ। অক্লিষ্ট। তোমরা অহিপোক্রিট বলেই তো তোমাদের মদ খেতে যোগ্য। আর যদি আমার অস্বরোধ উপরোধ প্রবোধ না শোনো, তা হলেই তোমরা লোমহর্ষণ নিক্ষেপ, আর দে/১৯৮=

১ ছাত্র। (ছাত্রগণের প্রতি)—সত্য ভব্য নব্য গব্য ছাত্রসমাজ! লেকচারার প্রবর প্রহ্লাদচন্দ্রের বাক্যের কোন্ অংশ অস্বমোদন কস্তে চাও?

* Dung—পণ্ডবিড়।

৩ ছাত্র। এক ক্রান্তি অংশ।

২ ছাত্র। I second it!

১ ছাত্র। I third it!

৪ ছাত্র। I fourth it!

অবশিষ্ট ছাত্রগণ। We fifth to hundredth it!

প্রহ্লাদ। Three cheers to the Jubilee Boarding School's notorious and meritorious students!

ছাত্রগণ। Bravo! Bravo! Hip hip hurrah!—Hip hip hurrah!—Hip hip hurrah!

প্রহ্লাদ। Encore!

ছাত্রগণ। Hip hip hurrah!—Hip hip hurrah!—Hip hip hurrah!

প্রহ্লাদ। চল ভাই সকল, এইবার এক্সা নম্বর ওয়ান্ ত্রাণ্ডির যোগাড় করি।

১ ছাত্র। ফটকে দরওয়ান্ আছে, বেরুতে দেবে না যে, দাদা!

প্রহ্লাদ। এই বোড়িং ইস্কুলেই মদ আছে, বাবা।

১ ছাত্র। সে কি!

প্রহ্লাদ। চল না ঢুঁড়ে টাঁড়ে বার করি।

১ ছাত্র। কোথা?

প্রহ্লাদ। বড় মাষ্টারের ঘরে।

১ম ছাত্র। বড় মাষ্টারের ঘরে মদ! it is quite impossible.

প্রহ্লাদ। না, চাঁদ! it is quite possible and passable.

১ ছাত্র। বলিস্ কি রে দাদা!

প্রহ্লাদ। মাইরি, তোর মাথা খাই! বরং এই চিটাখানা প'ড়ে দেখ্। অমর পণ্ডিত কলভলার চাদর রেখে পাইখানার গিরেছিল। আমি কীক পেয়ে চাদরের খুঁট থেকে খুলে নিয়েছি।

(পকেট হইতে চিটা প্রদান)

১ ছাত্র । (চিঠি লইয়া পাঠ)

“মান্তবর ত্রিযুক্ত বাবু সর্ক্সগ্রাসসজ্জ সাহা

সমীপেবু—

সাং রাখাবাজার ট্রাট—কলিকাতা ।

My dear সর্ক্সগ্রাস বাবু,

গত পরশ্ব শনিবার যে এক ডজন এক্সা নম্বর ওয়ান্ ব্রাণ্ডি পাঠাইয়াছিলে, তাহা পাইয়াছি । আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ফাষ্ট উইকে উহার বিল পাঠাইও—সমস্ত টাকা পেমেন্ট করিব । আমার শরীর অসুস্থ হওয়াতে, বিশেষতঃ লিবারের পেন্টা বুদ্ধি পাওয়াতে এ সপ্তাহে মদ সম্বন্ধে একাদশী করিয়াছি । এক ডজনের মধ্যে অমর্ক ভার্য্য তিন বোতল লইয়াছেন, নয় বোতল মজুৎ আছে । স্ত্রুতরাং আমি দ্বিতীয় পত্র না লেখা পর্য্যন্ত তুমি আর কোন রকম ওয়াইন্ পাঠাইও না । অমর্ক ভার্য্য হস্তে এই পত্র পাঠাইলাম । ইহার মারকৎ স্টট টম্-সনের বাড়ীর টাটকা সোজা-ওয়াটার দু বোতল অবশ্য অবশ্য পাঠাইবে । অলমিতিবিস্তরণে ।

তোমারই

বণ্ড ।”

জুবিলি বোর্ডিং ইন্স্কুল ।

থিয়েটার রোড, কলিকাতা । ২২এ আগষ্ট, ১৮৮৮ ।

১ ছাত্র । By Jove! what a veiled and covered hypocrisy!

প্রহ্লাদ । Now, my brethren! it is unveiled and discovered! Today is the day of our students' grand jubilee! We must quench our desert-like thirst by the brandy of those nine bottles, Don't move cowardly, but singing and dancing.

আকাশে তুলিয়া তান;

পাণ্ডা-গাওঁ এই গান,—

সকলে । (নাচিতে নাচিতে ইংরেজি স্বরে) :

“What is war and all its joys!

Useless mischief empty noise ;

What are arms and trophies won ?

Spangles glittering in the sun.

Rosy Bacchus, give me wine ;

Happiness is only thine.”

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য ।

জুবিলি বোর্ডিং ইন্স্কুলের অন্তর্গত বণ্ডের গৃহ ।

বণ্ডপত্নী ও একজন ছাত্রের প্রবেশ ।

ছাত্র । গুরুমা! আপনি শুনেছেন, রাজ-পুতুর পেন্সাদ এই ইন্সকুলে ভর্তি হয়েছেন ?

বণ্ডপত্নী । হা রে বাপ, শুনেছি ।

ছাত্র । তিনি আপনার চরণ পূজা কোত্তে আসবেন, তাই আমার ধবর জান্তে পাঠিয়েছেন ।

বণ্ডপত্নী । আচ্ছা, বাপ, তাকে ডেকে আন রে ।

[ছাত্রের প্রস্থান ।

বণ্ডপত্নী । এই সময় একটু দোক্তা খেয়ে নি ।

নৈলে পোড়োদের কাছে খেতে পার্কো না । বণ্ড মাষ্টার আমার সোয়ামী । ইঞ্জির বল—সংকিত বল—বাংলা বল—ফার্সি বল—আর্শী বল—

বল—নাগরী বল—নাগরী বল—চীনে বল—চিনি বল—চিনির বল—বল—সব বিদ্যোতেই

চোকোস । তাইতো কত খেতাব পেয়েচে গো ।

হাতে পায়ের অভুলে গুণেও শেষ করা যায় না ।

বিজ্ঞানদ—বিজ্ঞেগোন্দ—বিজ্ঞেচতুন্দ—বিজ্ঞে-

বিপদ—A. S. S.—H. O. G.—M. O. N.

K. Y.—F. O. O. L.—D. O. G.—Hono-

rary Member of the Humbug Society,—

Member of the Swindlers' Assossiation,—

Fellow of the Tribhanga Theatre's

Female Party, তা ছাড়া, ভারতরাহ—ভারত-

ভূর্ভিক—ভারতভূজক—ইংলণ্ডবণ্ড বা John Bull—

বোলতাছল—স্বার্থছল—নাকের ছল—Cook-

room's বুল্ প্রভৃতি গণ্ডা গণ্ডা খেতাব। এত খেতাব কার ভাতারের আছে? তাই বোল্‌চি গো, এমন একেদুদারের গেরোনক্ষী হয়ে, পোড়োদের কাছে দোস্তা খাওয়া কি ভাল? ঘোর বেয়াদরি! (দোস্তাভক্ষণ)

প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। (প্রণাম করিয়া চরণ ধরিয়া)

জননি গো, পড়েছি বিপদে ভারি,
তাই তোর পদে ধরি,
দয়া করি বাঁচা তোর এ কণী সম্বাদনে।
পড়েছি সঙ্কটে ঘোর,

শুধা মা এ ছঃখসিদ্ধ মোর

সর্বশোষী শনিদৃষ্টিদানে।

বগুপত্নী। আহা আহা, বাপু রে আমার,

ও চাঁদবদনে তোর বজ্রের সমান
দারুণ বচন বল কেন বাহিরিল?
বুক যে রে গেলো ফেটে!

দাঁড়া বাপু, দাঁড়া উঠে,

বল কুটে কিবা তোর মনের বাসনা?

প্রহ্লাদ। এই নে মা মুক্তার হার,

দে মা, দে মা, ন বোতোল মদ।

বগুপত্নী। এ কি কথা, যাহুনি?

যেগুর রমণী আমি মদ কোথা পাব?

প্রহ্লাদ। না দিলে মা, না বাঁচিব প্রাণে।

ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন্ মতে
ডাক্তারিত—চিকিৎসিত হইতেছি আমি।

বড়ই কঠিন রোগ,
রগ্‌মোর টন্‌টনিছে বড়,
ঠগনের চটা যেন পটাপট পড়িতেছে পিঠে।
ন বোতোল ত্রাণ্ডি মোর প্রতিদিন চাই।

স্নান পান আঁচাওন ছোঁচাওন আদি
সকলি সারিতে হয় মদে।

এ ইস্কুলে ভর্তি হয়ে পড়েছি বিপদে।

না ছাড়িব রাঙা পদ,

পরম ঔষধ মদ

দে না মোরেন নয়টি বোতল।

দিয়েছি মা যেই মুক্তাহার,
মূলো তার হাজার হাজার
ত্রাণ্ডির বোতল প'বে তুমি।
হয় মদ দাও, মুক্তাহার নাও,
নয় ফিরে দাও মুক্তাহার।

বগুপত্নী। (স্বগত)—তাই তো গা, কি করি?

রাজার ছেলে—অনেক টাকার মুক্তার মালা—
নেবো কি ফিরে দেবো? নেবো কি ফিরে দিবো?
নেবো কি ফিরে দেবো? ও মন! বল না কে
শীগির কোরে? নেবো।—কেন ফিরে দেবো?
পেন্সাদ যদি আরো কিছু চায়, তাও দিতে পারি,
তবু মেয়ে মানুষ হয়ে, হাতে এত টাকার গয়না!
পেয়ে, কক্ষগই ফিরে দিতে পারি নি। (প্রকাশে)
বাবা পেন্সাদ রে আমার! তোমার গুরুঠাকুর
'চিকিৎসক' ব্যবসা করেন। যেমন ওষুদের তরে
নোকে পুরুণো দি করে, তেমি তিনিও ভাল ভাল
ওষুদ করার তরে টাটকা মদ পুরুণো কোর্টে
মাটিতে পুঁতে রেখেছেন।

প্রহ্লাদ। তা জানি, তা জানি, তিনি খুব ভাল
চিকিৎসক। কোথায় মদ পোতা আছে, জননি
আমার?

বগুপত্নী। এই ঘরের মেঝেতে। এই জায়-
গাটা গোঁড়ো তো বাবা।

প্রহ্লাদ। আচ্ছা, মা! একটা শাবল দাও।

[বগুপত্নীর প্রস্থান।]

(স্বগত) কোথায় হে গুরুদেব বগু! তোমার
ভগামি-ভাণ্ডারের কপাট খুল্‌চি, একবার এসে
দেখে যাও। তোমার মত চের চের মাষ্টার আর
তোমার ভায়ার মত চের চের পণ্ডিত এই রকম
ভগামি ভাণ্ডারের কাছে লিপ্ত!

শাবল লইয়া বগুপত্নীর পুনঃপ্রবেশ।

বগুপত্নী। এই নেও বাবা শাবল। গায়ে
আছে তো খুব বল?

প্রহ্লাদ। দেখ না মা আমার কল কোশল।
(মৃত্তিকাধনন ও গর্তাচ্ছাদনী তুলিয়া বোতল
তুলিতে তুলিতে) One—Two—Three—Four—

Five—Six—Seven—Eight and this is the last or nine. No more. Good bye, mistress !

[বোতলগুলি লইয়া প্রহ্লাদের প্রস্থান ।

বগুপত্নী । (গর্ভ বুজাইতে বুজাইতে) খাগা মুক্তোর মালা ! সাত জন্মেও কক্ষণে এমন মালা গলায় পরি নি । কোথায় রাজার ছেলে—কোথায় ভট্টাচার্য্য মাষ্টারের মাগ ! যা হোক, পূর্ব জন্মে অনেক বিগ্রহ গুঁড়িয়ে মুক্তোপক্ষমীর বেতো করে-ছিলুম, তাই এ জন্মে নাক টাকার মুক্তোমালা পেলুম । মা কালি ! পেলাদের যেন রোজ রোজ ব্যামো হয়, তা হলে আমিও রোজ রোজ কত মুক্তো, কত হীরে, কত পাশা, কত চুনি, কত মণি পাবো ।

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

জুবিলি বোর্ডিং ইন্স্টলের অন্তর্গত বাগান ।

মধ্যস্থলে টেবিল ও তিন দিকে

চেয়ার সজ্জিত ।

মদিরাপানে প্রহ্লাদ ও ছাত্রগণ নিযুক্ত ।

প্রহ্লাদ । There is nothing in this world except "Eat, drink and be merry!"

ছাত্র । Very right, my Royal Prince !

"THIS bottle's the sun of our table,

His beams are rosy wine ;

We planets that are not able

Without his help to shine.

"Let mirth and glee abound ;

You'll soon grow bright

With borrow'd light

And shine as he goes round." *

সকলে । Very excellent ! most melo-

dious !

* R. B. SHERIDAN'S Comic Opera

"THE DUENNA"

বগুপত্নীর প্রবেশ ।

প্রহ্লাদ । এই যে বগুপত্নী এসেছেন ।

দেবি !

তোমা হ'তে পাইরাছি মদ,

• শুচ্ছে বিপদ ঘোর ।

যুচুক আপদ, খাও একটু মদ,

শ্রীপদে ধরি গো তোর ॥

বগুপত্নী ।

ছিছি বাপ, এ কি কথা কও, নাচুননি

কেমনে খাইব মদ হইয়ে ব্রাহ্মণী ?

শাস্ত্রের বচন আছে, গৌরব হিন্দুর কাছে

ঐ ব্রাহ্মণী ;

কেমনে খাইব মদ তুলি হিন্দুমানী ?

প্রহ্লাদ । হীরার অঙ্গুরী দিয়া পুরাইব আশ ।

• বেশী যদি নাহি পার, খাও এক গ্লাস ॥

বগুপত্নী । (স্বগত) তা এক গ্লাস খাই না

কেন ? আমার সোয়ামী তো রোজ রাত্তিরে এক

ছটাক, দেড় ছটাক মদ আমাকে খাওয়ান । তবে

কি না তিনি সোয়ামী, এরা ছাত্র—ছেলের

তুল্য । তাঁর কাছে মদ খাই ব'লে কি এদের

কাছে পারি ? কিন্তু এ দিকে হীরের আংটিটো

দাম যে ভারি । এখন কি করি ? উ ? খেয়ে

ফেলি যা থাকে কপালে । এ ব্যাটারি এখন ঘোর

মাতাল হ'য়েছে, এর পর এদের কিছুই মনে থাকবে

না । (প্রকাশে) বাবা পেলাদ ! তুমি রাজপুত্র,

তোমার আব্দারটা রাক্তে হয় । দাও তবে,

বাছা ! এক গ্লাস ব্রহ্মাণ্ডী । এর পর গলাজলে

মুখ ধুয়ে ফেলবো ।

প্রহ্লাদ । তা বই কি জননি খো, তা বই কি ।

গলা আছেন বোলেই তো গুঁড়ী মাংস আর আম

দের সকলেরই লাভ । এই নেও ব্রহ্মাণ্ডীর গ্লাস ।

বগুপত্নী । আগে হীরের আংটিট, পরে—

প্রহ্লাদ । বটে বটে ভুলে গেছি । এই নেও

হীরক অঙ্গুরী ।

বগুপত্নী । দাও বাবা, আঙুলে পরি । (অঙ্গুরী

ধারণ)

প্রহ্লাদ । এইবার এই মাও, মদ খাও ।

বগুপত্নী । দাঁও বাপ, দাঁও দাঁও ।

(মদিরাপান)

সকলে । Three cheers to her holiness !

প্রহ্লাদ । এইবার এস ভাই সকল, আমরা

গুরুদেবকে অবগুণ্ঠন কোরে জ্বলি করি ।

১ ছাত্র । As soon as possible.

সকলে । (আচিতে নাচিতে হয়ে)

"A GLASS is good, and a lass is good,

And a pipe is good in cold weather ;

The world is good,

and the people are good,

And we're all good fellows together. *

১ ছাত্র । Encore, Encore.

২ ছাত্র । No more, no more.

দূরে বগুর প্রবেশ ।

বগু । (সবিস্ময়ে স্বগত) আ মলো—এ কি

রে ? এ বোড়িং ইতুল না মাতালের আড্ডা ?

এক হুই তিন দ্বার পাঁচ ছয় সাত আট নয়,—আ

মর্কনাশ ! নটা বোতল যে ! আমারি মাথা

খেয়েচে না কি ? দেখি গিন্নি ।

[বেগে প্রস্থান ।

প্রহ্লাদ । গুরুদেব ! আর এক গ্লাস ।

বগুপত্নী । Thank you my dear son !

(মদিরাপান)

বগুর পুনঃপ্রবেশ

বগু । (পত্নীকে সুরাপান করিতে দেখিয়া)

সরোবে) What is, my darling, what is this ?

বগুপত্নী । Be silent, my dear husband *

let me first drink it to the bottom

* O'Keefe's farce, of the "Sprigs of Laurel"

হইতে গৃহীত ।

বগু । হি হি, পত্নি !

এ কি তব ব্যবহার ?

অপমান করিলে আমার ?

ব্রাহ্মণ ভট্টচাষি আমি, মদ নাহি চুই ;

তুমি পত্নী হয়ে মোর

টানিতেছ গেল্লাস গেল্লাস ?

বগুপত্নী । আজ বড় মজা মোর,

দিনে মদ খাই আমি ছাত্রদের কাছে ।

তব পাশে রাভিরের মদ বাকি আছে ॥

বগু । (সরোবে.) বটে পাত্রী মাগী ! বটে বটে ।

প্রহ্লাদ । কেন, গুরুদেব, মিছি মিছি সাধু

তার ভান কোরে ভণ্ডামির মাত্রা বাড়ায় ? তুমি

যে মদ-পুকুরের সিকি মাছ, তা আমি খুব জানি

সাতগৈয়ের কাছে কি মাংসদোবাজী, বাবা ? এই

তোমার সই করা চিঠি-ধরা পড়েচে । একবার

কর্ণপটহ ঠিক কর, আমি এই চিঠিরূপ কাঠিতে

বাজিয়ে নি । (পত্রপাঠ)

বগু । (তিনিয়া সভয়ে স্ক্রগত) আঁা, তাইতো !

করেছে কি ! পেলাদে ব্যাটা করেছে কি ! ভগু

বগুকে লগুভগু কলে যে হে ! শেষে, রাজদ্বারে

প্রকাণ্ড দণ্ড দেওয়াতে পারে । বামটার যে

ব্রহ্মাণ্ড আভোদর, যেন কিলে বুদ্ধির মানোমারী

জাহাজ !

প্রহ্লাদ । গুরুদেব ! কেন হলে বোবা অবতার ?

বগু । বোবা অবতার নহি বাবা রে আমার ।

তোমার বুদ্ধির ঘটে হাঁটু গেড়ে করি দণ্ডবৎ ।

দাঁও, বাবা, এক গ্লাস ব্রাহ্মী-সরবৎ ॥

প্রহ্লাদ । "দে বড় বিবস ঠাই,

গুরুশিষ্যে দেখা নাই

বগু । কিছ—এ বড় সুবস ঠাই,

গুরুশিষ্যে মদ খাই ।

(মদিরাপান করিয়া) ব্রাহ্মণী তুমিও এক গ্লাস ।

বগুপত্নী । হি হি, দুগ্গা—দুগ্গা !

বগু । পত্নি ! কোনদ্রী পতিব্রতা ?

বগুপত্নী । যে পতির সৎপরিামর্শ শোনে ।

বণ্ড । তবেঁ আর কোন কথা না আনিও মুখে ।

এক ছই তিন, মদ খাও চৌকে চৌকে ॥

(ষণ্ডপন্নীর সুরাপান)

আমিও সস্ত্রীক মদের আশ্রয় করি । দাও
তো, ব্রাহ্মণি, একটা বোতল । (ষণ্ডের সুরাপান)

বেগে অমর্কের প্রবেশ ।

অমর্ক । ও দাদা ! বড় বোকে নিয়ে ছেলের
হাটের মাঝে এ হচ্ছে কি ?

বণ্ড । ভয় কি, ভায়া ? এও গুরুগিরির
একটা অঙ্গ ।

অমর্ক । গুরুগিরি নয়, গরুগিরি ।

বণ্ড । O yes, you are just right, then
take a bottle of fresh brandy and drink
it স্বভাৱসে ।

অমর্ক । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা,

আজ্ঞা তাঁর না পারি লজ্বিতে ।

ইঁ করিয়া বসি আমি বাসের উপর,

চলে দাও স্বধা তুমি গলার ভিতর ।

দাদা, দাদুবধু আর ছাত্রগণ হেথা,

স্বহস্তে পিরিতে মদ প্রাণে পাই ব্যথা ।

তাই বলি, দাও ঢালি মুখে,

থাই আমি চৌকে চৌকে চৌকে ।

(অমর্কের ষণ্ডকর্তৃক তজ্রপে সুরাপান)

বণ্ড । ব্রাহ্মণি ! তুমি আমাদের মদের প্যারেড
করাও ।

ষণ্ডপন্নী । যো হকুম, প্রাণনাথ !

নিরেট সোভাগ্য মোর,

কমলেন্দু-ইন্-চীফ হৈহু আজ ।

ট্যাণ্ড আপ্ । (সকলের দণ্ডায়মান হওন)

ওরান্ রো । (এক সারি হওন)

মুড্ ফরোআর্ড । (সম্মুখে অগ্রসরণ)

মুড্ ব্যাক্ ওআর্ড । (পশ্চাতে অগ্রসরণ)

সিঙ্ ইন্ ইচ্ রো । (প্রত্যেক সারে ছয় জন)

ফোর্ ইন্ ইচ্ রো । (প্রত্যেক সারে চারি জন)

প্রি ইন্ ইচ্ রো । (প্রত্যেক সারে তিন জন)

ই ইন্ ইচ্ রো । (প্রত্যেক সারে দুই জন)

অল্ ইন্ ওরান্ রো । (সকলে এক সারে)

সিট্ ডাউন্ । (সকলের উপবেশন)

নীল্ ডাউন্ । (সকলের হাঁটুর উপর নির্ভর করিয়া
দণ্ডায়মান)

ট্যাণ্ড্ আপ্ । (সকলের দণ্ডায়মান)

ছাণ্ড্ আপ্ । (সকলের উর্কে হস্তোত্তোলন)

মুড্ রাউণ্ড্ । (সকলের ঘূর্ণন)

ষ্টপ্ ইন্ এ সার্কল্ । (চক্রাকারে থামিয়া থাকা)

ট্যাণ্ড ইন্ এ রো । (এক সারে দণ্ডায়মান)

ছাণ্ড ডাউন্ । (সকলের হস্তপাডন)

টেক্ দি বটল্ । (সকলের বোতলগ্রহণ)

টেক্ দি গ্লাসে । (সকলের গেলাসগ্রহণ)

গোন্ ওয়াইন্ । (গেলাসে মদ ঢালা)

ড্রিঙ্ ওয়াইন্ । (সকলের সুরাপান)

গ্লাসে ফর ওআর্ড্ । (হাত বাড়াইয়া গেলাস ধরা)

বটল্ ব্যাকোআর্ড্ । (পশ্চাদিকে বোতলধারণ)

ডু থ্রাইন্ । (তিনবার তজ্রপকরণ)

বোথ্ ফরোআর্ড্ । (বোতল গেলাস সম্মুখে ধারণ)

ড্যান্স । (সকলের নৃত্য)

সিং আট্ জাশনাল্ সং । (সকলের জাতীয় যুদ্ধ-
গান)

ষণ্ডপন্নী ব্যতীত সকলে । (যুদ্ধগীত)

আমরা সবাই বাংলা গোরা,

পেটে আমাদের মদ পোরা,

গাধার চোড়ে যুদ্ধে বাবো

বাজিয়ে কেটেল্ ড্রাম্ ;

ক্রম্ ক্রম্ ধম্ !—ক্রম্ ক্রম্ ধম্ !

রণরঙ্গে বঙ্গে সাজি,

ভারত উদ্ধার কোর্কো আজি,

মদের খাদে দেশ ভাসাবো,

কোরবো সরগরম্ ;—

ক্রম্ ক্রম্ ধম্ !—ক্রম্ ক্রম্ ধম্ !!

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বাঘমারি—বড় বাগানের বৈঠকখানা।

চেয়ারে হিরণ্যকশিপু উপবিষ্ট ও পার্শ্বে
অণুকুস্মাণ্ড দণ্ডায়মান ।

অণ্ড । (করষোড়ে) ভো ভো দৈত্যকুলগল-

গ্রহ ! অমেকং শুরণ্যং—অমেকং বরণ্যং—অমেকং
অরণ্যং—অমেকং মাত্ৰং—অমেকং ধাত্ৰং—অমেকং
নবাসং—অমেকং গণ্যং—অমেকং ধন্তং—অমেকং
বন্তং !—“শুদেবি অবক্ষ্যামি নবপঞ্জীকলাকলম্” ।

হিরণ্য । কিং রূপম্ ?

অণ্ড । ওলকচুঃ—রজঃ—ভূমিং—সম্প্রঃ—দঃ
আয়ং ।

হিরণ্য । কাহাং হায়ং ?

অণ্ড । ভুবদীপ এণ্ডব-গোয়ালে ভেড়বন্তি-
ষ্ঠতি

হিরণ্য । এণ্ডব-গোয়ালে কি ?

অণ্ড । এণ্ডের গোয়ালে । এণ্ডিয়ার বহ-
বচনে এণ্ডবঃ ।

হিরণ্য । আর ভেড়বঃ ?

অণ্ড । ভেড়ুয়ার বহবচনে ভেড়বঃ ।

হিরণ্য । বা বন্ধিন বাবুর বিজ্ঞাদিগ্গজ !

অণ্ড । জগোহন্ত—সিদ্ধিরন্ত ।

হিরণ্য । একটেন্স ছুঁড়ীমণ্ডলী কোথা ?

অণ্ড । গাভীগোয়ালে ।

হিরণ্য । মেয়ে গরুর গোয়ালে ?

অণ্ড । জী !

হিরণ্য । (সরোবে) এ তুমার ভারি অজ্ঞার
হায় । ছুঁড়ী লোককে ! মেয়ে গরুর গোয়ালে
ভরা হায় ? এই মুহূর্তেই হামরা কাছে আনয় ।

অণ্ড । “যোগ্যং যোগ্যেন ব্যাক্যতে ।”

হিরণ্য । তাই বলি, প্রাণসখা, গোপীগণে এনে
দেখা, গোপী বিনে প্রাণ রাখা হল বড় দার ।

অণ্ড । ভয় নাই—এ রাখাল এই ছুটে যায় ।

(কিকিদ্ধুরে বেগে গমন)

হিরণ্য । শৃণ্যতাম্—শৃণ্যতাম্ ।

অণ্ড । (ধামিয়া) কিং হকুমসি রাজন্ ?

হিরণ্য । একটেন্সরা দেখ্তে কেমন ?

অণ্ড । ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ।

হিরণ্য । অ্যা, এনি সে সব রসবতী ?

অণ্ড । O yes, ভেড়বদেরো আন্বো কি ?

হিরণ্য । নেহি নেহি ।

ভেড়বরা এণ্ডবগোয়ালেই থাক্ ।

অণ্ড । তবে কি ফিমেলের মেল ফিমেলের
কাজ কর্কে ?

হিরণ্য । না হয়, আমি মেলের পার্ট চালিয়ে
নেবো ।

অণ্ড । তা বটেই তো—তা বটেই তো । আজ
কিসের পালা পেলে হবে ?

হিরণ্য । একটা ভাল দেখে ঠাওরাও না ।

অণ্ড । বায়নভিকে ?

হিরণ্য । তাতে শৃঙ্গার রস আছে ?

অণ্ড । না । ভক্তিরস খুব আছে ।

হিরণ্য । দূর দূর । আর একটা বল্ ?

অণ্ড । নন্দবিদায় ?

হিরণ্য । এতে শৃঙ্গার আছে ?

অণ্ড । করুণা খুব আছে ।

হিরণ্য । হাতেরি বেহদা । আর একটা

বল্ ?

অণ্ড । বুদ্ধদেবচরিত ?

হিরণ্য । বুদ্ধদেব অবশ্য শৃঙ্গাররসে রসিত ।

অণ্ড । আজ্ঞে না । অহিংসা পরমোদ্যম্ ।

হিরণ্য । দূর ব্যাটা বকা ধার্মিক । আর
কি আছে ?

অণ্ড । হরিদাস ঠাকুর ।

হিরণ্য । হরিদাস ঠাকুর অবশ্য শৃঙ্গাররস-
রসমণি ?

অণ্ড । আজ্ঞে না হরিতত্ত্বচূড়ামণি ।

হিরণ্য । আ বাপের কচু খা ! দূর দূর ।

অণ্ড। তবে ওয়েবেষ্টার ডিঙ্গনারি।

হিরণ্য। ও কিরিকী লাটক, বুঝতে পারবো না।

অণ্ড। তবে আপনি নিজে একটা পছন্দ করুন।

হিরণ্য। ককৎ নাচনা বাজানা ও গানা চাই। অভিনয় ফভিনয়ের কোন দরকার নাই। থিয়েটারের ছুঁড়ী, বুড়ী, আফ্রিকান ফেরারী, ভূবো কালির পরী, গাগরী, ঘাঘরী, নাগরী, ডাগরী, প্যাচামুখী, কাঁচাখাকী, পাস্তাচাখী, বেরালচোখী প্রভৃতি স্মুরী ছুছুরী অভিনেত্রীরা থিয়েটাররূপ লবণসমুদ্রে বড়শীর মুখে কেঁচোর টোপ! আমার রাজ্যের পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন মতিচ্ছন্ন প্রজারা চুনো, পুঁঠি, গুলে প্রভৃতি মচ্ছরূপে হুগায় হুগায় রাজি বেলা সেই টোপ গিলছে। আমার মত বড় বড় কই মাছও সেই লব্ধণের শক্তিশেলরূপিনী টোপে টোপকে প'ড়ে লাজ নেড়ে খড়কড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

অণ্ড। মহারাজ! আপনার রাজ্যের কোন কোন প্রজা সেই টোপ গিলচে?

হিরণ্য। হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টান, চীনে, মগ, ইংরেজ, ইহুদি, ফিরিজি, নন্দী, ভিরিজি, বাঙাল, খোঁটা, মাস্তাজী, বোম্বাই, পাসি, বাড়ীর কড়া গিন্নী, বাবা ছেলে, মা মেয়ে, ভাই ভগ্নী, ভাই ভাই, কুলের ছেলে, পেটের পিলে পর্য্যন্ত।

অণ্ড। ইস! বাপ!

হিরণ্য। হাদেধ, ইয়ার! চোম্কে না, বাবা! লোকে কাপুরুষ বোলবে—হাততালি দেবে—হুও দেবে—কুলের বাতাস দেবে। অতঃ—এব হাতে টাকা না থাকলেও ঘটা বাটী বাধা দিয়ে অন্ততঃ একটা আধুলীর যোগাড় ক'রে তোমাকে ঐ মনোহর টোপ গিলতেই হবে।

অণ্ড। আপনার আশীর্বাদে এ গরীবকে ট্যাক্সের পরমা খরচ-কোরে ও টোপ গিলতে হয় না।

হিরণ্য। তবে থিয়েটারেও দাতব্য আছে না কি?

অণ্ড। আছে বই কি, গরিবপরবর! একটু

কাকুতি মিনতি কোরে ধোলেই ফ্রি পাস পাই। আবার মাঝে মাঝে খবরের কাগজের এডিটরদের কাছে গিয়ে এডিটোরিয়াল কার্ডখানা নিয়ে টোপ গিলে ফেলি!

হিরণ্য। এডিটরেরা তো তবে বড় কর্তব্য-পরায়ণ!

অণ্ড। শুধু কর্তব্যপরায়ণ? পোনে ষোল আনা আবার কর্তব্যবাদরায়ণ!

ওলকচু থিয়েটারের ম্যানেজারের প্রবেশ।

ম্যানেজার। (অভিবাদন করিয়া কৃতজ্ঞলিপুটে) দয়াময়! রাত্তির অনেক হয়ে পড়্চে। যদি অনুমতি হয় তো অধিনয় আরম্ভ করি।

হিরণ্য। (অণ্ডকুশাণ্ডের প্রতি) এ কোন্ হায়?

অণ্ড। ওলকচু থিয়েটারের ম্যানেজার।

হিরণ্য। মাদী হায়?

অণ্ড। ওগো ম্যানেজার মশায়, আপনি তো মাদী?

ম্যানে। আজ্ঞে না, মদা।

হিরণ্য। (বিরক্তভাবে) উল্লুকো হাঁকার দেও। হাম মদা নেহি মাংতা, মাদী লাও।

ম্যানেজার। যে আজ্ঞা, ধর্ম্মাবতার।

অণ্ড। দেখুন ম্যানেজার মহাশয়! প্রকাণ্ড-নরকেশ্বর দোদীও প্রতাপাবিত অখণ্ডব্রহ্মাণ্ডপতি ত্রীলজীযুক্ত রাজাধিরাজরাজেন্দ্র মহারাজ হিরণ্য-কশিপু বাহাজর G. M. C. I., G. C. S. I., K. C. F. I. E., A. B. C. D. E. ওলো দেখলো চেয়ে-আই N. O. P. Q. R. S. ২. কোলে দোলে লো-^২ Z, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, আলেক্, বে, পে, তে, সে, জিম্ মহোদয় মদার উপর নেহাৎ চটা, মাদীর নামে ঐর জিবে জল সরে। অতঃএব কী কোরে ঝড়কে ঝাড় একট্রেন পাঠান।

ম্যানেজার। যথী আজ্ঞা, MERRY-AND-REW!

[প্রস্থান।

অবগুণ্ঠনবতী গুণশ্রদ্ধাধারিণী রমণী-
গণের প্রবেশ ।

হিরণ্য । (সাহ্লাদে) একবার হরিহরি বল
ভাই !

অণ্ড । (উচ্চৈঃস্বরে) বল হরি হরিবোল !

১ রমণী । (রোষে) আ-মর মিসে ! আমরা
মড়া না কি ?

অণ্ড । জ্যাস্ত কি কোরে সমঝাবো ? আপাদ-
মস্তক যে অবগুণ্ঠনী ।

রমণীগণ । তবে এই দেখ্ । (সকলের অব-
গুণ্ঠন উন্মোচন)

অণ্ড । (দেখিয়া দূরে লাফাইয়া গিয়া) ও
বাবা !

হিরণ্য । কি রে ?

অণ্ড । সাম্নে কবরী ।

উঠে এসে মহারাজ, হের একবার ;—

“রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিস্ততে ॥”

সাম্নে চ কবরীং দৃষ্ট্বা সন্তোমৃত্যু হাতে হাতে ॥

হিরণ্য । ওহে, না না ; কেন-সন্তোমৃত্যু হাতে
হাতে ? এ সব থিয়েটারী মেয়ে মাছুষ, রে বাপ্ ।
নিউজিল্যান্ডের আমদানী—অগ্নি নয় । পশ্চাতেও
আনিতঘলদ্বিত কুস্তল—সম্মুখেও আগর্ভলদ্বিত
কুস্তল ।

অণ্ড । ঠিক, যেন শাল্গেরামের শোয়া বসা,
বোঝবার ঘোটি নেই, বাব ।

হিরণ্য । হে তি নী

কুলকুণ্ডলিনী অঙ্গরাগ...

আমি অণ্ডকুমারগুপ্ত বণুবাহনে আরোহণ ক'রে,
বুগল চক্ষে অপেরা গেলাস লাগিয়ে, দর্শন শ্রবণ,
ভজন পূজন, স্মরণ মনন, চিস্তন চিস্তামণি করি ।

অণ্ড । কাঁধা মোর বাঁধা আছে ভবের বন্ধনে ।

বাঁধন ছিঁড়িবে আজি তব আরোহণে ॥

অসামান্য ধন্ত আমি আজ ।

(অণ্ডকুমারের স্বন্ধে হিরণ্যকশিপুর আরোহণ)
রমণীগণ ।

(করঘোড়ে অণ্ডকুমারের প্রতি কীর্তনের সুরে)—

আহা, বড় ব্যথা বাজিবে কাঁধে হে,

ওহে জীবের ব্যথাকারী অণ্ড !

ফেলে দাও লম্পটের চূড়া,

নৈলে কঠিন কাঁদটা হবে হে গুঁড়া !

নাগর ! কাজ নাই আর ওটা ধোরে,

গোপীদের কথা রাখ, হে কালা !

অণ্ড । (কীর্তনের সুরে)—

আহা আয়, রে বাছা, আয় কোলে আয়,

একবার চুমিব ও চাঁদ বদনখানি—

একবার চাটিব ও তোর গোঁফের জোড়া—

একবার স্নিকিব ও তোর দাড়ীর ঝোড়া,

ওরে ভক্তচূড়ামণি,

আমায় বেঁধেছিস্ বাপ্ চোখের ঠারে,

আমি যাই না কোথাও ছেড়ে তোরে ।

ওলকচু থিয়েটারের ম্যানেজারের

পুনঃপ্রবেশ ।

ম্যানেজার । মহারাজ ! এই বার এদের ছেড়ে

দিতে আজ্ঞা হউক ।

হিরণ্য । কাহে ছোড়েন্ ?

ম্যানেজার । কাল শনিবার রাজে আমাদের
ওলকচু থিয়েটারে হুম্মানের বজ্রহরণ হবে । এই
সকল একট্রেন্স্কে বাদরী সাজতে হবে । আজ
রাজ্রেই গিয়ে আবার রিহার্সাল দিতে হবে ।

হিরণ্য । হাম কভি নেহি একট্রেন্স্ লোক্কে
ছোড়েন্ ।

ম্যানেজার । সে কি ধর্ম্মাবতার !

হিরণ্য । এক হস্তা মেরা বাগিচামে রান্কেজ্ ।

ম্যানেজার । ও বাবা ! তবেই যে গেছি ।

হিরণ্য । কেঁও ?

ম্যানেজার । ছাণ্ডবিল্, প্লেকার্ড প্রচার
হয়েচে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে ।
এখন এদের না পেলে কাল যে দাঁড়িয়ে অপমান
হব । বাদরী না পেলে চলবে না যে, মহারাজ ।

হিরণ্য । আচ্ছা, তোমরা না হয় বাদর সেজে
কাল মান বাঁচাও ।

ম্যানেজার। এক তর্কায় যে মান বাঁচবে না, প্রভু!

হিরণ্য। এই ছুকরীরাই কি তোমাদের মানের গোড়া?

ম্যানেজার। শুধু মানের গোড়া নয়, প্রাণেরো গোড়া।

অণ্ড। মহারাজ! ম্যানেজার মহাশয় যা বলছেন, সত্য। এই ছুকরীরাই এঁদের রোজগারের কল।

হিরণ্য। এরা কি আসামী?

ম্যানেজার। (সভয়ে) আজ্ঞে, কোন অপরাধ করিনি, তবে আসামীর সামিল কেন হব?

হিরণ্য। ফৌজদারী আসামী নয়; আসাম দেশের বাসেন্দাকে আসামী বলে। সেই আসামীদের মেয়েরা রোজগার করে, আর পুরুষেরা ঘরে বোসে খায়। কেমন হে অণ্ডকুয়াণ্ড, ঠিক না?

অণ্ড। আজ্ঞে হাঁ। এরা সেই আসামীদের জায়রা ভাই।

ম্যানেজার। মহারাজ! রাত প্রায় ১০টা হলো।

হিরণ্য। (রোষে) আরে কেই ইহাঁ হায়, মান্ধাড়কো আভি বাহার কর দেও।

বেগে দুই জন দৈত্যের প্রবেশ।

১ দৈত্য। (ম্যানেজারের প্রতি) চলো চলো জী বাহার।

ম্যানেজার। মহারাজ! আজ এদের ছাড়ুন। কাল আবার রাত্তির ছুটির সময় মহারাজের গোলচরে হাজির করবো।

হিরণ্য। আরে ইক্কো জলদি বাহার কর দেও।

১ দৈত্য। কেঁও খাচ্কা খাও গে? বাহার চল।

ম্যানেজার। ও পুলী! ও হলী! ও কাল মান থাকবে কিসে?

পুলী। (মুখভঙ্গী করিয়া) এক বছরের মাইনে আজো পাই নি; চেয়ে চেয়ে নাক্কে দম্ব হয়ে

গেচে। আজ দশ টাকা এখানে পাব, তাতেও বাধা! ও পুলী—ও হলী—ও বুলী—ও চুলী! যাও আমরা যাব না। তোমাদের মানটি থাকবে কি যাবে, তা আমাদের কচুটি জানে। ও দরোয়ান্জী! ম্যানেজার বাবুকে একুণি বাইরে রেখে এস।

১ দৈত্য। (খাচ্কা দিয়া) হাম্ জান্তা হায়, সিধা উল্লিমে বিউ নেহি বাহার হোতা হায়। চল বাহার

[ম্যানেজার ও দুইজন দৈত্যের প্রস্থান।]

অণ্ড। মহারাজ! আমার কাঁধের বাঁধন যুচেছে, যতক্ষণ বদরক্ত থাকে, ততক্ষণ জৌকের কামড় অহুতব হয় না, কিন্তু যেই টাটকা রক্তে জৌকের কামড় বসে, অমনি কটু কটু করে ওঠে। এইবার আমার কাঁধের দশাও তাই।

হিরণ্য। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে চেয়ারে বসাত। (অণ্ডকুয়াণ্ডের তজপ করণ)

ওহে অকলঙ্ক চন্দ্রাননোগণ!

বড় তুট্ট হৈম্ম আমি নর্ত্তনগর্ত্তনে,

আরো তুট্ট হব, প্রিয়ে,

যদি মোরে কোলে ল'য়ে কর লান্তলীলা।

পুরস্কার দিব বড় নথ, ডুরে শাড়ী।

১ রমণী। এস এস রাজা বাহাহর,

কোলে কোরে কষ্ট করি দূর। (তজপকরণ)

রমণীগণ। (নৃত্যগীত)

ওলো দেখলো চেয়ে আই।

কোলে দোলে লো কানাই॥

গায়ে আঁটা জামা-জোড়া,

মাথায় গোটা পাগড়ী-চুড়া,

খাঁটা-গুঁফো, দাড়ী খাড়া,

বলিহারি যাই;

ভূমি কেন দাঁড়িয়ে আছ? নাচ হে বলাই?

অণ্ড। হকুমের ওয়াস্তায় ছিলেম।

হের এইবার ধুমধুমাকার তাওব-নর্ত্তন।

(বিকট নৃত্য)

বেগে প্রহ্লাদের প্রবেশ

প্রহ্লাদ। পিতা পিতা! এ কি তব ব্যবহার?

নর্তকীর কোলে চড়ি করিছ নর্তন।

হিরণ্য। খুব কচ্চি। তোর বাবার কি?

প্রহ্লাদ। হেরি তব হেন নীচ কাজ,

কি বলিবে দৈতের সমাজ?

এ হেন পেলাদ যার স্মৃত,

তার কি হে এ কুকর্ম সাজে?

পিতা, তুমি নেহাৎ বেল্লিক!

হিরণ্য। (সরোবে) কি পাষণ্ড? যত বড়

মুখ, তত বড় কথা! ওহে অণ্ড, ধর তো ব্যাটাকে।

প্রহ্লাদ। (সরোবে) দেখি দেখি,

অণ্ড তব কত বল ধরে।

টিপিয়া মারিব এরে।

অণ্ড। (সভয়ে) বাবা পেলু! আমার দোষ কি!

প্রহ্লাদ। ওঃ বুঝিছ, এই বেটারাই এর গোড়া।

আরে আরে পিশাচিনীগণ!

খাইলি বাবার মাথা মোর,

বোতলের বা এইবার থা। (প্রহারোত্তোগ)

[হিরণ্যকশিপুকে ফেলিয়া দিয়া আর্তনাদ
করিতে করিতে রমণীগণের প্রস্থান।

হিরণ্য। ও বাবা রে—বাড় ভেঙে গেলো
রে! ওরে ধোরে তোল রে—বাতাস দে রে!

অণ্ড। আহা! বেশী লাগে নি যে, মহা-
রাজ!

(হিরণ্যকশিপুকে উত্তোলন)

হিরণ্য। (দাঁড়াইয়া রোষে) আরে রে পেলাদ!

বৃভীগণের সঙ্গে, আছিহু মাতিয়ে রঙ্গে,

কেন কৈলি রসভঙ্গ মোর?

প্রহ্লাদ। কোন্ পুত্র পিতার এ কাজ

সহিবারে পারে, মাহারাজ?

অণ্ড। ঠিক ঠিক!

হিরণ্য। কোন্ পিতা পুত্রে মদ খেতে

দেখিয়া সন্তোষ লভে চিতে?

অণ্ড। ঠিক ঠিক!

প্রহ্লাদ। শুন, পিতা! মদ মোর সঙ্গের দোষের।

অণ্ড। তা তো আমিও দেখ্চি।

হিরণ্য। যদি না ছাড়িস মদ,

সত্ত মৃত্যু হবে তোর সঙ্গের দোসর!

অণ্ড। কাজে কাজেই।

প্রহ্লাদ। তুমি যদি ছাড় বাবা বেজ্ঞাকেলেকারী,

তা হ'লে আমিও মদ ছাড়িবারে পারি।

অণ্ড। বেস্ শাস্ত্রিক কথা তো।

হিরণ্য। (অণ্ডকুম্ভাণ্ডের প্রতি) আঃ, মিছে
বক কেন?

অণ্ড। আজ্ঞে, তাই বই কি! ছেলের কথাও
আবার কথা।

হিরণ্য। বাবা পেলাদ! শূকরমূত্র জ্ঞান কোরে
মদ ত্যাগ কর।

প্রহ্লাদ। পিতা! গোমাংস জ্ঞান কোরে
বেজ্ঞাসঙ্গ ত্যাগ করুন।

অণ্ড। “পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্তা পুরিয়া।
মূর্খে কি বুঝিবে রহে ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া॥”

হিরণ্য। পেলাদ! আমি তা কখনই পারবো
না।

অণ্ড। আফিণ্ডের মোতাত।

প্রহ্লাদ। তবে আমিও মদ ছাড়তে পার্কো না।

অণ্ড। “বাপ্কে বেটা সিপাইকা খোড়া।

কুছ নেহি হায় তবু খোড়া খোড়া।”

হিরণ্য। কেন মদ ছাড়তে পারবিনি, পেলাদ?

প্রহ্লাদ। আপুনি যে আমার বাবা।

হিরণ্য। তাতে দোষ কি?

প্রহ্লাদ। বাবা যা করে, ছেলেও তা ধরে।

“ধর্ম্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেত্তরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদমুবর্ততে।”*

অণ্ড। আহা, এটি অখণ্ডনীয় ভগবদ্ভাক্য।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তৃতীয় অধ্যায় ২১শ শ্লোক। শ্রেষ্ঠ
অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তি যে যে কর্মচারণ করে, ইতর ব্যক্তিরা
তার অনুষ্ঠান করে থাকে। এবং সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা রাজ
করেন, ইতর ব্যক্তিরা তারই অনুবর্তী হয়।

হিরণ্য। আজ পেন্সাদ, বেশ কথা। বড় লোকেরই আচরণ ছোট লোকে নকল করে। আমি তোর বাবা, সুতরাং বড় বোক। তুই আমার বাচ্চা, সুতরাং ছোট বোক। আমি যা করবো, তুই তা অবশ্যই করবি। কিন্তু আমি কি মদ খাই? তুই মদ খেতে মিথু কি কোথা?

অণ্ড। বাবাজী এইবার বামেন বুঝি গো।
Father has Pulled down his son in a
lyberinth like cross examination.

প্রহ্লাদ। No, never. I must bombard
his cross.

হিরণ্য। পেন্সাদ কি বোলো, হে অণ্ড?

অণ্ড। তোপে উড়িয়ে দেবে।

হিরণ্য। কাকে? আমাকে?

প্রহ্লাদ। না না, আপনার জেরাকে।

হিরণ্য। তোর ঠাকুরদাদাও এলে পারবে না।

প্রহ্লাদ। তাঁর আসবার দরকার নেই, তাঁর এই ভীকুবু কি নাতিই উড়িয়ে দেবে।

হিরণ্য। কই দে দিকিন্ দেখি, কত বড় সাধি।

প্রহ্লাদ। তবে এই উড়ুই,—মাদীমদরো-
রভেদম্।

অণ্ড। বাঃ, কি মস্ত দরের অস্থপ্রাসচ্চটাগ্-
ঘটা। বাঃ!

হিরণ্য। বাংলা কোরে বল।

প্রহ্লাদ। মাদী আর মদে ভেদ নাই। বে
মাদী সেই মদ—বে মদ সেই মাদী।

অণ্ড। বা আকার ঈকারের স্তম্ভ ভেদাভেদ
মাত্র। তা আসলে কিছু তফাৎ নেই। এই বুঝুন
না কেন—আকার ঈকার নেই বোলে ‘মদ’ ভরল,
আকার ঈকার আছে বোলে ‘মাদী’ অভরল,
আসলে কিছু উভয়েই গরল।

প্রহ্লাদ। Thank you my dear Anda।
I must shake your four paws!

হিরণ্য। বেটারা, কি বড়বড় কচ্চিন্?

প্রহ্লাদ। পিতা, বড়বড় নহে ইহা,—জান-

মজ। মাদী আর মদ একই পদার্থ। আপনি
মাদী ছাড়ুন, আমিও মদ ছাড়বো।

হিরণ্য। তা পাচ্চি নি। বৎসুরে। তুই না
হর আমার পথে আর।

অণ্ড। আহা, কি বাৎসল্য ভাব! ছায়ায়
হোক পিতা কি না।

প্রহ্লাদ। Fy fy fy!—হি হি হি!

বাবা হয়ে কহ এ কি কথা?

কাশে বড় পেছ ব্যথা।

যাই আমি ডুবে মরি মদের পিপাস।

এ হেন বাবার মুখ

দেখিতে না হবে চক্ষে আর।

হিরণ্য। (রোষে) কি পাষাণ! কি রে তুণ!

তুচ্ছ মুখে উচ্চ ভাব?

মাতাল তনয় ব্যাধ, কি যে কষ্ট হয় তার,

সাক্ষী এই বদমাস পেন্সাদ।

“সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।”

হেন পুত্র না চাহি দেখিতে,

এখন পাঠাব এরে এণ্ডামান্ দীপে।

যাবজ্জীবন দীপান্তর।

কোথা গুরে দৈত্যগণ, বা কোরে ছুটিয়ে আক।

দৈত্যগণের প্রবেশ।

যেথো আর এ ব্যাটারে অ্যাণ্ডামান্ দীপে।

কোসে চোকে চুলি বাধ।

লাগাও শাখার পাক, পাজীর গলার।

স্বাবজ্জীবন দীপান্তর।

বেগে জনৈক দাসীর প্রবেশ

কি খবর কহ, দূতি?

দাসী। (সহস্বে) হার হার,

কি কর তোমার, রাজা!

তোমার করায়ু রাক্ষী নাই।

হিরণ্য। কোথা গেছেন?

দাসী। যরিরাহে তোমার মহিষী।

হিরণ্য। মিথ্যা কথা।

মহিষ থাকিতে কত মহিষী কি মরে?

আজ্ঞে আরে মিথ্যাবাদী মাসী!

এ পাবও পেলাদের সনে
তোরেও পাঠাব আঙামানে ।
এ বেটাবেও বাধ, দৈত্যগণ !
দাসী । (ভয়ে ও মা, এ কি হল গো আপার !
হার, রাগি, এই কি গো ছিল মনে,
কোনু দোষে দোসর করিলে মোরে !
হিরণ্য । (সহঃখে) তবে কি রে দৃষ্টি !
সত্যি সত্যি গোবী মোর নাই ?

দাসী । হাঁ দেবা !
হিরণ্য । (বিরক্ত হইয়া) এ ভারি অত্যাচার তাঁর ।
আমারে না ব'লে কোরে
হঠাৎ একপে মরা উচিত কি তাঁর ?
আমীর হকুম বিনে
কোনো কাজ করে কতু পতিব্রতা নারী ?
অণ্ড । কিন্তু, মহারাজ, কলিতে সব উল্টো ।
তা আর হুঃখু'রে কি কোর্সেন বলুন ? শাস্ত্রেই
তো লিখেছে—“পথে নারী বিবর্জিতা ।”
হিরণ্য । ভাই অণ্ড হে, তা ঠিক—তবু—
হার !

অণ্ড । আহা, বাস্তবিক, অর্ধাক্ষী রমণী,
বান্ধে অঙ্গে পক্ষাঘাত সম বান্ধে বটে ।
হিরণ্য । স্মৃতি গো দৃষ্টি, জন্মকি বল, আমার
আগেখরীর ঐশ কি কোরে বেরলো ?
দাসী । বেহুদ মনের ঝোঁকে ।
হিরণ্য । হা জীবিতেশ্বর ! (মূর্ছা)
প্রহ্লাদ । ও হো বাবা গো, ভুমিও গেলেন ।
(মূর্ছা),

অণ্ড । ইস্ ! হুহুটো একসঙ্গে খড়াস কোরে
পড়লো । ওরে দৈত্যগণ ! তোরা রাজাকে
তোল । ও কি—কি ! তুই পেলাদকে তোল ।
দাসী । তা হলে আমিও মূচ্ছা বাবো যে ।
অণ্ড । না না, বাবি নি । মেরে মানুষের
হাতে ইলেকট্রিসিটিক কোর্ষ বেলী । পুরুষ মানুষের
গারে একবার ঠেকলেই বশ । পুরুষ পাহাড়ের
মত ভারি হোক না কেন, সোলার পাহাড়ের মত
তড়াকু ক'রে লাফিয়ে উঠবে ।

দাসী । আচ্ছা কই গারে হাত ঠেকিয়ে দেখি ।
(ভয়গুণ করণ চেষ্টা)

প্রহ্লাদ । সাবধান,
না ঠেকাস্ হাত কোর গার ।
বাবা কি পাইলি মোরে, মাগী, (বেগে উত্থান)
মাগীর নামেতে জল সরিবে নোলাগ ?
অণ্ড । ও কি ! আনি Philosophy of
science পড়েছি, কিন্তু আজ একটা new disco-
very আমা দ্বারা হল । মেয়ে মানুষের আওয়ার-
জোও খুব ইলেকট্রিসিটি আছে ; তা নৈলে মুছন্ত
পেলাদ “তিস্তিভিভাগমাজেণ অন্নানি চলন্তি পক্ষবৎ”
লাফন্ত হল কেন ? আজ আমি এই নতুন সত্যের
আবিষ্কার জন্ত এখনি Zoological Garden এর
এক জন first class honourary fellow হব ।

দাসী । ও কি উড়ে কথা বলচো ?
অণ্ড । উড়ে কথা কোথা পেলি ?
দাসী । ঐ যে কি হিজিবিজি ।
অণ্ড । দূর মুক্খী ! হার হার, কবে ভারত-
বর্ষীয়া মহিলারা দল বেঁধে মোচাকের মত বিশেষত
গিয়ে ইংরিজি শিখবে ।

প্রহ্লাদ । বাবা ! বাবা ! হার হার, সাড়া নাই ।
অণ্ড । ও কি ! বাবাকে তোলা না—মুখে
জল দে না ?

দাসী । তুলি গো তুলি—জল দি গো দি ।
(হিরণ্যকশিপুর পদধারণ করিয়া) মহারাজ । মূচ্ছা
ছাড়ি উদ্ধ হরে বোসো ।

হিরণ্য । (চক্ষু নিম্নীকন করিয়া) কে ? প্রিয়ে,
করাধু ? তুমি বেঁচে এলে ? আমিও বাঁচলুম ।
এস এস, হিরণ্যকশিপুর পদধারণতাপিসি ।
দাসী । আমি নই রাজরাণী ।

হিরণ্য । (দেখিয়া) ওহো চাকরাণী ?

বা রে দৃষ্টি, জন্তপদে চলি হেথা হ'তে ।

চাকরাণী রাজরাণী ‘রাণী’ যে শেবেতে ।

ভোরে ছেরে মনে পড়ে রাণীরে আমায় ।

সহিতে না পারি আর বিচ্ছেদ উহার ।

দাসী । (স্বগত) আঃ, বাঁচলুম, মা ।

[গ্রন্থাবলী]

হিরণ্য। আরে রে পেলাদ ! ভেবেছিছ—

আগামানে বাবজীবন তোরে দিব ।

কিন্তু এবে মৃত্যুদণ্ড দিব তোরে ।

মাতৃঘাতী তুই মজপারী ।

অলস্ত গরল মদ

যদি না দিতিস্ খেতে জননীরে তোর,

তা হলে নিশ্চয় মৃত্যু না হ'ত তাঁহার ।

প্রহ্লাদ । মনেও কি কেহ মরে ?

তা যদি হইত, তবে আমি কেন বাঁচি ?

হিরণ্য। ষষ্ঠাকীট তুই রে চণ্ডাল ।

মৃত্যু তোর নাহিকে। ষষ্ঠাল ।

অবলা মদের আলা পারে কি সহিতে ?

প্রহ্লাদ । ক্রমেই সওয়াতে হ'বে ।

নহিলে ইংরেজ মারা যাবে ।

শত শত খোলাভাটী ইংরেজ-কৃপায়

ভারতের গলিতে গলিতে বিরাজিত ।

ছুটাকা পাইবে বলি ইংরেজ কোম্পানি

ভারতে মদের সিন্ধু বহাইল জোরে ।

এবে যদি স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মিলিয়া

না শোবে মদের সিন্ধু অগস্ত্য সমান,

তা হ'লে ইংরেজ মারা যাবে ।

তেঁই আমি ইংরেজের সাধিবারে হিত

জননীরে মদ দিয়া করিছ বহনি ।

অণ্ড । ঠিক ঠিক ।

“মুখবোধব্যাকরণ পয়োপকৃতরে ময় ।”

হিরণ্য। আরে রে পেলাদ !

কোন কথা না শুনিব তোর ।

অতিদোর মাতৃঘাতী তুই ।

আরে আরে কুলচন্দ্রটি !

তোর দোষে হারাইয়ে করাধু মহিষী,

বংশহারা গাভী সম হইছ আমি বে !

এ যে বড় ভারি কষ্ট সহিতে না পারি ।

প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রাণদণ্ড তোর ।

অণ্ড । All right ! tit for tat ! ঢিল্টি

মাদেই পাটকেলটি খেতে হয় ।

হিরণ্য । আরে রে বাতুকগণ ?

পেল্লাদেরে! নিরে গিয়ে ধাপার মাঠেতে
জ্বালাই করিয়া মার ।

তাহে যদি নাহি মরে পাষণ্ড পেলাদ,

তা হলে আকিঃ এক ভরি

সঁরিবার তেলে গুলে খাওয়াইয়া মার ।

তাতেও যদি না মরে,

নাকে দে লঙ্কার ধৌ ।

তাতেও নিফল হ'লে,

পিপের ভিতরে ভরি আঁটিয়া হুধার

গঙ্গার ডুবায়ো মার চুবায়ো চুবায়ো ।

১ দৈত্য । ২ যো হুহুম, মহারাজ জী !

প্রহ্লাদ । Farewell for ever !

[প্রহ্লাদকে লইয়া দৈত্যগণের প্রস্থান ।

অণ্ড । পেলাদ ! তো একবারেই গেলো ।

ওদিকে মহারাজীও মৃত্যু, এখন কে তাঁর মুখান্নি
করে ?

হিরণ্য। তোমারেই দিলাম সে ভার ।

অণ্ড । (স্বগত) তা মন্দ নয় । পেলাদেটা

তো গেলই । আমি রাণীর মুখান্নি কোলে, রাজার
পুখিপুতুর হবার দাবী কোর্কো ।

দেখ দেখ ছুনিয়ার খেলা,

কার ধন কেবা খায় ।

পরের বাবাকে বাবা বোলে

লাখো লাখো রগড় ওড়াবো, বাবা !

কাপ্তেন বাবু হব । চের শালা মুখোসপরা এয়ার

পাব । ডাগ্ ডুম্ সা ডুম্ সা !

যণ্ড, অমর্ক ও যণ্ডপত্নীকে বন্ধনাবস্থায়

লইয়া পাহারাওয়ালাগণের

প্রবেশ ।

১ পাহা । জয় হোর, মহারাজ !

হিরণ্য। ক্যা হআ হার ?

১:পাহা । ইয়ে মোতিকা লালা আঙর হীরেকা

অসুটা মহারাজ কি হার ?

হিরণ্য। —(দেখিয়া) হাঁ! ইয়ে সবতো মেরা ।

অণ্ড । —(দেখিয়া) ও মহারাজ ! ঠিক ঠিক ।

আপনার পেলাদ সেই সে দিন বাক্স ভেঙে এই
কটা জিনিষ আর এক শোটা মোহর নিয়ে কাশী
গয়া পছিম পক্ষি হয়েছিলেন ।

হিরণ্য । আজ কালকার ছেলে খ্যাটারদের
কাজই এই । তা পাহারওয়াল ! তোম লোককো
ইয়ে সব কাঁহা মিলা ?

১ পাহা । এহি যুত্ৰ মাত্তারকা এহি জরু
আনেমে বাকস্ হানলোককো বোলা—ওগো পার-
গুলা জী । হামার স্যামি আর হামার ঠাকুর-
পোয়া দুজন মিলকে হামারা মুক্তোকা মালা আর
হীরের আংটা চুরি করা হার । বাজারে বেণের
দোকানে বেচতে গেছে হার ।

অণ্ড । বলি হাঁগা বাসুনের মেয়ে ! তোমার
একি কাণ্ডকারখানী ? তুমি ভদ্র লোকের স্ত্রী
হোয়ে কি না স্বামীকে থানায় ধরিয়ে দিলে ।

বগুপত্নী । কেন শেবো না ? তুমি ভাতার,
ভাতারই আছ, মেগের গয়না চুরি করবার কে ?

অণ্ড । আমার বাবার ঘাট হয়েছে ।

হিরণ্য । পাহারওয়াল ! তব্ ক্যা হুআ ?

১ম পাহা । হামলোক বাজারমে ব্যরকে দেখা,
যুত্ৰ আওর অমেজা এহি দো চিজ্ বেচতা থা ।
হামলোক দোনোকো পকড়া, লেকেন এয়সা ভারি
কিমৎ কি চিজ্ দেখকে দিলমে খেয়াল্ কিয়া,
যুত্ৰকো এয়সা জড়ওয়া কাঁহাসে মিলা হার । হাম
পুছা ; এ ওয়ৎ জবাব দিয়া, রাজকুন্ডর পরলাদ
দিহিন্ হার ।

হিরণ্য । বগুমানককো শূল পর চড়া দেও ।
আর বগুকা জরুকো মেয়া বৈঠকখানামে রাখ
বাও ।

বগু । মহারাজ ! এ কি বিচার ?

হিরণ্য । চোপ্ রও শ্যার । মানী মন্দার এক
রকম বিচার কখনও হয় ?

বগুপত্নী । মহারাজের বৈঠকখানায় আমি কুল-
বধু হোয়ে কি কোরে থাক্বে ?

হিরণ্য । কুলমধু খেয়ে । আমি বে কুলবধু-
বধু হে !

অণ্ড । তা থাক্বে ভাল । তুমি খেরুপ পতি-
ভক্তিশালিনী, তা তোমার পক্ষে ভালই হলো ।
তাতে আবার মহারাজ সম্প্রতি পত্নীহীন বিরহ-
বিধুরা, তোমায় নিয়ে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহটাও—

বগুপত্নী । ও মা ! সে কি গো !

হিরণ্য । অহে অণ্ড ! তুমি স্বার্থ বদ্ধ বটে ।

বগু । হার হার, অণ্ডের কাছে বগু বে পণ্ড
হলো রে বাবা ! হা হতোহ্মি ।

(ভূতলে পতন)

হিরণ্য । এই পাহারওয়াল ! এ দোঠোকো
জলদি শূল পর চড়াও ।

[বগুমানককে লইয়া পাহারওয়ালাদের
প্রস্থান ।

বগুপত্নী । হা প্রাণবল্লভ ? তুমি কোথা গেলো !
হা দেবর ! তুমি দোসর হলে ! হাগা বল না,
আজ কি শনিবার ?

হিরণ্য । অহে অণ্ড ! বালিকা বালবিধবার
আর এ কষ্ট সহিতে পারিনি । চল দুজনে এঁকে
চ্যাঙদোলা করে নিয়ে বাই । কোচে শুইয়ে সেবা
শুশ্রূষা করি ।

অণ্ড । জ্যাকো মড়া বড় ভারী । তা হোক,
চলুন ।

[বগুপত্নীকে তদ্রূপ করিয়া লইয়া
উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

ধাপার মাঠ

প্রহ্লাদকে লইয়া দৈত্যদ্বয়ের প্রবেশ ।

১ দৈত্য । (২ দৈত্যের প্রতি) ও তাই, পেলাদ
তো কিছুতেই মলো না । এখন উপায় ?

২ দৈত্য । তাই তো, বড় মুন্সিল হোলো যে ।

১ দৈত্য । সত্যিযুগের পেলাদ হুন্নি বোলে
তোরে গেছলো, কলির পেলাদ মদ মিলে তোরে
বায় বে ।

২ দৈত্য । কলিতে কি হরি মদ অবতার ?

১ দৈত্য । ভগমান্ আনে ! তা যাক্, এখন শেষটা একবার দেখা যাক্ ।

২ দৈত্য । তাই দেখ । শেষ রকেই রকে ।

২ দৈত্য । তুই একটা বড় পিপে আন্ ।

১ [দ্বিতীয় দৈত্যের প্রস্থান ।

প্রহ্লাদ । পিপের ভিতর মদের বোতল আছে তো ?

১ দৈত্য । তুমিই বোতল হবে । বকি রাজ-পুত্র ! তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি । কষ্টের উপর কতই কষ্ট পাক্, তবু ছাই শূণ্যের পেছাব মদ ছাড়্চো না কেন ?

প্রহ্লাদ । খাম্ খাম্, বকিস্নি । বারা ব্যাটা মদ ছাড়িতে পারেন না, উনি পেলাদকে মদ ছাড়িবেন ।

একটা বৃহৎ পিপা লইয়া দ্বিতীয়

দৈত্যের পুনঃপ্রবেশ ।

১ দৈত্য । রাজকুমার চোক চেয়ে কি ভাব্চো ?

প্রহ্লাদ । ভাই ষাতুক ! কণেক বিলম্ব কর । আমি একবার জন্মের মত মদ টেনে নি । (এক বোতল মদ লইয়া) ও মদ্যঃ নমঃ ! ও চট্টার নমঃ ! ও মাতালার নমঃ ! ও মাতাল্যো নমঃ ! ও আব্কারিণে নমঃ ! ও শুড়িমামপত্যাং নমঃ ! ও মাতালগ্নোন্নগণেভ্যো নমঃ ! ও উইলসনহোটেলার নমঃ ! ও পিকমিয়ানাগরাজুতারে নমঃ ! ও বোতলার নমঃ ! ও গেলাসার নমঃ ! ও মটর-ভাজারে নমঃ ! ও পলাণ্ডুলৈর্যে নমঃ ! ও মম সন্ধ্যবিক্রমস্টার্টপাটো নমঃ ! ও কলি-প্রহ্লাদন্ত্য ব্যক্তনাটকাতিনয়দর্শকেভ্যো নমঃ ! ও কাণ্ডেন্দ্রাবোষুঘুডাকার নমঃ ! ও কাণ্ডেন্দ্রাব্চ্ছয়কারিবুধমোহনহেভ্যো নমঃ ! ও যুগুপি-কুটিলস্বার্থপরবিষকুস্তপনোমুখবাক্কেভ্যো নমঃ ! ও বট্টসহস্রগরলস্কানবীজতুর্দ্বীপদ্যদবোতলমণ্ডলধারিণী-পিপাটের নমো নমঃ (প্রণাম) । ভাই ষাতুকগণ ! তোমরা আমার বাবার হুকুম তামিল কর—আমার পিপের ভিতর ভর ।

১ দৈত্য । হে ম ! পিপারূপিণী ব্রহ্মভাণ্ডো-দরি ! আমাদের কোন অপরাধ নিও না । পেলাদ ঢুকে পড় ।

প্রহ্লাদ । তথাস্ত্ । (পিপার মধ্যে প্রহ্লাদের প্রবেশ)

১ দৈত্য । পাটা ছুখানা এঁটে দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গন্ধায় ফেলে দিয়ে আসি চল । (তরুণ করণ চেষ্টা)

প্রহ্লাদ । (পাটা ঠেলিয়া দিয়া পিপার এক দিক্ দিয়া মুখ ও হস্ত এবং অপর দিক্ দিয়া পদ বাহির করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সরোবে) তবে রে শালারা ! দাঁড়া দাঁড়া, এক এক বেটাকে এক কামড়ে চিবিয়ে খাব ।

দৈত্যদ্বয় । (বোড়হস্তে)—

রক্ষ রক্ষ সর্বভক্ষ কিছুত আকার ।

কলির পেলাদ তুমি কছপাবতার ॥ (প্রণাম)

বেগে হিরণ্যকশিপু ও অণ্ডকুস্মাণ্ডের প্রবেশ ।

অণ্ড । (সভয়ে) বাপু ! বঃ পলারতি স জীবতি । (পলারনচেষ্টা)

প্রহ্লাদ । (সরোবে গর্জন করিয়া)

কোথার পালাস্ মোর পিতৃমোসাহেব ?

এখনি পিশিব তোরে গড়াইয়া গিয়া ।

অণ্ড । (সভয়ে কৃতজ্ঞলিপুটে) দোহাই দরাসর ! গোলামকে বধ করো না । আমি হিরণ্যকছপ নই প্রভু । * খোদাবন্দ ! তুমি সত্যি যুগে নুসিংহ মূর্তি ধারণ কোরে সত্যিকার হিরণ্যকছপকে বধ করেছিলে । এবার কলিযুগে কলির প্রহ্লাদ-রূপী কছপাবতারে কলির হিরণ্যকছপকে বধ কর—চোক ভুবন রক্ষা কর—আকুলবাকুলমাতাল-কুলকে আণ কর ।

প্রহ্লাদ । ভক্ত রে তথাস্ত্ । কারণ—

“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দৃষ্টতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্ততামি যুগে যুগে ॥”*

* ঐরক্তগবলীতা, ৪র্থ অধ্যায় ৮ম শ্লোক ।

এস বাবা হিরণ্যকশিপু!

তোমা হেন ছকুতেরে করিয়া বিনাশ

পরিভ্রাণ করি যত মাতাল সাধুরে।

(আক্রমণচেষ্টা)

হিরণ্য। (ভয়ে) বাবা রে! আমি যে তোর
বাবা!

প্রহ্লাদ। (বিকটাস্ত্রে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
কলির পেল্লাদ কলিত তো বাবাকেই খুন কর্কে।
আমি ক্রোড়গে পরশুরাম অবতারে বাবার হকুমে
মাকে খুন করেছি—হাপরগুগে কৃষ্ণাবতারে নার-
দের অহুরোধে মামা কংশকে খুন করেছি আর
এই মহাকলিগুগে অণ্ডের খাতিরে কচ্ছপাবতারে
বাবাকে খুন কর্কে। তার জন্ত চিন্তা কি বাবা?
ভয় বা কি বাবা? মৃগাটা বাড়িয়ে দাও—বোতল
ভাঙা দিয়ে তোমার টুটীটে কচ্ছকোরে কাটি।

হিরণ্য। অহে অণ্ড! কি হবে হে! গেলেম
যে হে!

অণ্ড। কি কর্কে বলুন রাজা বাহাদুর! আর
তো উপায় নেই! এখন অস্ত্রিম সময়ে একবার
ভক্তিভরে আগনার ইষ্টদেবতা মাদীদের পাদপদ্ম
স্মরণ করুন, চরণে পরম গতি আব সশরীরে স্বর্গ-
লাভ হয়ে।

হিরণ্য। অণ্ড রে! এই কি তোর মনে ছিল!
আমারই পেয়ে, আমারই প'রে, আমারই মাথায়
হাত বুলিয়ে শেষে আমাকেই হত্যে করালি রে!
এই কি বন্ধুর কাজ রে!

অণ্ড। মাহারাজা! আমি যার তনু পাই, তার
গুণ গাই এই রকমে। কারণ “কণৌ নাস্ত্যেব
নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরত্থা।”

প্রহ্লাদ। আর দেরি কোত্তে পারি নি দেরি
করা-না। দণ্ডে মারা তা, স্তব্রাং পশু-ক্লেশনিবারিণী-
সভা আমার নামে crueltyর নালিশ কোর্কে।
(হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ)

হিরণ্য। (প্রাণভয়ে সচীংকারে) বাবা রে,
গেলুম রে! আমার খুন কলে রে! ও সার্জন
সাহেব! ও চৌকিদার! ও দারোগা সাহেব!

খুন কলে—খুন—খুন। পুলিশ—পুলিস।

বেগে সার্জন সাহেব, দারোগা ও
পাহারওয়ালাগণের প্রবেশ।

সার্জন। ক্যা হুআ—ক্যা হুআ?

অণ্ড। এমন কিছু নয়; যৎকিঞ্চিৎ পিতৃহত্যে।

সার্জন। টোম্ ক্যা বোল্ট, উল্লু!

অণ্ড। এই বাপবেটায় আপোষে খুনোখুনি।

সার্জন। কোম্ কিস্কো খুন করটা হায়?

অণ্ড। বেটা বাপ্কে।

সার্জন। কোন্ঠো বেটা?

অণ্ড। ঐ যে সাহেব, ঐঠো।

সার্জন। আরে ওঠো টো কই জানোয়ার
হায়।

অণ্ড। না, সাহেব, বেটা হায়।

সার্জন। O my God! what sort of
son is this?

অণ্ড। রাজপুত্র, সাহেব, রাজপুত্র।

হিরণ্য। ও হে সাহেব! তোমার পায়ের
পড়ি, বাবা! বাঁচাও বাবা! খুন—খুন!

সার্জন। (প্রহ্লাদের প্রতি) এইও ডাম্!
টোম্ ক্যা করটা হায়?

প্রহ্লাদ। তোমরা বাপ্কে নেহি, মেরা
বাপ্কে পিণ্ডি দেতা হায়।

দারোগা। এইও শূওর। সাহেবকো গালি
দেনে লাগা?

প্রহ্লাদ। চোপ্‌ও, শালা দারোগা!

দারোগা। ইয়ে উল্লুকো বাঁধো জল্দি।

প্রহ্লাদ। খবদার, এগিও না বাবা! কাম্‌ডে:
নাক খ্যাদা কোরে দেবো।

দারোগা। যাও জল্দি, বাঁধো উল্লুকো।

১ পাহা। হামলোক্‌সে নেহি হোগা দারোগা
!!

দারোগা। কেঁও নেহি হোগা? দালরোটি
খাতা নেহি? কম্পনিকা ডগপ্‌ খাতা নেহি?

১ পাহা। আপ্‌ হামলোক্‌সে জেয়াদা তলপ্‌

খাতে হাঁয়—আসামী করিয়া দী দোনো তরফ্‌ কি
লোকসে বহৎ বহৎ ঘৃণ্তি খাতে হাঁয় । ও বড়া
জানোয়ারকো আপু যায়কে ধকড়িয়ে ।

দারোগা । আরে বাপ্‌! হাম্‌সে হোগা
নেহি—কতি হোগা নেহি ।

অণ্ড । হায় রে পুলিশ্‌! হায়, পুলিশের লোক ।
কেউটে দেখে পেছিয়ে পড়, টোড়ার উপর রোক ॥

দারোগা । তোম্‌ বাওরা ক্যা গড়্‌ বড়াতা হায় ?
(পুষ্টে মুষ্টাঘাত)

অণ্ড । বারা রে! যা বজ্জেন, ঠিক্‌ কি না ?
প্রকাশে, বজ্জেন আবার শুভবে । এইবার স্বগত
বলি—হায় রে পুলিশ্‌! হায়, পুলিশের লোক ।
কেউটে দেখে পেছিয়ে পড়, টোড়ার উপর রোক ॥

দারোগা । (সারঞ্জনের প্রতি) সাহেব! আপু
হেণ্ডি হেণ্ডি শূওর খাতে হাঁয়, আপু বহৎ তাকৎ-
মন্দ হায় । আপু যায় কে উল্লো পকড়িয়ে ।

সারঞ্জন্‌ । হাঁ, মেরা টাকট্‌ টো বহট্‌ হায় ।
হাম্‌ ক্যা natives of India কা মফক্‌ coward
হায় ? I must catch that monster, but
let me first ask his name. এই fatty hog !
টোমার নাম ক্যা হায় ?

প্রহ্লাদ । কলির পেলাদ আমি, শোন্‌ রে শূয়ার ।

সম্প্রতি পিপের খোলে কুর্শ অবতার ॥

সারঞ্জন্‌ । (সক্রোধে) O you rascal ! হাম্‌
শূয়ার হায় । (প্রহ্লাদকে আক্রমণ)

প্রহ্লাদ । (হিরণ্যকশিপুকে ত্যাগ করিয়া
সারঞ্জনকে ভূতলে নিক্ষেপ ও তাহার বক্ষোদেশে
দণ্ডায়মান হইয়া) কেমন বাছ! আর সর্ফরাজি
কোর্কে ?

সারঞ্জন্‌ । All right, all right !

হিরণ্য । আমি এইবার লম্বা দি । (পলায়-
নোভোগ)

অণ্ড । (হিরণ্যকশিপুকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া)
ছি ছি, কোণার পাগাও, রাজা ?

হিরণ্য । (মহুঃপে) রাণি মন্দোদরি! তুমিও
হইলে অরি ।

সারঞ্জন্‌ । ডারোগা, ডারোগা! চৌকিডার,
চৌকিডার! আও জন্ডি । পেট ফাট্‌ গিয়া—ho!

দারোগা । (পাহারওয়ালাদের প্রতি) লেও
বাবা লোক! যো নসিবমে হায়, ওই হোগা । সব
শালাকো পকড়ো । আও মেরে সাথ্‌ ।

১ পাহা । চলো ভাই সব! রামজী ভরোসা ।
(সকলের বেগে গিয়া প্রহ্লাদকে আক্রমণ ও বন্ধন)

সারঞ্জন্‌ । (উদ্ধিত হইয়া) শালা পেলা!
(প্রহ্লাদকে পুনঃপুনঃ ক্রুর আঘাত) ডারোগা, সব
শালাকো পকড়ো ।

হিরণ্য । দোহাই বাবা! আমার কি অপরাধ ?
সারঞ্জন্‌ । তোম্‌ শালাইটো খুন খুন করকে
চিল্লিয়া ঠা । ওই ওয়াটে টো পেট্‌ ফাট্‌ গিয়া ।
ডারোগা, পকড়ো শালাকো, বাঁচো শূওর কো ।

দারোগা । (হিরণ্যকশিপুকে বাঁধিয়া) আণ্ডা!
শালাকোতি বান্ধেছে ।

অণ্ড । দোহাই দারোগা বাবা, দোহাই! আমি
কোন দোষের ছবি নই । আমি বরং হিরণ্যকচ্ছপকে
ধোরে রেখেছিলুম বোলে আপনি পেলেন ।

দারোগা । এইজন্টি তোমাকে ভি হামি,
বাঁধবে । তোম্‌ ক্যা জাস্তা নেহি উন্ন ?—

“দুখমে সব কোই হরি ভজে,

সুখমে ন ভজে কোই ।

সুখমে যো হরি ভজে,

তো দুখ কাঁহাসে হোই ?” (বন্ধন)

অণ্ড । আমার যেমন কুর্শ তেমনি ফল হলো!
আমি যেমন নিমকহারাম—প্রভুজোহী—কৃত্রম—
পিশাচ, হাতে, হাতে তার শাস্তি পেলেম ।
কলিকাল বটে, কিন্তু আজিও ধর্মরূপী হরি
আছেন ।

হিরণ্য । হা আমি রাজাধিরাজ মহারাজ হয়ে
সাম্রাজ্য প্রহরীর হস্তে প্রহারিত হচ্ছি! তা তে,
হবই, পশুস্বভাব কামুক লম্পট আমার কোনকালে
দণ্ডভোগ না করে? কলিকাল বটে, কিন্তু আজিও
ধর্মরূপী হরি আছেন ।

প্রহ্লাদ । হা অধম না রাজপুত্র! ছি ছি,

সে কথা ভাবতেও এখন লজ্জার মুখ নত হয়। আমি মহাপাণী—আমি নরকের বিধ্বংস—আমার মন সেই নরকবিহারী কীট! হা আমি মাননাশক, প্রাণনাশক, সর্বনাশক ও সর্বপ্রাণক মদের বন্দী-ভূত হয়ে কি পাগল্যবাহী না করেছি। পাঁপের ফল অতিশয় ভয়ঙ্কর—বার-বার নাই যন্ত্রণাদায়ক। আজ পূর্ণরূপে তা ফললো। কলিকাল বটে—আমিও কলির প্রকলাদ বটে, কিন্তু আজিও ধর্মরূপী হরি আছেন।

সারঙ্গন। ডাঃরাশ্ব, এই তিন শালাকো গুলিসমে লে চলো। আজ হাজংমে রহেগা—কাল আলিপুরকা জেলমে যাবেগা।

[হিরণ্যকশিপু, কলির প্রকলাদ ও অণুকুস্মা-ওকে বন্ধনদশায় প্রহার করিতে করিতে টানিয়া লইয়া সারঙ্গন, দারোগা ও পাহারওয়ালাগণের প্রস্থান।

১ দৈত্য। তাই রে। আমরা বড় বেঁচে মিচি।

২ দৈত্য। বাঁচবই তো তাই। আমরা, তো আর লম্পট হিরণ্যকচ্ছপও নই—মদমাতালে কলির পেলাদও নই, কিংবে নেমকহারার মোসাহেব অণুকুস্মাও নই। হরিঠাকুর, শিবঠাকুর, কালী-ঠাকুরের কাছে এই পেরাখনা কচ্চি, যেন বরাবর সিধে পথে থেকে জন্ম জন্ম মোটা ভাত খেয়ে, মোটা কাপড় গোরে দিনগুরুয়ান কত্তে পাই।

১ দৈত্য। হক কথা, তাই, হক কথা। তাই, যদি কখন রাজা হই, তো যেন হিরণ্যকচ্ছপের,

মত না হই—যদি কখন রাজপুত্র হই, তো কলির পেলাদের মত না হই—আর যদি কখন বড় ম, যের মোসাহেব হই—ভগবান করুন যেন কো-জন্মে শূওরের ও মোসাহেব না হতে হয়—তবু। যদিই ভুল-ভেরাজিতে হয়ে পড়ি, তো যেন অণুকুস্মাটের মত না হই।

৩ দৈত্য। চল এখন আমরা অস্ত্র দেশে অস্ত্র কোন ধর্মিক রাজার কাছে চাকরি করিগে। কি যাবার আগে তোকে মোটাকতক গুরুমস্তর দি।

১ দৈত্য। কি?

২ দৈত্য। কখনও লোচ্চামি করবি? বেবুস্ত্র নিয়ে বাদর নাচবি?

১ দৈত্য। না।

২ দৈত্য। কখনও কুকুরের মূং মদ খাবি?

১ দৈত্য। না।

২ দৈত্য। কখন শূওরের ও খোদারূপে মোসাহেব হবি?

১ দৈত্য। না।

২ দৈত্য। তিন সত্যি কর।

১ দৈত্য। না—না—না। তুইও জেলত্যা কর।

২ দৈত্য। না—না—না। দর্শক মশাররা একবার অহুগুগেরো কোরে তিন সত্যি করুন। (জগপরে) কই, কই যে মুখ ফুটে—“না—না—না” বেরুচ্ছে না।

১ দৈত্য। তা না বেরুক। “মৌনঃ সন্দেহঃ লক্ষণম্।”

[উভয়ের প্রস্থান।

